INDEX

Thursday, the 27th August, 1987.

MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
(Fifth Legislative Assembly)

Sl. No.	Names of Members	Name of Constituency
1.	Shri Abhiram Deb Barma,	Simna (ST)
2.	Shri Dhirendra Deb Nath,	Mohanpur
3.	Shri Haricharan Sarkar,	Bamutia (SC)
4.	Smt. Gouri Bhattacherjee,	Barjala
5.	Shri Sudhir Ranjan Majumder,	Khayerpur
6.	Shri Manik Sarkar,	Agartala
7	Shri Biren Dutta,	Ramnagar
8	Shri Ashok Kr. Bhattacherjee,	Town Bordowali
9.	Shri Sukhamoy Sen Gupta,	Banamalipur
10.	Shri Khagen Das	Majlishpur
11.	Shri Rashiram Deb Barma,	Manaibazar (ST)
12	Shri Sudhanwa Deb Barma,	Takarjala (ST)
13.	Shri Anil Sarkar,	Pratapgarh (SC)
14	Shri Jadab Majumder,	Badharghat
15.	Shri Matilal Sarkar,	Kamalasagar
16.	Shri Bhanulal Saha,	Bishalgarh
17.	Shri Buddha Deb Barma,	Golaghati (ST)
* 18	Shri Matilal Saha,	Charilam
19	Shri Araber Rahaman,	Boxanagar
20.	Shri Narayan Das,	Nalchar (SC)
21.	Shri Rashik Lal Roy,	Sonamura
22.	Shri Samar Choudhury,	Dhanpur
23	Shri Dasaratha Deb,	Ramchandraghat (ST)
24.	Shri Samir Deb Sarkar,	Khowai
25.	Shri Bidya Ch. Deb Barma,	Asharambari (ST)
26.	Shri Nripen Chakraborty,	Pramodnagar
27.	Shri Makhanlal Chakraborty,	Kalyanpur

Sl. No.	Names of members	Name of constituency
28.	Shri Kali Kr. Deb Barma,	Krishnapur (ST)
29	Shri Jitendra Sarkar,	Teliamura
30.	Shri Rati Mohan Jamatia,	Bagma (ST)
31.	Shri Gopal Ch. Das,	Salgarh (SC)
32.	Shri Jogesh Chakraborty,	Radhakishorepur
33	Maharani Bibhu Kumari Debi,	Matarbari
34	Shri Keshab Ch. Majumder,	Kakraban
35.	Shri Nakul Das,	Rajnagar (SC)
36.	Shri Monoranjan Majumder,	Belonia
37.	Shri Shyama Charan Tripura,	Santirbazar
38.	Shri Badal Choudhury,	Hrishyamukh
39.	Shri Kashi Ram Reang,	Jolaibari (ST)
40.	Shri Angju Mog,	Mono (ST)
41.	Shri Sunil Kr. Choudhury,	Sabroom
42.	Shri Nagendra Jamatia,	Ampinagar (ST)
43.	Shri Jawhar Shaha,	Birganj
44.	Shri Rabindra Deb Barma,	Raima Valley (ST)
45.	Shri Bimal Singha,	Kamalpur
46.	Shri Rudreswar Das,	Surma (SC)
47.	Shri Dinesh Deb Barma,	Salema (ST)
48.	Shri Diba Ch Hrangkhawl,	Kulai (ST)
49.	Shri Purna Mohan Tripura,	Chhawmanu (ST)
50.	Shri Bidhu Bhusan Malakar,	Pabiacherra (SC)
51.	Shri Tarani Mohan Singha,	Fatikroy
52.	Shri Baidyanath Majumder,	Chandipur
53.	Shri Syed Basit Ali,	Kailashahar
54.	Shri Fayzur Rahaman,	Kurti
55.	Shri Samir Kr. Nath,	Kadamtala

Sl. No.	Name of members	Name of constituency
56.	Shri Amarendra Sarma,	Dharmanagar
57.	Shri Ram Kr. Nath,	Jubarajnagar
58.	Shrimati Ratnaprava Das,	Pencharthal (ST)
59.	Shri Subodh Ch. Das,	Panisagar
60.	Shri Len Prasad Malsai,	Kanchanpur (ST)

* Elected in the bye-election held on the 13th November, 1983. The seat had fallen vacant by reason of death of Shri Parimal Chandra Saha, Member, on the 7th April, 1983.

** Elected in the bye-election held on the 23rd November, 1986 The seat had fallen vacant by reason of death of Smti Gita Choudhury, Member, on the 7th December, 1985

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER :

Shri Amarendra Sarma,

DEPUTY SPEAKER :

Shri Bimal Sinha,

PANEL OF CHAIRMEN :

Shri Bidya Ch. Deb Barma,
Shri Keshab Majumder,
Shri Rudreswar Das,
Shri Sudhir Ranjan Majumder.

SECRETARY :

Shri B. K. Bhattacherjee,

GOVERNMENT OF TRIPURA
LIST OF MINISTERS SHOWING THEIR PORTFOLIOS

Sl. No.	Name of Minister	Name of Department (s) assigned
1.	Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister,	1. Home, 2. Political, 3. Administrative Reforms, 4. Confidential & Cabinet, 5. Secretariat Administration, 6. Appointment & Services, 7. Planning & Co-ordination, 8. Law, 9. Finance,
2.	Shri Dasaratha Deb, Deputy Chief Minister,	1, Education, 2. Tribal Welfare (including Tripura Tribal Areas Autonomous District Council), 3. Jhumia Rehabilitation including Rubber Plantation Corporation.
3.	Shri Baidyanath Majumder, Minister,	1. Public Works, 2 Transport, 3. Local Self-Govt. 4. Deptt of Power.
4.	Shri Anil Sarkar, Minister,	1 Industries, 2. Information, Cultural Affairs and Tourism, 3 Parliamentary Affairs, 4. Welfare of Scheduled Castes,

Sl. No.	Name of Minister	Name of Department(s) assigned
5.	Shri Dinesh Deb Barma, Minister,	1. Rural Development, 2. Panchayat.
6.	Shri Abhiram Deb Barma, .Minister,	1. Co-operation,
7.	Shri Badal Choudhury, Minister,	1. Agriculture, 2. Fisheries, 3. Science, Technology and Environment.
8.	Shri Khagen Das, Minister,	1. Revenue, 2. Printing & Stationery, 3. Statistics,
9.	Shri Araber Rahaman, Minister,	1. Forest,
10.	Shri Jogesh Chakraborty, Minister,	1. Jail, 2. Refugee Relief & Rehabilitation,
11.	Shri Ram Kr. Nath, Minister,	1. Food & Civil Supplies.
12.	Shri Samar Choudhury, Minister,	1 Labour, 2. Health & Family Welfare, 3. Animal Husbandry,
13.	Shri Purna Mohan Tripura, Minister,	1. Tribal Rehabilitation in Plantations & Primitive Group Programme.

—:—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala on Tuesday. the 25th August, 1987 at 11 A M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma the Hon'ble Chief Minister, the Deputy Speaker, 10 (Ten) Other Ministers, and 40 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৫।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রীর অসুস্থতা বশতঃ উনি আসতে পারেননি। তাই আমি উনার হয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন্ কোন্ কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু আছে,

২) খোয়াই কলেজে বিজ্ঞান শাখা (ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান) ও রসায়নে সাম্মানিক পাঠক্রম চালু করার জন্য কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট বিবেচনাধীন আছে কিনা, এবং

৩) থাকিলে উক্ত কলেজে বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান শাখা খোলা হবে কিনা?

উত্তর

১। বর্তমানে নিম্নলিখিত ৫টি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু আছে—

ক) মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা।

খ) মহিলা কলেজ, আগরতলা।

গ) রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা।

ঘ) বিলোনীয়া কলেজ, বিলোনিয়া।

ঙ) রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাসহর।

২) খোয়াই কলেজ বিজ্ঞান পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব আছে। সাম্মানিক পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ঐ কলেজে জৌত বিজ্ঞান শাখা খোলা হইবে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস:— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৫৩।

মিঃ স্পীকার:— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৫৩।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৫৩।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে পানিসাগর দ্বাদশ মান বিদ্যালয়ের জন্য নুতন দালান বাড়ী নির্ম্মান করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২) থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) বর্তমানে যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তবে উক্ত বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে আগামী (১৯৮৮—৮৯) আর্থিক বছরে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে পানিসাগরে দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের জন্য নুতন পাকাবাড়ী নির্ম্মান করার কোন পরিকল্পনা নাই।

১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২নং ও ৩নং প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৪।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার—১৪।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্য লটারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত কার্য্য বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে আছে,

২) কি কারণে তদন্তের কাজ শেষ করতে বিলম্ব হচেছ এবং

৩) কবে থেকে উক্ত ব্যাপারে তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে এবং কবে নাগাদ তদন্ত কাজ শেষ করে রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) রাজ্য লটারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিলনা। তবে রাজ্য লটারীর পুরস্কারের জন্য বিভিন্ন সময়ে ডাবল ক্লেইম হয়েছিল, এর মধ্যে ৩টির নিস্পত্তি হয়েছে ৪টি কেইস এখনও তদন্ত পর্যায়ে আছে।

২) তদন্ত কার্য্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দ্বারা পরিচালিত হচেছ। তদন্ত কার্য্য ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা চলছে।

৩) এই ডাবল ক্লেইম-এর তদন্ত কার্য্য প্রথম শুরু হয় ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে। যেহেতু তদন্ত কার্য্যটি ভিন্ন রাজ্য সরকারের মাধ্যমে করা হচেছ সেহেতু নিশ্চিত করিয়া এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপলিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে রাজ্য লটারির পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেটা উঠেছে তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে রাজ্য লটারি পরিচালনার ক্ষেত্রে তৎকালীন অর্থ সচিব দেববর্মা জড়িত ছিলেন। একই নাম্বারে ২ জন দাবিদার হয়েছে কেন এবং তাতে অর্থ সচিব বা হোল সেইল এজেন্ট জড়িত কিনা বা কারা কারা জড়িত ছিলেন জানাবেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রাক্তন অর্থ সচিব জড়িত ছিলেন এরকম কোন তথ্য আমাদের জানা নাই। আমাদের রাজ্য লটারীর টিকিট কলিকাতা প্রেস থেকে ছাপা হত। যেহেতু সমগ্র ব্যাপারটা কলিকাতায় হয়েছে সেহেতু পশ্চিম বঙ্গ পুলিশকে ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে যে প্রেসে ডাবল টিকিট ছাপা হয়েছে কিনা, তা না হলে ১টা টিকিটের জন্য ২টা ক্লেইম হল কেন ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিপোর্ট দিলে পরে আমরা বলতে পারব যে এস, পাল জড়িত কিনা বা ছাপাখানার কেউ জড়িত কিনা বা কোন্ সোর্স থেকে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই হাউজের সামনে সেটা উত্থাপন করা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপলিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যেহেতু সমগ্র ব্যাপারটা আমাদের রাজ্যের সেহেতু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপর নির্ভর করে তদন্ত চলবে অথচ আমাদের রাজ্যের কোন পুলিশ থাকবেনা বা কোন অথরিটি থাকবেনা তা কি করে হতে পারে এবং কিভাবে তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন সরকার। এখানে দেখা যাচ্ছে ৭টা কেইসের মধ্যে ৩টার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু বাকী ৪টার ক্ষেত্রে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। কাজেই তাতে কি কি ধরণের কেলেংকারী জড়িত আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১ম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এর সঙ্গে রাজ্য সরকার জড়িত না। ২য় নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যেসব তথ্য মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন তার উপর নোটীশ দিলে নিশ্চই জানা[illegible] হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপলিমেন্টারি [illegible], এই যে ডাবল টিকেট ছাপানো হলো রাজ্য [illegible]র কি মনে করেন না যে, এর মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে ? তাহলে আজকে দীর্ঘদিন ধরে [illegible]ই রাজ্য লটারী বন্ধ হয়ে গেল কেন ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ যেটা তদন্ত করছে দুর্নীতি না হলে তারা কি তদন্ত করছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করে বলবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন রাজ্য সরকার মনে করেন কিনা এই মনে করার ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। প্রমাণ থাকতে হবে। আর এই প্রমাণের জন্যই এই তদন্তের দরকার। মাননীয় সদস্যর জানা আছে যে রাজ্য সরকার এই লটারীর মাধ্যমে টিকিট বিক্রি করে কিছু সরকারী ফায়দা হোক এইটার বিরোধী বলে এইটা সম্ভবতঃ একমাত্র রাজ্য যে এই খেলা বন্ধ হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যের প্রেসে এইটা প্রশংসিত হয়েছে। একটা টিকিট কিনলে আপনি আড়াই থেকে তিন কোটী টাকা পেতে পারেন এইটা আমরা মনে করি একটা আটার করাপশন কোন কোন রাজ্য এইটা করছেন তারা করুন, আমাদের হাত পরিস্কার। তদন্ত রিপোর্ট বেরুলে আপনারা দেখতে পারবেন।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি— উনি যে বললেন তদন্তের কাজ শেষ হয়নি তাহলে বলছেন রাজ্য সরকার দুর্নীতি মুক্ত। পাশাপাশি উনি আবার বলছেন যে, সাতটা অভিযোগ এসেছে তারমধ্যে তিনটের তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে। যে সাতটা অভিযোগ এসেছে সেগুলি কি কি? এবং যে তিনটের তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে সেগুলি কি কি? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা নোটীশ এলে দেখা যাবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ এইটাকে তদন্ত করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগকে কেন দেওয়া হলো ত্রিপুরা সরকারের সে ধরনের মেসিনারীর অভাব রয়েছে কিনা?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচেছ— এই ঘটনার সঙ্গে রাজ্য সরকার জড়িত নয়, না হোন, তা হলে কেন কিসের ভিত্তিতে এই লটারী হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হলো? আর কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যারফলে এই তদন্ত করতে হচেছ এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রথম যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব হচেছ আমাদের পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে

সাহায্য করতে পারেন, এবং তারা সেই সাহায্য করছেন। এর বেশী হস্তক্ষেপ অন্য রাজ্য সরকারের উপর করা যায় না। আর পরের প্রশ্নগুলির জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —১৬৮।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের মক্তব, জুনিয়র এবং সিনিয়র মাদ্রাসাগুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সিলেবাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) উক্ত মাদ্রাসাগুলিতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) বিশেষ ক্ষেত্রে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

শ্রী রসিক লাল রায় :— স্যার, এই লটারী সম্পর্কে একটা সুষ্ঠ তদন্ত করার দাবী আমরা করছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। তিনি একবার বলছেন পশ্চিমবাংলার পুলিশ তদন্ত করছে আবার বলছেন ত্রিপুরার পুলিশ সাহায্য করছে। এইটা ঠিক নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— এইটা ত্রিপুরার পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করানো উচিত এবং পশ্চিম বাংলার পুলিশ ত্রিপুরার পুলিশকে সাহায্য করবে। আমাদের মেসিনারী থাকতে কেন পশ্চিমবাংলার পুলিশকে দিয়ে এইটার তদন্ত করার হচ্ছে ?

শ্রীরসিক লাল রায় | এবং ! মিঃ স্পীকার স্যার, এইটার সি, বি, আই'র তদন্ত হোক।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ | আমরা মুখ্যমন্ত্রীর জবাবে সন্তোস্ট নয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এ বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন এলে জবার দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, আপনার প্রশ্ন নাম্বার বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— স্যার, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে এর সঙ্গে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণরূপে জড়িত। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার চেস্টা করা হচ্ছে। এটা অ . . দুঃখ ন . .।

মিঃ স্পীকার ঃ— অন্যভাবে এই বিষয়টা স্থাপন করতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনি আপনার প্রশ্নের নাম্বারটা বলুন। (গোলমাল)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪।

প্রশ্ন

১) তেঁতুই হাইস্কুলে বর্তমানে কতজন শিক্ষক আছেন।

২) উক্ত বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে?

উত্তর

১) প্রাথমিক বিভাগ সহ তেঁতুইবাড়ী হাইস্কুলে বর্তমানে ১২ জন শিক্ষক আছেন।

২) বিগত ২৬শে জুন তারিখে অমরপুর মহকুমার অন্য বিদ্যালয় সমূহ থেকে তেঁতুবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে দুইজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বদলী . . দেশ . . .। অনতিবিলম্বে এই বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— তেঁতুইবাড়ী হাইস্কুলে ১০টি ক্লাস আছে এবং সেখানে তিন শত-এর মত ছাত্রছাত্রী আছে। সেখানে মাত্র ১২ জন

শিক্ষক। তার মধ্যে প্রথম ১০ জন হচ্ছে প্রাইমার স্কুলের শিক্ষক, যারা গ্র্যাজুয়েট নন— মেট্রিক পাশ বা দ্বাদশ শ্রেণী পাশ। তারাই হাইস্কুল চালাচ্ছেন। কাজেই এই ভাবে তেঁতুইবাড়ী হাইস্কুলের পড়াশুনার উৎকর্ষ কমে যাচ্ছে এবং পড়াশুনা প্রায় অচল অবস্থার মধ্য দিয়ে গত কয়েক বছর ধরে চলছে। এই অবস্থায় শিক্ষক সংখ্যা সেখানে বাড়ানো হবে কিনা এবং উপযুক্ত শিক্ষক দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরা নিশ্চয়ই সরকারকে অভিনন্দন জানাবেন যে তেঁতুইবাড়ীর মত একটা জায়গায় একটা হাইস্কুল করেছেন সরকার যেখানে কালও উগ্রপন্থীর হামলা হয়েছে। আমরা সম্প্রতি শিক্ষক রিক্রুট করতে আরম্ভ করেছি। নিশ্চয়ই তেঁতুইবাড়ীতে আরও শিক্ষক দেওয়া হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি আরও শুনেছি যে সেখানে ইনসিকিউরিটির জন্য শিক্ষক যান না। কিন্তু সেখানে ৫ | ৬ জন রেগুলার যান, বাকী যারা আছেন তারা যান না। ৫ জন যদি রেগুলার ক্লাশ করে বেতন নিতে পারেন তাহলে বাকী পাঁচ জন কেন কাজ না করেই বেতন নেবেন। তাছাড়া এর দুই দিকে দুটি আসাম রাইফেলস ক্যাম্প রয়েছে। তা হলে ক্যাম্পগুলি কি উগ্রপন্থীদের মোকাবিলার করার জন্য পাঠানো হয় নি ? তা হলে কিসের জন্য পাঠানো হল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— কয়েকদিন আগে ওখানে পতাকা উত্তোলনের সময়ে ২৬শে জানুয়ারীতে একজন শিক্ষক নিহত হন। টি, এন, ভি সন্ত্রাসবাদীরা সেখানে একজন শিক্ষককে খুন করলো। এটা টি, ইউ, জে, এস. প্রভাবিত। এলাকা। সেখানে একজন শিক্ষক খুন হল। সেজন্য আমরা চাইলেন শিক্ষকদের জোর করে সেখানে পাঠানো যায় না। তা সত্বেও যেসব শিক্ষক কাজ করছেন বলছেন তাদের আমি হাউসের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বার বার একটা এলাকায় হামলা হচ্ছে। আমি আশা করছি আরও কিক্ষক, আরও ছাত্র সেখানে যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আসাম রাইফেলস দাবী করেছিলাম। এরপর আসাম রাইফেলস গিয়েছে। এরপর ঘটনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপরও দেবব্রত কলই সমগ্র এলাকার

মানুষকে ইনজেক্ট করছেন যে আসাম রাইফেলস হচ্ছে উপজাতিদের শত্রু। তিনি মিটিং করে এটা বলছেন। সেটা বন্ধ করার উদ্যোগ নেবেন কিনা এবং শান্তি শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে তার জন্য ক্যাম্পগুলো রাখা হবে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। টি, ইউ, জে, এস, থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বামফ্রন্টের কাজ করছেন। বামফ্রন্টের এই নীতি নয় যে আসাম রাইফেলস হটাও। দেবব্রত কলই সহযোগিতা করছেন। এই প্রশ্ন আমরা সেখানে টি, ইউ, জে, এস, এর একটা অংশ থেকে সাহায্য পাচ্ছি। টি, ইউ, জে, এস, এর নেতা এই কথা বলতে পারছেন না যে কোন একটা জায়গায় তাঁরা সাহায্য করছেন। কিন্তু দেবব্রত কলই এ সম্পর্কে ইনফরমেশান দেন। কাজেই এই অসত্য মাননীয় সদস্য পরিবেশন করবেন আমি এটা আশা করি নি। এটা সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সেদিন আসাম রাইফেলস-এর মেজর আমার কাছে বলেছেন—

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আসাম রাইফেলস-এর মেজরকে এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। তিনি এখানে নেই। সুতরাং এটা করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৩।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ৮ম অর্থ কমিশন ১৯৮৫ ইং হইতে ১৯৮৯ ইং সনের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৭৯৯টি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের বাবদ অর্থ বরাদ্দ করেছেন ?

২) সত্য হইলে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত ? এবং

৩) ১৯৮৬—৮৭ ইং আর্থিক বছরে ৭৯৯টির মধ্যে রাজ্যে কয়টি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ

করা হয়েছে এবং এযাবত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা মঞ্জুর করেছেন ?

উত্তর

৮ম অর্থ কমিশন দ্বিবার্ষ বিশিষ্ট ৭৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন, ৭৯৯টি নয়।

৩,৯৪,৬৮,০০০ টাকা।

১৯৮৬—৮৭ ইং আর্থিক বছরে ৩১শে মার্চের মধ্যে ৩টি বিদ্যালয়ের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই ৩টি বিদ্যালয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ প্রতিটি ৫৬ হাজার টাকা হারে মোট ১,৫৬,০০০ টাকা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অর্থ কমিশনের সুপারিশ মতো প্রতি বছরে ১৫০টি করে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কথা, কিন্তু ১৯৮৬—৮৭ ইং সনের মধ্যে মাত্র ৩টি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা হল, যেখানে ৩০০টি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কথা, এর কারণ কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ঘর তৈরী করতে হলে কিছু মেটেরিয়েলসের প্রয়োজন, সেই মেটেরিয়েলস গত বছরে আমাদের খুবই কম ছিল, এছাড়া আমরা ইতিমধ্যে বেশকিছু ইন্‌ফ্রা-স্ট্রাকচার তৈরী করেছি, কাজেই আমরা আশা করছি যে আমরা নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত টাকাটা খরচ করতে পারব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা। তাই আমি জানতে চাইছি সবটা টাকাই কি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের ডিসপোজালে প্লেস করেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— না, এই রকম কিছু প্লেস করা হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৬।

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে কোন কোন হাই স্কুলে ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা আছে ?

২) বর্তমান আর্থিক বছরে বেহালাবাড়ী হাই স্কুলের ছাত্রীদের জন্য একটি বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা আছে কি?

৩) থাকিলে কতজন ছাত্রীর থাকার উপযোগী বোর্ডিং হাউস খোলা হবে ?

উত্তর

বর্তমান আর্থিক বছরে নিম্নে বর্ণিত হাই স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস খোলার পরিকল্পনা আছে :—

১) আমপুরা হাই স্কুল, খোয়াই।

২) মেলাঘর গার্লস হাই স্কুল, মেলাঘর।

প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৮,

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি না থাকে, তবে এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

আপাততঃ নাই।

যথা সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮২ ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮২,

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার যে সমস্ত স্কুলে আরবী শিক্ষক নেই, সেই সকল স্কুলে আরবী শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

কোন্ কোন্ স্কুলে আরবী শিক্ষকের প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক আরবী পড়ার ছাত্রছাত্রী যেসব স্কুলে রয়েছে; সেই সব স্কুলে আরবী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে । এই সম্পর্কে গত মন্ত্রী সভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে সব স্কুলে আরবী পড়ার প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী আছে, সেই সব স্কুলে আরবী শিক্ষক দেওয়া হয় ।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, গত মার্চ মাসের অধিবেশনেও এই প্রশ্নটা এসেছিল এবং তখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় আরবী পড়ার কতটা স্কুল আছে, তার একটা তথ্য দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় এই ক্লাসিকেল লেঙগুয়েজের শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তার সাথে সাথেই ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন আরবী শিক্ষক যারা পাশ করেছেন, তাদের একটা তথ্য দিয়েছিলাম, তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে যারা এই ক্লাসিক্যাল লেঙগুয়েজ পাশ করা এবং যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাদের আমরা আরবী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করব। এ জন্য বেশ কয়েকটা দরখাস্ত পড়েছে, আমার জানা মতে সোনামুড়া মহকুমার আবদুল মতিন বলে একজন দুই বার দরখাস্ত করেছেন, এমন কি সেই জব ফর্মও ফিল্ড আপ করেছেন, কিন্তু তার চাকুরী হয় নি। এভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আরবী শিক্ষকের জন্য ৪০টার মত দরখাস্ত সরকারের কাছে এসেছে, কিন্তু সেগুলির কোন রেসপন্সই পাওয়া যাচ্ছে না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমি, এটা তদন্ত করে দেখব ।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা জব ফর্ম জমা দিয়েছে তাদের মধ্য থেকে যদি যোগ্য প্রার্থী পেয়ে থাকেন তাহলে তাদের ঐ সব স্কুলে নিয়োগ করা হবে কি না আর যারা জব ফর্ম পূরণ করার সুযোগ পায় নাই তারা জানত না যে আরবী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে তাদের আবার জব ফর্ম পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, প্রথম প্রশ্নের জবাব হচেছ এইগুলি ক্রীয়েটট পোষ্ট কাজেই এই সব পোষ্টে লোক নিয়োগের কোন অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচেছ যারা জব ফর্ম পূরণ করতে পারে নাই তাদের কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা জব ফর্ম পূরণ করেছেন তারা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষণ শুনতে পারেনি—কাজেই তাদের মধ্য থেকে অ্যারাবিক টিচার নিয়োগ করা হবে কিনা ? কারণ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের কোন উদ্যোগ নেন নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যারাবিক টিচার ক্লাসিকেল টিচারের অন্তর্ভুক্ত—এই ব্যবস্থা আগেও ছিল আমাদের সময়েও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে প্রয়োজনীয় ছাত্র পাওয়া গেলে আরবী শিক্ষক নেওয়া হবে। এই প্রয়োজনীয় কথাটার ক্রাইটেরিয়া কি এটা কি কোটারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে না অন্য কোন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— অন্তত পক্ষে ৩০ ছাত্র থাকতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার বিভিন্ন মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতে বিশেষ করে আমি বিলোনীয়াতেও দেখেছি মুসলিম কম্পেক্ট এরিয়াগুলিতে যে সব মক্তব মাদ্রাসা আছে সেগুলিতে আরবী

শিক্ষকের অভাব আছে সেগুলিতে আরবী শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাদ্রাসা এবং অন্যান্য যে সব স্কুল-এর আরবী শিক্ষক নিয়োগের সমস্যাটা হচ্ছে আমার বা পশ্চিমবঙ্গের বোর্ডগুলি থেকে যারা পাশ করে আসে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক সময় তারা যে সব সার্টিফিকেট দেয় সেগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। সেজন্য আমাদের এখানে সিনিয়ার মাদ্রাসার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটা নূতন সংস্থা গঠন করছি। পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ বোর্ড এবং শিক্ষা দপ্তর আমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করছেন আমরা আশা করছি শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সব এলাকায় মাদ্রাসা করা হয় নাই সেই সব এলাকায় শিক্ষা দপ্তর থেকে মাদ্রাসা খোলার কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বেসরকারী ভাবে যে সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে অর্থের অভাবে সেই উদ্যোগ অগ্রসর হতে পারছে না। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মক্তব বা মাদ্রাসা স্থাপন করার পরিকল্পনা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য সম্ভবত জানেন যে মাইনরিটি এডুকেশান সম্পর্কিত বিষয়টি ওয়াকফ বোর্ডের নিকট প্রথমে আসবে বোর্ড সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শিক্ষা দপ্তরের নিকট রিকমাণ্ড করে পাঠাবেন। সরকার তারপর সেটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। সরকার বা শিক্ষা দপ্তর সরাসরি এটাকে গ্রহণ করবেন না। আমার মনে হয় সারা ভারতবর্ষের জন্যই এটা একটা পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতি থেকে আমরা আলাদা হয়ে যেতে চাই না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস

শ্রীনকুল দাস :— কোয়েশ্চান নং—৮৬

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নং—৮৬

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কলেজগুলিতে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের ইউ, জি, সি, পে-স্কেল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

না

প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নকুল দাস ও রবীন্দ্র দেববর্ম্মা ব্র্যাকেটেড।

শ্রীনকুল দাস :— কোয়েশ্চান নং—৮৭

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নং—৮৭

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানরত শরণার্থীর সংখ্যা কত ?

২) ঐ শরণার্থীদের পুনরায় স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

৩) উক্ত শরণার্থীদের দীর্ঘদিন রাজ্যে অবস্থিতির জন্য রাজ্য অর্থনীতিতে তার কোন প্রভাব পরবে কিনা ?

৪) যদি পরে তবে তা পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানরত শরণার্থীর সংখ্যা ১১—৮—৮৭ ইং এর শিবির ভিত্তিক নিম্নে বর্ণিত হল :—

ক্রমিক নং	শিবিরের নাম	শরণার্থীর সংখ্যা
১)	কাঁঠালছড়ি	১০,০০৬
২)	করবুক	৬,৯৪৩
৩)	পঞ্চরামপাড়া	৯,৪১১
৪)	শিলাছড়ি	৪,৯৬২
৫)	টাকুমবাড়ী	১৫,৭৫৬
	সর্বমোট :—	৪৭,০৭৯

বিষয়টি পুরাপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। তদনুযায়ী রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি রাজনৈতিক স্তরে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচন ক্রমে সমস্যাটির সমাধান কল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানাচ্ছেন।

শরণার্থীদের অবস্থান সাময়িক। শেষ পর্যান্ত তাদের বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে। এবং এ রাজ্যে তাদের থাকা কালীন সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন সে জন্য রাজ্য অর্থনীতিতে শরণার্থীদের অবস্থান বিশেষ কোন প্রভাব ফেলবে না। এছাড়া রাজ্য সরকার শরণার্থীদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অনবরত চাপ দিচ্ছেন।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের এই রাজ্যে ২২ | ২৩ লক্ষ লোক বাস করছে। তারমধ্যে প্রায় অর্ধলক্ষ রিফিউজী আজকে দীর্ঘ-দিন যাবত আমাদের এখানে অবস্থান করছে। আমরা জানি তাদেরকে ক্যাম্পের মধ্যে কনফাইন করে রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ততসত্বেও অমরপুর সাব্রুম এবং বিলোনীয়ায় আমরা দেখছি এই সমস্ত শরণার্থীদের মধ্যে কিছু কিছু লোক দু টাকা তিন টাকায় কাজ করছে অথচ আমাদের স্থানীয় লোকেরা কাজ পাচ্ছে না। বাজারে যে সমস্ত শাক সব্জী উঠছে তার অধিকাংশই তাদের জন্য কিনে নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় লোকেরা কিনতে পারছে না। এমনিতেই রাজ্যে যোগাযোগের অভাবে বাজারে যোগান ঠিকমত হচেছ না। তার জন্য রাজ্যের অর্থনীতি গভীর সংকটের সম্মুখীন হচেছ। কাজেই এই সমস্ত শরণার্থীদের বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— ব্যবস্থা নেওয়া হচেছ। শরণার্থীদেরকে দেশে পাঠানোর জন্য দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক এবং বাংলাদেশের ডেপুটী কমিশনারের মধ্যে তিনবার আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক স্তরেও আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও বার বার আলোচনা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ শরণার্থীদেরকে ফেরত নেয়। শরণার্থীরা পাঁচটি শিবিরে বসবাস করছে। তাদের সংখ্যা হল ৪৭,০৭৯ জন। তার মধ্যে ৭০ শতাংশ চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত, ১৫ শতাংশ মগ এবং বাকীরা অন্যান্য সম্প্র-

দায়ের। এক বছরের উপর আমাদের প্রশাসন এই বিরাট শরণার্থীদের দেখাশুনা করছে। রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করে চলছে।

শ্রীমানিক সরকার :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সভার সামনে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে জানতে চাইছি যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার অনেক দিন আগে কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকায় এবং আমাদের রাজ্যের কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে বাংলাদেশের জেনারেল এরশাদ ৩০ হাজার শরণার্থী ত্রিপুরায় আছে এবং তাদের সবাইকে ফেরত নেওয়ার জন্য আলোচনা চলছে বলে বলেছেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন যে শরণার্থীদের সংখ্যা ৪৭.০৭৯ জন। তাহলে সংখ্যাটা মিলছে না। এটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে এটা আমরা দেখলাম বাংলাদেশের জেনারেল এরশাদ শান্তি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন এবং বসে সমস্যাটির মীমাংসা করার জন্য চেষ্টা করবেন। এই সমস্যাটির সঙ্গে রাজ্যের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলাদেশের জেনারেল এরশাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে সেটা ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে হাউসের সামনে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। আশা করি আপনি সেই সুযোগ দেবেন। সেই আলোচনার সময় বিস্তৃত তথ্য হাউসের সামনে পরিবেশন করব। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এখানে তুলেছেন সেইটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরসিং রাও কয়েকদিন আগে ঢাকা গিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং তারপর আলোচনার ফলাফল কি হয়েছে সেটা রাজ্য সরকার এখনও জানেন নি। যেদিন আলোচনা হয়েছে তার পরের দিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য চেষ্টা করি। রাত্র সাড়ে এগারটা পর্যান্ত তারা বাড়ীতে ফিরেন নি। তারপরে আমার চেস্টা আমি পরিত্যাগ করি। সেই থেকে আজ পর্যান্ত কি আলোচনা হয়েছে, কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা তারা সেটা জানান নি। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব তারা

রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে অবহিত রাখুন। কারণ দায়িত্ব যেমন তাদের আছে, আমাদের দায়িত্বও কাঁধে আছে। কাজেই তারা যেন আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেন সেই অনুরোধ আমরা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বিপুল শরণার্থীদের খরচ বহন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং শরণার্থীদের সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে সেগুলি তদন্ত করে দেখছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোন চুক্তি নাই। শুধু আমাদের এখানে নয়, আরও শরণার্থী ভারতবর্ষে আছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীলংকার শরণার্থী যারা তামিলনাড়ুতে দীর্ঘদিন ছিলেন। যখন যেমন প্রয়োজন সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে সঙ্গে দেন। আমাদের এখানে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সেই খরচ আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে দিতে পারব। আলোচনা যখন হবে তখন দিব। করাপশনের যে সমস্ত ভুরি ভুরি অভিযোগের কথা বলেছেন সেই রকম কোন অভিযোগ আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যেহেতু উপস্থিত করেছেন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

আমি যেটা উল্লেখ করছি সেটা হল সারা ভারতবর্ষের সাংবাদিক গোষ্ঠী তারা এখানে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে এবং ক্যাম্পগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করেছেন। তারা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, মানবতার দিক থেকে তারা সারা পেয়েছেন, তাদের কাছে একটা অভিযোগও কেউ করেন নি এবং শ্রীলংকায় যারা ডি, ভি করতে গিয়েছিলেন তারাও এখানে এসেছিলেন। কোন অভিযোগ কেউ করেন নি। তবে নিশ্চয়ই এটা দেখা হবে যে ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, মেডিকেল সাহায্য যাতে সবাই পায়, ঘরবাড়ী সেগুলি মেরামত, পানীয় জলের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা সেগুলি দেখতে হবে। ডাক্তার প্রথম থেকে ছিল না, এখন হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা দিল্লীতে রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রশংসিত হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & "B")

—: স্মৃতি তর্পণ :—

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :— "ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী মনসুর আলীর স্মৃতি তর্পণ"।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী মনসুর আলী গত ৮ই এপ্রিল, ১৯৮৭ ইং রাত সাড়ে এগারোটায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর।

প্রয়াত আলী পর পর তিনবার ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে সোনামুড়া দক্ষিণ এবং ১৯৭২ সনে বক্সনগর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। ১৯৬৭ সালে শচীন্দ্র লাল সিংহ মন্ত্রী সভায় কৃষি ও বন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভায় কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

এই সভা প্রয়াত আলীর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দু') মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(দু' মিনিট নীরবতা পালন)

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং-এর স্মৃতি তর্পণ

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচিছ যে, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং গত ২৮শে মে, ১৯৮৭ ইং রাত আড়াইটার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর।

উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ১৯০২ সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মীরাটের সরকারী স্কুল থেকে পাশ করার পর আগ্রা কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় পাশ করেন এবং কিছুদিন আইন ব্যবসা করেন। পরে তা ছেড়ে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীকে আদর্শ করে তিনি তার নির্দেশিত পথে আন্দোলনের শরিক হন এবং বহুবার কারাবরণ করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি প্রথমবার উত্তর প্রদেশের আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সেই থেকে একটানা অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ব্যাপৃত ছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্য্যন্ত একটানা তিনি উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় ক্রান্তি দল গঠন করেন এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় তিনি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং জনতা দল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হলে তিনি হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। পরে তিনি অর্থমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীও হন। ১৯৭৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশাই-এর পতন হলে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৮০ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দু') মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(দু' মিনিট নীরবতা পালন)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বৃন্দ, এরপর আমি একটি শোক প্রস্তাব আনতে চাই।

শোক প্রস্তাব

মিঃ স্পীকার :— গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১৪—৫—৮৭ ইং থেকে ১৬—৭—৮৭ ইং পর্য্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদ কার্য্যকলাপের ফলে ত্রিপুরার নানা জায়গায় বেশ কিছু নিরীহ

নাগরিক নিরাপত্তা কর্মী ও অফিসার নিহত হয়েছেন।

গত ১৪—৫—৮৭ ইং তারিখে অমরপুরের গণ্ডাছড়ার কাছে ৩ জন বি. এস. এফ ও ৩ জন গ্রামবাসী, ২৭—৫—৮৭ ইং তারিখে তেলিয়ামুড়া সংলগ্ন তুইচাণ্ডছড়াতে তিনজন মৎস্যজীবি, ১৬—৭—৮৭ ইং তারিখে কৈলাসহর মহকুমার মনু থানার অন্তর্গত পূর্ব মাছলী এলাকায় ৬ জন অসামরিক নাগরিক ও তুইজন অফিসার সহ চারজন নিরাপত্তা কর্মী বিচিছন্নতাবাদী উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত হন।

এছাড়া ১৯—৬—৮৭ ইং সদর মহকুমার মান্দাই বাজারে অন্তর্ঘাতমূলক শক্তিশালী টাইম বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন এবং ৭—৭—৮৭ ইং ধর্মনগর মহকুমার দামছড়া বাজারে শক্তিশালী টাইম বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন নিরীহ গ্রামবাসী সন্ত্রাস বাদী দুস্কৃতকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

এই সভা নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি।

এই সভা আশা করে রাজ্যের সকল অংশের শান্তিকামী গণতান্ত্রিক এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকগণ সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদী ও উস্কানীমূলক কার্যাকলাপ এবং সম্প্রীতি বিনষ্টের লক্ষ্যে অশুভ শক্তি সমূহের যে কোন অপপ্রয়াসকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মোকাবিলা করে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের দাঁড়িয়ে ২ (দু') মিনিট মৌন পালন করে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(দু' মিনিট নীরবতা পালন)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বৃন্দ, আমরা আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের যাঁর স্মৃতিতে স্মৃতি তর্পণ করা হল এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং এর মৃত্যুতে স্মৃতি তর্পণ করা হল তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকের অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণা করতে পারি। যদি হাউসের এ ব্যাপারে সেন্স থাকে, তাহলে আজকের কার্যসূচী পরবর্তী সময়ে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মিটিং-এ বসে ঠিক করে নেওয়া যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি প্রস্তাব করছি, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের প্রয়াণে আজকের সমস্ত দিনের জন্য হাউসের কাজ বন্ধ রাখা হোক।

মিঃ স্পীকার :— হাউসের সেন্স আছে আমি ধরে নিচ্ছি। এই সভা আগামী ২৬শে আগস্ট, ১৯৮৭ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE— "A"

Admitted Starred Question No –8

Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of finance Department be pleased to state

QUESTION

১) রাজ্যে সমবায় ব্যাংকের নুতন কোন শাখা খোলার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

২) নিয়ে থাকলে কোন কোন স্থানে তা খোলা হবে ?

৩) খোয়াই ব্লকের জনগণের স্বার্থে খোয়াইতে নতুন শাখা খোলার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহাধীন।

AdMitted Starred Question No—13

Name of M L A. Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-ch rge of the Education Department be pleased to State

১) কাঞ্চনপুর ব্লকের লঙ্গাইনরেন্দ্রনগর জে, বি, স্কুল ও মনাছড়া জে, বি, স্কুল গুলিতে বর্তমানে কতজন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন ?

২) উক্ত স্কুলগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে;

৩) সত্য হইলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র কবে পর্যন্ত দেওয়া হইবে ?

ANSWER

Minister-in-Charge | Shri D. Deb

১) লঙ্গাইনরেন্দ্রনগর জে; বি, স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১২৪ জন ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৩ জন। মনাছড়া জে, বি. স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৯ জন ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৩ জন।

২) লঙ্গাইনরেন্দ্রনগর জে, বি, স্কুলে প্রয়োজন অনুপাতে আসবাবপত্র আছে। মনাছড়া জে, বি, স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় আসবাবপত্র কম রয়েছে।

৩) এই মাসের মধ্যেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No—20
Shri Fayzur Rahaman:

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১) ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর মহকুমার সাতসঙ্গম, ব্রজেন্দ্রনগর, তারকপুর, প্রত্যেকরায়, চুড়াইবাড়ী হাইস্কুলগুলির জন্য পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge | Shri D Deb

১) নাই।

Admitted Starred Question No—22
Name of M,L,A, Shri Fajzur Rahaman

Will the Hon'ble ster-in-charge of the Education Department be pleaced to state :—

১) ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণ জালাইবাড়ী জুনিয়র মাদ্রাসায় যে দুইজন ডিগ্রীপ্রাপ্ত নিযুক্ত আছেন। সরকারী বিধি নিয়ম অনুযায়ী যাবতীয় রেকডপত্র জমা দেওয়া সত্বেও তাদের বেতন ভাতা মঞ্জুর না করার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri Dasaratha Deb

১) ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণ জালাইবাড়ী জুনিয়র মাদ্রাসা সরকারী স্বীকৃত নহে। সরকারী স্বীকৃতি পাইলে শিক্ষকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি খাতে অনুদান মঞ্জুরীর বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question No—25
Name of M,L,A, Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) অমরপুর মহকুমার জাম্বুক বাড়ী জে, বি, স্কুল, তৈজলং জে, বি, স্কুল, পঙ্কু জে, বি, স্কুল, গামাকু বাড়ী জে, বি, স্কুল, সোনাছড়া প্রাইমারী স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

ANSWER

Deputy Chief Minister Shri D. Deb

১) প্রস্তাবগুলি যথা সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Admitteed Starred Question No—26
Name of M L.A Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) অমরপুর মহকুমার তিনঘরিয়া, ছেছুয়া ও সর্বং এস, বি, স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D. Deb

১) স্বশাসিত জেলা পরিষদের আওতাধীন তিনঘরিয়া জে, বি. স্কুল নামে এই মহকুমার সোনাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের এলাকাধীন একটি বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন (পাঁচ জন)। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২৩ জন। ১২৩ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন এমন জে, বি স্কুলে সাধারণতঃ ৫ জনের বেশী শিক্ষক দেওয়া হয় না। ছেছুয়াবাড়ী এস. বি স্কুলে মাত্র ৬৬ জন ছাত্র ছাত্রী আছে। শিক্ষকের সংখ্যা ৫ জন এবং সর্বংবাড়ী এস, বি স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫৩ জন শিক্ষকের সংখ্যা ১২ জন। কাজেই সর্বভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে উক্ত তিনটির কোন স্কুলেই শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল বলা যায় না।

Admitted Starred Question No—34
asked by Shri Samir Deb Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় অতিরিক্ত জেলা জজ এবং দায়রা জজ কোর্ট আছে,

২) খোয়াই মহকুমাতে একটি দায়রা জজ কোর্ট খোলার কথা সরকার বিবেচনা করেছেন কিনা ?

উত্তর

১) পশ্চিম ত্রিপুরার আগরতলায়, দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর এবং উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর এবং ধর্মনগরে অতিরিক্ত জেলা জজ এবং দায়রা জজ কোর্ট আছে।

২) খোয়াই মহকুমাতে দায়রা জজ, কোর্ট খোলার ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কোন সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No—68

Name of M,L;A, Shri Bidya Chandra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১) চলতি আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার মোট কতটি হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইবে;

২) ইহা কি সত্য খোয়াই হইতে বন বাজার পর্য্যন্ত এই পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে কোন দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল নাই;

৩) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বেহালাবাড়ী হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়া ঐ এলাকায় ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ আরও বৃদ্ধি করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D Deb

১) ২৬টি হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

২) এতদিন ইহা সত্য ছিল। তবে এখন সত্য নয়।

৩) বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে বেহালাবাড়ী হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No—75

Name of M.L.A. Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

১) শিক্ষা দপ্তরের অধীনে কোন শিক্ষক কর্মচারী চাকুরীর মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবসর গ্রহণ করিলে, তাদের পরিবারের কোন একজনকে যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করার নিয়ম নীতি চালু আছে কিনা;

২) থাকিলে ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত উক্ত দপ্তরের কতজন অবসর গ্রহণ করেছেন; এবং

৩) উক্ত নিয়ম নীতি অনুসারে এই পর্য্যন্ত অবসর গ্রহণকারীর পরিবারের কত জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইয়াছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge Shri D. Deb

১) না,

২) প্রশ্ন উঠে না,

৩) ঐ

Admitted Starred Question No—79

Name of M,L,A, Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) কাঞ্চনবাড়ী ১২শ শ্রেণী বিদ্যালয়-এ বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব আছে কিনা;

২) থাকিলে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকের অভাব আছে;

৩) উপরিউক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব পূরণ করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D Deb

১) হ্যাঁ।

২) এই বিদ্যালয়ে কলা ও বাণিজ্য বিষয়ে ১০ জন স্নাতক শিক্ষক এবং স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে বাংলা ও ইতিহাস বিষয় শিক্ষক একজন করে আছেন, যাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগ চালু হওয়ার ফলে স্নাতোকোত্তর পর্য্যায়ে বাণিজ্য বিষয় শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয়েছে।

৩) প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No—96
Name of Member Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department pleased to state :—

১) রাজ্য সরকার পঙ্গু বা বিকলাঙ্গদের কোন প্রকার ভাতা দিয়ে থাকেন কিনা ?
২) যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে মোহনপুর ব্লকে অনুরূপ কত জনকে দেওয়া হয়েছে;
৩) ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক বছরে আর কতজনকে উক্ত ভাতার আওতায় আনা হবে।

ANSWER

Minister in-charge Deputy Chief Minister Shri D. Deb

১) হ্যাঁ।
২) মোহনপুর ব্লকের ২০৫ জন অন্ধ ও বিকলাঙ্গকে ভাতা দেওয়া হয়েছে।
৩) ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক বছরে আর কতজনকে উক্ত ভাতার আওতায় আনা হইবে তাহা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

Admitted Starred Question No—105
Name of M L A Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) ককবরক ভাষায় এ পর্যান্ত কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে;
২) ককবরক ভাষাকে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER

Minister in Charge Shri D Deb

১) ককবরক ভাষায় আলাদা ভাবে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয় নাই। তবে যে সমস্ত এলাকায় ককবরক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অধিক সেই সমস্ত এলাকায় ককবরক ছাত্রছাত্রী দিগকে ককবরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১০৭৪টি বিদ্যালয়ে ককবরক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

২) বর্তমানে প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ককবরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশক শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষা/ঐচ্ছিক ভাষা পত্র হিসাবে ককবরক ভাষাকে চালু করার উদ্দেশ্যে পাঠ্য পুস্তক রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No—106
Name of M.L.A. Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) আগরতলা স্নাতকোত্তর কেন্দ্রে পাঠ্য বিষয় আরও বাড়ানোর কি কি পরিকল্পনা রয়েছে;

২) পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পটভূমিতে বর্তমানে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

Minister in Charge ANSWER

1) Physics, English, Political Science, Philosophy, Commerce, Anthropology Sociology.

এই সব বিষয়গুলি খোলার পরিকল্পনা আছে।

২) শীঘ্রই গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হবে। এর জন্য প্রথম উপাচার্য্য নিয়োগ এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No—110
Name of Member Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৭—৮৮ আর্থিক বৎসরে চড়িলাম দ্বাদশ বিদ্যালয়ের বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) যদি থাকে হলে করে পর্যন্ত বাউণ্ডারী ওয়ালের কাজ আরম্ভ হবে আশা করা যায়,

এবং

৩) ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D, Deb

১) নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) অর্থাভাব তার কারণ।

Admitted Starred Question No—114

Name of Member Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department please to state :—

QUESTION

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের সংখ্যা কত;

২) ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

৩) থাকিলে চড়িলাম বিধানসভা এলাকার লালসিংমুড়ায় একটি গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা খোলা হবে কিনা ?

ANSWER

১) ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের মোট সংখ্যা—৭৭ (সাতাত্তর)।

২) পরিকল্পনা আছে;

৩) না, তবে লালসিংমুড়ায় স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার একটি শাখা স্থাপিত হওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No—115
Name of M,L,A, Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে চড়িলাম দ্বাদশ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ হেডমাস্টার নেই;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে কতদিনের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টার নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge Shri D Dey

১) হ্যাঁ।

২) অনতিবিলম্বে উক্ত বিদ্যালয়ে একজন হেডমাষ্টার নিয়োগ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। (আপাততঃ একজন এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার **Posting** দেয়া হয়েছে)

Admitted Starred Question No—121
Name of Member :— Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে দুই রুমের পাকা ঘর নির্ম্মাণের কাজ সরকার হাতে নিয়াছেন কিনা;

২) যদি নিয়ে থাকেন তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কয়টি স্কুল গৃহ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ঐ কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D Deb

১) হ্যাঁ।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এখন পর্য্যন্ত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং গত আর্থিক বৎসরের হাতে নেওয়া ২২টির কাজও করা হচ্ছে। এর মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ৮টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকিগুলির কাজও সন্তোষ জনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

Admitted Starred Question No—124

Name of M L A. Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

১) বর্তমান আর্থিক বছরে অমরপুরে কলেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) থাকিলে কবে থেকে কলেজের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়;

Minister in-charge ANSWER

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 127

Name of M,L,A. :— Shri Jadab Mazumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে Book Bank থেকে যে সকল বই বর্ত্তমানে ছাত্র ছাত্রীদের দেওয়া হয়ে থাকে তা সময় মত না দিয়ে বৎসরের মাঝামাঝি অথবা বৎসরের শেষ ভাগে দেওয়া হয়ে থাকে যার ফলে ছাত্রদের পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটে;

২) সত্য হলে এই অবস্থা দূর করার জন্য সরকার কোন কার্য্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

ANSWER

minister in-charge Shri D. Deb

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বাল্যাহার কর্মসূচীতে চাউল ও ডাল মিশ্রিত খিচুড়ী খাদ্য হিসাবে পরিবেশন করা হয়।

৪) শতাংশ বলা সম্ভব নয়, তবে রাজ্যে ২০,৬৩৮ জন শিশুকে বাল্যাহার কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

Admitted Starred Question No—137

Name of Member— Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কয়টি শ্রমিক সংগঠন রেজিষ্ট্রীকৃত হয়েছে;

২) এই সব রেজিষ্ট্রীকৃত সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত;

৩) রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠনগুলোর সদস্যরা আইন মোতাবেক কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে ?

—উত্তর—

১) ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ১২৭টি শ্রমিক সংগঠন রেজিষ্ট্রীকৃত হয়েছে।

২) এই সব রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রমিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩০,৭৪১ জন।

৩) রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠনগুলোর সদস্যরা তাহাদের স্ব স্ব সংখ্যায় চালু শ্রম আইনের ধারা এবং নিয়ম মোতাবেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। সুযোগ সুবিধাগুলি মূলতঃ নিয়োগপত্র, মজুরী বৃদ্ধি, বাসস্থানের সুবিধাদি, কাজের নির্দিষ্ট সময় সাপ্তাহিক বন্ধ, অর্জ্জিত ছুটি, বোনাস, গ্রাচুইটি ইত্যাদি। তাছাড়া রেজিষ্ট্রীকৃত সংগঠনগুলি শ্রমিকদের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় আইনগত অংশ নিতে পারে। এইসব সংগঠনের নির্দিস্ট সংখ্যক স্বীকৃত পরিচালক "Protected Workmen" আখ্যা পান। শ্রম বিরোধ চলাকালীন এই "Protected Workmen"দের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা মালিক পক্ষ নিতে পারেন না।

Admitted Starred Question No—153
Name of Member— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

—প্রশ্ন—

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের চা বাগানের শ্রমিকদের Subsidused rate এ চাল, আটা, গম সরবরাহ করা হয়;
২) সত্য হলে কেজি প্রতি কত টাকা দরে চাল, আটা, গম সরবরাহ করা হয় এবং
৩) ইহাও কি সত্য যে, বাগানের মালিকগণ চাল, গম, আটা এফ, সি, আই গুদাম থেকে সরাসরি, পান না, রাজ্য সরকারের গুদাম থেকে নিতে হয়;
৪) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ সব খাদ্যবস্তু এফ, সি, আই গুদাম থেকে সরাসরি সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

১) হ্যাঁ।
২) প্রতি কেজি চাল ০'৮২ পয়সা দরে।
প্রতি কেজি আটা ০'৫৪ পয়সা দরে।
৩) হ্যাঁ।
৪) এফ, সি, আই, কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারা রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের জানা নাই।

Admitted Starred Question No—160
Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the social Education Department be pleased to state

QUESTION

১) রাজ্যের যে সব শিক্ষিত বেকারের চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের কে ভাতা দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা;
২) করলে কবে পর্যন্ত তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

Admitted Starred Question No. 128

Name of M.L.A. :— Shri Jadab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) চারিপাড়া স্কুলে (দ্বাদশ শ্রেণী) ছাত্রাবাসের বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) থাকিলে কবে নাগাদ তা করা হবে;

৩) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে ঐ স্কুলের ছাত্রাবাসটি কয়েকজন শিক্ষকের কোয়ার্টারের মধ্যে আছে;

৪) সত্য হলে ঐ স্কুলের ছাত্রাবাস আলাদা ভাবে কবে নাগাদ নির্মাণ করা সম্ভব হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge: Shri D. ...

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হ্যাঁ।

৪) কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No— 33

Name of Member Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State

QUESTION

১) রাজ্যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বালাহার কর্মসূচী কবে থেকে চালু করা হয়েছে এবং

২) রাজ্যের কোন্ কোন্ বিভাগে কয়টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বালাহার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

৩) কি ধরণের খাদ্য সরবরাহ করা হয়;

৪) রাজ্যের কত শতাংশ শিশুকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Minister in-charge — Deputy Chief Minister, Sri Dasarath Deb.

১) রাজ্যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বালাহার কর্মসূচী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪৬টি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৬৩টি কেন্দ্রে ১৯৮৭ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস হতে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৯৫টি কেন্দ্রে ১৯৮৭ ইং সনের এপ্রিল মাস হতে চালু হয়েছে।

২) রাজ্যে সর্বমোট ৫০৬টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বালাহার কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় :—

ক)	সদর সাব ডিভিসান	—	১২২টি
খ)	খোয়াই ডিভিসান	—	১৫টি
গ)	সোনামুড়া ডিভিসান	—	৯টি
			১৪৬টি

২) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় :—

ক)	অমরপুর ডিভিসান	—	৭টি
খ)	সাব্রুম ডিভিসান	—	৩১টি
গ)	উদয়পুর ডিভিসান	—	৪৪টি
ঘ)	বিলোনীয়া ডিভিসান	—	৮১টি
			১৬৩টি

৩) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় :—

ক)	ধর্মনগর ডিভিসান	—	৭১টি
খ)	কৈলাশহর ডিভিসান	—	৬৫টি
গ)	কমলপুর ডিভিসান	—	৬:ি ট
			১৯৫ি ট

ANSWER

Minister-In-charge — Deputy Chief Minister Shri Dasarath Deb

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৮৭ সনের ১লা অক্টোবর থেকে বেকার ভাতা কার্যকরী হবে।

Admitted Starred Question No—166

Name of Member Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার স্কুল মাদার পোস্ট তুলিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

২) সত্য হইলে তার কারণ এবং

৩) যদি সত্য না হয় তাহা হইলে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও স্কুল মাদার নিয়োগ করা হইবে কিনা ?

ANSWER

minister-in-charge — Deputy Chief Minister Shri Dasarath Deb

১) না, এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বর্ত্তমানে স্কুল মাদারের পদ খালি নাই।

Admitted Starred Question No. 167

Name of M,L,A, : – Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) কাঞ্চনপুরের লঙ্গাই, খেদাছড়া, কাচারীছড়া, পিপলাছড়া প্রভৃতি এলাকার জন্য হাইস্কুল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে উক্ত হাইস্কুল স্থাপনের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge — Deputy Chief Minister, Sri Dasarath Deb.

১) বর্ত্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No—197

Name of Member— Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১) ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু জনসংখ্যার অনুপাত হারে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করার কোন নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে কিনা;

২) হয়ে থাকলে সেই হার পূরণ করা হয়েছে কিনা;

৩) বর্ত্তমানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত; এবং

৪) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কতজন সংখ্যালঘু শিক্ষিত বেকারকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে ?

Minister in Charge of Labour & Employment Department — Shri S Chowdhury

উত্তর :

১) সংখ্যালঘু উপজাতি জনগণের জন্য সাংবিধানিক কোটায় রয়েছে। ২৯% আনুপাতিক হারে সরকারী চাকুরীতে তাদের নিয়োগ করা হয়। তফশিলী জাতি জনগণের জন্যও এইরূপ কোটা নির্দ্ধারিত রয়েছে এবং তাদের জন্য ১৬% আনুপাতিক হারে চাকুরীতে নিয়োগে বামফ্রন্ট সরকার নীতি কার্য্যকরী করছে।

অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগণের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য ভারত সরকার কোন ব্যবস্থাই রাখেন নি। তাদের সংখ্যা গুরুর সাথে সাধারণের মধ্যে গণ্য করা হয়। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অনগ্রসরদের চাকুরীতে নিয়োগে সর্বদাই যত্ন সহকারে সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

২) তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির চাকুরীর কোটা পূরণে সরকার দৃঢ়তার সাথে কাজ করে চলেছে।

৩) মুসলিম সংখ্যালঘু শিক্ষিত বেকারদের হিসেব কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে। সেই হিসেব অনুযায়ী নথিভুক্ত এই অংশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বর্তমানে মোট—৫৮১ জন।

৪) কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের উপরোল্লিখিত নীতি কার্যকরী করতে দপ্তরের প্রধানগণ সচেস্ট রয়েছেন।

Admitted Starred Question No—198

Name of Member— Shri Diba Chandra Hrankhawal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state

১) ১৯৮৫—৮৬, ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে রাজ্যে সর্বমোট কত বৃদ্ধ ও বিধবাকে মাসিক কত হারে ভাতা দেওয়া হয়েছে এবং তাতে রাজ্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

Minister-in-Charge ANSWER Deputy Chief Minister.
Shri Dasarath Dey

১) ১৯৮৫—৮৬ আর্থিক বছরে ১২,৫২১ জন এবং ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে ১২,৪২৯ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়েছে. ৩০—৬—৮৫ পর্যন্ত ভাতার হার ছিল মাথাপিছু ৪০ টাকা এবং ১—৭—৮৫ ইং সন হইতে ভাতার হার বর্দ্ধিত করা হয় ৬০ টাকা। এই বাবত ১৯৮৫–৮৬ আর্থিক বছরে ৮৪,০০,০৬৭ টাকা ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে ৯২,৮২,৭০০ টাকা খরচ হয়েছে। বৃদ্ধ বিধবার বার্দ্ধক্য ভাতা ১৯৭৭ ইং সনের ১লা মার্চ হইতে চালু হয়েছে।

Admitted Starred Question No—215

Name of Member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Election Department be pleased to state—

QUESTION

১) রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা;

২) যদি করে থাকেন তবে এই সম্পর্কে নির্বাচনী কমিশনারকে লেখা হয়েছে কিনা; এবং

৩) বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে রাজ্যের তপশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংখ্যানুপাতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট আছে কিনা ?

ANSWER

১) বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের ইচ্ছা রাজ্য সরকারের থাকলেও সংবিধানের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ আগামী ২০০০ সনের জন গণনার সংখ্যার ভিত্তিতে করতে হবে।

২) রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনকে এখনও কোন কিছু লেখা হয় নাই।

৩) রাজ্য সরকার বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের সময় তপশীলি জাতি এবং উপজাতির সংখ্যানুপাতিক সংরক্ষণের জন্য ডিলিমিটেশন্ কমিশনের নিকট প্রস্তাব রাখবে।

Admitted Starred Question No—219

Name of M,L,A, Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) মোহনপুর ব্লক অন্তর্ভুক্ত তারানগর এস, বি স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) যদি থাকে তবে বর্তমান আর্থিক বর্ষে তা করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge — Deputy Chief Minister
Shri D. Deb

১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—220
Name of Member Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৭—৮৮ ইং আর্থিক বছরে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত তারাপুর হাইস্কুলটিকে পাকাবাড়ী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge — Shri Dasarath deb

১) নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 226
Name of M,L,A, : — Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট কত; (পৃথক পৃথক হিসাব)।

২) উক্ত সমস্ত স্কুলগুলিতে দপ্তরী আছে কি;

৩) না থাকিলে সেই সমস্ত স্কুলে দপ্তরী নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

ANSWER

minister-in-charge Shri Dasarath Deb

১) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় — ১২৬
উচ্চ বিদ্যালয় (মাধ্যমিক)— ২৫০
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় — ৪১৪

২) দপ্তরী Post বলে কোন Post নাই। এখন ৪র্থ শ্রেণী (D Category) বলে Post আছে।

৩) না, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No—228

Name of M,L,A, Shri Jadab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

১) স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের বুকগ্রান্টের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা; এবং

২) ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের টাকা সময় মত পাওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

Minister-in-Charge ANSWER

১) স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বুক গ্রান্টের টাকা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

২) হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No—269

Name of M,L,A, :— Shri Diba Chandra Hrankhawal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা Govt. College of Education এ B.E.D, ট্রেনিংরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য কোন Hostel নেই।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে উক্ত কলেজের ট্রেনিংরতদের থাকার জন্য Hostel নির্মাণ করার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

Minister-in-Charge ANSWER

১) সত্য নহে, মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য একটি Hostel এর ব্যবস্থা আছে।

২) প্রশ্ন উঠেনা, তবে পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য Hostel নির্মাণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No—299

Name of M.L.A, Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

ক) বিলোনীয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পদটি কত বৎসর যাবত শূন্য পড়ে আছে; এবং

খ) কবে নাগাদ উক্ত মহাবিদ্যালয়ে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Minister-in-charge ANSWER

ক) ১—৭—১৯৮০ ইং হইতে এই পদটি শূন্য পড়ে আছে।

খ) শীঘ্রই প্রিন্সিপাল নিয়োগ করিয়া এই শূন্য পদটি পূরণ করা হইবে।

Admitted Starred Question No—304

Name of Member— Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

১) টাকারজলা জম্পুইজলা সাব ব্লক অন্তর্গত পেকুয়াজলা গাঁওসভা অধিনে পেকুয়াজলা হাইস্কুলে ট্রাইবেল বোর্ডিং স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge Shri D Deb

১) নাই।

Admitted Starred Question No—341

Name of Member Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ক) সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত চা-বাগিচাগুলিতে বর্তমানে শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, রেশন, সি, পি, এফ, ইত্যাদি দেয়া হচ্ছে কিনা; এবং

খ) অধিগ্রহণের পূর্বের শ্রমিকদের বিভিন্ন ন্যায্য পাওনা যা মালিকগণ দেয়নি তা বর্তমানে কি ভাবে দেওয়া হবে ?

উত্তর :

১। ক) হ্যাঁ।

খ) অধিগৃহীত চা-বাগানগুলি বাগান মালিকদের পরিচালনাধীন থাকা অবস্থায় খুবই অব্যবস্থার মধ্যে ছিল। বাগানগুলি বন্ধ করে শ্রমিকদের বেকার করে দিচ্ছিল। মালিকরা অনুপস্থিত মালিকের চরিত্র নিয়ে কাজ করছিলেন ফলে শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রচুর টাকা মালিকদের কাছে শ্রমিকরা পাওনা হয়। সরকারের বেভিনিউ পাওনা ছাড়াও ব্যাংকের ঋণ সব নিয়ে মালিকরা বাগানে আসা বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকদের অধিগ্রহণের পূর্বের সকল ন্যায্য পাওনার জন্য শ্রম দপ্তর মামলা দায়ের করেছেন।

Admitted Starred Question No—352

Name of M.L.A. Shri Dibi Ch. Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার ছৈলেংটা স্কুল পরিদর্শকের অধীনে Dhumachhera High School and Kathal chhera T.M.C. High School দুইটিতে প্রধান শিক্ষক নাই;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত হাইস্কুল দুইটিতে কবে পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge Sri Dasarath Deb.

১) হ্যাঁ।

২) প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই স্কুল দুইটিতে প্রধান শিক্ষক দেওয়া সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE—"B"

Admitted UnStarred Question No—12

Name of Member— 1) Shri Keshab Majumder

2) Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১) বর্তমান বর্ষের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সারা রাজ্যে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কত (দেওয়ানী ও ফৌজদারী),

২) তার মধ্যে কতটি মামলা ৫ বছরের উর্দ্ধে ও কতটি ৩ বৎসর থেকে ৫ বছর যাবৎ এবং কতটি ১ বৎসর থেকে ৩ বৎসর যাবৎ এবং কতটি ১ বছরের নীচে বিচারাধীন রয়েছে তার আলাদা হিসাব,

৩) পুরানো মামলাগুলো তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর :

১)]
২)] তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩)]

Admitted UnStarred Question No—19
Name of Member— Shri Shyama charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে Special Social Welfare Security—এর মাধ্যমে বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, রাজন্য ভাতা ও বেকার ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য অষ্টম অর্থ কমিশন ১৯৮৫—৮৯ সালের জন্য ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন;

২) সত্য হইলে ১৯৮৫—৮৬, ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে কতজন বৃদ্ধ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, রাজন্য ও বেকারকে কি হারে ভাতা দেওয়া হয়েছে এবং এতে সর্বমোট কতটাকা খরচ করা হয়েছে, (বছর ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

Minister-in-charge — Deputy Chief Minister Shri D. Deb

১) হ্যাঁ সত্য। Social Security and Welfare measures খাতে ১৯৮৫—৮৯ সনের জন্য অস্টম অর্থ কমিশন ৯'২৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং এই বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে বার্ধক্য ভাতা বাবত অর্থ মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী ভাতা পরিকল্পনা (plan) খাতে ব্যয় করা হয়। বিধবা ভাতা এ রাজ্যে ১৯৮৭ সনের ১লা মার্চ হইতে চালু করা হয়েছে। বেকার ভাতা সনের ১লা অক্টোবর হইতে চালু করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়াছেন। এই রাজ্যে রাজন্য ভাতা চালু নাই।

২) ১৯৮৫—৮৬ ও ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে বৃদ্ধ, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ও ভাতা দানের খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। (বছর ভিত্তিক হিসাব)

সন	বার্ধক্য ভাতা বাবত টাকা খরচের হিসাব	বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা	অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভাতা প্রাপকের সংখ্যা	মন্তব্য
১৯৮৫-৮৬	৮৪,০০,০৬৭ টাকা	১২ ৩২১ জন	৩,৬৪৩ জন	১-৯-৮৪ ইং হইতে ৩০-৬-৮৫ ইং পর্যান্ত ৪৫০০ টাকা হারে এবং ১-৭-৮৫ ইং হইতে ২৮-২-৮৭ইং পর্যান্ত ৬০'০০ টাকা হারে এবং ১-৩-৮৭ ইং হইতে ৭৫০০ হারে ভাতা দেওয়া হয়।
১৯৮৬-৮৭	৯২,৮৫,৭০০ টাকা	১২,৪২৯ জন	৩,৮৯৮ জন	

Admitted Un Starred Question No. 32

Name of Member :— Shri Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state—

ক) কৈলাশহর মহকুমায় কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলিতে নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের মোট সংখ্যা কত (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)

খ) উক্ত নিবিড় শিশু উন্নয়ণ প্রকল্পে স্কুল গৃহ নির্মাণ ও স্কুলের জায়গা খরিদ করার জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে পঞ্চায়েতের হাতে গত আর্থিক বৎসরে কোন অর্থ প্রদান করা হয়েছে কিনা;

গ) প্রদান করা হয়ে থাকলে প্রদত্ত অর্থের পরিমান কত; (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

Minister-in-charge — Deputy Chief Minister
Shri Dasarath Deb

ক) কৈলাশহর মহকুমায় কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলিতে নিবিড় শিশু উন্নয়ণ প্রকল্পের স্কুলের মোট সংখ্যা ১১৪টি। গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব **Annexure—"A"** তে দেওয়া হইল।

খ) না।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Code Nos of The Anganwadi Centers.

Code Nos of A W. Centres	Name of The Centre & it's Location	Name of The Goan Sabha
1	2	3
1	East Kanchanbari	East Kanchanbari
2	East Kanchanbari	,,
3	Jagamohan sing Para	Betcherra
4	Kamini Sarkar Para	,,
5	Betcherra Bazar	,,
6	Uttar Kumarghat	Kumarghat
7	Kukicherra	,,
8	South Kumarghat	,,
9	Nidebi	,,
10	Saidabari	,,
11	North of Pabiacherra Bazar	Pabiacherra
12	Sibcherra	,,
13	K.N. Road	,,
14	Ratiabari	,,
15	Darchawi	Darchawi
16	East Betcherra	East Betcherra

1	2	3
17	South Unakuti	South Unakuti
18	Rabindra Sarani	Sonaimori
19	Ujan Sonaimori	,,
20	Debmohon Para	Deovelley
21	Ashiroy Para	,,
22	Paschim Rajnagar	Masuali
23	Masuali (West)	,,
24	Dharmanagar Para	,,
25	Laljuri	Laljuri
26	Ramkamal Para	Demdum
27	East Demdum	,,
28	Kanchanbari (West)	West Kanchanbari
29	Kanchanbari (East)	,,
30	Kanchanbari (South)	,,
31	Kanchanbari (North)	,,
32	North Ratacherra	East Ratacherra
33	Tillagoan	,,
34	Ratacherra	,,
35	Uttar Para	West Ratacherra
36	Dakshin Para	,,
37	Sarkerpara	Dudpur
38	Malaker Para	,,
39	South Teraghar	,,
40	Telia	Jagennathpur
41	Jagannathpur S E	,,
42	East Gakulnagar	Gakulnagar
43	Kulesh Nagar	,,
44	Fatikroy	Fatikroy
45	Laldahar	,,

1	2	3
46	Saidacherra	Saidacherr
47	West Rajkandi	Rajkandi
48	North Rajkandi	,,
49	Sripur	Radhanagar
50	Radhanagar	,,
51	Krishnanagr	Krishnagar
52	Teghari	,,
53	Fatikcherra (Dhanya Cherra)	Fatikcherra
54	Uttar Ganganagar	Ganganagar
55	Dakshin Ganganagar	,,
56	Sonamukhi	Jalai
57	Ujan Jalai	Jalai
58	Jarultali	Jarultali
59	East Kaulikura	Kaulikura
60	Pechardahar	Bilashpur
61	Bilashpur	—do—
62	Dalugoan	—do—
63	Durgapur	—do—
64	Barja Sing Para	—do—
65	Chantail	Chantail
66	Halaibasti	—do—
67	Nagarai Deb Barma Para	Singirbill
68	Madhya Fultali	Fultali
69	West Fultali	—do—
70	East Dhanbilash	Dhanbilash
71	East Panchamnagar	—do—
72	Krishnaroun para	—do—
73	Golakpur Tea Easte	Golakpur
74	Nisharchowdhury para	Golakpur

1	2	3
75	Chagaldema	Jamtaibari
76	Samrurcherra	Murticherra
77	Manuvelley Road	Manuvelley
78	Baijantinagar	Rangrung
79	Tachai	—do—
80	Bijit Nagar	—do—
81	Bhadrapalli	Samrurpar
82	Samrurmukh	--do---
83	Samrurpar	—do—
84	South Chandipur	Srirampur
85	North Chandipur	—do—
86	Srirampur	—do—
87	Chirakuti	Gournagar
88	Dakshin Kirtantali	—do—
89	Bhagaban Nagar	Bhagaban Nagar
90	Dalucherra	—do—
91	Goldharpur Mahadev Bari	Goldharpur
92	Unakoti	Unakoti
93	Nurpur	Nurpur
94	Na-yapattan	—do—
95	Latiapura	Latiapura
96	Miarbazar	Rangauti
97	Debipur	,,
98	Srinathpur	Srinathpur
99	Jubarajnagar	,,
100	Tillagoan (East)	Tillagaon
101	Tillagaon (West)	,
102	Tillagaon (North)	,,

1	2	3
103	Tillagaon (South)	,,
104	East Deoracherra	Deoracherra
105	West Deoracheera	,,
106	Depha Cherra	,,
107	Hiracherra	Iradi
108	Madhya Irani	,,
109	South Irani (I)	,,
110	South Irani (II)	,,
111	North Irani	,,
112	Barkhala	Ishabpur
113	Pakhirbada	,,
114	Malgara	,,

Admitted Un Starred Qu stion No—35
Name of Member— Sri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be please to state—

QUESTION

১) বর্তমানে রাজ্য সরকার জনসাধারণের সুবিধার্থে কি কি জিনিষের দরের উপর ভর্তুকী দিয়ে থাকেন;

২) সরকার বিভিন্ন জিনিষের উপর যে ভর্তুকী দিয়েছেন তাতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

ANSWER

— তথ্য সংগ্রহাধীন —

Admitted Un Starred Question No—44

Name of Member— Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

১) আই সি ডি এস-এ ১৯৮৬—৮৭ এবং ৮৭—৮৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ;

২) তন্মধ্যে ১৯৮৬—৮৭ সালে রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছিল এবং

৩) ১৯৮৭—৮৮ সালে কোন কোন ব্লকে কোন কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে ?

৪) বর্তমান আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত অমরপুর আই সি ডি এস প্রকল্পের কাজ শুরু না করার কারণ কি ? এবং

৫) কবে নাগাদ অমরপুর ব্লকে উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in charge — Deputy Chief Minister, Sri Dasarath Deb.

১) ১৯৮৬—৮৭ সালে ত্রিপুরার মোট ১৩টি আই সি ডি এস প্রজেক্টের জন্য ৭৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৭—৮৮ সালে ত্রিপুরার ১৩টি প্রজেক্টের জন্য ১'২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে ।

২) ১৯৮৬—৮৭ সালে রাজ্যের ১৩টি আই সি ডি এস জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছিল নিয়ে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল ।

ব্লকের নাম	বিভিন্ন খাতের বিবরণ	বরাদ্দের পরিমাণ
১) ছামনু	বেতন অঙ্গনোয়াড়ী এবং	৬,২৭,৪৫৭'৯৪
	হেলপারের সাম্মানিক	
২) ডুম্বুর নগর	ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, গাড়ী	৪,০১,১৪৯'৪০
৩) তেলিয়ামুড়া	পেট্রোল, কন্টিজেন্ট	৭,৬৭,৬১৯'৯৫
	সেন্টারের ঘর তৈরী ইত্যাদি।	
৪) পানিসাগর	,,	৭,১৫.৮৯৬'৭০
৫) কাঞ্চনপুর	,,	৩,৬৮,০৭১'৭০
৬) রাজনগর	,,	৬,১১,০৮৬'৯৯
৭) সাব্রুম	,,	৬,৯২,১০৮'৬২
৮) খোয়াই	,,	৫.৭৭,৫১১,০০
৯) টাকারজলা—জম্পুইজলা	,,	৪,১২ ৯৪১'৯৪
১০) কুমারঘাট	,,	৫,৫৪,৮৪৭'৭৪
১১) কমলপুর	,,	৭.৩৭.৬১৮'৩৫
১২) মোহনপুর	,,	৬,২৫ ৪৬৫'০০
১৩) মাতাবাড়ী	,,	২,৫১,৮৫০'৩০
State ICDS Cell	,,	৭৯ ৭৮৪'৩২
Director of Health Services		২.২৪,৬২১'০০
		৭৬,৭৫ ০১৮ ৯৫

৩) ১৯৮৭—৮৮ সালে ব্লক ভিত্তিক খরচ ধরা হয়েছে নিম্নে হিসাব দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	বিভিন্ন খরচের বিবরণ	খরচের পরিমাণ
১) ছামনু	বেতন, অঙ্গনোয়ারী এবং হেলপারের সাম্মানিক	১০,৫০,১১০·০০
২) ডুম্বুর নগর	ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, গাড়ীর পেট্রোল, কন্টিজেন্ট,	৬,০৮,৯২৮·০০
৩) তেলিয়ামুড়া	সেন্টারের ঘর তৈয়ারী ইত্যাদি।	১২,০৮,১১৯·০০
৪) পানিসাগর	,,	৯,৪৯,৮৫১·০০
৫) কাঞ্চনপুর	,,	৫,৮৭,১৫০·০০
৬) রাজনগর	,,	৭,৭২,৪৬৭·০০
৭) সাবরুম	,,	৯,৫৪,৭১১·০০
৮) টাকারজলা—জম্পুইজলা	,,	৫,৮০,৪০৭·০০
৯) খোয়াই	,,	৭,১১,২৫৮·০০
১০) কমলপুর	,,	৯,৪৯,৮২৯·০০
১১) কুমারঘাট	,,	৯,০১,৭৮৪·০০
১২) মোহনপুর	,,	১০,২১,২১৮·০০
১৩) মাতাবাড়ী	,,	১৭,৯০,১৮২·০০
State Cell (ICDS)	,,	১,৯৫,৩৭২·০০
Dist. Cell (ICDS)	,,	৪,০৬,৯৬৬·০০
		১,২২,৯৪,০০২·০০

৪) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে অমরপুর ব্লকে আই সি ডি এস এর কাজ শুরু করার কেন্দ্রীয় সরকারী অনুমোদন এখনও পাওয়া যায় নাই। তাই আই সি ডি এস প্রকল্পের কাজ শুরু হয় নাই।

৫) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাইলেই অমরপুর আই সি ডি এস প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।

Admitted Un Starred Question No—45

Name of Member— Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state –

১) ১৯৮৭ ইং ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি কোন ধরনের বিদ্যালয়ে Permanent এবং Semi—Permanent Construction এর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে; বিভাগ ভিত্তিক হিসাব;

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে কোন কোন স্তরের (J.B, S,B, High, H/S) কয়টি বিদ্যালয়ে Permanent ও Semi—Permanent Construction কাজ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D. Deb

১) ১৯৮৭ ইং ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে যে সব স্তরের বিদ্যালয়ে Permanent এবং Semi—Permanent স্কুল গৃহ আছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় ক" তালিকায় দেওয়া হইল। Semi—Permanent বলিতে টিনের ছাউনি এবং মাটির দেয়ালের ঘরও ধরা হয়েছে।

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন স্তরের যে কয়টি বিদ্যালয়ে permanent ও Semi—permanent Construction এর কাজ (বর্দ্ধিত করণ সহ) করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে (চলতি কাজ ও প্রস্তাবিত কাজ) তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

Primary School	—	460
Middle School	—	6[illegible]
High School	—	54
H S School	—	28

"ক" তালিকা

বিভাগের নাম	যে কয়টি স্কুলে ৩১—৩—৮৭ ইং পর্যন্ত Permanent এবং Semi—Permanent স্কুল গৃহ আছে তাদের সংখ্যা			
	Primary	Middle	High	Higher Secondry (+2 Stage)
১) সদর —	১০০	৩৭	২৮	২২
২) খোয়াই —	৩০	২৭	১৪	৭
৩) সোনামুড়া —	২০	৮	৮	৫
৪) ধর্মনগর —	১১	৮	৭	১০
৫) কৈলাশহর —	২০	৩	৯	৭
৬) কমলপুর —	২১	১৬	৯	৬
৭) উদয়পুর —	৩৫	৫	৮	৭
৮) অমরপুর —	৫	৭	৫	৩
৯) বিলোনীয়া—	২৯	১৯	১৩	৭
১০) সাবরুম —	২৯	১	৫	৬
মোট :—	৩০০	১০১	১০৬	৮০

Admitted Unstarred Question No—57

Name of the Member— Shri Jawhar Saha,

—। প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে (১৯৭৮ ইং সন থেকে) আজ পর্যন্ত রাজ্যে মোট কতটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে;

২) কোন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কমিশন গঠিত হয়; এবং তাদের চেয়ারম্যানদের নাম কি কি;

৩) এ পর্যন্ত কোন কোন কমিশনের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে; (পৃথক বিবরণ সহ)

৪) এ পর্যান্ত কতগুলি কমিশন, তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন; এবং এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

—: উত্তর :—

১)]
২)]
৩)] তথ্য সংগ্রাধীন।
৪)]

Admitted Unstarred Question No—62

Name of Member— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১) ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বৎসরে আর, এল, ই, পি, স্কীমে রাজ্যে মোট কতটি বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর পরিকল্পনা ছিল (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

২) তন্মধ্যে কতটি তৈরী করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D. Deb

১) ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বৎসরে আর, এল ই, জি, পি, স্কীমে রাজ্যে মোট ৫৩টি বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর পরিকল্পনা ছিল। নিম্নে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :—

১) বিশালগড়—৩টি
২) মোহনপুর—৪টি
৩) মেলাঘর—৪
৪) জিরানিয়া—৩টি
৫) খোয়াই—৩টি
৬) তেলিয়ামুড়া—৪টি
৭) অমরপুর]—৫টি
৮) ডুম্বুরনগর]
৯) সাতচান্দ—৪টি
১০) রাজনগর—২টি
১১) বগাফা—২টি
১২) মাতাবাড়ী—৩টি
১৩) কুমারঘাট—৩টি
১৪) ছামনু—৪টি
১৫) পানিসাগর—৩টি
১৬) কাঞ্চনপুর—৩টি
১৭) সালেমা—৩টি

২) তন্মধ্যে এখন পর্যান্ত ১৩টি বিদ্যালয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

(Questions & Answers)

Admitted Un Starred Question No—64

Name of M,L,A,— Shri Bidya Ch, Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be plesed to state –

১) ইহা কি সত্য বেহালাবাড়ী হাইস্কুলের বোর্ডিং এর ছাত্রদের সীট সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বেহালাবাড়ী স্কুল কমিটি হইতে প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছিল;

২) যদি সত্য হয় তবে চলতি আর্থিক বৎসরে বেহালা বাড়ী হাইস্কুলের বোর্ডিং এর সীট সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে কিনা ?

Minister-in-charge ANSWER

১) বেহালাবাড়ী স্কুলের বোর্ডিং হাউস ম্যানেজিং কমিটি বোর্ডিং হাউসের আসন সংখ্যা ৩৯ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০টি করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। নিয়ম মাফিক কোন প্রস্তাব এখনও আসে নাই। তবে বোর্ডিং হাউস ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পাইয়া প্রধান শিক্ষককে নিয়ম মাফিক প্রস্তাব পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

২) এক্ষণে বলা সম্ভব নহে।

Admitted Un Starred Question No—67

Name of Member— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১) রাজ্যে নিবিড় শিশু উন্নয়ণ প্রকল্প চালু করার পর হইতে ১৯৮৭ ইং সনের জুন পর্যন্ত কতজন শিশুকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে;
(জাতি, উপজাতি শিশুর বিভাগ ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) বর্তমানে ১৯৮৭—৮৮ আর্থিক বৎসরের মধ্যে আরও কতজন শিশুকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in charge — Deputy Chief Minister, Sri Dasarath Deb.

১) রাজ্যে ১৩টি নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প চালু করার পর হইতে ১৯৮৭ ইং সনের জুন পর্য্যন্ত ৭২ ৩৩১ জন (মাস থেকে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক) শিশুকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। (জাতি, উপজাতি শিশুর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হইল)

১) ব্লকের নাম	মোট শিশুর সংখ্যা	জাতি শিশুর সংখ্যা	উপজাতি শিশুর সংখ্যা
ক) ছামনু	২৫৭৫	৩৬০	১৬৫০
খ) ডম্বুরনগর	৩৩১৪	৩৯৮	২৯১৬
গ) তেলিয়ামুড়া	১৩১০৪	৩৭৪০	৬০৮১
ঘ) পানিসাগর	২৯৫৭	১১৯০	৪৫৯
ঙ) কাঞ্চনপুর	১৯৫০	২৪৮	১২০৭
চ) রাজনগর	৫৪৬০	১২৫২	১৪৫৩
ছ) সাতচাঁন্দ	৩৮৫৫	৮৬৭	২৯৮৮
জ) টাকারজলা	২৮৭৬	২৪০	২৮৭৬
ঝ) খোয়াই	৪৬৩৮	২১৬৫	২৩৭৭
ঞ) কমলপুর	১২৮১০	৩৭২৮	৫০৪৭
ট) কুমারঘাট	৪৭১৫	৬৬৫	৮১
ঠ) মোহনপুর	৬১২৪	১৩১০	৩০৯৩
ড) মাতারবাড়ী	৭৯৫৩	৪৪১৩	৩৫৪০
মোট ঃ –	৭২,৩৩১	৩৭,৮৯১	৩৩,৫৭৫

২) ক্ষেত্র সমীক্ষার পর ১৯৮৭—৮৮ আর্থিক বৎসরে মোট আর ৪১ ১৩৭ সংখ্যক শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বগাফা ব্লকে ১৮.৩১৪ জন ও জিরানীয়া ব্লকে ২২.৮২৩ জন শিশু। এ ছাড়া ১৩টি চালু প্রকল্পগুলোতে মোট— ৩৭,৮৯১ জন শিশুকে ইতি মধ্যেই ১৯৮৭—৮৮ আর্থিক বৎসরে এই কার্যসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এই সঙ্গে দেওয়া হল।

২) ব্লকের নাম	কত সংখ্যক শিশুকে আওতায় আনা হবে।
ক) ছামনু	২,৫০০
খ) অম্বুরনগর	১,৩১৫
গ) তেলিয়ামুড়া	৩,১১৪
ঘ) পানিসাগর	৫.১০০
ঙ) কাঞ্চনপুর	৫৫০
চ) রাজনগর	১০,২৯৯
ছ) সাতচাঁদ	২০১০
জ) টাকারজলা	৬৯৯
ঝ) খোয়াই	১৬৫৪
ঞ) কমলপুর	৭০০
ট) কুমারঘাট	৪৭০০
ঠ) মোহনপুর	৫০০
ড) মাতারবাড়ী	৪৭৫০
মোট :—	৩৭,৮৮১

Admitted Un Starred Question No – 72

By Shri Jwahar Saha M.L.A.

—: প্রশ্ন :—

১) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আগত শরণার্থীদের জন্য এ পর্যন্ত সর্বমোট কত টাকা এবং অন্যান্য কি কি সাহায্য দিয়েছেন ?

২) এ পর্যন্ত উক্ত শরণার্থী শিবিরের জন্য কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে (মাস ভিত্তিক হিসাব)

৩) শরণার্থীদের শিবির তৈরী করা এবং অন্যান্য কাজের জন্য অমরপুর ব্লকের বি, ডি, ও উক্ত টাকা কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করেছেন।

—: উত্তর :—

জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আগত শরণার্থীদের জন্য সর্বমোট ৪,৭৮,৯১ ১৬০,০০ (চার কোটি আটাত্তর লক্ষ একান্নবই হাজার একশত ষাট টাকা) গ্রান্ট ইন এইড মজুর করেছেন। এতদভিন্ন ১২ মেট্রিক টন গুড়া দুধ এবং ৬০০০টি (ছয় হাজার) কম্বল দিয়েছেন।

জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরের জন্য বিভিন্ন খাতে মাসিক খরচের হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

অমরপুরের বি, ডি, ও শিবির তৈরী খাতে ৪,৮৭৮০৪,০৮ টাকা গাড়ী মেরামত ও জ্বালানী খাতে ১৪,৬,৬৫,৯২ টাকা এবং বিবিধ খাতে ———— ১২,০০০,০০ টাকা সর্বমোট ৫,১৪,৫০০,০০ টাকা খরচ করেছেন।

এনেক্সার—"(ক)"

মে ১৯৮৬ ইং হইতে জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত খাত ভিত্তিক মাসিক খরচের তালিকা।

মাসের নাম	খাতের নাম			
	শিবির তৈরী	রেশন	পরিবহণ	পানীয় জল ও পয়ঃ প্রণালী
মে ১৯৮৬ ইং	১,৫৬,০০০'০০	৬,৫১,১৭০'২৬	১,০৬,৮০৬'০৯	—
জুন ১৯৮৬ ইং	১,৫০,০০০'০০	৫,৫১,১৭২'০০	৮০,৮০৬'০৬	৩৭,৪৮৮'১০
জুলাই ১৯৮৬ ইং	১,৬০,০০০'০০	৭,৫০,১৬৯'৫২	১,২৬,৫০১'০০	—
আগষ্ট ১৯৮৬ ইং	১,৫৮,০০০'০০	৬,৫২,০৭৩'১৬	১,০৭,১০৬'০০	—
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং	১,৫৬,০০০'০০	৬,৫১,২৭১'৩৬	১,১২,৮১১'১৮	—
অক্টোবর ১৯৮৬ ইং	৪০,০০০'০০	৬,৭২,৭০২'৫২	১,৯৮,৯৭৪'৩৬	০,৯৪,৫১১০৫
নভেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	৮,৭৯,১৬৬'৭৯	৩৩,৪৫১'৩৪	—
ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং	—	৪১.১৯,১০৮'৫৪	৯৩,৮৬২'৬৭	—
জানুয়ারী ১৯৮৭ইং	২,০০,০০০'০০	২৮,৫৯,১৭৪'২৪	১,৫২,৬৩৫'৯১	—
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ইং	৩৪০,০০০'০০	১৪,৩৫,১০৭'৩৬	৭৬,৯৭৫'৫৩	৯?,২৮০'০৯
মার্চ ১৯৮৭ ইং	৫,১৪.৫০০'০০	৪৭,৯২.১৬২'৯৭	২ ৫৯,১০৪'২৮	২,৩০.২৮০'০০
এপ্রেল ১৯৮৭ ইং	৯৫,৪৮৩'১০	৭ ৪৯,৯২৯'৭০	৯ ৯৮৩'৪০	—
মে ১৯৮৭ ইং	—	১৬,১৩,৬১০'২৭	৫,৬৭,২০১'৮৫	—
জুন ১৯৮৭ ইং	৩০,০০০,০০	২৩,৫৮,৭১:'৩	৭৭.৭৫৭'৪০	২.৭৫,৭৭০'০০
জুলাই ১৯৮৭ ইং	৩০,০০০'০০	২৭,৭৭,০৪৭'৪৯	২ ৭০.১৪৭'০০	১,৭০০'০০
কমিটেড খরচ] জুলাই ১৯৮৭ইং]	৯,৭৬.৫১৬'৯০	৬৮,২০,০০০'০০	২ ৭০,০০০'০০	৩,০৮,০০০'০০

এনেক্সার—"খ"

১৯৮৬ ইং হইতে জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত খাত ভিত্তিক মাসিক খরচের তালিকা।

মাসের নাম	খাতের নাম			
	স্বাস্থ্য	বাসন পত্র	কাপড় চোপড়	কম্বল
মে ১৯৮৬ ইং	—	—	—	—
জুন ১৯৮৬ ইং	—	—	—	—
জুলাই ১৯৮৬ ইং	—	—	—	—
আগষ্ট ১৯৮৬ ইং	১,২৫,৮১০‘০০	৭,২৩৪‘৯৫	—	—
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	৮৭,৫০৯‘০০	১,১৪;৮০০‘০০	—
অক্টোবর ১৯৮৬ ইং	—	২০,০০০‘০০	৮৪,৯৯৭‘০০	—
নভেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	—	—	—
ডিসেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	১,৭৭,০৮৪‘০০	১,৬৮,৪৪৯‘৫০	—
জানুয়ারী ১৯৮৭ ইং	৬,২৫০‘৯৫	১,০৮,৩৭৯‘৫০	২,০৭,০৪৫‘০০	—
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং	৩৮ ৮০৫ ৪০	—	—	১৬,৩২,৪১৫‘৫০
মার্চ্চ ১৯৮৭ ইং	—	—	৮৩,৯৪৪‘০০	—
এপ্রিল ১৯৮৭ ইং	—	—	—	—
মে ১৯৮৭ ইং	—	—	—	—
জুন ১৯৮৭ ইং	২৫,৮০০‘০০	—	—	—
জুলাই ১৯৮৭ ইং	—	৮৯,২৫০‘০০	—	—
কমিটেড খরচ]				
জুলাই ১৯৮৭ইং]	৫,০০,০০০‘০০	—	২,৫১;৩৭০‘৮০	—

এনেক্সার— 'গ''

মে ১৯৮৬ ইং হইতে জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্য্যান্ত খাত ভিত্তিক মাসিক খরচের তালিকা।

মাসের নাম	খাতের নাম			
	পলিথিন	দুধ	বিবিধ	বিদ্যুত
মে ১৯৮৬ ইং	—	—	৬০,৭৮ '০৬	—
জুন ১৯৮৬ ইং	—	—	৫০,৭৮৯'০৪	—
জুলাই ১৯৮৬ ইং	২,০০,০০০'০০	—	৭০,৭৫০'০০	—
আগষ্ট ১৯৮৬ ইং	৮৫,৪৮৭'০১	—	৬০,৭০০'০০	—
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	—	৬০,৮৬৯'১১	—
অক্টোবর ১৯৮৬ ইং	২১,৯০৬'১৫	—	১,৩০,৮৮২'৭৫	—
নভেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	৭,০০,০০০'০০	৭১,০০৭৯৬	—
ডিসেম্বর ১৯৮৬ ইং	—	১৬,০০০'০০	৮৭,৪৩৪'৫০	—
জানুয়ারী ১৯৮৭ ইং	—	—	৬৮,১৬৭'৪৮	২,০৮,২৭৩'০০
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং	—	—	৬৮,৪৬১'৬৭	—
মার্চ ১৯৮৭ ইং	২৭,১৮০'৬০	—	১,৬৩,৫৮০'১৮	—
এপ্রিল ১৯৮৭ ইং	—	—	১,০১,১৮৯'০০	—
মে ১৯৮৭ ইং	—	—	৬৭,৭৬০'০০	—
জুন ১৯৮৭ ইং	—	—	৭৮,৮৭৮'৯৪	—
জুলাই ১৯৮৭ ইং	৪০,৮১৪'০০	—	৯৫,১২১'৫৭	—
কমিটেড খরচ]				
জুলাই ১৯৮৭ইং]	—	—	১,১৫,০০,০০০	৭০,৪২৪'০০

মে, ১৯৮৬ ইং হইতে জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্য্যান্ত কমিটেড খরচ সহ সর্ব্বমোট খরচ ৪ ৫৩ ৫৬,৫০২'৮৪ (চার কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত দুই টাকা চুরাশী পয়সা)

(A.D.C. AREA)

Kanchanpur Block Annaxure -' A"

Sl No.	Name of S. E Centre	No. of SEW/GS	No, of S.M./G L
1	Kanchanpur M,S,E, Centre	1	1
2	Kanchanpur ,E, Centre	1	—
3	Lakesware S.E Centre	2	1.
4	Dopada S,E, Centre	2	—
5	Nimai chand Shishu Behar Satnala	1	—
6	Chandra Mohan Baidya para S E,C,	1	1
7	Laljuri S.E. Centre	1	-
8	Vivekananda M S.E, Centre	1	—
9	Jariham S E, Centre	1	—
10	Narsingpur S,E.C	1	—
11	Vaisham S,E Centre	2	—
12	Hmawangchuan S.E. Centre	2	—
13	Hmunpui .E Centre	2	—
14	Tlaksih S.E, Centre	2	—
15	Vahnghmun S,E, Centre	3	—
16	Behlianchhip S,E Centre	4	—
17	Sabual S.E, Centre	5	2
18	Bangla S E. Centre	2	—
19	Tlangsang S E. Centre	4	—
20	Phuldungsai S.E. Centre	4	1
21	Kawnpui S E Centre	2	—
22	Krishnatila S E. Centre	1	—
23	Taraka Devi S, E, Centre	1	—
		46 nos.	6 nos.

Admitted Un—Starred Question No – 77.

Namen of Member :— Shri Subodh Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১) বর্তমানে কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর ব্লকে মোট কয়টি এস, ই, ডাব্লু সেন্টার আছে;

২) ঐ সেন্টারগুলির মধ্যে কোনটিতে কতজন করে এস, ই, ডাব্লু এবং স্কুল মাদার আছেন;

৩) কোন্ কোন্ সেন্টারে এস, ই, ডাব্লু এবং স্কুল মাদার নাই।

ANSWER

Minister-In-Charge — Deputy Chief Minister.
Sri Dasarath Dev.

১) বর্তমানে কাঞ্চনপুর ব্লকে ৫৫টি ও পানিসাগর ব্লকে ৭৮টি সমাজ শিক্ষা তথা বালোয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে। এই সেন্টারগুলির মধ্যে কাঞ্চনপুর ব্লকের ৫টি ও পানিসাগর ব্লকের ২টি কেন্দ্র স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কাছে গত ১লা জুলাই ১৯৮৬ ইং হইতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২) পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে যথাক্রমে মোট—১১২ জন ও ৬৫ জন সমাজ শিক্ষা কর্মী/গ্রাম সেবিকা আছেন এবং ৫৩ জন ও ৮১ জন স্কুল মাদার/গ্রাম বক্ষী আছে।

কাঞ্চনপুর ব্লকে ৯টি S E. Centre এ সমাজ শিক্ষা কর্মী নাই, তাহা স্কুল মাদার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ও ২টি কেন্দ্রে স্কুল মাদার নাই।

কোন সেন্টারে কতজন সমাজ শিক্ষা কর্মী ও স্কুল মাদার আছেন তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব Annexwre "A" (Col No—3 4) দেখানো হযেছে।

৩) পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর বলকে যথাক্রমে ৪টি ও ২টি কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা কর্মী ও স্কুল মাদার নাই। কোন সেন্টারে সমাজ শিক্ষা কর্মী ও স্কুল মাদার নাই তাহার বলক ভিত্তিক হিসাব Annexwre "B" (Col—3, 4) দেখানো হয়েছে।

1	2	3	4
24	Karaicherra S E Centre	—	1
25	Nilkata S E Centre	1	1
26	Dhanicherra S E Centre	2	—
27	Unmadini S E Centre Santipur	3	—
28	Hemangini S E Centre	2	—
29	Nabincherra S E Centre	1	1.
30	Sundibasa Col. S E Centre	—	1
31	Narendranagar S E Centre	—	1
32	Darcherra S E Centre	—	1
33	Khedacherra S E Centre	—	1
34	Pyari Mohan Tirthamayee S B Dasda	1	1
35	Barahaldi, S E Centre	1	—
36	No 3 Col S E Centre	1	—
37	Tuisama S E Centre	...	1
38	Hanurambari S E Centre	-	1
39	Uttar Gachirambari S E Centre	1	1
40	Nutanbari S E Centre	1	—
41	Babujoy Choudhury Para S E Centre	...	1
42	Anandabazar S E Centre	1	1
43	Kamakhyapur Nayaaram S E Centre	...	1
44	Roymani S E Centre	1	1
45	Shakhan Serhman S E Centre	2	...
46	Sakhan Tlangsang S E Centre	1	—
		65 nos,	21 nos.

Panisagar Block. Annaxure -"A"

Sl No	Name of S. E. Centre	No. of SEW(G)S	No. of S.M./G.L
1	2	3	4
	Nos – A D.C.		
1	Huplong Kalikapur S. E. Centre	2	—
2	Huplon Upajatipara S. E. Centre	1	1
3	North Baruakandi S. E. Centre	1	1
4	West Chandrapur (P. para) S. E. Centre	2	1
5	West Chandrapur S para) S. E. Centre	3	1
6	West Chandrapur (M para) S.E, Centre	1	1
7	Raghna S. E Centre	2	1
8	Sonarorb. a S. E. Centre	3	1
9	Ichai Nutanbazar S. E. Centre	2	1
10	Sanicherra S. E Centre	1	1
11	North Ganganagar S. E Centre	2	—
12	South Ganganagar S. E. Centre	—	2
13	Padmapur S. E. Centre	3	1
14	Dharmanagar Town Balwadi S.E Centre	4	—
15	Rajbari S. E. Centre	2	2
16	East Chandrapur S. E. Centre	2	1
17	Chandrapur S. E. Centre	2	2
18	Nay para S. E. Centre	4	1
19	Nayapara S. E. Centre No 2	3	2
20	Dharmanagar Sub—Jail	1	–

1	2	3	4
21	Ichailalcherra S, E, C,	2	—
22	Gobindapur S, E, C,	1	—
23	South Harua S, E, Centre	2	1
24	Kameswar S, B Centre	3	1
25	Sabajpur S, F, Centre	1	1
26	Kaplong S B Centre	1	1
27	Dewanpassa S E Centre No. 1	2	1
28	Dewanpassa S B Centre No. 2	2	1
29	South Baruakandi S B Centre	2	—
30	Darjirhower S E Centre	2	—
31	Kupatilla S E Centre	2	1
32	Sakaibari S E Centre	5	1
33	Panisagar S E Centre	1	1
34	South West Panisagar S E Centre	1	—
35	North west Panisagar S F Centre	1	—
36	Agnipassa Se Centre	1	1
37	Dalubari S E Centre	1	1
38	Pekucherra S E Centre	1	—
39	Rowa S E Centre	1	1
40	Jalabasa S E Centre	1	1
41	Madhabpur S E Centre	1	1
42	South Padmabil S E Centre	1	1
43	North Padmabil S E Centre	1	1

1	2	3	4
44	Uptakhali S E Centre	2	1
45	Ramnagar S E Centre	1	1
46	Deocherra (Rupcharan) S E C.	1	1
47	Tilthai S E Centre	2	—
48	Betangi S E Centre	1	1
49	Bairagibari S E C.	1	1
50	Madhuban S E Centre	1	—
51	Rajnagar S E Centre	1	1
52	Krishnapur S E Centre	1	1
53	Chandpur S E Centre	1	1
54	North Deocherra S E Centre	1	1
55	Kadamtala S E Centre	3	1
56	Saraspur S E Centre	1	1
57	Bargool S E Centre	2	1
58	South Bargool S E Centre	2	1
59	Amtill S E Centre	1	—
60	Tarakpur S E Centre	—	1
61	Ranibari S E Centre	1	—
62	Pearicherra S E Centre	1	—
63	South Pearicherra S E Centre	1	—
64	Birajanagar S E Centre	1	—
65	Sarala S E Centre	1	—
66	Madhusudan T E S E Centre	1	—
67	Churaibari S E Centre	1	—
68	Telanganabasti S E Centre	1	—

1	2	3	4
69	South Jolaibari S E Centre	1	—
70	Balicherra S E Centre	1	—
71	Kurti S E Centre	—	1
72	Challisdrone S E Centre	1	1
	T T.A D.C. Area		
73	Baithangbari S E Centre	1	1
74	Saminipara S E Centre	1	1
		112 nos	53 nos.

Annexure—"B"

Sl No	Name of Social Education Centre	No of SEW/ G. S.	No of S.M/ G L
	Kanch npur Block (ADC Area)		
1	Baikanthanath Shishu Behar	...	...
2	Deshabandhu Samaj S ksha Centre	...	...
3	Nitranjoypara S E Centre	...	...
4	Purba Urcherra S E Centre	...	
5	Sibnagar S F Centre	...	
6	Saikarbari S E Centre	...	...
7	Subalpara S E C	...	...
8	Setudwer S E C	...	...
9	Silb ri S E C	...	...
	Panisagar Black (Non—ADC		
1	Kalagangerpar S E Centre	nil	nil
2	Sanicherra No 2 S E Centre	...	...
3	South Birajanagar S E Centre	..	...
4	Uptakhali No 2 S E Centre	...	...

(Questions& Answers)

Admitted Ud—starred Question No 80

Name of M,L,A, Sri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ৩১—১২—৭৭ তারিখে রাজ্যে কতজন প্রাইমারী শিক্ষক, গ্রেজুয়েট শিক্ষক, সাম্মানিক স্নাতক শিক্ষক, স্নাতকোত্তর শিক্ষক, সমাজশিক্ষা কর্মী ও কলেজ শিক্ষক ছিলেন।

২) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ৩০—৬—৮৭ তারিখ পর্যন্ত নূতন কতজন প্রাইমারী, গ্রেজুয়েট, সাম্মানিক স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষক এবং সমাজ শিক্ষা কর্মী ও কলেজ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন ?

Minister-in-charge Answer

১) ৩১—১২—৭৭ ইং তারিখে রাজ্যে ৩,৯৭৮ জন প্রাইমারী শিক্ষক ৫,৩০৩ জন গ্রেজুয়েট শিক্ষক, ৪০৮ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক, ৮৬২ জন সমাজ শিক্ষা কর্মী এবং ৩২৩ জন কলেজ শিক্ষক ছিলেন।

২) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ৩০—৬—৮৭ ইং তারিখ পর্যান্ত নূতন ৭,১৪৪ জন প্রাইমারী শিক্ষক, ২,৮৩৩ জন গ্রেজুয়েট, ৫১৭ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক, ৬৭১ জন সমাজ শিক্ষা কর্মী ও ১৮১ জন কলেজ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

Admitted Un—starred Question No – 81

Name of Member : Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ৩১—১২—৭৭ তারিখে রাজ্যে কতটি জে, বি, এস. বি. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বালোয়ারী কেন্দ্র এবং ডিগ্রী কলেজ ছিল,

২) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ৩০—৬—৮৭ তারিখ পর্যান্ত নূতন কতটি জে, বি, এস, বি, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বালোয়ারী কেন্দ্র এবং ডিগ্রী কলেজ হয়েছে,

৩) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ৩০—৬—৮৭ তারিখ পর্যান্ত কতটি জে, বি, থেকে এস, বি, এস, বি, থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে ?

Minister-in-charge Answer

১) ৩১—১২—৭৭ ইং তারিখে রাজ্যে ১,৫২৮টি জে. বি, ২৮২টি এস, বি, ১০৫টি মাধ্যমিক, ৬০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫৮৩টি বালোয়ারী কেন্দ্র এবং ৬টি ডিগ্রী কলেজ ছিল,

২) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ৩০—৬—৮৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ৭৯৯টি জে, বি, ৬১৪টি বালোয়ারী কেন্দ্র এবং ৩টি ডিগ্রী কলেজ হয়েছে।

৩) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ৩০—৬—৮৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ৩৭৫টি জে, বি, স্কুলকে এস, বি, স্কুলে, ২৫৬টি এস, বি, স্কুলকে মাধ্যমিক স্কুলে এবং ৯৬টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

———

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly Home, Agartala on Wednesday, 26th August, 1987 at 11 A.M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma, the Hon'ble Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (ten) other Ministers, the Hon'ble Deputy Speaker and 38 Hon'ble Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসাই ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রী ‍সমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন ১। ইহা কি সত্য ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বৎসরে কাঞ্চনপুরের কামারপাড়া, ভান্ডারিমা, জয়শ্রী বাজার প্রভৃতি গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে,

উত্তর— কাঞ্চনপুর ব্লকের ভান্ডারিমা এবং কামার পাড়ায় ২টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। জয়শ্রী বাজারে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত এ. ডি. সি থেকে কনষ্ট্রাকশনের কাজ হাতে নিয়েছেন।

প্রশ্ন— ২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর নির্মাণের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, (প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর— ভান্ডারিমা এবং কামার পাড়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য যথাক্রমে ১, ০৩, ৩০০ টাকা এবং ১, ০৩, ৩০০ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জয়শ্রী বাজারের জন্য কত টাকা অনুমোদন এ. ডি. সি দিয়েছেন দপ্তরের জ্ঞাত নহে।

প্রশ্ন— ৩। কবে নাগাদ উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর— বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ইহার নির্মাণ কার্য্য শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কামারপাড়া এবং ভান্ডারিমাতে যে কবে নাগাদ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়েছে সেটাও আমার জানা নেই তবে বর্ত্তমানে সেখানে ডাক্তারখানা দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— স্যার, ভান্ডারিমাতে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর তৈরী হওয়ার পর সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে, এটা শীঘ্রই চালু হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩ ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩ ।

প্রশ্ন— ১। অমরপুর মহকুমার পঙ্কু ও ছেছুয়া কাচকোকে ল্যাম্পস এর শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে কি না,

উত্তর— অমরপুর মহকুমার পঙ্কু নামে কোন জায়গা আছে বলিয়া বিভাগের জানা নাই। তবে পলকু নামে একটি গ্রাম তৈদু ল্যাম্পস্-এর অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে এবং উক্ত পলকুতে তৈদু ল্যাম্পস্ কর্ত্তৃক একটি শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে। ছেছুয়া গ্রামেও একটি শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে। তবে কাচকোকোকে ল্যাম্পসের শাখা খোলার পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

প্রশ্ন - থাকিলে কবে নাগাদ খোলা হবে ?

উত্তর। শীঘ্রই কার্যকর করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অমরপুর বি. ডি. সি মিটিং-এ বহুবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে মিনিষ্টার এবং চীফ মিনিষ্টার লেবেলে এই দাবীগুলি পেশ করেছিলাম কারণ ২২ কিলোমিটার এবং ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে অনেক ভোক্তাদের হাজিরা দিতে হয় অম্পি এবং তৈদু প্যাকসে ২ কে. জি চালের জন্য এবং এই জন্য তাদের ২।৩ দিন সময়ও ব্যয় করতে হয়। সেই কারণে এটা দীর্ঘ দিনের দাবী এবং আমি শুনেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ব্যাপারে তৈদু এবং অম্পি ল্যাম্পসে চিঠি লিখেছেন। এটা কর্ত্তৃপক্ষই জানিয়েছিলেন কিন্তু এখন যে অবস্থায় তারা করতে চলেছেন তাতে আদৌ ঐ দুটি জায়গায় ল্যাম্পস্-এর শাখা যাবে না কারণ ঐ দুটি এলাকায় কয়েকটি গাঁও সভায় প্রাইভেট রেশন ডিলার যারা ছিল তাদের সেই রেশন সপগুলি ল্যাম্পস্ নিয়ে নিয়েছে এবং এরপর এখন বলছে ল্যাম্পস্ তাদের দায়িত্ব পালন করেছে তাই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর মতামত জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, যেহেতু আমার নাম এখানে এসেছে, আমি এই সম্পর্কে সম্প্রতি অমরপুরে এবং তৈদুতে যে বি. ডি. সি মিটিং করেছিলাম আমাদের তথ্য দিয়েছেন সেখানে রেশন সপ

চালু হয়েছে । পলকুতে এবং ছেছুয়াতে রেশনসপ চালু করার সিদ্ধান্ত করেও সেখানে আসাম রাইফেলসের কিছু জমি ঐ যেখানে রেশনসপ খোলার কথা সেটা করছে বলে একটা ডিসপিউট, আমি আশা করবো সেটা তারা বসে সেটেল করে ছেছুয়াতে আলাদা রেশনসপ করা হবে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার ।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০ ।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০ ।

প্রশ্ন— ১ । পঞ্চায়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা বিবেচনা করে রাজ্যে নতুন আর ও প্যাকস্ গঠন করার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা,

উত্তর । হ্যাঁ ।

প্রশ্ন— ২ । বিবেচনা করে থাকলে খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত সিঙ্গিছড়া ও পূর্বগণকী গ্রামে নতুন প্যাকস্ গঠনের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর । পরীক্ষা করে দেখা হইতেছে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী ।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯ ।

শ্রী আরবের রহমান ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯ ।

প্রশ্ন— ১ । দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গামুড়া, চিতাবাড়ী ও হর্ব্বাতলী হয়ে মনুঘাট পর্য্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরী করে বনজ সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার রোধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

উত্তর । বন বিভাগ থেকে এমন কোন রাস্তা করার পরিকল্পনা নেই ।

প্রশ্ন ২ । থাকিলে তাহা করে নাগাদ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়, এবং

উত্তর । ১নং প্রশ্নের উত্তরের পর এই প্রশ্ন আসে না ।

প্রশ্ন— ৩ । বর্ত্তমানে উক্ত এলাকায় বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য এবং অবৈধ ভাবে পাচার বন্ধ করার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর । বর্তমানে উক্ত এলাকার বনজ সম্পদ রক্ষা ও অবৈধ পাচার রোধে বন কর্ম্মীদের পেট্রোলিং রোধে বন কর্ম্মীদের পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন বোধে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে ।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, ওখান থেকে যে ভাবে পাচার হচ্ছে বিশেষ করে আমি বলতে পারি বাহিনী যেটা বলা হচ্ছে পেট্রোলিংটা যথোচিত হচ্ছে না, দুর্গম এলাকায় সেখানে পেট্রোলিংও সম্ভব হচ্ছে না । এমন কি বি. এস এফ.

ক্যাম্প হ্ব্র্বাতলীতে যেখানে সেই বি. এস. এফের ক্যাম্প থেকে ১০০ গজের মধ্যেও কাঠ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে, এটা কি ভাবে প্রতিরোধ করা যাবে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা রাজ্যের সীমান্ত এলাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে এবং সীমান্ত বি. এস এফ বাহিনী সেখানে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমরা এটা আলাপ করে নেব।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু এই রাজ্যে বিভিন্ন সীমান্তে শুধু সাব্রুম নয়, এই সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে এই পাচার কার্য্য অব্যাহত রয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে বি, এস, এফের উপর দায়িত্ব আছে সীমান্ত রক্ষার, এখানে এই বনজ সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব ওদের উপরে আছে কিনা, আর যদি থাকে তাহলে এই বি, এস, এফ পারছে না বা হচ্ছে না আমরা পরিস্কার দেখছি, তার জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা এইটা আমি জানতে চাই।

শ্রীআরবের রহমান ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বা দপ্তর থেকে আমরা এইটা করতে পারি আঞ্চলিক বন রক্ষী টহলদার বাহিনী আমাদের রাজ্যে আছে, বিভাগীয় বন রক্ষী টহলদার বাহিনী গঠন করা হয়েছে। আঞ্চলিক বন রক্ষী টহলদার বাহিনী সংখ্যায় বাড়ানো হয়েছে, বিভাগীয় বন রক্ষী টহলদার বাহিনী দ্রুত চলাচলের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত টহলদার বাহিনীগুলিতে পুনর্বিন্যাস ক্রমে বন রক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এক সঙ্গে যুক্তভাবে পাহাড়াদারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত বনরক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে পুলিশ বিভাগের কর্মীদের সহায়তায় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরার যে সমস্ত কাঠের মিলে বে-আইনীভাবে কাঠ পাচার হয় বলে অভিযোগ আছে সেইগুলির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে মনুঘাট থেকে ভাঙ্গামুড়া, চিতাবাড়ী, হ্ব্র্বাতলী যে সব জায়গার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে প্রায় দুর্গম অঞ্চলটা যেটা আছে বর্ডার সেটা প্রায় দূরত্ব হবে ২০-২২ কিলোমিটার। এই এলাকাটা মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে টহলদার বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে সেখানে কয়টা বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ— এইটা আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

শ্রী জহর সাহা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, ব্যাপক সংখ্যায় বনজ সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে এই রাজ্য থেকে। এই যে বিগত ২ বৎসরে আমাদের রাজ্য থেকে কত পরিমাণ বনজ সম্পদ পাচার হয়েছে এবং কতজন এই সময়ে পাচারকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া

হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা যা ছিল তার থেকে অনেক বড় করে বললেন। এইটা একটা নির্দিষ্ট সীমান্তের।

শ্রী রসিকলাল রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বনজ সম্পদ পাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাজ্য সরকার যা নিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বি, এস, এফ বাহিনীর উপরেও দায়িত্ব রয়েছে। তারপরও পাচার হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করছেন মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা বিভিন্ন জায়গায় পাচারের সম্পর্ক ছাড়াও মাননীয় মন্ত্রীর বাড়ীতে, বাড়ীর সামনে আজ বিনা অনুমতিতে গত ১৯ তারিখ থেকে ৫০০ ফুট লগ এখনও আছে। বন দপ্তরের কর্মীরা আটক করতে ভয় পাচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— এগুলি সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে দপ্তরটা যেহেতু সারা রাজ্যে ছড়ানো. শতকরা ৫০ ভাগ জমি বন দপ্তরের, সেজন্য তারা সহযোগিতা করুন। আমি লক্ষ্য করছি যে সেই সহযোগিতা তাদের থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সহযোগিতা করছেন ২-১ জন এখানে আছেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে কিছুটা বন্ধ করা গেছে। এইটা শুধু সরকারের ব্যাপার নয়। একদিকে বি, এস, এফ কম আছে আমাদের, তারাও এইসব করে উঠতে পারছে না, অপরদিকে যেসব জায়গায় সহযোগিতা দরকার সেই জায়গাতে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছেনা। আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যকে তিনি সবচেয়ে বেশী ব্ল্যাকারদের জায়গাতে আছেন আমি বলছিনা উনি ব্ল্যাকারদের প্রতিনিধি, উনি ব্ল্যাকারদের জায়গাতে আছেন। কাজেই উনার সহযোগিতা সবচেয়ে দরকার।

শ্রী রসিকলাল রায় ঃ আমরা সহযোগিতা করতে রাজী আছি, মাননীয় মন্ত্রী কথা দিন তিনি আজকেই তদন্ত করে কাঠগুলি বের করবেন। তবে আমরা সবসময়ই সহযোগিতা করব। কারণ আমরা সহযোগিতা করতে গিয়ে আমাদের হ্যারাস হতে হয়। আমি প্রশ্ন করছি মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে ৫০০ ফুট লগ আজও আছে তা তারা তদন্ত করবেন কিনা, বা তার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তর দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৭১।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৭১ ।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৭১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যের ছোট বড় হাট বাজারগুলিতে ফার্মাশিষ্ট লাইসেন্স এবং ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই ঔষধের দোকান খোলা হচ্ছে এবং ঔষধ বিক্রয় করা হচ্ছে,

২। সত্য হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ হবে কিনা ?

উত্তর

১ ও ২) কোন লাইসেন্স ছাড়া ঔষধের দোকানের কথা সরকারের জানা নাই। তবে রাজ্যের যেসব হাট বাজারে আদৌ ঔষধের দোকান ছিলনা সেসব স্থানে জন সাধারণের স্বার্থে ফার্মাসিষ্ট ছাড়াই বিশেষ লাইসেন্স প্রদান করে ঔষধের দোকানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে ঐসব দোকানে সীমিত কিছু ঔষধ বিক্রির অনুমতি আছে। সবরকম ঔষধ নয়। বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বিনা লাইসেন্সে ঔষধ বিক্রির অভিযোগ দপ্তরের কাছে এসেছে এবং ঐসব ঔষধ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ভেষজ ও প্রসাধন আইন এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা, ত্রিপুরার বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যে সমস্ত জায়গাতে ফার্মাসিষ্ট নেই, ডিসপেনসারী নেই, সীমিত ঔষধ বিক্রী করার জন্য অনুমতি দেওয়া আছে, এ ছাড়াও যেটা হাসপাতালগুলিতে ছোট ছোট হাট বাজারগুলিতে ফার্মাসিষ্ট বা ড্রাগস এইসব লাইসেন্স নেই. উপরন্তু মেডিসিন এর দপ্তর থেকে সেম্পল বলে যে মেডিসিন দেওয়া হয়, সেই সেমপল বিক্রী করা হয়। যার জন্য ছোট ছোট গ্রামগুলিতে মানুষদের যে ইনজেক্শান দেওয়া হয় সেগুলির রিয়েকশান হয়, এইগুলি রিয়েকশান হেলফ যায়। এইটার কোন প্রতিকার নেই, সরকারের জানা নেই। দেখা যায় এই ইনজেক্শানগুলি রিয়েকশান করে মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে সরকার আরও গুরুত্ব দেবে কিনা এবং এই যে ছোট ছোট যে সমস্ত জায়গাতে ফার্মাসিষ্ট নেই কিন্তু মরাছড়া, করাতিছড়াতে সরকারীভাবে ফার্মাসিস্টের পোষ্টিং দেওয়া আছে, নেপালটিলাতে কোন ফার্মাসিষ্ট সেখানে পারমানেন্ট ভাবে থাকেনা, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপার নিয়ে ২ বার যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ — স্যার, যে সমস্ত নির্দিষ্ট ভাবে কোথাও লাইসেন্স ছাড়া দোকান থাকে মাননীয় সদস্য যদি আমাদের সহযোগিতা করেন আমরা আইনগত ভাবে ঠিক ঠিক সেই ঔষধের দোকান চালু করার ব্যবস্থা করব। আমরা চাই গ্রামে ঔষধের দোকান থাকুক। কারণ মানুষের ঔষধের দরকার

আছে। আর লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফার্মাসিষ্ট না থাকলেও আমরা শিক্ষিত যুবকদের দিয়ে থাকি। এইটা সরকারী সিদ্ধান্ত আমরা এইভাবে করেছি স্কুল ফাইন্যাল পাশ ছাড়া আমরা এইরকম লাইসেন্স দেইনা। আর একটা প্রশ্ন যেটা করেছেন এটা এই প্রশ্নের মধ্যে আসেনা, সেটা যুক্ত নয়। তবে সরকারী যেসমস্ত ডিসপেনসারী আমরা করেছি সেখানে ফার্মাসিষ্ট আছে। আমরা নতুন অনেকগুলি ডিসপেনসারী খুলেছি, সেইগুলিতে ফার্মাসিষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা সময় নিতে হচ্ছে, কারণ যারা ফার্মাসিষ্ট পড়াশুনা করছেন তারা পাশ করার সংগে সংগে নিয়োগ করা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— আর যে সমস্ত জায়গায় এম পি ডবলিও কাজ করছে সাবসেন্টার গুলিতে সেখানে ফার্মাসিষ্ট থাকার নিয়ম নাই, এম পি ডবলিওদের নির্দিষ্ট বাধা ঔষধ আছে, সেই ঔষধগুলি তারা বিতরণ করতে পারে, আর নির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করে তারা যদি দেখেন তাদের সেই ঔষধে কাবার করবে না, তখন নিকটবর্ত্তী ডিসপেনসারীতে তারা যোগাযোগ করেন, সেখানে রুগীকে চিকিৎসা করা হয়।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ফার্মাসিষ্ট লাইসেন্সটা যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে, এদের সংখ্যা কত এবং যেহেতু ট্রেনিং প্রাপ্ত ফার্মাসিষ্টদের সংখ্যা কম এবং শিক্ষিত বেকারদের দেওয়া হচ্ছে, তা এই সকল লোকদের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— আমরা এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেন নি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ স্পীকার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭০

শ্রী আরবের রহমান ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭০

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরা বন উন্নয়ন কর্পোরেশন ডাইয়োসকোরিয়া ফ্লোরিবান্ডা চাষের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন,

২) সত্য হলে কোথায় এবং কত পরিমাণ জমিতে এই চাষ শুরু হয়েছে বা শুরু করা হবে,

৩) এবং উক্ত ডায়স্কোরিয়া থেকে কতদিন পর ডায়োসজেনিন উৎপাদন সম্ভব হয় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, (২) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত শোভাপুর ও বেজিমারা মৌজায় ২০০ হেঃ ভূমিতে চলতি ৭ম পরিকল্পনা কালে ডায়স্কোরিয়া ফ্লোরিবান্দা চাষের কাজ শুরু করা হয়েছে।

৩) ডায়স্কোরিয়া ফ্লোরিবান্দা চাষের তিন বছর পর ইহার ফসল করা হইবে এবং কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ডায়োসজেনিন উৎপাদন করা হইবে ।

শ্রী রসিক লাল রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়া বিভাগের শোভাপুর যে ডায়োস্কোরিয়া ফ্লোরিবান্দা দেওয়া হয়েছে ২০০ হেঃ ভূমিতে, তা এই ভূমিটি যদিও খাস এবং ডায়স্কোরিয়া করেছেন, এতে আমরাও খুশী। তবে শোভাপুরের রবীন্দ্র নগর. সেগন্তপুর, গোরযোগ, এই সমস্ত জনসাধারণ যারা আছেন, ১৯৫০ ইং থেকে তারা সেখানে বাড়ী ঘর করে আছেন এবং এই সম্পত্তিগুলি তাদের নামে রেকর্ড করা,-সেখানকার সেই গরীব মানুষগুলি যে সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে কারও ছড়া ক্ষেত, কারও ছন ক্ষেত এবং এই সমস্ত করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এই সমস্ত ভূমি গুলি খাস হলেও তাদের নামে অনেক আগে থেকে ভাগ করে করে রেকর্ড করা ছিল এবং তারা এইটার উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার তাদের জীবিকা বা তাদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— এখানে আমরা জনগণের সহযোগিতা নিয়েই কাজ শুরু করেছি এবং ওখানে কারও কোন অবজেকশান আছে বলে আমাদের জানা নাই ।

শ্রী রসিক লাল রায় ঃ— সহযোগিতা আমরাও করেছি এবং আমরাও এইটা চাই ; তবে অবজেকশান বলতে, এখানে যাদের ভূমি তাদের যেহেতু এলটমেন্ট সম্পত্তিও নয়, এইটা আমাদের মানবতার প্রশ্ন তারা এইটার উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এইটা সরকার দেখবেন কিনা, এই জন্যই আমি বলে-ছিলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যে এইটা করা ঠিক হয়নি। আমাদের প্রয়োজন আছে, গরীব মানুষ-দের প্রতি আপনাদের এই সরকারের কোন চিন্তাধারা থাকবে কি না ?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— এই এলাকার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই দারিদ্র সীমার নীচে, যারা দুই এক জনের হয়তো ছনখলার দখলে আছে তাদের বাড়ীতে অনেক জমিজমা আছে এবং এখানে গরীব মানুষ যাদের কোন দখল নাই আজকে আমরা মনে করছি এখানকার সেই ৮০ শতাংশ দরিদ্র মানুষদের এই বাগানে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করার এবং আগামী দিনে তাদের আরও বেশী করে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা এতে আছে ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, খাস জমিতে বসলে আইন অনুযায়ী তার অধিকার থাকে, কেউ যদি ক্লেইম ফুটাপ করে, নিশ্চয়ই সরকার সেই ক্লেইম বিবেচনা করে দেখবেন ।

শ্রী রসিক লাল রায় ঃ— ফুটাপ করা আছে, এইটা দেখবেন কিনা না আমি সেইটাই বলছিলাম। আমি যাদের কথা বলেছি তারা রবীন্দ্র নগরের রিফিউজি, তাদের নামে যে টুকু বাড়ীর জন্য এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত কোন সম্পত্তি তারা এখনও করেনি। রবীন্দ্রনগরের প্রপারের জন-

সাধারণ শুধু এইটার উপর নির্ভরশীল ছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বা সরকারকে এইটার দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৯০

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৯০

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া বিভাগে ব্লক মারফৎ গ্রামীণ সেতু মেরামত ও নতুন সেতু তৈরীর জন্য ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং,

খ) তাহাতে কতটা সেতু মেরামত ও নতুন কতগুলো সেতু তৈরী করা হয়েছিল।

উত্তর

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং সালে সি, ডি খাতে মোট, ৯৫,৮০০ টাকা সোনামুড়া (মেলাঘর ব্লকে) গ্রামীণ সেতু মেরামত ও নূতন সেতু তৈরীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

খ) এই টাকাতে তিনটি নূতন এস পি টি ব্রীজ নির্ম্মাণ ও একটি এস পি টি ব্রীজ মেরামত করা হয়েছে।

শ্রী রসিকলাল রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের সোনামুড়ার মেলাঘর ব্লকে প্রতি বছরই এই সেতু নির্মাণ, নূতন সেতু ও পুরানো মেরামতের জন্য যা বরাদ্দ দেওয়া হয় সেটা কিভাবে খরচ করা হয়, ইমপরটেন্স দেখে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সেগুলি না কি করা হয়। এইটা ঠিক আছে, কিন্তু ব্রীজগুলি করার ক্ষেত্রে কে বা কারা এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমরা বি. ডি. সি. সদস্যরা সেটা বলতে পারিনা। ১৯৮৪ থেকে সোনাপুর গাঁও-সভার বড়ডেবায় একটি সেতু অনেক পুরান। আমরা অনেকবার সেটির জন্য দাবি করেছি যে সীমান্তে বি. এস. এফ- তাড়াতাড়ি চলাচল করতে পারেনা কারণ এই ব্রীজের জন্য অসুবিধা হয়। চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যখন দরকার পড়ে। ১৯৮৪ সাল থেকে বলা সত্বেও হচ্ছেনা। যেগুলি ইম্পরটেন্ট সেগুলি আমরা দিয়েছি। উরমাই গাঁও-সভায় মধ্য পাড়ায় ১৯৮৩ ইং সনে একটি ব্রীজ ফ্লাড উড়িয়ে নিয়ে গেছে কিন্তু আজও সেটা করা হয়নি। আবার কাঠালিয়ামুড়া থেকে কলমক্ষেত পর্যন্ত ২টি ব্রীজ করবেন বলেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত করা হয়নি; এভাবে উরমাই গাঁও-সভায়, রামতলী গাঁও-সভায়, সোনাপুর গাঁও-সভায়, বড়ডেবায় একটিও করা হয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেগুলি ইম্পরট্যান্ট সেগুলি দেখে যেন কাজ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে বি. ডি. সি. থেকে কেন আলোচনা করে করা হয়না তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জানেন যে পি ডাবলিও. ডির রাস্তার জন্য টাকা আলাদা থাকে রাস্তা-ওয়াইজ। পি. ডাবলিও. ডির বুকে রাস্তার লিষ্ট থাকে যেগুলি মেরামত করা হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গত সাড়ে নয় বছরে এত রাস্তা হয়েছে যে সেগুলির হিসাব নেওয়া কঠিন। সোনামুড়ায়ও তাই হয়েছে। সে রাস্তাগুলি হয়ত একটা কালবার্ডের জন্য অচল হয়ে আছে বা কোথাও একটা ছোট ব্রীজের জন্য অচল হয়ে আছে। সেই জন্যই সি. ডি. দপ্তরে এই রাস্তাগুলির কালবার্ড, ছোট ব্রীজ ইত্যাদি করার জন্য টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য আমি একটা হিসাব দিচ্ছি সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জন্য ১৯৮৬-৮৭ সনে মোট ৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু সেটাকে বাড়িয়ে ৬ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ছিল ৩ লক্ষ সেটাকেও ৫ লক্ষ করা হয়েছে আর উত্তর ত্রিপুরার জন্য ছিল ৩ লক্ষ সেটা ৩-লক্ষই রাখা হয়েছে কিন্তু খরচ তার চাইতে বেশী হয়েছে। প্রয়োজন ভিত্তিক কিছু কিছু বাড়ান সম্ভব। মাননীয় সদস্য যে সমস্ত রাস্তাগুলির কথা বলেছেন সেগুলির কথা আমি সি. ডি. দপ্তরকে বলব সেগুলির দিকেও যাতে নজর দেয়।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রচুর রাস্তা হয়েছে এই সাড়ে নয় বছরে কিন্তু আমি যে সেতুগুলির কথা বলেছি সেগুলি মেরামত করা প্রয়োজন আর এই রাস্তাগুলি একটাও নূতন রাস্তা নয়। যে ৩টা গাঁও-সভার কথা আমি বলেছি সেখানে একটাও বামফ্রন্ট সরকারের নতুন রাস্তা নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি কথাটা বুঝতে পারিনি তারজন্য আমি দুঃখিত। রাস্তা ২ জাতের আছে। একটা হচ্ছে পি. ডাবলিও. ডি র আরেকটা হচ্ছে পি. ডাবলিও ডি. র বাহিরে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি এই ২টা ক্যাটাগরিকে আলাদা করে ভাগ করতে। মাননীয় সদস্য যে রাস্তাগুলির কথা বলেছেন সেগুলি যদি প্রয়োজন হত তাহলে পি. ডাবলিও. ডি. নিত যেহেতু পি ডাবলিও ডি নেয়নি সেহেতু পি. ডাবলিও ডি র বাহিরে রয়ে গেছে। আর এই রাস্তাগুলির জন্য কিছু বরাদ্দ থাকে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ সাপ্লিমেনন্টারি স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে সি. ডি. দপ্তরে এই রাস্তাগুলির ব্রীজ ইত্যাদি মেরামত করার জন্য যে বরাদ্দ হয় সেটা কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম বি. ডি. সি. তে আলোচনা করে ঠিক করা হত যে কোন্ রাস্তায় ব্রীজ মেরামত করা হবে বা নূতন ব্রীজ করা হবে কিন্তু এখন বি. ডি. সি তে আর সেটা আলোচনা করে ঠিক করা হয়না। আগে সেখানে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্‌টাকে প্রাইয়রিটি দেওয়া হবে সেটা ঠিক করা হত। ইদানিং দেখা যাচ্ছে অমরপুর বি. ডি. সি. তে সেটা আলোচনা হয়না। একই অভিযোগ মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় করেছেন যে বি. ডি. সি. তে আলোচনা করা হয়না এমনকি কন্‌সালিং

পঞ্চায়েতকেও জানানো হয়না। যার জন্য আজকে সেখানে নানা দুর্নীতি চলছে। কাজেই এই প্রসেসটা কেন গ্রহণ করা হল। এভাবে কনসার্নিং পঞ্চায়েতকে না জানিয়ে, বি. ডি. সি. তে না জানিয়ে এটা গ্রহণ করার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বি. ডি. সি. তার নিজের পদ্ধতিতে কাজ করছে। তাদের নিজস্ব সাব-কমিটি আছে বিভিন্ন কাজের জন্য এবং সে সব সাব-কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, সাব-কমিটি কনসার্নিং পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে হয় না। আর এল. ই. জি. পি তে যেসব রাস্তার কাজ হয় সে সব কনসার্নিং পঞ্চায়েতকে জানিয়ে হয় তাদেরকে কাজ দিয়ে দেওয়া হয় নতুবা তাদের মনোনীত কোন সংস্থাকে দেওয়া হয় কিন্তু এখন যা হচ্ছে তাতে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সাব-কমিটির মাধ্যমেই হচ্ছে এখন যা হচ্ছে তাতে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সাব-কমিটির মাধ্যমেই হচ্ছে তাহলে কনসার্নিং পঞ্চায়েতকে না জানিয়ে কি করে হচ্ছে ? এটা কি গভার্ণমেন্টের পলিসির মধ্যে পড়ে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম হয় বলে আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য অনেকগুলি হয়ে গেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, সোনাছড়া থেকে যে কাজ হয়েছে সেখানে ৭০০ মেনডেইজ অলরেডি কাজ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা এই রিলেশনে আসছেনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— তারপরে সেখানে আরও একটি আর এল. ই. জি. পির কাজ চলছে কিন্তু কনসার্নিং পঞ্চায়েত জানেনা। এছাড়া আরেকটা মিনি ব্যারেজের কাজ যেটা রাঙামাটির একজন লোককে দেওয়া হল যিনি এ. ডি. সি. র লোক না অথচ উনাকে এ. ডি. সির অন্তর্ভুক্ত দেখান হল। এসব কিছুই কনসার্নিং পঞ্চায়েত জানেনা। এরকম অনেক কাজ হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন যে উনি জানেন না বা এর সঙ্গে উনি জড়িত না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শুধু তার অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন। আর. এল ই. জি. পি. সেন্ট্রাল স্কীম, সেটা বি ডি. সি. থেকে হয়না। এই স্কীম ১ বার নয় ১০ বার করে পাঠালেও আবার ফেরৎ আসে যদি তাদের পছন্দমত না হয়। তারা আমাদের এসব স্কীমগুলি কার্য্যকরী করতেও দেননা। কাজেই এসব তথ্য না জেনে হাউজকে বিভ্রান্ত করার কোন অর্থ হয়না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানতে চাইছি এই সব কাজের জন্য কনসার্নড্

পঞ্চায়েতকে জানানো হয় না কেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না।

শ্রীজহর সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যখন ওয়ার্ক অর্ডার হয় তখন তো পঞ্চায়েতকে জানাতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে ওয়ার্ক অর্ডার হবার পর পঞ্চায়েতকে না জানিয়ে কাজ হয়। অমরপুর ব্লকে যে সাব কমিটি রয়েছে বা বি, ডি, সি, আছে, সেখানেও দেখা যায় ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ চলছে কিন্তু বি, ডি, সি, কে জানানো হয়না, এই ধরণের কাজ চলছে। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে ক্ল্যারিফিকেসান চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, ক্ল্যারিফিকেসান আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ স্যার, এটা গভার্ণমেন্টের নজরে আনা দরকার আছে—

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন আর কোন সাপ্লিমেন্টারী নয়। মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

(গন্ডগোল)

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সাব কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ হতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু সাব্-কমিটির সিদ্ধান্ত নেবার পরে কাজটা করার আগে বি, ডি. সি, তে সেটা আনতে হয় কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনার এই প্রশ্নটা মূল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়।

মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭-৮৮ বর্ষে রাজ্যে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, যদি থাকে উহাদের নাম।

২। মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ — স্যার, (১) নং এবং (২) নং এর একত্রে জবাব হচ্ছে—

কুমারঘাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া অম্পিনগর এবং নূতনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য যে সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হবে তার মধ্যে মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ --- মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের চিকিৎসার জন্য ঔষধ বাবদ মাথা পিছু গড়ে কত টাকা বরাদ্দ করেন রাজ্য সরকারের জানা আছে কি,

২। জানা থাকিলে মাথা পিছু কত টাকা, এবং

৩। ত্রিপুরা সরকার ঔষধ বাবদ মাথা পিছু কত টাকা খরচ করেন ?

উত্তর

১) জানা নাই, তবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হিসাবে দেখা যায় মাথা পিছু ৩.৬০ পয়সা।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) ঔষধ বাবদ মাথাপিছু গড়ে ৫ টাকা ৯০ পয়সার মত ব্যয় হয়। (২২ লক্ষ জন সংখ্যা অনুপাতে।)

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রী মতিলাল সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নামবার-১১৯।

শ্রী আরবের রহমান ঃ - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নামবার-১১৯।

প্রশ্ন

১) সিপাহীজলার চিড়িয়াখানাতে বিভিন্ন পশু রাজ্যের পাখীদের জন্য দৈনিক কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়।

২) পশু পাখীদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহাকে তত্ত্বাবধান করেন এবং ঐ কাজের জন্য কত লোক নিয়োগ করা আছে ?

উত্তর

১) বর্তমান হারে দৈনিক প্রায় ৮২২.০০ টাকার মত অর্থের প্রয়োজন হয়।

২) পশু পাখীদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা দেখাশুনা করার জন্যে একজন ভি, এ, এস, একজন ফরেষ্ট রেঞ্জার, একজন ফরেস্টার, ৬ জন গেম এটেনডেন্ট ও ৩ জন এম. সি. ডবলিউ, সহ মোট ১২-জন কর্মচারী আছেন।

ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত কর্মচারী সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত করা হইয়াছে। এই কমিটির সদস্যরা

ঠিকাদারদের নিকট হইতে ওজন করাইয়া পশু পাখীর খাবার নেয় ও প্রতিদিনকার নির্ধারিত খাদ্য তালিকা অনুযায়ী পশু পাখীদের খাওয়া দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা তদারকি করেন।

চিড়িয়া খানার-

১। ডি, এ, এস,

২। ইনচার্জ সিপাহিজলা বায়োকমপ্লেক্স।

৩। ফরেস্টার ১ জন।

৪। ফরেস্ট রেঞ্জার- ১ জন

৫। পশু পাখীদের খাওয়ার জন্যে নিয়োজিত ১ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

শ্রী মতিলাল সাহা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন যে, প্রতিদিন ৮২২'০০ টাকা পশু পাখীদের খাবারের জন্য খরচ করা হয়, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, যে খাদ্যের জন্য টাকা বরাদ্দ আছে সেইমত খাদ্য পশু পাখীদের দেওয়া হয় না-তারজন্যে পশু পাখীরা দিন দিন মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার এরজন্যে একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেন কি পরিমাণ খাবার প্রতিদিন পশু পাখীদের জন্য লাগবে। এবং এই বিষয়ে তারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। কাজেই তারা সিদ্ধান্ত নেন কোন পশু পাখীকে কি ধরণের খাবার দিতে হবে - এবং ব্যবস্থা তারাই করেন।

শ্রী মতিলাল সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এই চিড়িয়াখানায় যে সিংহ এবং বাঘ রয়েছে তাদের জন্য প্রতিদিন গরুর মাংস বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে যে, যে ঠিকাদার এই গরুর মাংস সরবরাহ করে তারা প্রতিদিন গ্রামে গিয়ে খোঁজ খবর করে যে, সেখানে কোন গরু মরেছে কি না। যদি মরে তবে সেই মরা গরুর মাংস তারা চিড়িয়াখানায় সরবরাহ করছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট অভিযোগ করলে আমি তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ — মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ দিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত গ্রেভ, মরা গরু এই হাউসের সামনে উপস্থিত না করলেও দপ্তরকে যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ দেন তাহলে তদন্ত করে দেখা যায়। নির্দিষ্ট অভিযোগ না দিলে কোন তদন্ত করা যায় না।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কত সংখ্যাক পশু এবং পাখী আছে সেখানে?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— আমার কাছে যে লিষ্ট আছে সেটা পড়তে অনেক সময় লাগবে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তরে আগে আমি বলেছিলাম যে ৩'৬০ পয়সা মাথা পিছু ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছিলেন। ওটা ভুল বলেছিলাম ওটা শুধু ৬০ পয়সা হবে। আমি ওটাকে সংশোধন করে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, সরকারী হাসপাতালে রোগীদের জন্য সরবরাহ করা বিনা মূল্যের ঔষধ কালো বাজারে পাচার হওয়ার পর কোন ঔষধের দোকানে তা বিক্রি করা হয়ে থাকে ঃ

২) সত্য হলে সরকার বিগত ৪ বৎসরে এ ধরণের কাজে যুক্ত থাকার কারণে কত জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন ঃ এবং

৩) সরকার অবগত আছেন কি, ১৯৮৭ সালের এপ্রিল, মে মাসে অমরপুরের চেলাগাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেশ কিছু পাচার হওয়া সরকারী ঔষধ চেলাগাং বাজারের একটি ঔষধের দোকান থেকে ড্রাগ কনট্রোলার তদন্তে গিয়ে হাতে নাতে উদ্ধার করেন ঃ

৪। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত দোষীদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

প্রশ্ন

১) সাধারণভাবে ইহা সত্য নয়। খুবই কম সংখ্যক অপরাধ সরকারের তদন্তে ধরা পড়েছে।

২) গত ৪ বৎসরে এরকম ২৮ টি ক্ষেত্রে হাসপাতালের ঔষধ পাওয়া গেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ড্রাগস্ এ্যান্ড কসমেটিকস্ অ্যাক্ট এ্যান্ড রুলস্ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৩) ১৯৮৭ সালের মে মাসে চেলাগাং এর জনৈক ঔষধ ব্যবসায়ীর দোকানে কিছু ঔষধ হাসপাতালের ঔষধ বলিয়া সন্দেহ করা হয় এবং উক্ত ব্যবসায়ীকে ঐ ঔষধ বিক্রি করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আদৌ ঐ ঔষধগুলি হাসপাতালের ঔষধ কিনা তার জন্য তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪) ২৮ টি ব্যবসায়ীর মধ্যে ৯ জনের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হয়েছে, ৪ টির লাইসেন্স সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে, ৩ টির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হচ্ছে, ৪টিকে সতর্কীকরণ করা হয়েছে এবং ৮টির জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে হাসপাতালে কিংবা ডিসপেনসারীগুলিতে যে সকল জীবনদায়ী ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে তার অধিকাংশ ঔষধ বাজারে পাওয়া

যায় না এবং বাজার থেকে সেগুলি কিনতে গেলে গরীব লোকদের পয়সার অভাবে সেগুলি কিনতে পারে না। এই অবস্থায় হাসপাতালের ঔষধ বাইরে পাচার হয়ে যায় এবং গরীব লোকেরা সেগুলি পায় না। সুতরাং হাসপাতালের এই ঔষধ পাচারের সংগে হাসপাতালের লোকদের যোগাযোগ আছে কিনা এবং থাকলে তাদের বিরুদ্ধে এবং যাদের কাছে ঔষধ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ স্যার, নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। আমি তো বলেছি যে সাধারণভাবে এটা সত্যি নয়।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২৮ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাহলে কোন্ হাসপাতাল বা কোন্ ডিসপেনসারী থেকে ঔষধগুলি এসেছিল এবং যাদের মাধ্যমে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ — যেগুলি আমাদের সন্দেহ হয়েছে সেগুলি তদন্ত করে যেখানে প্রমাণিত হয়েছে যে বেআইনী ঔষধ রেখেছে সেইক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। যদি নাম চান তাহলে অনেক নাম। সেটা আমি লে, করে দিচ্ছি। (গোলমাল)

মিঃ স্পীকার ঃ — এটা 'লে' হয়ে গেল। এখন এটা হাউসের সম্পত্তি (ANNEXTURE—"A")

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন যে যারা ঔষধ ব্যবসায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যারা ব্যবসায়ীদের কাছে ঔষধ এনে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— তদন্তে যাদের নাম সামনে পড়েছে তাদের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— এই দুর্নীতি রোধে আমি প্রস্তাব করছি হাউসের সামনে যে এসেম্‌বলী থেকে একটা কমিটি করে একটা তদন্ত করা হোক।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, সবগুলি যে হাসপাতালের ঔষধ তা নয়। সেখানে স্পুরিয়াস ড্রাগস্ পাওয়া গেছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি ধরেছি এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাজেই হাসপাতাল থেকে নেওয়া হয়েছে, তা ঠিক নয়।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— অমরপুর চেলাগাং থেকে কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিরেক্টর অব ড্রাগস কন্ট্রোল কিছু ঔষধ উদ্ধার করেছেন। উনি নিজে গিয়ে কিছু ঔষধ উদ্ধার করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সেই হাসপাতালের ঔষধ এনে রেখে দেওয়া হয়েছে নতুন বাজার তহশীল অফিসে। এই ব্যাপারে আমরা এস. ডি. ও. এর কাছে অভিযোগ করেছিলাম যে সরকারী ঔষধ কিভাবে একটা তহশীল অফিসে রেখে দেওয়া হয়? তার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। উনি চেলাগাং এর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেল কমিটির সেক্রেটারী। সুতরাং গরীব মানুষদের—

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনার তো প্রশ্ন হচ্ছেনা এটা। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের কত শতাংশ মানুষ বাড়ি হইতে দুই কিলোমিটারের দুরত্বের মধ্যে যে কোন ধরণের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন ঃ

২। এই সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য সরকার বর্তমান আর্থিক বর্ষে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। আনুমানিক ৫০ শতাংশ জনসাধারণ ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোন রকমের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুযোগ পাচ্ছেন।

২। এই সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে আরো ৭৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২টি গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপনের এবং ২টি মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১২টি হোমিওপ্যাথিক এবং ৫টি আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারী স্থাপনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXTURES-" "A" "B" & "C")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন উল্লেখ পর্ব। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট হতে একটি উল্লেখ পর্বের নোটিশ পেয়েছি এবং সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়াকে তাঁর উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুটি হাউসের সামনে উত্থাপন করার অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তু হল—

"গত ১৯শে জুন, ১৯৮৭ ইং কাচকক থেকে অমরপুর আসার পথে যুব সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রীরতিরমণ দেববর্মাকে গুলি করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি, এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি। যদি তিনি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে তিনি কবে তাঁর বক্তব্য রাখবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখে এই বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি, মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট হতে উল্লেখ পর্বের একটি নোটিশ পেয়েছি এবং সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবনাথকে তাঁর উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুটি হাউসের সামনে উত্থাপন করার অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তু হল—

"বিগত ৩-৭-৮৭ ইং তারিখে মোহনপুর ব্লকের বি. ডি. ও, কর্তৃক শ্রীমতী সুনীতি কর্মকার ও শ্রীমতী অঞ্জলি শীল-সহ আরও বেশ কয়েকজন মহিলাকে গলা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চড় থাপ্পর ও চুল ধরে টানা হ্যাচড়া করে নারীর মর্যাদা হানি করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে

CALLING ATTENTION

অপরাগ হন, তবে তিনি কবে তাঁর বক্তব্য রাখবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৮শে আগষ্ট তারিখে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি, মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহোদয়ের নিকট হতে উল্লেখ পর্বের একটি নোটিশ পেয়েছি এবং সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দাসকে তাঁর উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুটি হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুটি হল—

"গত ১৫ই আগষ্ট উদয়পুর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে স্বাধীনতার ৪১তম দিবসে পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ, একজন খুন ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস (ই) সমাজবিরোধী গুন্ডাদের নেতৃত্বে ছাতারিয়া ও ধ্বজনগর গ্রামে বাম ফ্রন্টের সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া এবং রাম-দা অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি, এক্ষুনি তার বক্তব্য রাখতে অপরাগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৮শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৮শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি, মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তিনি সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু হল—

"গত ১৩ই মে অমরপুর মহকুমার গন্ডাছড়া বাজারের উত্তর দিকে উল্টাছড়া নামক স্থানে উগ্রপন্থী টি, এন. ভি কর্তৃক তিনজন বি, এস, এফ জোয়ান ও অন্য তিনজন অসামরিক ব্যক্তির নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি. মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে এই বিষরের উপর কবে বিবৃতি দিতে পারবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ — স্যার. আগামী ২৭শে আগষ্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ -- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৭শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র সংকার মহোদয়ের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তিনি সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু হল—

"বিগত ২৭শে মে ১৯৮৭ ইং সকাল অনুমান ৯টায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাটের বাসিন্দা মৎস্যজীবি অংশের মানুষ যজ্ঞেশ্বর দাস, জয়দেব দাস ও জয়রাম দাস জীবিকার প্রশ্নে কাকড়াছড়ার পশ্চিমে অবস্থিত তুইছাচড়াতে মাছ ধরতে গেলে পর টি, এন. ভি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নৃশংসভাবে খুন হওয়ার সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি, এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে কবে তিনি এই বিষয়ে উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৭ শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭ শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি, মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ও কেশব মজুমদার মহোদয়দিগের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তাঁরা সভায় উপস্থিত আছেন, তাদের নোটিশের বিষয়বস্তু হল—

"গত ১৫ই অগাস্ট স্বাধীনতার ৪১ তম দিবসে উদয়পুরে বামফ্রন্টের প্রাক্তন বিধায়ক ও সি, পি, আই (এম) উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য বর্ষীয়ান নেতা কমঃ নরেশ ঘোষের উপর কং (ই) সমাজবিরোধী গুন্ডাগণ কর্তৃক আক্রমণ ও দৈহিক নির্যাতন সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্যদের কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি বিবৃতি দিতে না পারেন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন, আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৮শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৮শে আগস্ট তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

ASSENT TO BILLS

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন, একটি ঘোষণা। এই সভার অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে নিম্নে বর্ণিত ৯টি বিলের প্রথম ২টিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন আর বাকী ৭টিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পাশেই আমি উনাদের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1. The Indian Forest (Tripura Second Amendment) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 6 of 1986	President 4.4.1987
2. The Code of Criminal Procedure (Tripura Second Amendment) Bill, 1987)Tripura Bill No. 3 of 1987	President 14. 4.1987
3. The Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1987 (Tripura Bill No.2 of 1987)	Governor 25.3.1987

4.	The Tripura Appropriation Bill 1987 (Tripura Bill No 21 of 1987	Governor / 25.3.1987
5.	The Salary, Allowances & Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Sixth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No.8 of 1987)	Governor / 20-4-1987
6.	The Salaries & Allowances of Ministers (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill, No.9 of 1987)	Governor / 20-4-1987
7.	The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No.5 of 1987)	Governor / 12-5-1987
8.	The Tripura University Bill, 1987 (Tripura Bill No.7 of 1987	Governor / 29-5-1987
9.	The Tripura Excise Bill, 1987 (Tripura Bill No.4 of 1987	Governor / 27-6-1987

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার, উদয়পুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা শ্রী পান্নালাল বিশ্বাসকে গত ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে খুন করা হল, পরবর্তীকালে বিলোনীয়ার বিভিন্ন এলাকায় আরও কয়েকটি খুন করা হল, এই সকল ঘটনাই প্রমাণ করে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার কতটা অবনতি ঘটেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য, আপনি এগুলি কোথায় পেলেন, আপনার তো কোন নোটিশ নেই ?

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার, আমি এই সম্পর্কে নোটিশ দিয়েছি ।

মিঃ স্পীকার ঃ— তা হয়তো দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি রিজেকট্ হয়ে গেছে। আপনি তো অন্য ভাবেও এসব উত্থাপন করতে পারতেন। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি বসে পড়ুন, আমাদের আরও অনেক কাজ আছে।

বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট উত্থাপণ ও গ্রহণ

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হল, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।

বর্তমান অধিবেশনের ২৬শে আগষ্ট বুধবার ১৯৮৭ ইং থেকে ৩১শে অগাষ্ট, সোমবার ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন, সেটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ২৬শে আগষ্ট, বুধবার থেকে ৩১শে আগষ্ট, সোমবার, ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন জন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন, আমি সেটি এই সভার বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন, আমি রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

আমি প্রস্তাব করছি যে

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, "বিজনেস এ্যাডাভইসরী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি "হল বিজনেস এডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

মোশানটি সভা কর্ত্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় (ইন্টারাপশান)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— স্যার, আমাদের বক্তব্য ছিল, পৃথক কলিং এটেনশান এনে আলোচনার জন্য পাঠানোর পরেও কেন বাতিল হল—

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— রুলস ৬৭ ও ৬৮ পড়ে দেখবেন (ইন্টারাপশান)

মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন (ইন্টারাপশান)

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার ঃ — সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—

Presentation of the Report of the select Committee on the Tripura Inland Fisheries Bill, 1986.

আমি এখন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য (ইন্টারাপশান)

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনটি এই সভার সামনে পেশ করছি। (ইন্টারাপশান) (এরপর প্রথমে মাননীয় বিধায়ক মতিলাল সাহা এবং পরে বিরোধী পক্ষের অন্যান্য মাননীয় বিধায়কগণ সভার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসেন ও একযোগে বক্তব্য রাখতে থাকেন·········

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল প্রিভিলেজ কমিটির তেত্রিশতম প্রতিবেদন সভায় উত্থাপনতা

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য। (ইন্টারাপশান)

মাননীয় সদস্য আপনারা শান্ত হউন এই ভাবে হাউসে কাজ চলতে পারে না আপনারা আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন (ইন্টারাপশান) এই ভাবে চলে না (ইন্টারাপশান)

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রিভিলেজ কমিটির তেত্রিশতম প্রতিবেদন এই সভার সামনে পেশ করছি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— ১০ মিনিটের জন্য এই সভা মুলতুবী ঘোষণা করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ-- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— (গন্ডগোল)
[বিরোধী সদস্যগণ হাউস থেকে ওয়াক আউট করেন]

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS ON THE TABLE (ANNEXTURES "D")

মিঃ স্পীকার ঃ সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল — লেয়িং অব দি রিপ্লাইজ টু দি পোস্টপোন্ড কোয়েচশনস। গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় পূর্ত্ত ও পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক পোস্টপোন্ড স্টার্ড কোয়েশচন নাম্বার ২৮৪ এবং পোসটপোন্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৬৭ ও ৭৯ -এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমি এখন মাননীয় পূর্ত্ত ও পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ২৮৪ এবং পোসটপন্ড আনস্টার্ড কোয়েশচন নাম্বার ৬৭ ও ৭৯-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the replies of the starred question No. 214 and unstarred questions No. 67 and No. 79 on the table of the House.

মিঃ স্পীকার ঃ -- গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনস্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৭-এর উত্তর-দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমি এখন মাননীয় সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোসটপন্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৭-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the replies of the unstarred question No.37 on the table of the House.

মিঃ স্পীকার ঃ— গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক স্টার্ড কোয়েশ্চন নং ১৬২-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপনড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৬২-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

(মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সভার টেবিলে উত্তরপত্র জমা দেন।)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি, আজকের সভায় পেশ করা পোস্টপনড

স্টার্ড ও আনস্টার্ড কোয়েশ্চনাস্‌ এর উত্তর-পত্রগুলো নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে হাউসের পক্ষ থেকে বলছি যে, যেভাবে মাননীয় বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহা বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে মাননীয় স্পীকারের দিকে হাত তুলে অগ্রসর হয়েছেন এটা হাউসের ডিগনিটির পক্ষে ক্ষতিকারক।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হয়— The Salaries and Allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No.10 of 1987). উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Salaries and Allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Second Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No.10 of 1987)

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় এল. এস. জি, বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"দি স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউনসেস অব দি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান অ্যান্ড কমিশনার্স অব দি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৭ (ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ১৯৮৭)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(তারপর বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি সভা কর্তৃক উৎথাপনের অনুমতি দেওয়া হয়)।

মিঃ স্পীকার : — আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল —The Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right, Title and Interest) (Third Amendment)

Bill, 1987 (Tripura Bill No 11 of 1987)." উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী দশরথ দেব :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce (Acquisition of Right, Title and Interest) (Third Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 11 of 1987)

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"The Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right, Title and Interest) Third Amendment) Bill, 1987 (Tripura Bill No.11 of 1987). এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(তারপর বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে তারা যেন বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেন।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUPLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— শর্ট ডিসকাশন অন দি মেটারস্ অব আর্জেন্ট ইমপরটেন্ট। আজকের কার্যসূচীতে দুটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশ দুটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা মহোদয়। প্রথম নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— "প্রায় ৫০ হাজার চাকমা ও অন্যান্য বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন অবস্থান-জনিত কারণে উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে।" মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় এখন আলোচনা শুরু করতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার সর্ট নোটিশ ডিসকাশনের বিষয় বস্তু হচ্ছে, "প্রায় ৫০ হাজার চাকমা ও অন্যান্য বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন অবস্থান-জনিত কারণে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে"। প্রায় ৫০ হাজার চাকমা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত রিফিউজী দেড় বছর আগে আমাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ

করেছে এটা আমরা সবাই জানি। এর আগেও বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে এই হাউসের সামনে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে, এবং বিষয়টি বর্ত্তমানে জাতীয় স্তরেও আলোচনার প্রসঙ্গ হিসাবে এই মুহূর্ত্তে আমরা দেখেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে উৎথাপিত হচ্ছে। প্রশ্ন এই, রিফিউজীরা কেন ত্রিপুরা রাজ্যে আসল? তাদের আসতে হল কেন? অনেকে হয়ত জানেন, বৃটিশ শাসিত যুক্ত ভারতবর্ষে ঐ সময়েও এই চট্টগ্রামে চাকমারা বসবাস করতেন সবচেয়ে বেশী। বৃটিশ শাসিত সেই যুক্ত ভারতবর্ষেও চাকমাদের বেশী সুযোগ সুবিধা ছিল না। দেশ বিভাগের পরবর্ত্তী সময়ে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে তারাও আশা করেছিলেন সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে ভাষা সমস্যাকে ভিত্তি করে যে আন্দোলন হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে সেই আন্দোলনকে ভিত্তি করে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন সফল হয়। সেখানে গোটা বাংলাদেশের নাগরিকের অধিকার এবং তাদের জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা এই স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের সফলের মধ্য দিয়ে সমাধান হবে এটা যেমন বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা ছিল ঠিক সেই রকমই প্রত্যাশা ছিল চট্টগ্রামের এই সব চাকমা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেও। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থ-নৈতিক অধিকার তাদের সরকারের গোচরে আনার চেষ্টা করেছিলেন। একটা দুর্বল সংখ্যালঘু পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সরকারের সবরকম গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর লক্ষ্য করা গেছে, এই চাকমা সম্প্রদায়-ভূক্ত মানুষগুলি সারা চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছিলেন তাদের এই ন্যায় সঙ্গত যে অধিকার তা গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করা হয় নি। স্বভাবতই সে কারণে তাদের মধ্যে সংবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, এবং সংঘবদ্ধ ভাবে ক্ষোভের প্রকাশ পায়। এটা ঘটনা যে সমস্যা সমাধানের রাস্তা যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, প্রকৃত পথ পদর্শক, গণতান্ত্রিক শক্তি অনুপস্থিত থাকে সেই আন্দোলনের মধ্যে বিভ্রান্তকারী দলও ঢুকে পড়ে। আমাদের দেশেও এটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। চট্টগ্রামের এই হিন্দু চাকমা এবং উপজাতি অংশের মানুষ যারা তাদের এই সমস্যাকে ভিত্তি করে আন্দোলন শুরু করে তখন তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য সেখানে বিভ্রান্তমূলক শক্তি কাজ করছে না এটাকে আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। এটা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। এই ক্ষোভকে ভিত্তি করে যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন তাদের উপর প্রচন্ডরকম আক্রমন হয় এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে, এই সংঘবদ্ধতাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়ার জন্য সরকারী উদ্যোগে অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে ঘৃন্য কায়দায় সেখানে একটা অশুভ এবং পৈশাচিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সংখ্যালঘু এই চাকমা আদিবাসীদের যে বাসস্থান চট্টগ্রাম সেই বাংলাদেশের মুসলমান অংশের মানুষ যারা সংখ্যাগুরু তাদেরকে বিভ্রান্ত করে সরকারের পরিচালনায়, সরকারের মদতে এই কম্পেক্টকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তারই পরিণামে ক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সরকার সবরকম দমন-মূলক অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তাদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়, মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়। এরাও মানুষ এটা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। সেই সময়ে আত্মরক্ষার

তাগিদে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে ওরা অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে। এই অনুপ্রবেশ নতুন কিছু নয়। এর আগেও অনুপ্রবেশ হয়েছিল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সমঝোতা হয়। সুন্দর পরিবেশ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন বাংলাদেশ সরকার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা বাংলাদেশে ফিরে যায়। যতদিন তারা আমাদের রাজ্যে ছিলেন ততদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে আমাদের রাজ্য সরকার তাদের জন্য সবরকম দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য ভারত সরকারের কোন অঙ্গীকার ছিল না। কিন্তু দেখা গেল. বাংলাদেশ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। তারা আবার পুরান জায়গায় নতুন ভাবে পরিকল্পিত ভাবে আক্রমন শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে তারা আবার ফিরে আসতে শুরু করে। এই সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার হবে। তাদের আসার এই ব্যাক-গ্রাউন্ড আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে লক্ষ্য করেছি। এইখানেও লক্ষ্য করার বিষয়, তারা যখন আসতে শুরু করল তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হল, তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য। 'পুশ ব্যাক দেম'। এটা কোন মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ করতে পারেন এটা আমাদের ধারণার বাইরে। একটা সরকারের পক্ষে কিভাবে সম্ভব তাদের আবার আগুনের মধ্যে ফেরৎ পাঠান। রাজ্য সরকারও এই জায়গায় মানবিকতার মূল্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেন, না, এটা আমরা করতে পারব না, এই মানুষগুলিকে আবার আমরা আগুনে ঠেলে ফেলে দিতে পারব না। এই রকম কোন নির্দেশ আমাদের দেবেন না। তাদেরকে এইখানে রাখার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এইখানে রাখার জন্য সম্মত হন। তখন কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দেবেন কি দেবেন না এই লক্ষ্য রাজ্য সরকারের ছিল না। রাজ্য সরকার মানবিকের নির্দেশে এই মানুষগুলিকে অন্তত মাথা গুজে থাকার মত সুযোগ করে দিয়েছিলেন সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। তখন সবাই মনে করেছিল, ২/৩/৪/৫ মাস-এর ব্যাপার এটা। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সবাই ফিরে যাবেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, এর মধ্যে প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, কোন সমাধানই হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে মোট জনসংখ্যা হচ্ছে, ২৪ লাখ। তারমধ্যে ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে-বাস করেন। এইখানে আমরা এমনিতেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। ভারতবর্ষে জিনিস পত্রের যা দাম আমাদের তার থেকে ১৫ থেকে ১৮ ভাগ বেশী দামে আনতে হয়। সব জিনিস আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। তার উপর যদি ৫১ হাজার মানুষের চাপ নিতে হয়, তাহলে আমাদের উপর খুবই চাপের সৃষ্টি হবে। কংগ্রেস তার ৩২ বছরের শাসনে এই রাজ্যের গোটা অঞ্চলকে অনুন্নত করে রেখেছিল। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলগুলির দিকে কোন নজরই দেন নি। রাজ্য সরকার তার ৯/১০ বছরের শাসনে তাঁর সমগ্র ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মানুষগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। দুর্গম অঞ্চলের মানুষগুলিকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ

করেছেন। এই অবস্থায় আজকে ৫০/৫১ হাজার শরণার্থীর চাপ স্বভাবতই অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ পড়ছে এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করছি, ত্রিপুরার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাম গণ শক্তি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বার বার অনুরোধ জানাতে চেষ্টা করেছে, এই বিধান সভায় এর আগেও প্রস্তাব দিয়েছে এবং পাঠাতে চেষ্টা করেছেন প্রস্তাবের মূল বিষয় বস্তু অনুধাবন করে অবিলম্বে সেনা প্রধানদের সঙ্গে, বর্ডার সংক্রান্ত সেনা প্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সব কিছু ঠিক করেন। কারণ, এটা কোন বহির্ভূত ব্যাপার নয় বাংলা দেশ সীমানা অতিক্রম করে লোক চলে আসছেন এটা ফেলনা কিছু নয়। সীমানা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। তাদের আটকে রাখলে, তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। এটা রাজনৈতিক সমস্যা, এবং ৫০/৫১ হাজার লোকের ব্যাপার। এটা দীর্ঘকালীন সমস্যা। এই দীর্ঘকালীন সমস্যাকে প্রশাসনিক স্তরে কিছু আমলা অফিসার-এর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করবেন এটা বাতুলতা মাত্র। এই দিক থেকে সংগত কারণে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে তার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তে এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হোক। এই রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা মূল দুটি দিকে হতে পারে। প্রথমতঃ শরণার্থী অংশের মানুষ যারা আমাদের এ রাজ্যে এসেছেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে, তাদের স্বায়ত্ব শাসনের প্রশ্নে এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। দ্বিতীয়তঃ, যারা এখানে এসেছেন তাদেরকে নেব বললেই হবে না, তাদের উপর আক্রমন হবে না, তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে না তা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে। তার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে তাদের যে নেতা আছেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন চাকমাদের কোন নিরাপত্তা নেই, তাদের ঘরবাড়ী ইত্যাদি তৈরী করে দেওয়া হয় নি, পুলিশ টহলদারীর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তার জন্য তারা সেখানে যেতে চাইছে না। তারা সেখানে যেতে রাজী হচ্ছে না এটা স্বাভাবিক। যারা সেখানে যাবেন তাদের জন্য একটা শান্তিপূর্ণ অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এর দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের এবং বাংলাদেশ সরকারকে এর গ্যারান্টি দিতে হবে এবং ভারত সরকারকে এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে এই সমস্যা কোন সমাধান হতে পারে না। এই দুটো হচ্ছে মূল সর্ত। এই সর্তগুলি পুরণ না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য দরকার হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা। গতকাল এই বিধানসভায় একটা প্রশ্ন উঠেছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা সাপ্লিমেন্টারি করেছিলাম। আমরা দেখেছি কিছু দিন আগে আমাদের দেশের মানব সম্পদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নরসিমা রাও বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে বলেছেন যে সংগত কারণে আমাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে, যে সমস্যাটা প্রধানতঃ ভোগ

করছে ত্রিপুরা রাজ্য এবং এই ব্যাপারটি বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা হয়েছে. ত্রিপুরা রাজ্যের এম. পিরা লোকসভায় এবং রাজ্য সভায় বারবার এই প্রশ্নটা তোলার চেষ্টা করছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশ গেলেন, এটা ভাল কথা এবং এর জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই, কিন্তু আশ্চর্য হই আজকে প্রায় ১০/১২ দিন হয়ে গেল রাজ্য সরকারকে এ সম্পর্কে তিনি কোন খবর জানালেন না। এটা কি রকম ব্যাপার ? একটা রাজ্য সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে কতখানি উদাসীনতা, কতখানি খাটো করে দেখছেন, গণতন্ত্রের প্রতি তাদের কতখানি শ্রদ্ধা, আস্থার টান পড়েছে এই ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হয়। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় মাননীয় মন্ত্রী নরসিমা রাও মহোদয়কে ফোন করলেন। তাঁকে জানানো হল রাত্রি সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় ফোন করতে। তিনি রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন. কিন্তু তাঁকে কিছুই জানানো হল না। এই বিষয়টি নিয়ে বাংলা দেশ সরকারের সংগে তাঁর কি আলোচনা হয়েছে এটাতো এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জানানো উচিৎ ছিল। আমরা পত্রিকায় দেখেছি জেনারেল এরশাদ চিঠি দিয়েছেন যে এ রাজ্যে ৩০ হাজার শরণার্থী আছে। কিন্তু আমাদের ত্রাণ মন্ত্রী গতকাল জানিয়েছেন এ রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পে ৫০ হাজার শরণার্থী আছে এবং কোন ক্যাম্পে কত জন শরণার্থী আছে তার হিসেবও তিনি দিয়েছেন। এখানে তো লোকোচুরির কোন ব্যাপার নেই। অথচ বাংলাদেশ সরকার বলেছেন ৩০ হাজার শরণার্থী আছেন ; আমি দিল্লীতে ১০ ই আগষ্টের স্টেটসম্যান পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠায় দেখেছি ছোট করে একটা সংবাদ লেখা আছে যে ৬ হাজার চাকমা শরণার্থী ফিরে গেছে। বাংলাদেশ সরকার বলছে যে শরনার্থীরা ত্রিপুরা থেকে যেতে চাইছে না। এই কথার অর্থ হচ্ছে ভারত সরকার শরণার্থীদেরকে ডেকে নিয়েছে, তাদেরকে জামাই আদরে রেখেছে এবং ভারত সরকার তাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ করতে চেষ্টা করছে। এটা এস্টাব্লিশ করার চেষ্টা করছে এরশাদ সরকার। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য স্তরে বলা হয়—আমরা তো কিছুই জানি না। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই কনট্রাডিকশান কোন পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এই ঘটনাটির যদি আদৌ কোন সুরাহা না করা হয় তাহলে এটা যে কোন সময় বড় ধরণের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। আমাদের এখানে একটা খবরের কাগজে বেড়িয়েছে জেনারেল এরশাদ শান্তি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে রাজী আছেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এবং আদৌ তিনি এই ধরণের কথা বলেছেন কিনা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার ব্যাপার আছে। শ্রী লংকার যে সমস্যা, যে গভীরতা এটার সাথে এই সমস্যাটিকে এক করে দেখা হয়তো সঙ্গত হবে না ঠিকই কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করি তাহলে ঐ সমস্যাটির সাথে তার কোন মিল নেই, তাও তো না। শ্রীলংকার ব্যাপার নিয়ে যদি সার্ক-এ আলোচনা হতে পারে, সার্কে আলোচনা হওয়ার আগে মিঃ জয়বর্ধনকে

ডেকে আনা যায়, একজন মন্ত্রী সেখানে পাঠানো যায়, প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করতে পারেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রধানমন্ত্রী সেখানে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন এবং চুক্তি করেছেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত শান্তিকামী মানুষ দলমত নির্বিশেষে এই চুক্তিটিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই ধরণের একটা সমস্যা যদি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সংগে উদ্ভব হয় তাহলে সমস্যার সমাধানও তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশে ঘাটি গাড়বার চেষ্টা করছে। আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভাতবর্ষের স্বধীনতাকে বিপন্ন করার চেষ্টা করছে এবং তার অংগ হিসাবে পাকিস্থানে তারা ঘাঁটি গেড়েছে, শ্রীলংকায় ঘাটি গাড়বার চেষ্টা করছে, নেপালে ঘাঁটি গাড়বার চেষ্টা করছে, থাইল্যান্ডে ঘাটি গাড়বার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম বন্দরটি মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য উম্মুক্ত, অথচ. এখানে সোভিয়েট রাশিয়ান কনসালের যে অফিসটি ছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে তাঁর এক ঘন্টা ব্যাপী ভাষণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন যে-আমাদের দেশের ভিতরে শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চলছে এবং বাইরেও শান্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছে, বিদেশী চক্রান্ত চলছে। দেশের মানুষ যেন এর জন্য সতর্ক থাকেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হতে পারে, এর লোক সংখ্যা ২৪ লক্ষ হতে পারে, কিন্তু এর যে সমস্যা সেটার সমাধান আশু প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্য যদি আক্রান্ত হয় তাহলে এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ লোকই শুধু আক্রান্ত হবে না, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত হবে। কাজেই এই দিক থেকে চিন্তা করে সমস্যাটিকে নির্মূল করার জন্য বাস্তব সমস্ত দৃষ্টি নিয়ে, বৈজ্ঞানিক আবেদন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে একটি বড় ধরণের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সেই দিক থেকে এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে যে, উদ্বেগ প্রকাশ করছি এটা শুধু মার্কসবাদীর ব্যাপার নয়, ফরওয়ার্ড ব্লকের ব্যাপার নয়, আর. এস পির ব্যাপার নয়, কংগ্রেস (আই) এর ব্যাপার নয়, এটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ তথা গোটা ভারতবর্ষের দেশ প্রেমিক মানুষের উদ্বেগ। তাই আজকে এই আলোচনাটির সূত্রপাতের সুযোগ নিয়ে আমি আবার বিধান সভার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন রাখব যাতে রাজনৈতিক স্তরে এই সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেন, রাজ্য সরকারকে যাতে এতে আটকে রাখবার চেষ্টা না করেন। তাহলে এটা অগণতান্ত্রিক হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : যাঁরা যাঁরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান, তাঁরা যেন তাঁদের নামের একটা লিষ্ট আমায় দেন। আমাদের হাতে আরও ৬ মিনিট বাকী আছে। সুতরাং হাউসের সেন্স নিয়ে আমি উক্ত আলোচনাটি রিসেসের পর শুরু করার জন্য ঘোষণা করছি।

এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 P.M.

মিঃ ডিপ্যুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে শর্ট ডিউরেশ্যান মেটারটা উপস্থিত করেছেন তার উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। প্রথমে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য এই বিধানসভায় বার বার উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এটার কোন সুমীমাংসা হয় নি। এই ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে চাই যে আমরা এমন একটা যোগাযোগ দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকার মধ্যে আছি এবং এই বাংলাদেশের যেসব শরণার্থীরা আছেন সেটা আরও বেশী দুর্গম এবং বিচ্ছিন্ন এলাকা। যেমন সাব্রুমের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সাব্রুমের একটা আছে কাঠালছড়ি আর একটা শিলাছড়ি ক্যাম্প যে ক্যাম্প আছে যদি তাকে সাব্রুম অফিস থেকে দেখাশুনা করতে হয় তাহলে প্রায় ৪টা সাব ডিভিশ্যানকে ঘুরে যেয়ে সেখানে তার তদারকি ব্যবস্থা মেইনটেইন করতে হয়। কাজেই এই রকম একটা যোগাযোগের দিক থেকে অনেকটা দারুণ সমস্যা এই রকম জায়গার মধ্যে এই ক্যাম্পগুলি আছে, তা সত্ত্বেও এখানে যেটা আমরা দেখেছি যে এই সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ঠিক ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমরা দেখেছি সার্কের আলোচনা হলো যে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে, তামিলনাড়ুর যে সমস্যাটা ছিল তামিলনাড়ু সমস্যা শ্রীলংকাতে সেই সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য যতটা প্রাধান্য লাভ হলো ঠিক আমাদের রাজ্যে যেসব চাকমা বা অন্যান্য উপজাতি জনগণ যারা শরণার্থী হয়ে এখানে এসেছেন মুলত সেই সব দিক থেকে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দুটো জাতি গোষ্ঠি এই চাকমা শরণার্থী এবং অন্যান্য তাদের সঙ্গে উপজাতিরা যারা আছেন তারা এখানে কোন আলাদা দাবী নিয়ে আন্দোলন করছেন না। এই আন্দোলনের মধ্যে তারা স্বায়ত্ব শাসনের দাবী নিয়ে লড়াই সংগ্রাম সেখানে পরিচালিত করছে, ঠিক একই জিনিস আমরা দেখছি সেই তামিলনাড়ুতে যেসব তামিল অধিবাসীরা ছিলেন তারাও সেখানে শায়ত্ব শাসনের দাবী নিয়ে সেখানে লড়াই সংগ্রাম করছেন। যে অত্যাচার নিপীড়ন বা বঞ্চনা ছিল তার বিরুদ্ধে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবী নিজেরাই সেখানে লড়াই সংগ্রাম করেছেন। সেখানে আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ু সমস্যাকে সমাধান করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে সেখানে চুক্তি করেছেন কিন্তু আমরা যদি এটা লক্ষ্য করি তাহলে বড়ই দুঃখের সঙ্গে এটা বলতে নয় যে এই চাকমা শরণার্থী তাদের যে সমস্যাটা সমাধান-এর দিকে ভারত সরকার ততটা দৃষ্টি দেননি কাজেই দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে এবং আমরা দেখছি যে এটা অল্প দিনের ঘটনা নয়, এটা দীর্ঘ দিনের ঘটনা এবং ইতিপূর্বে আমরা এখানে দেখেছি তিন তিনবার

এই শরণার্থীরা এসেছেন আবার বাংলাদেশে এরা ফিরে গেছেন কিন্তু ফিরে গিয়ে সেখানে তাদের উপর-এ যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সে সব ব্যবহার ওদের থেকে আমরা যতটা রিপোর্ট পেয়েছি এখানে যারা শরণার্থী এসেছেন সেই জিনিষটা হয় নি। যেমন কথা ছিল এদের নিয়ে ওদের যেসব পরিত্যাক্ত জমি, বাড়ী-ঘর সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যারাই নাকি এখানে আগে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেছে যে তাদের সেই প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশ সরকার তখন মেনে নেন নি বা কোন রকম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সুলভ ব্যবহার সেই ব্যবহার তাদের উপর করা হয় নি। কাজেই এবার যারা এসেছেন আজকে ভারত সরকার বা তার সঙ্গে যে আলোচনা যেটা হচ্ছে সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট কোন গ্যারান্টি সৃষ্টি হচ্ছে না কারণ আমরা দেখেছি যে ইদানিংকালে নরসীমা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাংলা-দেশে গেলেন, সেখানে আলোচনা হলো তার যে কি সর্ত্ত সেই সর্ত্ত আমরা কিছুই জানতে পারলাম না, এমন কি আমাদের এখানকার নির্বাচিত সরকার সেই সরকারকে আজও জানানো হলো না কিন্তু এই সব ঘটনা আজকে যে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী সমস্যার সৃষ্টি করেছে ওদের যাওয়া সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে কিন্তু আমরা এটাও দেখছি যে যখনই একটা আলোচনার মাধ্যমে একটা পরিবেশ হয়তো পুনর্গঠন হচ্ছে যাতে নাকি ওদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আবার দেখছি যে বাংলাদেশের মধ্যে নুতন করে আক্রমন সংঘটিত হচ্ছে যে আক্রমনের ফলে সেখানে উভয় জাতি গোষ্ঠির মধ্যে আজকে কিছু কিছু নিহত, হত বা ঠিক যেটা সন্ত্রাসমূলক কার্য বা আক্রমনাত্বক প্রণালী যেটা নাকি বেড়ে যাচ্ছে তার ফলে যাওয়ার যে পরিবেশ সেই পরিবেশটা বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে এই জিনিষগুলি আমরা দেখছি। তারপরই হয়তো যাওয়ার যে পরিবেশ এবং এই দিক থেকে এটা দেখছি যে এরা এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যটা অর্থ-নৈতিক দিক থেকেও পিছিয়ে পড়া এই যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তেমন বেশী একটা শক্তিশালী নয় তার মধ্যে অতিরিক্ত বুঝা প্রায় ৫০ হাজার যদিও গত কালকের প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম সেখানে ৪৭ হাজার, ৭৯ জন আছে তাহলেও এটা ঠিক যে এরা এখানে আসার ফলে এদের যেসব রেশন ইত্যাদি দেওয়া হয় সেটা যথেষ্ট পর্য্যাপ্ত না হলেও কাচা তরকারী যেটা সেটার উপর মূলত নির্ভর করতে হয় প্রকাশ্যে যে বাজার আছে এখানকার স্থানীয় বাজার তার উপরে এবং স্থানীয় বাজারের মধ্যে কি হচ্ছে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে কারণ এখানে মূলত এখানকার জন-গোষ্ঠির জন্য যে সবজি বা তরিতরকারী ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে সেটা অতিরিক্ত ৫০ হাজার এই যে শরণার্থী আছে তাদের যে চাহিদা সেটা মেটাতে গিয়ে এখানকার বাজারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর একটা জিনিষ হচ্ছে ক্যাম্পের এতগুলি লোককে ক্যাম্পের মধ্যে সংরক্ষিত করে রাখা যাচ্ছে না, ওরা অধিকাংশ বেড়িয়ে যাচ্ছেন ক্যাম্প থেকে। ক্যাম্প থেকে বেড়িয়ে এরা বিভিন্ন যে সব গ্রামীণ কাজকর্ম যেগুলি আছে সেই সব কাজের মধ্যে অংশ গ্রহণ করছেন যেমন লাকড়ী বন থেকে এনে বাজারে বিক্রি করছেন

ফলে প্রকাশ্যে যেসব বাজার ছিল সেখানে স্থানীয় যারা নাকি লাকড়ী ইত্যাদি কেটে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন আজকে তারা সংকটের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন কারণ স্বভাবতই ওরা রেশন পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে যারা নাকি স্থানীয় লোক আছে তারা তো রেশন পাচ্ছে না কিন্তু ওরা রেশন পেয়েও লাকড়ী বিক্রি করছেন আর আমাদের স্থানীয় লোক রেশন ছাড়াই বাজারে গিয়ে লাকড়ী বিক্রি করছে এই যে দুটোর মধ্যে যে সংঘাত এই সংঘাতের ফলে লাকড়ীর দাম কমে যাচ্ছে এবং এখানকার স্থানীয় যারা লাকড়ী কেটে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন তাদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রকারান্তরে আরও আছে যেমন চাষ বাসের কাজ, বিভিন্ন ঘর গৃহস্থালীর কাজ এই সব কাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শরণার্থীরা ব্যাপক হারে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং এটা একটা খুবই সংকটের রূপ ধারণ করেছে কারণ এখানকার স্থানীয় যেসব শ্রমজীবি মানুষ আছে তাদের উপর একটা প্রকান্ড বোঝা হিসাবে চেপে যাচ্ছে এরা কোন অবস্থাতেই শরণার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না তার কারণ হচ্ছে যে শরণার্থীরা ১০ টাকা রোজে কাজ করছেন, আর এখানকার স্থানীয় লোক ১০ টাকায় কাজ করলে তাদের যে পরিবার সেই পরিবারকে ভরণ পোষণ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না কাজেই এটা স্থানীয় লোকদের মধ্যে যারা নাকি কাজ করান বড় বড় জোতদার, মহাজন এদের সঙ্গে সাধারণ গরীব মানুষের সংঘাত হয়ে যাচ্ছে শরণার্থীদের সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে এই যে নূতন নূতন সমস্যা এই সমস্যাগুলি দেখা দিচ্ছে এমন কি আজকে এটা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন দেখা যাচ্ছে গভর্ণমেন্টের পি, ডব্লিউ ডির বড় বড় কনট্রাক্টররা এরা রাস্তার মাটি কাটাচ্ছে, সলিং-এর কাজ করাচ্ছে, ব্রিকসের কাজ করাচ্ছে এইসমস্ত শরণার্থী দিয়ে। যার ফলে এখানে স্থানীয় যেসব মজুর আছেন তারা কাজ হারিয়ে এখানে অনেকটা বেকারের জীবনযাপন অতিবাহিত করছেন খুব দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে। কাজেই এইযে অবস্থাগুলি সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বার বার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। কারণ আমরা দেখছি যে এইসব কারণে, অনেক কারণ আছে, যেসব কারণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি এখানকার স্থানীয় জনমানসের সংগে শরণার্থীদের মনোমালিন্য তীব্র হচ্ছে। এর ফলে অন্যরকম ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। ইদানীংকালে আমরা দেখেছি শিলাছড়িতে সেখানে একজন স্থানীয় লোক তাকে আক্রমন করা হল করবুকে, তাকে মারধোর করা হল। শরণার্থীর দ্বারা স্থানীয় লোক আক্রমন হল, মার খেল। সেখানে অধিকাংশ হচ্ছে শরণার্থী। এই যে অবস্থা এইটা কি দাঁড়াচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে অনেকের আত্মীয় স্বজন এখানেও আছে, আবার ইন্ডিয়াতেও আছে। এতে উভয় পক্ষের সংঘাত লাগবার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এই যে সমস্যা এইটা আমাদের মাথার উপর চেপে বসেছে। শুধু এইটা না, শরণার্থীরা যে এই দেশে আসছে যেসব বর্ডার এলাকাগুলি এগুলি আজকে কনভার্ট করে ফেলা হচ্ছে। মুসলিম পপুলেশান দিয়ে বর্ডারটাকে সিলড আপ করার একটা নতুন পরিকল্পনা

আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাই। বর্ডারের মধ্যে সেসব জায়গায় ট্রাইবেল ছিল আজকে সেই ট্রাইবেল সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে মুসলিম পপুলেশান বসানো হচ্ছে। এইটাকে যদি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা হয়, হতে পারে। আজকে দুই দেশের লোকের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য একটা নতুন কায়দা হিসাবে এই জিনিসটা আসছে। কাজেই এই জিনিসটা কেন্দ্রীয় সরকারের খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ আজকে একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘাঁটি বিস্তার করছে। এইটাও আমার মনে হয় সাম্রাজ্যবাদ চক্র এই বর্ডারটাকে যাতে নন মুসলিম পপুলেশান সরিয়ে মুসলিম পপুলেশান দিয়ে ব্যারিকেড করা যায় তার একটা কারণ হতে পারে। কারণটা আগামীদিনে আরও বেশী করে দেখা দেবে। আমরা দেখেছি যে শরণার্থীর সমস্যার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা আমাদের স্থানীয়ভাবে আজকে উঠে এসেছে যার ফলে আমি বললাম যে এখানকার যে ক্ষেত মজুর, দিন মজুর, লাকড়ী ব্যবসায়ী, এদের চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারণ শরণার্থীরা এইসমস্ত কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করছে। আজকে কনট্রাকটাররা ইট সলিং, মাটি কাটা ইত্যাদি শরণার্থীদের দিয়ে করছে। যার ফলে এখানকার যারা স্থানীয় শ্রমজীবি মানুষ তারা সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। শরণার্থীরা এই সমস্ত কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করছে। কাজেই এই সমস্ত সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি সমস্ত বিষয় মানবিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে যেভাবে তামিলনাড়ু, শ্রীলংকার সমস্যার সমাধান করেছেন, এই সমস্যার একই রকম চেহারা। এই বাংলাদেশী যে চাকমা শরণার্থীর সমস্যা সেই সমস্যার, সমাধান করার একই রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, একই রকম পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবেন অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধান করার জন্য। ছোট্ট একটি ত্রিপুরা রাজ্য এইযে অতিরিক্ত বোঝা, শরণার্থীর সমস্যার ফলে সমাজ জীবনে একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে তাকে মুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসবেন এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে আলোচনা উৎথাপন করেছেন এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাই আমাদের এই রাজ্যে যে জনসংখ্যা ৫১ সনে ছিল সাড়ে ছয় লক্ষের মত, ৬১ সনে সাড়ে ১১ লক্ষের মত, ৭১ সনে সাড়ে ১৫-লক্ষের মত এবং ৮১ সনে সাড়ে ২০ লক্ষের মত। প্রতি সেনসাসে ৫ লক্ষ করে জনসংখ্যা বাড়ছে। বৎসরে জনসংখ্যা ৫০ হাজার। এই যে জন্ম, মৃত্যুর হার এই সমস্ত দিক চিন্তা করা যায় তাহলে এই হার মিলেনা। স্বাভাবিকভাবে তারা কোথা থেকে আসছে? আমরা দেখি পূর্ব বাংলা থেকে

আমাদের রাজ্যে লোক আসছেন এবং সেই একটা বিরাট বহিঃপ্রকাশ শরণার্থীদের আগমন। এই আগমন এখন ঘটছে। কারণ সেখানে আমরা দেখতে পারছি যে আজকে সেই দেশের সংখ্যালঘু যারা তাদের নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। তাদের যে ন্যায্য সংগত অধিকার তারা তা পাচ্ছে না। যার জন্য একদিকে কিছু লোক তারা চলে এসেছেন, আর কিছু লোক লড়াই সংগ্রাম করে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দেখতে পাই। তারা স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করছে। সেই স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করে তারা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে। খুব সংগত। যেখানে সংখ্যাগুরু মানুষ সংখ্যালঘু মানুষকে অধিকার দিতে চাননা, সেই অধিকারের মধ্যে অন্ততঃ সংখ্যালঘু মানুষকে বাঁচার জন্য স্বায়ত্ত শাসন এইটা সর্বজন স্বীকৃত। সমাধানের এইটাই পথ। এই পথে না গেলে সমস্যার সমাধান করা যায়না। আমরা দেখেছি চাকমা উদ্বাস্তু হোক, মগ উদ্বাস্তু হোক ঐখানকার সংখ্যাগুরু মানুষ সংখ্যালঘু মানুষের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য নানারকম কৌশল করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা পুলিশী অপারেশন, মিলিটারী অপারেশন হচ্ছে, সেখানের মধ্যে পাল্টা গুন্ডা বাহিনী সেখানে গঠন করা হচ্ছে। সেই বাহিনী দিয়ে তাদেরকে তাড়ানো হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ী সংখ্যাগুরু মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হচ্ছে। জায়গাগুলি ওরা গিয়ে আবার ফিরে পাবে এই ভরসা নেই। এই যেখানে অবস্থা, যেখানে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু প্রশ্ন, এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখি ৫০ হাজারের মত আজকে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের রাজ্যে। আমাদের ভারতবর্ষের সরকারকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সেখানে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু তারা তা করছেন না। আমাদের প্রশাসনের কিছু ডিসট্রিক্ট লেভেলের অফিসার বাংলাদেশের কিছু ডিস্ট্রিক্ট লেবেলের অফিসার অথবা সামরিক অফিসার দিয়ে এদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছেন। যেন এইটা প্রশাসনের সমস্যা। প্রশাসনের সংগে আলোচনা করলে যেন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু মূলতঃ এইটা কি প্রশাসনিক সমস্যা? এইটা প্রশাসনিক সমস্যা নয়? ইট ইজ কমপ্লিটলি পলিটিক্যাল প্রব্লেম। রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা করে এইটার সমাধান করা যেতে পারে। এতবার সার্ক হয়ে গেল, এরশাদ দিল্লীতে গেলেন, রাজীব গান্ধীর লোক নরসীমা রাও সেখানে যাচ্ছেন কিন্তু এই বিষয়টাকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছেননা? প্রতিদিন আমাদের রাজ্যে যেভাবে লোক আসছেন, আমাদের এই রাজ্যে ভাঙ্গা অর্থনীতি বলতে পারি সেই অর্থনীতি কেন ভারাক্রান্ত হবে। এর পেছনে কি উদ্দেশ্য। শুধু এইটা না, আমরা যদি আরও বেশী করে বলি আমাদের রাজ্যের মধ্যে সেই উগ্রপন্থী আছে তাদের তৎপরতার বিষয়টি, বি. এস. এফের অপ্রতুলতার কথা বলি যেখানে সি. আর. পির অপ্রতুলতার কথা বলি, আসাম রাইফেলসের অপ্রতুলতার কথা বলি, আমাদের রাজ্যে পুলিশ ফোর্সের টি. এস. আই এর অপ্রতুলতার কথা বলি, অ্যাকসট্রিমিজম যে প্রোব্লেম এইটা মোকাবিলা করতে পারছিনা এই ঘটনা একদিন না দুইদিন না অনেকদিন ধরে

চলছে। সেই উগ্রপন্থীরা ঢাকার ক্যাম্প থেকে সিংলুম ক্যাম্প দেখতে আসেন। বাংলাদেশের বড় বড় কমান্ডাররা বিজয় রাংখলকে গার্ড অফ অনার দিয়ে নিয়ে আসেন আবার গার্ড অফ অনার দিয়ে নিয়ে যান। এই অবস্থা একদিকে উগ্রপন্থীর আক্রমন, অন্যদিকে এইভাবে শরণার্থীর আগমন আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য এর পক্ষে কতটা বহন করা সম্ভব ? এই অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়টাকে নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছেন না। উনি চাচ্ছেন ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এখানকার মানুষ এমন একটা অবস্থার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক যাতে করে আজকে রাজীব গান্ধীর যে রাজনীতি সেই রাজনীতির সংগে যেহেতু ত্রিপুরার মানুষ এক হচ্ছেনা, সেজন্য আজকে ছলে বলে কৌশলে এই রাজ্যের মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজীব গান্ধী আজকে এরশাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন না। রাজনৈতিক স্তরে অলোচনা করছেন না। শুধু লোক দেখানো ভাবে প্রশাসনিক স্তরে আজকে আলোচনা চালাচ্ছেন যে আমরা কিছু করছি। এক এক সময় বলছেন ৬ হাজার রিফিউজি, আবার বলছেন ৩০ হাজার রিফিউজি, অর্থাৎ তার সংখ্যার কোন মাথামুন্ড নাই, কখনও বলতে চাইছেন আমাদের এখান থেকে কোন লোক যাচ্ছে না, কখনও বাংলাদেশ বলতে চাইছেন আমাদের এখানে লোককে জামাই আদর করে খাওয়ানো হচ্ছে, এর অর্থটা কি ? এখানে এরশাদ সাহেব ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনাটা চালাচ্ছেন আর রাজীব গান্ধী তার রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এই বিষয়টাকে নিয়ে এরশাদ সাহেবকে ঠিকভাবে কথা বলছেন না কেন এইটা হচ্ছে, এইটা একটা রাজনৈতিক প্রব্লেম, এই প্রব্লেমটাকে কেন আজকে রাজনৈতিকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না। আমাদের দুইজন মাননীয় সদস্য খুব সঙ্গতভাবে বলেছেন যে তামিল বা শ্রীলংকার যে সমস্যা, সেই সমস্যার মধ্যে আমরা যখন দেখি শ্রীলংকার সরকারের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক সেখানে আজকে নিপীড়িত মানুষের কাছে রেশন পাঠনো হচ্ছে এবং অন্যান্য সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। এমম কি পরবর্ত্তী সময় জয়বর্দ্ধনের সঙ্গে চুক্তি করা যায়, সেই চুক্তির মধ্যে আমরা দেখি রাজীব গান্ধীর ও জয়বর্দ্ধনের জীবন সেখানে বিপন্ন হয়ে যায়। সেখানে আজকে আমেরিকার লবি সেখানে প্রচন্ডভাবে তার শক্তিকে কার্য্যকরী করতে তা বাধা দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও সেখানে বলিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে এই কাজটা করা যায়, সেখানে কেন আজকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে করা যাবে না, কেন অনবরত আমাদের এখানে বাংলাদেশ থেকে লোক আসবে, কেন আজকে রাজীব গান্ধী সেই পদক্ষেপ নেবেন না, কারণ একটাই, উদ্দেশ্য একদিকে একসার্টিমিজম চালানো হোক, অন্যদিকে তাদের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করা হোক। কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজ রাজীব গান্ধীর দলের লোক আর ক্ষমতায় আসতে পারছে না, ওনার রাজনীতিকে যেহেতু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সমর্থন করতে পারছেন না, সেই জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এই রাজ্যের মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজীব গান্ধী আজকে এই পথ নিয়েছেন। এই জন্যই আজকে হাউস থেকে আমরা রাজীব গান্ধীর কাছে বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবী জানাতে চাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা

অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের এই হাউসের যে সেলফ এইটা যেন রাজীব গান্ধীকে জানানো হয়, অনতি বিলম্বে যেন এই উগ্রপন্থীর সমস্যাই হোক আর শরণার্থীর সমস্যাই হোক সমস্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য, এইটা ন্যাশানেল প্রব্লেম. এইটা জাতীয় সমস্যা, এইটা কোন পারটিকুলার রাজ্যের সমস্যা নয়, কাজেই জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে আজকে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য রাজীব গান্ধীরা উদ্যোগ নেবেন, এই আশা ও বিশ্বাস রেখে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি । ধন্যবাদ ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা ।

কক্-বরক

শ্রী রসিরাম দেববর্মা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার দুই চারটা বক্তব্য এখানে রাখছি । আমি আমার মাতৃভাষায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করব ।

কক-আংখা বাংলাদেশনি যে চাকমা শরণার্থী তাবুক ত্রিপুরা রাজ্যঅ প্রায় পঞ্চাশ হাজারনি মত বিভিন্ন শরণার্থী শিবির তংগ । এই যে পঞ্চাশ হাজার শরণার্থী আব' চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক চাপ সৃষ্টি খালাইনানি বাধ্য । কারণ মাননীয় সদস্য অর' উত্থাপন খালাইখা যে অরনি স্থানীয় যারা শ্রম খালাইনাই দীর্ঘ আর' বরকবাই পাল্লা খালাই সামুং মানলিয়া । কারণ বরগ কম পুইসাবাই সামুং তাংফান চুগ' । যেহেতু বরগ শরণার্থী শিবির' তংগ, সরকারনি পুইসা চাই তংগ সেহেতু বরগ-বাই স্থানীয়রক শ্রম প্রতিযোগিতাঅ হারিনানি বাধ্য তাতে বিরোধ সৃষ্টি আংনাই । শুধু এ সমস্যাসমিয়া যে, আজকে মানবিক কারণে যে চিনি বামফ্রন্ট সরকার চাকমা শরণার্থীন অর জাগা রাখা । তংনানি চানানি সমস্ত রকমের ব্যবস্থা খালাইমানি আবন' অতি সত্বর ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারবাই আচুগাই সালাই যাতে এই চাকমা শরণার্থীন বরকনি আর্থিক-সামাজিক এবং সম্মান রক্ষা খালাইয়াই নির্জনি জীবন যাতে বিপন্ন আংয়ানি বাগাই যাতে সরকার আলোচনা খালাই বাংলাদেশ সরকারবাই, বাংলাদেশ' ফেরৎ রহরনানি ব্যবস্থা খালাইনা দরকার । রাজ্য সরকার বার বার এবং অ বিধানসভাঅ বহুবার আলোচনা আংখা, প্রস্তাব তুবুখা, ভারত সরকার তাবুকফান' তালবাহানা খালাই তংখু । সঠিক আলোচনা অ আচুগাই অ চাকমা শরণার্থী সমস্যা সমাধান খালাইনানি কোন রকম কেন্দ্রীয় সরকারনি উদ্যোগ চাং নুগয়া । কাজেই, কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই উদ্যোগ গ্রহণ খালাই অ চাকমা

শরণার্থী সমস্যা সমাধান খৌলাই বরকনি-জীবন যাতে বিপন্ন আংয়াতাইখে নিজিনি দেশ' ফিরক থাংগাই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস খৌলাই মাননানি, এই গ্যারান্টি ভারত বাংলাদেশ সরকার রৗখা হানখে নিশ্চয়ই বরগ বরকনি দেশ ফিরগ থাংনাই। এই গ্যারান্টি সৃষ্টি খৌলাইনানি দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারনি। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকাররাই আলোচনা খৌলাই সমস্যা সমাধান খৌলাইনানি দরকার। এবং অতি দ্রুত খৌলাইয়া হানখেই আব' জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা রৗনাই। এই সমস্যা সমাধাননি বাগাই কেন্দ্রীয় সরকার খুব তাড়াতাড়ি আবন' মীমাংসা খৌলাইনানি অ কক সাইন আনি আলোচনা পাই রৗখা।

বঙ্গানুবাদ

কথা হলো বাংলাদেশের চাকমা শরণার্থী প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো এখন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির গুলোতে রয়েছেন। এই পঞ্চাশ হাজার শরণার্থী আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য। কারণ, মাননীয় সদস্য এখানে উত্থাপন করেছেন, এখানকার স্থানীয় যারা শ্রমজীবি দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ পাচ্ছেন না। কারণ ওরা কম পয়সায় কাজ করতে পারে। যেহেতু শরণার্থী শিবিরে থাকেন। সরকারী পয়সায় খাওয়া দাওয়া করেন যেহেতু তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষেরা শ্রম প্রতিযোগিতায় হারতে বাধ্য। তাতে বিরোধ সৃষ্টি হবে। শুধু এ সমস্যাই নয়, আজকে মানবিক কারণে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ওদের এখানে জায়গা দিয়েছি, থাকা খাওয়ার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করেছে এখানে অতি সত্বর ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে করে এই শরণার্থীরা তাদের আর্থ-সামাজিক এবং সম্মান রক্ষা করে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারেন সে ব্যবস্থা করা দরকার। রাজ্য বার বার এবং এই বিধানসভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে প্রস্তাব এসেছে কিন্তু ভারত সরকার এখন তালবাহানা করছেন। সঠিক আলোচনায় বসে চাকমা শরণার্থী সমস্যা সমাধান করার কোন প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ আমরা দেখি না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং চাকমা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধান করে তাদের জীবন যাতে বিপন্ন না হয় এবং নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারেন এই গ্যারান্টি ভারত এবং বাংলাদেশ সরকার দিলে ওরা নিশ্চয় দেশে ফিরে যাবেন। এই গ্যারান্টি সৃষ্টি করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা। এবং অতি দ্রুত এটা না করলে এটা একটা জাতীয় সমস্যা রূপে দেখা দেবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খুব তাড়াতাড়ি এটা মীমাংসা করুন এ বলেই আমার আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার এই হাউসের আলোচনার জন্য বাংলাদেশের শরণার্থী সম্পর্কে যে আলোচনা উৎথাপন করেছেন আমি এইটা সম্পর্কে দুই একটা কথা এখানে আলোচনা করতে চাই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার বাংলাদেশ থেকে উপজাতি শরণার্থী এই পর্যন্ত চারবার এসেছেন, প্রথম তারা আসেন সম্ভবত ১৯৬০ বা ৬১ সনে, তখন রাইমাশর্মাতে কয়েক হাজার উপজাতি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা সেই দিন দেখলাম যে কয়েক হাজার উপজাতি শরণার্থী রাইমাশর্মা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই দিন মানবতার দিকে লক্ষ্য রেখে যে ব্যবহার তাদের উপর গ্রহণ করা উচিত ছিল তৎকালীন ত্রিপুরা সরকার ও ভারত সরকার সেই মানবতার দায়িত্ব তাদের সম্পর্কে পালন করেন নি।

আমরা দেখেছি সেদিন উপজাতি শরণার্থীদেরকে পুশ-ব্যাক করা হয়েছে বি. এস এফ ও মিলিটারি দিয়ে। তাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। আমরা দেখেছি অনেক গর্ভবতী মা একবার এদিকে তাড়া খেয়ে ওদিকে গেছে আবার ওদিকে তাড়া খেয়ে এদিকে আসতে রাস্তায় প্রসব করেছে আবার অনেকে মারও খেয়েছেন। আমরা দেখেছি ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এদেরকে উৎখাত করার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারও সেই ষড়যন্ত্রই করছে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে ৪৭ হাজার শরণার্থীকে এ রাজ্যে আশ্রয় দিতে হয়েছে। কাজেই আমরা দেখেছি পৃথিবীর যেখানে বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠী থাকে সেখানেই পিছিয়ে পড়া মানুষ, গরীব মানুষের উপর অত্যাচারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদেরকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আজকে শরণার্থী সমস্যা পৃথক কোন সমস্যা নয়, ঐ বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীর একটি চক্রান্ত। আজকে তাদেরকে নিজের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা আজকে ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন চাকমারা স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলেছে তখনই তাদেরকে উৎখাত করা হয়েছে। আমি নিজে বহুবার এই শরণার্থী শিবিরে গিয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছি এবং জেনেছি যে কিভাবে বাংলাদেশ সরকার তাদের উপর অত্যাচার করেছে। সমতলের অনেক লোককে আজকে সেখানে নিয়ে বসান হচ্ছে আর এদেরকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যারা প্রতিবাদ করছে তাদেরই বাড়ী-ঘর এভাবে পুড়িয়ে দিচ্ছে, অত্যাচার করছে, মা-বোনদের উপরও অত্যাচার করছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ভারত সরকারের কাছে বার বার বলেছে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে এটার একটা মানবিক সমাধান করতে। তারা বার বার এভাবে অত্যাচারিত হয়ে আসছে। কাজেই তাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত সরকারকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ৪৭ হাজার কি প্রায় ৫০ হাজার লোক আজকে ১ বছরের উপর এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে ক্যাম্পে আছে কিন্তু ভারত সরকার

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন ব্যবস্থা করছেন না। আমরা বিধানসভা থেকে বার বার প্রস্তাব নিয়ে ভারত সরকারকে বলেছি কিন্তু কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে না। শুধু বি. এস. এফ. লেভেলে বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে কোন আলোচনা হচ্ছেনা। তারা যাতে তাদের নিজেদের দেশে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হউক।

কাজেই আজকে এই বিধানসভায় এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার সক্রীয় উদ্যোগ নিয়ে এদের ফিরিয়ে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করুন এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা খুব দুঃখজনক যে, সময়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন কংগ্রেস (ই), টি. ইউ. জে. এস. সদস্যরা এই আলোচনা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমনকি সারা ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষতিকর। চাকমা রিফিউজি সমস্যা নিশ্চয়ই একটা মানবিক সমস্যা। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে এই চাকমা রিফিউজি বারে বারে এখানে এসেছে। তাদের আকাঙ্খিত স্বায়ত্ব শাসনের সংগ্রাম দীর্ঘ দিনের। আগে বৃটিশ আমলে যেটা তারা পেয়েছিল আজকে তারা সেটা আস্তে আস্তে হারাচ্ছেন। এখন তাদের আত্মরক্ষার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের পার্টি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের গত অধিবেশনে এই সমস্যার উপর একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। চাকমাদের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের দাবি সেখানে আছে। ৬ লক্ষ চাকমা সেখানে বাস করে। কাজেই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। আমাদের লড়াই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নয়।

বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আমাদের সমস্যার সমাধান আমরা চাই। সার্কের সদস্য বাংলাদেশ। সেই হিসেবে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ পরস্পর শান্তিপ্রিয় আলাপ আলোচনার মাধ্যেমে এই সমস্যার সমাধান করুন। এইটাই আমরা এই বিধানসভার থেকে দাবি করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সাম্প্রতিক চাকমা ইনফ্লাক্স সেটা শুরু হয় ৩০-৪-৮৬ ইং থেকে। এবং এরা যে সকলে একসঙ্গে এসেছেন তা নয়, গত এক বছর ধরেই তারা আসছেন।

প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ছিল তাদের যেন ভারতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখলাম যে, জোর করে তাদের এইভাবে ফেরত পাঠানো ঠিক হবে না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে তা জানালাম। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই যুক্তিকে সমর্থন করেন এবং তাদের ত্রিপুরায় আশ্রয় দিতে নির্দেশ দেন। শরণার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এবং এই সংখ্যা কত তা নিয়ে বিতর্কে যাবার দরকার নেই। তবে এই সংখ্যা বর্তমানে ৫০ হাজারের মতন হবে। তারমধ্যে কিছু হয়তো এইদিক ঐদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারেন তবে তাদের সংখ্যা এক দুই হাজারের মতন হবে। সংখ্যা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তাদের ফিরবার জন্য যে পরিবেশ তারা চান সেটা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন কি আর্মি লেবেলেও আলোচনা করেছেন। মিজোরামে আলোচনা হয়। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ নয়। এইখানেও জেলা পর্য্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি যতটুকু জানি আগামী কালকেও সাব্রুমের ডি, এম, এবং বাংলাদেশের সমপর্য্যায়ের অফিসারদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হবে। কিন্তু আমি মনে করি ডি, এম, পর্য্যায়ে এই আলাপ আলোচনা হবার নয়। এইটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট লেঃ জেঃ এরশাদের মধ্যে আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এবং কেন যে হচ্ছেনা সেটা বলতে পারছি না। আমরা শুধু বলতে পারি যে যত শীঘ্র সম্ভব তারা আলোচনায় বসুন।

মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, এই ধরণের ঘটনা বাংলাদেশে হোক বা ভারতবর্ষে হোক বা ভারতের অঙ্গ রাজ্য এই ত্রিপুরাতে হোক এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সহায়কই হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বার বার এই কথা বলেন যে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তি আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এবং সেই চেষ্টা করছে বলেই কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে, শ্রীলংকায় সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে সেখানে যেতে হয় এবং শান্তি চুক্তি করতে হয়। আমরাও এই চুক্তিকে সমর্থন করেছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, শত্রুরা চেষ্টা করছে যে, শ্রীলংকাকে যাতে আলাদা করে দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা শত্রুদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছি। এবং এখন শ্রীলংকায় শান্তি বিরাজ করছে। শ্রীলংকা সরকারও অনেক ঝুঁকি নিয়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। অথচ আমি জানি না কেন এই সমস্যার সমাধান করতে এত দেরী তারা করছেন।

— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে, এই সমস্যাটা অল্প স্থায়ী হবে কিন্তু পরে দেখলাম যে, এটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয়। তখন আমরা শরণার্থীদের জন্য

যতটুকু সম্ভব তাদের এইখানে থাকবার জন্যে ক্যাম্প তৈরী করে দিয়েছি। আপনারা জানেন আগে সেখানে ডাক্তার ছিল না, এখন আমরা প্রতিটি ক্যাম্পে যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার দিয়েছি। তাছাড়া আমরা তাদের ব্যবহারের কাপড়চোপড়, কম্বল, বিছানা, রান্নার বাসনপত্র সবকিছু আমরা তাদের দিয়েছি। অন্যান্য রিফিউজিদের যা দিয়ে থাকি তাই দিয়েছি। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশীও দিয়েছি। এবং আপনারা জানেন যে, কিছুদিন আগে আমাদের রিকুয়েষ্টে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সাংবাদিক দল পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে পরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে মন্তব্য করেছেন যে এখানে আমরা রিফিউজিদের জন্য মোটামোটি ভাল ব্যবস্থা রেখেছি। এবং এইটাই বাংলাদেশ সরকার, তাদের প্রেস, তাদের নেতারা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছেন-এবং এমন কথাও বলেছেন যে, আমরা নাকি তাদেরকে পুলিশ পাহারা দিয়ে রেখেছি নতুবা তারা সবাই নিজ দেশে ফিরে যেতে পারতেন। এরচেয়ে জঘন্য কুৎসা আর কিছুই হতে পারে না। যে কেউ শিবিরে গেলে দেখতে পারবেন সেখানে কোন পুলিশই নেই আর প্যারা মিলিটারী তো দূরের কথা। তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-ভাবেই ঘোরাফেরা করছেন। যদিও মাননীয় সদস্য শ্রী চৌধুরী বলেছেন তারা বাইরে কাজ কর্ম করেছেন। এইটা আইনতঃ নিষিদ্ধ। যদি সেটা হয় তবে সেটা আইনসঙ্গত-ভাবে করেন না। কিন্তু জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ কেটে আনা এইটা নিষিদ্ধ নয়। কারণ আমরা আগে তাদের জ্বালানী কাঠের জন্য কোন পয়সা দিতাম না। এখন অবশ্য সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই ক্যাম্পগুলিতে আগে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিলনা, কিন্তু এখন আমরা প্রতিটি ক্যাম্পে মার্ক-২ টিউব ওয়েল বসিয়েছি। পানীয় জলের সমস্যা আর সেখানে নেই। এইখানে আমরা স্কুল করতে দিয়েছি। চাকমা-দের মধ্যে যারা শিক্ষিত অংশ তাদের আমরা প্রাইমারী স্কুল করতে বলেছি। আমি কয়েকদিন আগে করবুকে গিয়েছিলাম, তখন তারা আমাকে বললেন যে, যদি সরকার তাদের অনুমতি দেন তবে তারা সেখানে হাই স্কুল করতে চান। আমি তাদের বলেছি যে, যদি তারা পারেন তবে তারা সেখানে হাই স্কুল করতে পারেন, খরচ যা লাগে সরকার থেকে দেওয়া হবে। এই সমস্ত বাংলাদেশ সরকারের পছন্দ হচ্ছেনা। যে একটা অনগ্রসর জাতি চাকমারা তাদের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এত কাজ করছে সেটা যারা গণতন্ত্রের শত্রু, নিজের দেশের মানুষের গণতন্ত্র দেয় না, তারা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারেন। এবং আমরা জানি সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে এই বামফ্রন্ট প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এবং সেজন্য বামফ্রন্টকে চরমতম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সে পরীক্ষায় বামফ্রন্ট উত্তীর্ণ হয়েছে। এই পরীক্ষা অনবরতঃ তাদের দিতে হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে তাদের অন্যান্য অংশের মানুষের সমান অধিকার ও সমান মর্য্যাদা দেবার জন্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি যা বাংলাদেশের মত আধা-সামরিক সরকার কল্পনা করতে পারছেন না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা মনে করি এই সমস্যাটাকে বাংলাদেশ সরকারই

জিইয়ে রাখছেন। এর পেছনে একটা স্বার্থ রয়েছে। যেমন আমরা দেখি আমাদের এখানকার যে কিছু যুবক বিভ্রান্ত হয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দিচ্ছে, দাবী করছে, তারা বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অথচ আপনারা জানেন যে, সার্কের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যারা ইনসারজেন্সী করেন, যারা উগ্রপন্থী, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাঁরা যেন কোথাও আশ্রয় না পায়, সেটা বাংলাদেশও দেবেনা, ভারতবর্ষও দেবেনা। অথচ আমরা দেখি এখানকার যারা সন্ত্রাসবাদী টি, এন, ভি, তারা বাংলা-দেশে গিয়ে আশ্রয় পায়। তাদের হঠিয়ে দেবার জন্যে ভারত সরকারও বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন না। এই চাপ যদি সৃষ্টি করা হত, বাংলাদেশ যদি বলত যে, আমরা ভারতবর্ষে ইনসারজেন্সী হতে দেব না, আর ভারতবর্ষও বলতো যে, আমরা বাংলাদেশে ইনসারজেন্সী হতে দেব না, তাহলে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আজকে দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হতো এবং আমরাও তাদের যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতাম তাহলে এই সমস্যা আর ততদিন ত্রিপুরায় থাকতো না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নেবো না। আমি আগে একবার উল্লেখ করেছি যে, এই সাম্প্রদায়িকতা বসে নেই। তার একটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে রাখছি। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে আমি একটা টেলিফোন পেলাম যে, ফ্রান্স গভার্ণমেন্ট থেকে একটা প্লেন আসছে বাংলাদেশ থেকে যেসব চাকমা শরণার্থী এসেছেন তাদের শিশুদের নিয়ে যাবার জন্যে। বাংলাদেশের শিশুদের ফ্রান্সে পাঠাতে হবে, আশ্চর্য্য কথা। বাংলাদেশের শিশুদের আমরা বাংলাদেশে পাঠাতে পারি কারণ তারা সে দেশের সম্পত্তি, কিন্তু তাদের ফ্রান্সে পাঠাবো কেন ? আমি বললাম যে, এটা হতে পারে না, প্লেন পাঠালেও আমরা তাদের পাঠাতে পারি না। পরে দেখলাম ফ্রান্সের একজন সাংবাদিক বিনা অনুমতিতে ত্রিপুরায় ঢুকে করবুকের সেই শরণার্থী ক্যাম্পগুলি ঘোরে দেখছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে নির্দেশ দিলাম তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। তাকে যখন গ্রেপ্তার করে জেলে আনা হলো তখন তিনি পুলিশকে বলেছেন যে, তিনি নাকি ৭০টি দেশে এভাবে গিয়েছেন কিন্তু কোথাও তাকে ত্রিপুরার মতন এমনভাবে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ত্রিপুরায় এই প্রথম তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে হোম মিনিষ্ট্রিকে টেলিফোন করা হলো। কিন্তু সেখান থেকে নির্দেশ এলো তাকে ছেড়ে দাও। আমার সন্দেহ রয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দাদের লোক ত্রিপুরায় চাকমাদের উস্কানী দেবার জন্যে তাদের শিশুদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে একস্টারন্যাল দপ্তরের কিছু অফিসারের নামে চিঠিও পাওয়া গেছে। সন্দেহ হয়। তারা বলছেন যে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী নাকি সেখানে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এই শিশুদের জন্যে। কাজেই এই শিশুদের সেখানে পাঠাবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। যদি সত্যি সত্যি এই শিশুদের

ফরাসী দেশে সেই সেবা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হয় তাহলে আমরা তাদের বাংলাদেশ সরকারের হাতে অর্পণ করতে পারিনা কেন ? এরা বাংলাদেশের সম্পত্তি। আমরা বাংলাদেশের হাতে তাদের ফেরৎ দিলে পরে বাংলাদেশ সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবে। তারপর তাদের ভাগ্যে যা হবার হবে। কিন্তু তাই বলে তো আর আমরা এই ৪০ থেকে ৪৫ হাজার চাকমাদের বাঘের মুখে ঠেলে দিতে পারিনা। এই কথা রিপিট করে লাভ নেই। সেটা এমনেস্টি ইনন্টারন্যাশনেল বলে যে সংগঠন আছে তাদের রিপোর্ট যদি পড়েন কি অত্যাচার তাদের উপর হয়েছে, সেখানেও আছে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শুধু সমবেদনা প্রকাশ করছি এই একমাত্র হতভাগ্য ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীর প্রতি। তারা ভারতবর্ষে আছে, ত্রিপুরাতেও আছে, মিজোরামে, অরুণাচল প্রদেশেও আছে। একমাত্র ত্রিপুরাতেই তাদের মর্যাদা দিয়ে রাখা হয়েছে আর সমস্ত জায়গায় তারা ফরেনার্স। এইসব কথা বিধানসভায় বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজকে যখন দেখি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে তখন বাধ্য হয়ে আমরা বলছি যে এই সমস্যার সমাধান করুন, নতুবা সাম্রাজ্যবাদের হাত শক্ত করা হবে। আমাদের রাজ্যে উদ্‌বাস্তু রাখবার আর ক্ষমতা নেই- সে ট্রাইবেলই হোন আর বাঙালী উদ্বাস্তুই হোন। এই চাকমা ছাড়াও অনেক বাঙালী উদ্‌বাস্তু বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে ঢুকে পড়ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যতখানি সীমান্ত পাহারা দেবার কথা ছিল তা দেননি। গল্প বলেছেন সীমান্তে তার কাঁটার বেড়া দেবেন। টাওয়ার দেবেন। ৫ কিলোমিটার দূরে দূরে একটা সীমান্ত চৌকি করা হবে। কিন্তু কিছুই তো করা হয়নি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে, সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি যেখানে সক্রিয়, সেখানে আমরা আশা করছি প্রধান মন্ত্রী এই ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমি শ্রীলংকার সংগে এই সমস্যার তুলনা করছি না। সেটা অনেক বড় সমস্যা। কিন্তু ছোট হলেও এই ছোট বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে একত্রে রাখা যেখানে বিরাট সমস্যা সেখানে আমরা আশা করব এই সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাহায্য করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আলোচনা শেষ। তার একটি নোটিশ দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"সম্প্রতি ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে চুরি, ডাকাতি ও সন্ত্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো— 'সম্প্রতি ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে চুরি, ডাকাতি ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে।' এই বিষয়টা

এই বিধানসভায় আলোচনার জন্য এনেছি এই কারণে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে প্রায় সবটা দিকই বাংলাদেশের সংগে সীমান্ত, ত্রিপুরা রাজ্যে ১০টি সাবডিভিশনের মধ্যে মাত্র একটি সাবডিভিশান উদয়পুর, তাকে বাদ দিয়ে ৯টি সাবডিভিশনই বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বসতির বিরাট অংশটা এই সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে রয়েছে। শুধুমাত্র সাব্রুম, অমরপুর এবং ধর্মনগরের একটা অংশ ঘন অরণ্য, যেখানে উপজাতি অংশের মানুষ বাস করেন। সেখানে প্রায় দুর্গম অঞ্চল রয়েছে। বিশেষ করে খোয়াই, সোনামুড়া, বিলোনীয়া—এই তিনটা বর্ডারে প্রায় প্রতি রাত্রেই গরু চুরি হচ্ছে এবং বাংলাদেশী ডাকাত দল কৃষকদের শুধু মারধোর নয়, তাদের আহত করে এমন কি খুন পর্যন্ত করছে। সীমান্তের জন্য প্রয়োজনীয় সীমান্ত চৌকির অভাব, সীমান্ত অঞ্চলে চোর ডাকাত বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের রাজ্যে গরীব কৃষকদের থেকে আরম্ভ করে সম্পন্ন কৃষকদের ঘর পর্যন্ত তারা হানা দিচ্ছে। যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থায় সংকট ডেকে আনছে। চাষের সময়ে হালের বলদ চুরি হয়ে যাওয়া কৃষকের প্রায় সর্বনাশের সমান। এই সুযোগে বনজ সম্পদও পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশীরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতবর্ষের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে যাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় তার জন্য বি. এস এফ. সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়ম অনুযায়ী যে ক্যাম্প থাকার কথা সেই ক্যাম্পের অনুপস্থিতি। আমরা দেখি ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ক্যাম্প রয়েছে। বৈষ্ণবপুর থেকে কৈলাশহরের গোবিন্দবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চল যেখানে আমাদের রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে তাদের খুশীমত আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করে খুন খারাপি করছে, আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাবার চেষ্টা করছে, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এসব বিষয় উত্থাপন করেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অনেক কথাই বলেন, কার্যকরী ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সেগুলি অনুপস্থিত। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে সীমান্ত সীল করে দেবেন, সীমান্ত অঞ্চলে নজরদারী ঠিক রাখবেন, এমন কি কাঁটা তারের বেড়া দেবেন এবং সেই সংগে সংগে প্রয়োজনীয় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করবেন। সেই সীমান্তে নজরদারী করার জন্য অসংখ্য টাওয়ার করার যে কথা, আমি দেখছি ২/৪টা টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র, কিন্তু সেই অসংখ্য টাওয়ার করার উদ্যোগের অভাব রয়েছে। বলা হয়েছে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সীল করা হবে, কিন্তু এই অবস্থায় দাঁড়িয়েও রাজ্য সরকার এগুলির মোকাবিলা করছেন, বিশেষ করে সদর দক্ষিণাঞ্চলের সোনামুড়ার কিছু অংশে চুরি ডাকাতি যেভাবে অব্যাহত গতিতে চলছিল, সেটাকে বন্ধ করার জন্য এ' অঞ্চলে এক কোম্পানি টি. এস. আর. মোতায়েন করা হয়েছে। আর এই টি. এস. আরের সেকেন্ড

মেটেলিয়ন রেইজ করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চেয়েছেন, কিন্তু সেই সাহায্যও মিলছে না। তাই বলছিলাম যে সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের, তারা তাদের সেই দায়িত্ব পালন করছেন না, অন্য দিকে রাজ্য সরকার যে সে দিকে কিছু করতে চাইছেন, সেটাকে বাঁধা দিচ্ছেন। এর মানে কি ? এর মানে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে রাজ্যের জনগণের কাছে হেকেল করা। পাঞ্জাবের প্রতি ইঞ্চি জায়গাতে বি. এস. এফ রয়েছে, তবুও পাঞ্জাব সমস্যার কোন সমাধান করতে পারছেন না, সেখানে উগ্রপন্থী দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আর আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী টি. এন. ভির মোকাবিলা করা, শোনা যায় কোন কোন সময় নাকি বি ডি. আর, বাহিনীও আমাদের এই রাজ্যের যেটা নাকি দুর্গম অঞ্চলে, সেই শিলাছড়িতে মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়ে। যার ফলে আমাদের এই রাজ্যের গরীব, মাঝারী কৃষক যারা তারা সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ধন সম্পত্তি ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, তা থেকে তারা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করছেন, তা সত্বেও ঐ গরীব মানুষগুলির যে ক্ষতির পরিমাণ, তা কোন মতেই নগণ্য নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের খেয়ালিপনার ফলে এই রাজ্যের গরীব কৃষকদের ব্যাপক হারে যে গরু চুরি হচ্ছে. তার সম্যক ক্ষতি পূরণ কেন্দ্রীয় সরকারকেই দিতে হবে, কারণ যার যে দায়িত্ব, সেই যদি তা পালন না করে, তাহলে তাকেই সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এটা তাদের নিজেদের ত্রুটি হিসাবেই দিতে হবে ববং সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে, এটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করি। সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তার অভাব হেতু কিছু খুন খারাপিও হচ্ছে, সেগুলির কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিরোধের ফলেই হউক আর অন্য কোন কারণেই হউক খুন খারাপির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সীমান্তের গ্রামে খুন করে খুনীরা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে, শুধু কি তাই. সেখান থেকেই চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে যারা খুনীর পক্ষে কথা বলবে, তাদেরও রেহাই দেওয়া হবে না। কাজেই এই ধরণের নিক্রমেণ্ট যারা, তারা সমাজের অভ্যন্তরে খুন খারাপি করে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, এটাকে চেক দেওয়ার ক্ষেত্রে যার ব্যবস্থা গ্রহণ এর কথা. সে কোন রকম ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। আমাদের এই রাজ্যে গোবিন্দ বাড়ীর মত একটা দুর্গম জায়গা, যেখানে কেউ অসুস্থ হলে ঔষধ পর্যন্ত পাওয়া যায় না, সেই অঞ্চলে বি. এস. এফ বাহিনীর যারা মোতায়েন রয়েছেন, তারা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও, তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, সেজন্য নিশ্চয় তারা ধন্যবাদের যোগ্য। কিন্তু কেন্দ্রীর সরকার যে পরিমাণ বি. এস. এফ দেওয়ার কথা, তা তারা দিচ্ছে না। অন্য দিকে রাজ্য সরকার টি, এস, আর বাহিনীকে আরও অ্যাকস্‌পাণ্ড করতে চাইছেন, তাদের বিভিন্ন রকমের আধুনিক অস্ত্রের তালিম দিতে চাইছেন, আর তার জন্য যে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন, সেটাও কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চাইছেন না। এই রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রয়োজনে যে কাজ করার কথা তা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসছেন না। এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে, সেটা যদিও বিশেষ ভাবে

আমাদের জানা নেই, তবু একথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টি কোণ থেকে দেখছেন, যেহেতু এই রাজ্যে একটা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই সরকার সব সময় যাতে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ব্যতিব্যস্ত থাকে, রাজ্যের জনগণ যাতে এই সরকারকে দোষারূপ করতে পারেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে তাদের করণীয় রাজ্যগুলিকে করতে চাইছেন না। কিন্তু আমরা বিধান সভা থেকেই সোচ্ছার দাবী জানাব যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বি এস. এফ দিতে হবে যাতে করে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ক্রাইমস ঘটে চলেছে, সেগুলির মোকাবিলা করা যায়। এবং সেই সঙ্গে রাজ্য সরকার রাজ্যের জন্য টি. এস, আর বাহিনীকে আরও এ্যাক্সপান্ড করার জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছেন, তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের খেয়ালিপনার জন্য এই রাজ্যে গরীব কৃষকেরা, তাদের গরু চুরির জন্য অথবা তাদের বাড়ীঘরে ডাকাতি হওয়ার জন্য যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তারও সম্যক-ক্ষতি পূরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সত্যিই তাদের দায়িত্ব পালন করতেন, তাহলে আজকে তাদের কাছে এই ক্ষতিপূরণ চাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল রক্ষা করা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের দায়িত্ব পালন করেন নি. সে জন্যই আজকে আমরা এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবী জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এবং সেই ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আলোচনার জন্য দাবী করছি যাতে ৫ কিলোমিটার পর পর বি এস. এফ. এর চৌকি বসাবার জন্য দাবী করছি। তাছাড়া ৪/৫ জন করে বি. এস. এফ. বাহিনীর জোয়ান যাতে সীমান্ত এলাকায় তিন শিফটে টহলদারী ডিউটি দেয় তার জন্যও আমি প্রস্তাব রাখছি। এবং এটা করতে গেলে আমাদের সীমান্ত এলাকায় আরও বি. এস. এফ. র দরকার। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ত্রিপুরার জন্য আরও নূতন বি. এস. এফ. ব্যাটেলিয়ান স্থায়ী ভাবে রাখার জন্য আবেদন রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার আলোচনা পেশ করার আগে এই কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশ সরকার তাঁর যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এটা করছে এটা আমরা লক্ষ্য করছি কাজেই আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে এই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আলোচনার প্রথমেই আমি বলতে চাই যে ভারতবর্ষের অংগ রাজ্যগুলির মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সীমান্ত বহুল

রাজ্য। এত বেশী সীমান্ত আর কোন রাজ্যে নেই। এর তিন দিকে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘিরে আছে আর এক দিকের সামান্য কিছু অংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত। আর আমরা আরও লক্ষ্য করছি স্বাধীনতার পর থেকে এই রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে অবহেলিত রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আর আমরা জানি যে এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ স্বাধীনতার সময় দেশ ভাগ হওয়ার পর উদ্বাস্তু হয়ে নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে এই ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। আর এইসব মানুষের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। সেই সব উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা কৃষিজীবি তাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারছে না। কাজেই আমরা দীর্ঘদিন যাবত লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরার মানুষ-এর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে অবহেলা করে আসছেন। আমরা জানি যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্ধেক অর্থও দিচ্ছেন না। পরিকল্পনার জন্য আমাদের যে চাহিদা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেই মত অর্থ দিচ্ছেন না। এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ যে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছেন সীমান্তের এই সব চুরি ডাকাতির জন্য বাঁচার জন্য যে লড়াই করার ক্ষমতা সেটা তারা হারিয়ে ফেলছে। এখন প্রশ্ন একটাই সেটা হচ্ছে এই অবহেলিত রাজ্যকে যে ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে তাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই দায়িত্ব গ্রহণ না করে দায়িত্ব পালন করতে গাফিলতি করছেন। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দ্বারা এই সমস্যার যে সমাধান করার উদ্যোগ সেই ভাবে এই সমস্যার মিমাংসার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে না। কাজেই এই সমস্যার মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে তার জন্য আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য বি. এস. এফ. র সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংগ রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনায় বি. এস. এফ. র সংখ্যা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যন্ত কম আবার অন্য দিকে আমাদের সীমান্ত অন্যান্য রাজ্য থেকে সব চেয়ে বেশী। আর তাছাড়া আমাদের সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার প্রস্তাব ছিল এই ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার দরকার সেই ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উদ্যোগ নেওয়ার আগ্রহ দেখছি না। আমরা লক্ষ্য করছি যে তার একটা মাত্র কারণ হলো ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ তার চেতনা নিয়ে যাতে না দাঁড়াতে পারে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যাতে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত না করতে পারে সেই জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দলের যে সমস্ত লোক কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতিতে যুক্ত তাদেরকে সাহায্য করার জন্যই চেষ্টা করছে। যেমন চাঁড়লাম, বিশালগড়ে কংগ্রেস (আই) এর চক্র যেটা সেখানকার খুন ডাকাতিতে জড়িত এবং ওরা এখন ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার স্থান পাচ্ছে না তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছে। টি. এন. ভি. যারা পাহাড়ী অঞ্চলে

খুন ডাকাতী করছে, যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ওরা এখানে খুন খারাপি করে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত এলাকার ক্যাম্পগুলি খোলে রেখেছে তাদের রাজনীতি চরিতার্থ করার জন্য। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে যেমন খোয়াই মহকুমার একটা বিরাট অংশ সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত সেখানে নিত্য চুরি ডাকাতি এবং খুন হচ্ছে। মানুষের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। গত কয়েক মাসে খোয়াই সীমান্ত এলাকা যেমন আসারাম বাড়ী, বগাবিল এবং পহড়মুড়াপ্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের লোক সেখানে থাকতে পারছে না। তারা ঘরবাড়ী ছেড়ে শহর এলাকাতে চলে আসছে। সেখানে নিত্য চুরি, ডাকাতি হচ্ছে। রাত্রিবেলা খুন করে তারা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বি. ডি. আর প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সীমান্তে ঢোকে চুরি, ডাকাতি এবং খুন করে আবার বাংলাদেশের মধ্যে ঢোকে পড়ছে। এই ব্যাপারে বি. ডি আর তাদেরকে প্রকাশ্যে সাহায্য করছে। একটা ঘটনার কথা বলছি। কিছুদিন আছে পহরমুড়া সীমান্তে একটা বাংলাদেশী চোরকে সেখানকার গ্রামবাসীরা মেরে ফেলে। তার জন্য বাংলাদেশের বি. ডি. আর প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে যে এই এলাকাটার ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেবে এবং তারা আক্রমণ করেও ছিল। ভারতীয় জোয়ানরা সেখানে না গেলে অবস্থা আরও খারাপ হত। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের সংগে আমি একমত। ত্রিপুরা রাজ্যে বি, এস. এফ দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে, সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া, টাওয়ার বসানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কারণ প্রতিনিয়ত গরীব অংশের মানুষ যাদের একমাত্র সম্বল হল গরু সেই গরু চুরি হচ্ছে, আর্থিক দিক দিয়ে তারা ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে। তাদেরকে বাচাঁনোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার জন্যই হচ্ছে। গরু চুরি, ডাকাতি এবং যাদের ঘরবাড়ী পুড়ে গেছে তাদের পুনর্বাসনের, তাদের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীকালী কুমার দেববর্মা।

কক-বরক

শ্রী কালি কুমার দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা অ হাউস' যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন' সমর্থন নারোগাইন আং কয়েকটা কক সানা নাইঅ। কক আংখা এইভাবে সীমান্ত এলাকাঅ মুসুক সিথক, ডাকাতি যেভাবে আংখা, সারা ত্রিপুরাঅ আগনি সালাই

দিনে দিনে অনেক বারিই ফাইখা। ভাবিই নাইদি, ত্রিপুরানি তিনদিক চেয়ে বেশী, চিনি ককবাই সাড়ে তিনদিক হীন' বাংলাদেশ সীমানা। তাই কিসা সে ভারতবর্ষ বাই নাংলাই তংগ। আ ভারতবর্ষ বাই নাংলাইথানিব' অনেক কিছু ঝামেলা তংখা। আ দিক দিয়া যেদিন এই মুসুক সিখক, ডাকাতি বন্ধ খালাইনা হানখাই প্রথমেন' কেন্দ্রীয় সরকারন' চাং অ নগন' কয়হুর যে বি. এস. এফ তেইব' কাথাং রহরাই এই যে সীমান্তন' তেইব' কারাক খালাইনানি নাংনাই। কাটা তারনি বেরা রাঅই আয়াং নারনি বরক য়াং নার ডাকাতি খালাই মানয়া আ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার মা নানাই আবনি লগে লগে যেভাবে মুসুক খকজাকখা, মুসুক খগজাগাই গৃহস্থীর তাবুক ব মাই মা বরয়া আংগাই তংখা আবনি ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রীয় সরকার মা রানাহ হানাই অ বিধানসভাঅ কয়জাগ,। সেদিক দিয়া আং তাই কিসা সানা নাইঅ, নাইদি চাং যখন B.S.F. কিংবা এই বর্ডার এলাকান কারাক খালাইনানি বাগাই সাখা হানখেইন' উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) বরক আবন' বিরোধীতা খালাইঅ। বিরোধিতা খালাইমানি কারণ আংখা, কিছুদিন আগে এই যে কর্ণ সিং জমাতিয়া ব TUJS নি বিভাগীয় কমি টিনি সম্পাদক ৪৩ মাইল' পরিস্কারণ' বিরোধীতা খালাই ফাইখা। তাম হানমালে অ কাঁটা তারনি বেরা রাখা হানখেই কৃষকরকনি বেলাই ক্ষতি আংগানু। আং T.U.J.S. ন কয়না নাইঅ যদি কাঁটা তারনি বেরা রায়াই সীমান্তন' কারাক খালাইয়া হানখেলাই সামনে যে সাধারণ নির্বাচন, সেই নির্বাচন' T.N.V উগ্রপন্থীরক, বরক নিজেব' সাখা, চাং নির্বাচন কেবন ভোট রারান্না। সেদিক দিয়া এই নির্বাচন সুষ্ঠ খালাই চালক মাননাই হানাই কোনমতে সম্ভবয়া আবনি বাগাই অতি সত্বর অ সীমান্তন' তেইব' কারাক খালাইয়া হানখেই, এই উপজাতি যুব সমিতিরক বরক কোনমতেই অ ককন' তো গসিই নাই মানয়া, অথচ যদি কারাক খালাই মানয়াখেই নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে খালাই মাদে মান' মাময়া আনি সন্দেহ তংগ। অবনি বাগাই কেন্দ্রীয় সরকার অতিসত্বর রাং রাঅই খেসাখেফান' কাঁটা তারনি বেরা রানানি। অন্ততঃ সারা ত্রিপুরান' গুরিঅই সীমানাতাই খালাই সরক তানাই গাড়ী লামা খালাই রাই মানয়াখেই কোন মতে ফান'অ সীমানা কারাক খালাই নারাক মানয়া হানাই আং খা কাঅ। আবনি বাগাই কেন্দ্রীয় সরকারন রাং-রি রানানি বাগাই আং অনুরোধ খালাইঅ অ সভাঅ। তাই সঙ্গে সঙ্গে আং অ ককব' সানা নাইঅ যে T.N.V. উগ্রপন্থী এই কাঁটাতার বেরা রাজাক তংখা হানখেই পাহাড় জঙ্গল তাই আসা যাওয়া খালাই মানি নিশ্চয় বন্ধ আংনাই। বাংলা দেশ' ট্রেনিং রাঅই বরক যেভাবে ত্রিপুরাঅ ফাই আক্রমন খালাইমানি গণমুক্তি পরিষদ। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিনি বরকনখে বাথাঅ। কিন্তু তিনি T.U.J.S. তাই নির্দেশ রক বাথার জাকয়া। তামংগাই নুনাছড়া, কাকরাছড়া আঠারমুড়া হাই জাগাঅ থাংগাই সেই কর্ণসিংসং মিটিং খালাইঅ বর্ডার এলাকান' সব সময় খোলা তননা বাগাই আবনি বাগাইন' আং কেন্দ্রীয় সরকারন' অনুরোধ খালাইঅ খেসাখেফান' অতিসত্বর কাঁটাতারা রাঅই। সীমান্ত কারাক খালাইয়াখে আংগালাক বা যারা মুসুক

খকজাকথা ক্ষয় ক্ষতি অাংখা সীমান্ত এলাকানি যারা বাচাই মা ফাইখা বরকন ক্ষতিপূরণ রীনা বাগাই কেন্দ্রীয় সরকারন কয়াইন' মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহানি প্রস্তাবন' সমর্থন নারাগাইন' আনি কক শেষ খালাইখা, ধন্যবাদ।

বক্তা বাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন তার প্রতি সমর্থন রেখে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। কথা হলো, যেভাবে সীমান্ত এলাকায় গরুচুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সংঘটিত হচ্ছে, এবং সেটা দিনে দিনে বাড়ছে। ভেবে দেখুন, ত্রিপুরার তিন দিকের চেয়েও বেশী, আমাদের মতে সাড়ে তিন দিক, বাংলাদেশের সীমানা। অল্প কিছু অংশ জুড়ে আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে। সেই এলাকায়ও আবার অনেক ঝামেলা রয়েছে। সে দিক দিয়ে এই গরু চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি অনুরোধ করবো যে আরও বেশী করে B.S.F. পাঠিয়ে এখানকার সীমান্ত এলাকা আরও শক্তিশালী করার জন্য। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ওপারের মানুষ এপারে এসে যাতে ডাকাতি করতে না পারে সে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যাদের গরু চুরি হয়েছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এখনো চাষাবাদ করতে পারছেন না তাদের ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবার জন্য এই সভার মাধ্যমে অনুরোধ করি। সে দিক দিয়ে আমি বলতে চাই, আমরা যখন B.S.F কিংবা এই বর্ডার এলাকাকে শক্তিশালী করার জন্য কথা বলি তখন উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) সেটাকে বিরোধীতা করেন। কিছু দিন আগে কর্নসিং জমাতিয়া উনি TUJS-এর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ৪৩ মাইলে গিয়ে পরিষ্কার বলে এসেছেন সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দিলে কৃষকদের বেশী করে ক্ষতি হবে। আমি TUJS-কে অনুরোধ করতে চাই যদি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত এলাকাকে শক্তিশালী করা না হলে সামনে যে সাধারণ নির্বাচন, সেই নির্বাচন TNV উগ্রপন্থীর, ওরা নিজেরাও বলেছে যে এবারের নির্বাচনে কাকেও ভোটে দিতে দেবেন না, সেজন্য এই নির্বাচন সুষ্ঠ-ভাবে সম্পন্ন করা কোনমতেই সম্ভব না। সেজনাই অতি সত্বর সীমান্ত এলাকাকে শক্তিশালী করা না হলে, উপজাতি যুব সমিতিরা এটাকে সমর্থন করবে না, সামনের নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। সেজন্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ টাকা পয়সা দিয়ে কোন প্রকারে কাঁটা তারের বেড়া দেয়া। অন্তত সারা ত্রিপুরার সীমানা বরাবর সড়ক নির্মাণ করে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা না হলে সীমানা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে না। কাজেই, কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা-পয়সা দেবার জন্য অনুরোধ করছি। সে সঙ্গে আমি একথাও বলতে চাই যে TNV-উগ্রপন্থীরা এই কাঁটাতার বেড়া দেয়া থাকলে পাহাড়জঙ্গল দিয়ে আসা-যাওয়া করতে পারবে না।

বাংলাদেশে ট্রেনিং নিয়ে ওরা যেভাবে ত্রিপুরায় এসে হামলা চালায় গণমুক্তি পরিষদ, মার্কস বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের খুন করে। J.U.J.S এবং নির্দলরা খুন হয় না। কেন নুনাছড়া, কাকড়াছড়া, আঠারমুড়া প্রভৃতি জায়গায় মিটিং করে সেই কর্নসিংরা বর্ডার এলাকা খোলা রাখার জন্য দাবী করেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করি যে কোন প্রকারে কাঁটাতার দিয়ে সীমান্ত শক্তিশালী করা না হলে বা যারা গরু হারিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে ক্ষতি-পূরণ দিয়ে দেবার জন্যও অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা আনীত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় আজকে হাউসে যে সর্ট ডিস-কাশন নোটিশ এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে আন্তর্জাতিক সীমানা। একমাত্র আসামের দিকে কিছু জায়গা ছাড়া বিস্তৃর্ণ এলাকা আন্তর্জাতিক বর্ডার। এই আন্তর্জাতিক বর্ডার সীল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের রাজ্যের জাতীয় সম্পদ যে গাছ আছে, অন্যান্য বনজ সম্পদ আছে, গরু আছে, অন্যান্য দ্রব্য আছে তা এই সীমানা দিয়ে কম সংখ্যক বি. এস. এফ. থাকার কারণে দিবা রাত্র বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এই পাচার হবার কারণে সারা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ আজকে বিপদগ্রস্ত, এবং আমরা বিপদের সম্মুখীন। বার বার এই বিধানসভা থেকে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন চৌকি সীমানায় বসানোর জন্য। কিন্তু সেই প্রস্তাবের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দিচ্ছেন না। যার পরিণামে গরু চুরি হচ্ছে সীমানা এলাকায়। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষক সমাজ। তাই বাম-ফ্রন্ট সরকার আজকে পাওয়ার টিলার কেন্দ্র খুলছেন। আজকে প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনের মধ্যে পাওয়ার টিলার কেন্দ্র খুলেছেন। ধর্মনগরের মধ্যে কুর্তি এবং ব্রজেন্দ্র নগরের মধ্যে পাওয়ার টিলা বসিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনগর-রাণী-বাড়ী সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সীমানা। প্রতিদিন সীমান্ত পাচারকারীরা গরু নিয়ে যায়। কিন্তু বিস্তৃর্ণ এলাকার মধ্যে মাত্র দু'টি চৌকি। অন্যান্য এলাকার মধ্যে মাত্র তারকপুরে একটি বি. এস. এফ. চৌকি আছে। কিন্তু ঐ এলাকায় কম পক্ষে ১০টি বি এস. এফ. ক্যাম্প যদি থাকত, তাহলে এত গরু চুরি হত না। আজকে শুধু মাত্র উত্তরাঞ্চলের মধ্যেই এই অবস্থা নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যেও একই অবস্থা। কোথাও কোথাও ১৫/২০ মাইলের মধ্যে বি. এস. এফ. চৌকি নেই। রাজ্য সরকার এই বিধানসভা থেকে এর আগেও প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। আজকের এই প্রস্তাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত এলাকার মধ্যে টাওয়ার

নির্মাণ. বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে টাওয়ার নির্মাণ হলে খুব ভাল হয়। টাওয়ার নির্মাণের জন্য বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান হলেও আজ পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী হচ্ছে না। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বি. এস. এফ. দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকার নীরব। আমি মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করেই ২২ লক্ষ মানুষকে বিপদগ্রস্ত করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার একটু নজর দিলে গরু সহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আজকে এত ব্যাপক ভাবে পাচার হত না। রাজ্যের বিধানসভা থেকে যে প্রস্তাব যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের রাজ্যের তিন দিকে আন্তর্জাতিক সীমানা দিয়ে পাচার বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বি. এস. এফ. দেওয়ার জন্য আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার তা দেবেন। কাজেই ভানুলাল সাহা মহোদয় আজকে এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে এটা মনে করে আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রী হরিচরণ সরকার ঃ— অনারেবল চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা আজকে এই হাউসে যে ডিসকাশন এনেছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখি যে, ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে এই ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকেও সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। এই অবস্থায় দেখা যায়, পাশাপাশি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডার অঞ্চল সীমান্ত এলাকা বাংলাদেশের সঙ্গে যে সীমান্ত সুরক্ষার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সেই সুরক্ষার অবহেলার সুযোগ নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশী গরু চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী তারা এই বর্ডারকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডারকে তাদের চুরি ডাকাতির থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য স্বর্গ রাজ্য তৈরী করেছেন। এই বিধানসভায় আরো কয়েকবার সীমান্ত সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেল, কেন্দ্রীয় সরকার সব সময় এই প্রস্তাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আজকে এই বর্ডার এলাকা গুলিতে যে কৃষক পরিবার বাস করে যারা কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য গো-সম্পদ পালন করছে তাদের গরু চুরি হয়নি এমন একটি পরিবারও বর্ডার এরিয়ার নেই। এমন কি কোন কোন পরিবারে ২।৩।৪ বার পর্য্যন্ত গরু চুরি হয়েছে। এহেন অবস্থায় যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তারা তাদের গরু হারিয়ে আজকে অসহায় অবস্থায় আছে। ধান আমাদের রাজ্যের একটা বড় সম্পদ, আজকে বর্ডার এরিয়া থেকে ধানও বাংলাদেশী ডাকাতরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বর্ডার এলাকাতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে

একটা বিভীষিকার অবস্থা কায়েম হয়। বর্ডার অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বর্ডার অঞ্চল রক্ষার জন্য আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। বার বার তারা এই আশ্বাস দিয়েছেন যে সীমান্তে চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য সীল করে দেবেন, কাঁটা তারের বেড়া দেবেন এবং এগুলির জন্য বহু পর্যালোচনাও হয়েছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে দেখা গেল এগুলি শুধু স্বপ্ন, কোন দিন বাস্তবায়িত হবে কিনা সন্দেহ। বর্ডার অঞ্চলের মানুষের দুশ্চিন্তার রাজত্ব কোনদিন দূরীভূত হবে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে যে সমস্ত চোর ডাকাতরা এখানকার সম্পদ চুরি করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়, বাংলাদেশের বি ডি. আর-এর সংগে সে সমস্ত চোর, ডাকাতদের বখরার ব্যবস্থা আছে। আমাদের এখান থেকে যাদের গরু চুরি হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে গিয়ে সৎ মানুষের যোগাযোগ করে গরু উদ্ধার করে বি. ডি, অর,এার ক্যাম্পে জমা দিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেল বি. ডি. আর সেই গরু ফেরৎ দিতে নারাজ। একদিকে রাজীব সরকারের অবহেলা এবং পাশাপাশি জঙ্গী শাহী এরশাদ সাহেবের চোর, ডাকাতদের অত্যাচার আজকে বর্ডার এলাকায় মানুষদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৫ কি. মি. বর্ডার এলাকা আছে এবং এই বর্ডার এলাকাতে যেসব মানুষ বাস করছেন তাদের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। আজকে যারা বাংলাদেশের মাল ভারতে পাচার করছে এবং ভারতের মাল বাংলাদেশে পাচার করছে সেই সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের দৌড়াত্ব আমরা মোহনপুর এলাকায় দেখেছি বি এস. এফ. এবং পুলিশ বাহিনীর তৎপরতায় অনেকটা কমে গেছে এবং আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বি. এস. এফ ত্রিপুরার বর্ডার অঞ্চলে মোতায়েন করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করছি এবং যে সমস্ত পরিবার তাদের সম্পদ হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, জীবন-জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়েছে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ত্রিপুরার ৮৫৬ কি. মি. এলাকা সীমান্তাঞ্চল। এই এলাকা পাহাড়া দেবার দায়িত্বে আছেন এক ব্যাটেলিয়ন বি. এস. এফ। এদের মধ্যে থেকে কিছু ট্রেনিং-এ থাকেন, কিছু ছুটিতে থাকেন। সুতরাং, বাঁদ দিয়ে মোটামোটি ৭ হাজার বি, এস, এফ, কে এই ৮৫৬ কি. মি. এলাকা পাহারা দিতে হয়। এটা অসম্ভব কাজ। তদুপরি যেসব এলাকায় জঙ্গল আছে, সেখানে পাহাড়া নেই বললেই চলে। আমাদের রাজ্যে পশ্চিম সীমান্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং সেই এলাকাতেই চুরি ডাকাতি এবং কোন কোন সময় খুন সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু দুঃখজনক যে যখন গ্রামবাসীরা দেখেছেন সীমান্ত রক্ষীদের উপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না তখন তারা নিজেরাই

উদ্যোগী হয়ে দুবৃত্তদের মুকাবিলা করছে। যার ফলে রাজ্যের ভিতর আইন শৃংখলা সমস্যাও বাড়ছে। আমরা কিছু কিছু ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি তৈরী করেছি। তারা বর্ডারে কাজ করতে পারেন না। কিন্তু অপরাধ গুলি সব বর্ডারে সীমাবন্ধ নেই। যে সব সমাজবিরোধীরা বর্ডার অঞ্চল থেকে দূরে সমাজদ্রোহী কাজে লিপ্ত সেখানে গ্রাম রক্ষী বাহিনী পুলিশকে সাহায্য করে বর্ডার ক্রাইমস-এর মুকাবিলা করছে। এই গ্রাম রক্ষী বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য কিছুদিন আগেও আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু ডাকাতরা অস্ত্রশস্ত্রে এমন কি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে এমন ভাবে সজ্জিত, যে কারণে নিরস্ত্র রক্ষীবাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রতে তাদের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ। তারা অনেক সাহসের পরিচয় দিচ্ছেন। আমরা যদি তাদের হাতে অস্ত্র দিতে পারতাম তাহলে কিছু কিছু এফেক্টিভ তাদের করা যেত, অস্ত্র দেওয়া তো দূরের কথা এমন কি একটা টর্চ লাইটও কোন সময় আমরা দিতে সমর্থ হই নি। কারফু আছে অধিকাংশ এই বর্ডার এলাকাগুলিতে সেই কার্ফুর ভিতরে গ্রামের লোকেরা ঘরে ঢুকে যায়, বাজার থেকে তাড়াতাড়ি আসে রাত্রে, রাত্রিতে কোন বাইরের কাজ করতে পারেন না কিন্তু ডাকাতদের আমরা দেখেছি ডাকাতি করতে কোন অসুবিধা হয় না তারা হামেশা কার্ফুর মধ্যে গরু নিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে এটা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি মাননীয় সদস্যরা শুনেছেন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গবাদিপশু। এক একজন কৃষক এমন কি গরীব কৃষক ট্রাইবেল কৃষক সর্বশান্ত হয়ে গেছে এবং এখন রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব না তার সম্যক ক্ষতিপূরণ করা। আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে ক্ষতিপূরণ করে থাকি তাতেও আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে হয় ত্রাণ তহবিল থেকে, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে বিভিন্ন খাতে আমাদের এগিয়ে আসতে হয়। এই অবস্থায় বেশী দিন এই ভাবে চলতে পারে না। আজকের যে আলোচনা আমাদের বিধায়ক মাননীয় শ্রী সাহা এনেছেন সেই বিশালগড়, খোয়াই এলাকা এবং মোহনপুরের সিধাই এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। অনেকে আমাদের কাছে দরখাস্ত করেছেন যে, যে-হেতু সীমানা রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের, আপনি কেন্দ্রের কাছে দাবী করুন সেই দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছেন কাজেই আমাদের কথা বলুন। পুলিশের কাছে রেকর্ড আছে কার কতটা গরু চুরি হয়েছে, কি কি লুট হয়েছে, কত লোক খুন হয়েছে সেই রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠান আমাদের পক্ষ হয়ে, আমারের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করুন। সেটা পাঠানো যেতে পারে কিন্তু কতটা ফলশ্রুতি হবে সেটা জানা নেই। আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা আছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কেবিনেটে যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে, বর্ডার এলাকাগুলির কৃষকদের রক্ষা করার জন্য পাওয়ার টিলার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, কোথাও কোথাও ল্যাম্পস্-প্যাকস্, কোথাও কোথাও কৃষি দপ্তর নিজে এই কেন্দ্রগুলি স্থাপন করবেন, অল্প খরচে যাতে কৃষকরা এই জমিগুলি চাষ করতে পারেন। এই তো সামনে রবি শষ্যের মৌসুম, সারা ভারতবর্ষে খরা হয়েছে, খরার অর্থ হচ্ছে আগে আমাদের দেশে যে সমস্ত জিনিষ

বাইরে থেকে আসত অধিকাংশ জিনিষই বাইরে থেকে আসে সেগ্নলি আগামী বছরে অনেক বেশী দাম দিয়ে আনতে হবে কাজেই কৃষকদের রবি ফসল বাড়াবার জন্য এখন থেকে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আরও বেশী করে পাওয়ার টিলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল যদি ব্যাংক আমাদের বেশী টাকা দেন, আমরা যদি ভর্তুকি দেই তাহলে এই কাজ করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে সে কথা আমরা ব্যাংকে জানিয়ে দিয়েছি। আগামী মাসে ব্যাংকে ষ্টেট লেবেলে সম্মেলন হবে এই সম্মেলনে ব্যাপক ভাবে যাতে কৃষকরা পেতে পারেন সেই দাবী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাংকের প্রতিনিধিকে জানানো হবে। সীমানা চৌকি, কাটা তারের বেড়া আমরা বলেছি আমরা চাই কিন্তু তার উপর বেশী নির্ভর করা যায় না, নির্ভর করতে হবে যাতে বেশী বি. এস. এফ চৌকির উপর কাজেই আমরা আশা করব যে চারটা চৌকি কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন আমাদের সীমানার জন্য ট্রেনিং দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই চারটা ব্যাটেলিয়ান তাঁরা যদি আমাদের তৈরী করে পাঠাতে পারেন তাহলে আমাদের কিছুটা সীমান্ত চৌকি বাড়ানো যায় এবং সীমান্ত অপরাধ কিছু কিছু বন্ধ করা যায়, সর্ব্বশেষে যে কথা মাননীয় সদস্যরা অনেকে বলেছেন এটা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রতিক্রিয়া শীল শক্তি সারা বাংলাদেশেই হোক বা ভারতের সমগ্র ত্রিপুরায়ই হোক তারা অপরাধের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের বি. ডি. আর. তার কতটুকু তাদের সাহায্য করছেন সেটা খবর নিতে হবে। কোন কোন জায়গায় যে সব অস্ত্র রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে তাতে সন্দেহ করার আছে সশস্ত্র বি. ডি. আরের কাজগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের জানানো দরকার যে কোন কোন জায়গায় চুরি, গরু চুরি ইত্যাদি হচ্ছে। আগে যে নিয়ম ছিল যে আমাদের গরু ওপারে চলে গেলে আমাদের কৃষকদের নিয়ে যাওয়া হতো গরু চিহ্নিত করতে এবং গরু দেখিয়ে আইডেনটিফাই করতো সে সব ক্ষেত্রে গরু ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রচলিত করতে হবে। অনেক জায়গাতে আগে ২। ৩ বছর আগে এই নিয়ম ছিল আবার একটা ব্যবস্থা আপনারা শুনেছেন মাননীয় স্পীকার স্যার, যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অনুরোধ করেছি এই ব্যবস্থাটা যাতে তারা কার্যকরী করেন। আমি মাননীয় সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি এই সব আলোচনা এই স্বল্প কালীন আলোচনার মধ্য দিয়ে হলেও তার একটা সংক্ষিপ্ত নিবেদন আমরা কনসার্ন মিনিষ্টার, আমরা ডিপার্টমেন্ট অব কনসার্ন মিনিষ্টার যারা দিল্লীতে আছেন তাদের দেব, স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দেব যাতে তাঁরা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আলোচনা শেষ হলো।

CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE THIRTY-THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVELEGES

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ— প্রিভিলেজ কমিটির তেত্রিশতম প্রতিবেদন সভা কর্তৃক বিবেচনা ও গ্রহণ করা।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দি প্রিভিলেজ কমিটি) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য এই সভার নিকট প্রস্তাব করতে ।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ— Mr. Speaker Sir, In pursuance of Rule 275 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Lagislative Assembly the 33rd Report of the Committee on privileges be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রিভিলেজ কমিটির রেকমেডেশানের উপর মাননীয় সদস্য মানিক সরকার একটি অ্যামেন্ডমেন্ট নোটিশ দিয়েছেন । আমি মাননীয় সদস্য মানিক সরকারকে তার অ্যামেন্ডমেন্টটি মুভ করতে অনুরোধ করছি ।

শ্রী মানিক সরকার ঃ— Mr. Speaker Sir, I beg to move the following recommendation contained in the 33rd Report of the Committee on Privileges. The words "reprimended by the Hon'ble Speaker in the Bar of the House" be substituted by the followiing :—

"Warned by the House for the offences committed by him and the Secretary of Tripura Legislative Assembly be directed to communicate the decision of the House to Shri Tajen Dey, Conductor, T.R.T.C. and also the Managing Director, T.R.T.C.

After such amendment the proposed recommendation of the Privileges Committee will be as follows :--

"The Committee, therefore, recommend that Shri Tajen Dey Conductor of T.R.T.C. be warned by the House for the offences committed by him and the Secretary of Tripura Legislative Assembly be directed to communicate the decision of the House to Shri Tajen Dey, Conductor, T.R.T.C. and also the Managing Director, T.R.T.C."

মিঃ স্পীকার : — এবার মাননীয় সদস্য মানিক সরকার আনীত অ্যামেন্ডমেন্টটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

(অ্যামেন্ডমেন্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

Mr. Speaker :— এবার সংশোধিত আকারে সুপারিশ সহ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করার জন্য জন্য ভোটে দিচ্ছি।

"The Committee, therefore, recommend that Shri Tajen Dey Conductor of T.R.T.C. be warned by the House for the offences committed by him and the Secretary of Tripura Legislative Assembly directed to communicate the decision of the House to Shri Tajen Dey, Conductor, T.R.T.C. and also the Managing Director, T.R.T.C.

(সংশোধিত আকারে সুপারিশ সহ প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— প্রিভিলেজ কমিটির তেত্রিশতম প্রতিবেদনটি সংশোধিত আকারে সুপারিশ–সহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আম মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উৎথাপন করতে।

Shri Keshab Majumder : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য উৎথাপন করছি।

'The Committee, therefore, recommend that Shri Tajen Dey, Conductor of T.R.T.C be warned by the House for the offences committed by him and the Secretary of Tripura Legislative Assembly be directed to communicate the decision of the House to Shri Tajen Dey, Conductor, T.R.T.C. and also the Managing Director, T.R.T.C."

Mr. Speaker :— আমি এখন সংশোধিত আকারে সুপারিশ সহ প্রিভিলেজ কমিটির ৩৩ তম প্রতিবেদনটি হাউস কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে সুপারিশটি হল।

"The Committee, therefore, recommend that Shri Tajen Dey,

Conductor of T.R.T.C. be warned by the House for the offences committed by him and the Secretary of Tripura Legislative Assembly be directed to communicate the decision of the House to shri Tajen Dey, Conductor, T.R.T.C and also the Managing Director T.R.T.C

(সংশোধিত আকারে সুপারিশ সহ প্রিভিলেজ কমিটির ৩৩ তম প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের বিজনেস্ শেষ হল। এই সভা আগামীকাল ২৭শে আগস্ট বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইলো।

ANNEXTURE—"A"

SUPPLEMENTARY REPLY TO THE ADMITTED STARRED QUESTION NO. 126 (Ref : Page 16)

THE OF PREMISES WHERE HOSPITAL SUPPLY DRUGS WERE DETECTED

	NAME OF PERSON	ACTION TAKEN
1.	Sri Ratneswar Saha, M/S. Uttam Medical Hall, Dolubari, Tripura North.	Suspended for 1 (one) month
2.	Sri Jyotirmoy Choudhury, M/S.Choudhury Medical Hall, Damchara, Tripura North.	— do —
3.	Sri Kshiti Bhusan Acharjee,M/S.Gayetri Medical Hall, Lake Chowmuhani, Agartala.	— do —
4.	M/S. Prabir Pharmacy, Kadamtala, Tripura (N).	— do —
5.	M/S. Gouranga Medical Hall, Natunbazar, Betchara, Kailasahar, Tripura North	— do —
6.	M/S. Banka Pharmacy, Birchandra Manu, Belonia South Tripura.	— do —
7.	M/S. Modak Medical Hall, Kalyanpur, Tripura West.	— do —

8.	M/S. The New Medical Hall, Fatikroy, Kailasahar, North Tripura.	— do —
9.	M/S. Chakraborty Pharmacy, Kadamtala, Dharmanagar, North Tripura.	Suspended for 3 (three) months
10.	Sri Pradyot Ch. Deb Roy, M/S. Pradyot Medical Hall, Manikbhander, Tripura. (N)	Liecence cancelled
11.	Sri Debejya Kr. Chowdhury, M/S. Laxminarayan Medicall Hall, Halflong Chara, Dharmanagar, North Tripura.	— do —
12.	M/S. Drug Centre, Naya Bazar, Ichai Sonapur, Dharmanagar, North Tripura.	— do —
13.	M/S. Rajib Medical Hall, Uptakhali, Dharmanagar, North Tripura.	— do —
14.	M/ S. Sarkar Medical Hall, Bamutia, Tripura West.	Prosecution is being launched
15.	M/S. Roy Medical Hall, Bishalgarh, Tripura West.	— do —
16.	Sri Sukumar Paul, Ramraibari, Belonia, South Tripura.	— do —
17.	M/S. Rabi Medical Hall, Bagbassa, Dharmanagar, North Tripura.	Warned
18.	Sri Swapan Kr. Majumder, Takmachara, Belonia, South Tripura.	— do —
19.	Sri Tarun Kanti Shil, Sonaichari, Sabroom, South Tripura.	— do —
20.	Sri Ramesh Ch. Nath, Pathaliaghat, Dewanbazar, Tripura West.	— do —
21.	M/S. Datta Pharmacy, Kalyanpur, West Tripura.	Action being taken
22.	Sri Sukhamoy Dey, Machlichara, Kailasahar, South Tripura.	— do —

23.	Sri Jogneswar Chakraborty, Chandrapur, South Tripura.	— do —
24.	M/S. Kalasi Drug Store, Kalasi, Belonia, South Tripura.	— do —
25.	M/S. Bijoya Medical Hall, Durga Chowmuhani, Agartala.	— do —
26.	M/S. Paul Pharmacy, Kathalia, Sonamura, West Tripura.	— do —
27.	M/S. Pradip Medical Hall, N.S. Road, Agartala, West Tripura.	— do —
28.	M/S. Gouri Medical Hall, Thellagang, Amarpur, South Tripura.	— do —

Sd/-M.K. Paul.
Dy. Drugs Controller
Tripura

ANNEXTURE— " B "

ADMITTED STARRED QUESTION NO : 16

NAME OF M. L. A. SHRI LEN PRASAD MALSAI

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) কাঞ্চনপুরের দশদা ও আনন্দবাজার হাসপাতালে রোগীদের শয্যা সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা,

২) নেওয়া হয়ে থাকলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT (NAME OF THE MINISTR) : SHRI SAMAR CHOWDHURY.

১) আনন্দবাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উন্নয়ন করার পরিকল্পনা আছে ।

২) এ বছরের চালু করার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No : 55

Name of M. L. A. : Sri. Len praasd Malsai

Will the Minister in-Charge of the Forest Department be pleased to state.

১) ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বর্ষ হইতে ১৯৮৭ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে সরকারের উদ্যোগে কত টাকা খরচ করে মোট কত একর ভূমিতে রাবার বাগান করা হয়েছে তাহার হিসাব,

২) উক্ত বাগানগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে বন্টন করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি,

৩) পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকিলে প্রতি ব্যক্তিকে কত একর করে রাবার বাগান দেওয়া হবে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Forest Department :— Sri A. Rahaman.

১) ১৯৮১-৮৩ আর্থিক বর্ষ হইতে ১৯৮৭ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬৯৪'০৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ৩৯১'১৩ হেক্টর ভূমিতে রবার বাগান করা হয়েছে।

২) ফরেষ্ট কর্পোরেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজেক্টের আওতায় যে রাবার বাগান করা হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে উল্লেখিত সময়ে সরকারী প্রকল্পে জুমিয়া তপশিলী জাতি পুনর্বাসনের লক্ষে ৩৭৯.২৫ হেঃ পরিমাণ রাবার বাগান করা হইয়াছে যাহা উক্ত উপ-জাতি জুমিয়া তপশিলি ভুক্ত পরিবারগুলিকে যথাযথ এলটম্যান্ট দিয়ে পুনর্বাসিত করা হইতেছে।

ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লি. জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য খাস জমি বন্টন ক্রমে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে রাবার বাগান তৈরী করিতেছে।

৩) ত্রিপুরা ফরেষ্ট কর্পোরেশনের ৩৭৯'২৫ হেঃ রাবার বাগান উপজাতি জুমিয়া। তপশিলিভুক্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন পরিকল্পনার মাধ্যমে ১ হেঃ থেকে ১'৫ হেঃ হিসাবে বন্টন করিবার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের রাবার বাগান প্রতি পরিবার পিছু ১'৫ হেঃ করে দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. :— 69

Name of M L A. :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

With the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) তাকমা ছড়ার লেটেক্স সেন্ট্রিফিউজিং ফ্যাক্টরি এবং ক্রাম্পমিলের কোন সালে নির্মানের কাজ শেষ হবে।

২) ঐ ফ্যাক্টরী নির্মানের কাজ শেষ হলে দৈনিক কত টন রাবার প্রসেসিং করা সম্ভব হবে এবং

৩) উক্ত ফ্যাক্টরীতে কতজন লোকের কর্ম নিয়োগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়?

—ঃ উত্তর ঃ—

Minister-in-Charge of the Forest Department— Shri A. Rahaman

১) তাকমা ছড়ার লেটেক্স সেন্ট্রিফিউজিং ফ্যাক্টরী ও ক্রাম্পমিলের নির্মাণ কার্য্য ১৯৮৮-৮৯ সাল নাগাদ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২) উক্ত ফ্যাক্টরী প্রথম দফায় প্রতিদিন ৩ হাজার (তিন হাজার) কেজি ড্রাই রাবার প্রসেসিং করিতে পারিবে। দ্বিতীয় দফায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) কেজি লেটেক্স প্রসেসিং করিতে পারিবে।

৩) উক্ত ফ্যাক্টরীতে ৭ম পরিকল্পনা কালে ২৬ জন লোকের সরাসরি কর্ম সংস্থানের ও ১৫,০০০ শ্রম দিবসের সংস্থান রহিয়াছে।

Admitted Starred Question No. :– 71

Name of M.L.A. :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to State :—

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বন দপ্তরের অধীনে বাগানগুলিতে গামাই গাছে পর গাছার আক্রমন এবং তৎজনিত গামাই গাছগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি?

২) অবগত থাকিলে আক্রান্ত গাছগুলি রক্ষার এবং যে সব গাছে এখনও পরগাছা আক্রমন করে নাই সেই সব গাছগুলিকে পরগাছার আক্রমন থেকে রক্ষার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

:— উত্তর :—

Minister-in-Charge of the Forest Department— A. Rahaman.

১) হ্যাঁ

২) পর গাছা আক্রান্ত গামাই গাছের ডালপালা বাগান পরিচর্য্যা করার সময় কেটে দেওয়া হয়। যে গাছগুলি পরগাছার আক্রমনে বেশী রকম ক্ষতিগ্রস্থ, সেগুলিকে কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এইভাবে যেসব গাছ পরগাছায় আক্রান্ত হয় নি সেগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. :– 118

Name of the M.L.A. :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Forest Department be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১) চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্ট ১৯৮৬ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং ৩১শে মে পর্য্যন্ত কত টাকা মূল্যের অবৈধভাবে পাচারকারী কাঠ বন কর্মীরা ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং উক্ত কাঠের মূল্য কত ?

২) উক্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট এর কর্ম্মীগণ উক্ত সময়ে কতজন কাঠ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে ?

৩) উক্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে কাঠ পাচার বন্ধ করার জন্য বন বিভাগ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

—: উত্তর :—

Minister-in Charge of the Forest Department – Shri A Rahaman.

১) চড়িলাম রিজার্ভ ফরেষ্টে ১৯৮৬ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং ৩১শে মে পর্য্যন্ত ১,১৫,৯৩২'২০ টাকার কাঠ পাচার কালে ধরা পড়ে।

২) উক্ত সময়ে ১১৭ জন কাঠ পাচারকারীকে ধরা হয়েছে।

৩) বে আইনী ভাবে বনজ সম্পদ পাচার রোধে বনরক্ষী টহলদার বাহিনী ও বিভাগীয় বনরক্ষী টহলদার বাহিনী ও আঞ্চলিক টহলদার বাহিনীর দ্রুত চলাচলের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বনরক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে। প্রয়োজনবোধে পুলিশের সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে। বেআইনীভাবে কাঠ কাটা প্রতিরোধ করার জন্য সিপাহীজলার বাইস্থার দিঘীতে একটি পুলিশ পিকেঠ বসানো হয়েছে।

সদর বিভাগীয় টহলদার বাহিনী, চড়িলামের আঞ্চলিক টহলদার বাহিনী এই সব অঞ্চলের বনজ সম্পদ পাচারের উপর নজর রয়েছে। বনকুমারী ও অরুনধুতিনগরে সব বিভাগের ড্রপ গেটটিও বনজ সম্পদ পাচার রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

:

Admitted Starred question No.—136

Name of M.L.A.s 1 :— Shri Keshab Majumder,

2. Shri Fazur Rahaman,

Will the Honble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২) ইহা কি সত্য যে দিন দিনই রাজ্যে বন্য পশুর সংখ্যা কমছে,

৩) সত্য হলে তার কারণ কি ?

৪) বর্তমানে রাজ্যে তুলনামূলকভাবে কোন জাতীয় পশুর সংখ্যা সব চাইতে বেশী রয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department Sri A. Rahaman

১) বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ ইং ২রা অক্টোবর, ১৯৭৩ ইং তারিখ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে বলবৎ আছে। প্রবর্তিত আইন অনুসারে ত্রিপুরায় বিনা অনুমতিতে কোন বন্যপ্রাণী ধরা বা হত্যা করা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় ও আইন ভংগকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষন আইন চালু হওয়ার পর হইতে বন্যপ্রাণী শিকারের জন্য কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় না। রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য দুইটি অভয়ারন্য গঠন করা হইয়াছে। এইগুলি হইল 'সিপাহীজলা অভয়ারন্য ও তৃষ্ণা অভয়ারন্য। সিপাহীজলার চিড়িয়াখানাটির উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রহিয়াছে। রাজ্যে বন্যপ্রাণীদের জন্য আরও অভয়ারণ্য গঠনের সুপারিস করা যায় কিনা তাহা নিয়া বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদ বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। বনবিভাগের অফিসারগণ বন্যপ্রানী বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতেছেন। বন্যপ্রানীর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহটি

"বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ" হিসাবে উদ্‌যাপিত হইতেছে। সেই সময় কিছু সংখ্যক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সিপাহীজলায় সরকারী খরচে নিয়া গিয়া বন্যপ্রানী সম্পর্কে বুঝানো হইতেছে। বন্যপ্রানী সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা কথিকা আকাশবাণী হইতে প্রচার করা হইতেছে। বন্যপ্রানীর উপর তোলা বিভিন্ন ছায়া ছবি ও (সিনেমা) ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হইতেছে।

২) এরকম কোন তথ্য নাই তবে বাঘের সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

৩) বাঘ প্রায় অবলুপ্তির দোড় গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তৎজনিত বনাঞ্চলের সংকোচনের ফলে বাঘের বাসস্থানের আদর্শ পরিবেশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে বাঘের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিডল বিষ প্রয়োগে বেশ কিছু বাঘ নিহত হইয়াছে। এই কারণেই বাঘের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

৪) সবচাইতে বেশী কমিয়াছে বাঘ।

Admitted Starred Question No.—183

Name of Member :— Shri Nagend.a Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর এম, পি, ব্লকে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট কয়টি মার্ক-টু, টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে এবং

২। উক্ত সময়ে মোট কয়টি মার্ক-টু-টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল?

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছর হইতে ১৯৮৭-৮৮ ইং সন পর্যন্ত অমরপুর এম, পি,

ব্লকে মোট ১৬১টি মার্ক-টু-টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ মাত্রা ছিল ; তন্মধ্যে ১৮৮৭ ইং জুলাই মাস পর্য্যন্ত মোট ১০০টি মার্ক-টু-টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে।

Admitted Starred Question No:—185

Name of M.L.A. :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state .—

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) অমরপুরের নগরাই ও কাচকো এ কোন সরকারী ডিসপেনসারী অথবা সাবহেলথ্ সেন্টার আছে কি না ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department

(Name of the Minister) :— Shri Samar Chowdhury

১) অমরপুরের নগরাইতে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পুড়ে যাওয়ার পর এখনও পুনঃ নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। কাচকোতে কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই তবে পশ্চিম সরবং এ একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভাড়া বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—188

Name of M L.A. :— Shri Subodh Chandra Das

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোন সালে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ?

২) ইহা কি সত্য যে ঐ ভূমির মালিক অধিগৃহীত জমির মূল্য এখনও পাননি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department

(Name of the Minister) :— Shri Samar Chowdhury,

১) দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২.০৪ শতক জমি ১৯৮৫ সালের শেষ দিকে অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং ৭-১১-৮৬ তারিখে উক্ত জমি পূর্ত দপ্তরকে নির্মাণ কাজের জন্য হস্তান্তর করা হয়।

২) অধিগৃহীত জমির মূল্য স্বরূপ ৩০ হাজার টাকা উত্তর ত্রিপুরার **Land Acquisition Collector** এর নিকট দেওয়া আছে। ঐ টাকা জমির মালিককে দেওয়া হয়েছে কিনা দপ্তরের কাছে কোন তথ্য নাই।

Admitted Starred Question No. :— 202

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhowl

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে এম, এন, ই, পি প্রকল্পে গৃহ নির্মাণ বাবদ কত উপজাতি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছে :—

২) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে এর লক্ষ্যমাত্রা কত ?

৩) ইহা কি সত্য মাসিক সাড়ে তিন শ' টাকা আয়ের যে সব পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার কথা ছিল বাস্তবক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয়নি এবং অনেক পরিবার ঋণের পুরা টাকা পায়নি ;

ANSWER

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barma.

১) এম, এন, ই, পি, নামে গৃহ নির্মানের কোন প্রকল্প নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. :— 206

Name of M.L.A. : Shri Jawhar Shaha

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State ;—

১) সরকার অবগত আছেন কি যে অমরপুর চেলাগাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসবাবপত্র, ঔষধপত্র, বৈদ্যুতিক আলো এবং ডাক্তারের কোয়ার্টারের অভাব আছে,

৩) উক্ত অভাব দূরীকরনের জন্য কবে নাগাদ সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Samar Chowdhury.

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর

চেলাগাংয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমির ব্যবস্থা এখনো চূড়ান্ত হয় নাই। একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র কাজ করছে। আসবাবপত্র গুলি ঠিকই পুরানো, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে করা হয় নাই। ঔষধ পত্রের অভাব সত্য নয়। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবে নির্দ্ধারিত ঔষধপত্র উহাতে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। একজন ডাক্তার

ওখানে নিযুক্ত হয়েছেন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করা সাপেক্ষে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারের কোয়ার্টার নূতন করা ছাড়া বর্তমান গৃহে তার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। বর্তমান কাচা ঘরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির জি. ডি. এ থাকেন। ডাক্তারের থাকার জন্য গৃহ নির্মাণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :- 208

Name of M L,A. :— Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১) অমরপুর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার কবে নাগাদ চালু করা সম্ভব হবে, এবং

২) উক্ত হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনটি কবে থেকে এবং কি কারণে অচল হয়ে পড়ে আছে,

৩) উক্ত এক্স-রে মেশিনটি প্রতি সপ্তাহে উদয়পুর থেকে একজন টেকনিশিয়ান নিয়ে চালানোর ব্যাপারে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাহা পালন করা হচ্ছে কিনা?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfars Department

(Name of the Minister) :— Shri Samar Chowdhury.

১) পূর্ত দপ্তর কর্তৃক নির্মাণ কাজ শেষ করে স্বাস্থ্য দপ্তরকে হস্তান্তরিত করলেই নূতন স্কীম অনুযায়ী অপারেশন থিয়েটার চালু করা সম্ভব হবে। পূর্বের অপারেশন থিয়েটার সর্বদাই চালু রয়েছে।

২ ও ৩) অমরপুরে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত রেডিওগ্রাফারের অভাবে মেশিনটির নিয়মিত ব্যবহার সম্ভব হয়নি। রেডিওগ্রাফারের পোষ্টিং হয়েছে। মেশিনটি নিয়মিত চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :—212

Name of M.L.A. :— Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য ফটিকরায় ও কাঞ্চনবাড়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র দ্বয়ে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও ষ্টাফের অভাব আছে,

২) যদি থাকে তাহলে উক্ত কেন্দ্রদ্বয়ে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও ষ্টাফ দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৩) না নিয়ে থাকলে উক্ত অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department—
(Name of the Minister) :— Shri Samar Chowdhury.

১) ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ষ্টাফ আছে। কাঞ্চনবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ছিলনা। তবে অন্যান্য ষ্টাফ ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে আছে।

Admitted Starred Question No. :— 223

Name of M.L.A. :— Shri Dhirendra Deb Nath.

With the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত দুর্গানগর গাঁও সভার ক[illegible] থামারে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ সরকারী টিউবওয়েল রাস্তার পাশ হইতে উঠাইয়া নিজ বাড়ীতে বসাইয়াছেন।

২) যদি সত্য হয় তবে রাজ্য সরকার উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং

৩) উক্ত এলাকার জনসাধারন যাতে পানীয় জল পাইতে পারেন তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Dinesh Deb Barma

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) উক্ত এলাকার জনসাধারন যাতে পানীয় জল পাইতে পারে তার জন্য সরকার হইতে দুর্গানগর গাঁও সভার নিম্নলিখিত স্থানে ৫টি মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে।

১। দুর্গানগর S.B. স্কুলে— ১ টি।
২) কবরা খামার— ১ টি।
৩) রতন নগর— ১ টি।
৪) কবরা খামারে রাজমোহন দাসের বাড়ীর নিকট— ১ টি।
৫) দাস পাড়াতে— ১ টি।

মোট ৫টি।

Admitted Starred question No.—240

Name of member : Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State.

১) ১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত চালু অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি সমবায় সমিতি ছিল এবং তৎমধ্যে কয়টি বন্ধ অবস্থায় ছিল ?

২) ১৯৮৭ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা কত এবং তৎমধ্যে কয়টি চালু এবং কয়টি বন্ধ অবস্থায় আছে ?

৩) সমবায় সমিতির পরিচালনায় ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কয়টি রেশন দোকান ও কনজিউমার্স সপ ছিল এবং বর্ত্তমানে তা কয়টি ?

৪) ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে সমবায় সমিতিগুলিকে সরকার কি পরিমান অর্থ অনুদান দিয়েছিল এবং ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে তার পরিমান কত ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operative Department—

১) ১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ৯২৩ টি সমবায় সমিতি ছিল এবং তৎমধ্যে ৪৩৮ টি বন্ধ অবস্থায় ছিল।

২) ১৯৮৭ ইং সনের জুন পর্য্যন্ত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৫৬৮ টি। তন্মধ্যে ৯৩৯ টি চালু এবং ৬৪৭ টি বন্ধ অবস্থায় আছে।

৩) সমবায় সমিতির পরিচালনায় ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৭৪ টি রেশন দোকান ও ৪৫ টি কনজিউমার্স সপ ছিল। বর্ত্তমানে সমবায় সমিতির পরিচালনায় ২৬৩ টি রেশন দোকান ও ৩২৪ টি কনজিউমার্স শপ আছে।

৪) ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে সরকার কর্তৃক সমবায় সমিতি গুলিকে দেয় মোট আর্থিক অনুদানের পরিমান ৬,৬৭,০৭৪'৭০ পয়সা এবং ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে তার পরিমান ৯৯,৮২,১০২'৬০ পয়সা।

Admitted Starred Question No.—242

Name of M L.A. :— Shri Matilal Sarkar

Will the Honourable Minister-in charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) ১৯৭৬-৭৭ সনে সারবান বৃক্ষের কত সংখ্যক চারা সরকারী উদ্যোগে রোপন করা হয়েছিল।

২) ১৯৮৬-৮৭ সনে কত সংখ্যক চারা রোপন করা হয়েছিল,

৩) চলতি আর্থিক বছরে এই চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্র কত?

উত্তর

Minister-in-charge-of the Forest Department :— Sri A. Rahaman

১) ১৯৭৬-৭৭ সনে ৯৯,৪৮,১৬৫টি বৃক্ষের চারা বনবিভাগের উদ্যোগে রোপন করা হয়েছিল।

২) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে বনবিভাগ মোট ২,১৭,০০০০০ চারা রোপন করেছিল।

৩) চলতি আর্থিক বছরে (১৯৮৭-৮৮) বনবিভাগ ২,২২,০০০০০ চারা রোপন করবে বলে স্থির হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 252

Name of M.L.A. : Shri Subodh Chandra Das.

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State ;—

১) ধর্মনগর বিভাগের জলাবাসা ডিসপেনসারীর জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করে কেন্দ্রটিকে ৬ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির মাধ্যমে বর্তমানে মোট কত কিলোমিটার এলাকায় কতটি গ্রামে রোগীদের ঔষধপত্র বন্টন করা হয়ে থাকে?

ANSWER

Minister-in Charge of the Health & Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Samir Chowdhury.

১) জলেবাসা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির জন্য পাকা বাড়ী নির্মান করার পরিকল্পনা আছে। উহাকে ৬ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২) উরাংবস্তি এবং উত্তর পদ্মবিল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ছাড়াও জলেবাসা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি থেকে অনধিক ৫ কিলোমিটারের মধ্যে পানিসাগর এবং তিলথৈ দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকেই আরও অধিক শয্যার সংস্থান করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.—259

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের দুর্গম অঞ্চল ও এ,ডি,সি, এরিয়াতে পানীয় জলের সঙ্কট সমাধানে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ;

২) ইহা কি সত্য যে গত দুই বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লকে যত সংখ্যক মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা ছিল অদ্যাবধি তার অর্দ্ধেক ও বসানো হয় নাই ;

৩) ইহাও কি সত্য যে সমস্ত মার্ক-টু টিউবওয়েল উপরোক্ত সময় বসানো হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ,

৪) সত্য হইলে ঐ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

—: উত্তর :—

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barma.

১) রাজ্যের দুর্গম অঞ্চল ও এ, ডি, সি, এরিয়াতে পানীয় জলের সঙ্কট দূর করার জন্য পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মার্ক-টু টিউবওয়েল খনন, জলাধার নির্মাণ, আর, সি, সি, রিং ওয়েল সংস্কার ও নলকূপ পুনঃ খনন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) ইহা সত্য নহে।

৩) অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বসানো মার্ক-টু টিউবওয়েলের শতকরা ১০ ভাগ বৎসরের কোন না কোন সময় অকেজো হয়ে পড়ে।

৪) উপরোক্ত শতকরা ১০ ভাগ অকেজো টিউবওয়েলগুলি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No:—265

asked by Shri Makhan Lal Chakraborty, M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state :–

১। রাজ্যে বর্তমানের ফুড্ গোডাউনের সংখ্যা কত এবং এর মধ্যে কতটি রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা আছে।

২। খোয়াই বিভাগের কল্যানপুরে প্রস্তাবিত ফুড্ গোডাউনের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Replied by the Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department.

১। রাজ্যে খাদ্য গুদামের সংখ্যা ৬৮টি তন্মধ্যে ১২টি দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত।

২। খোয়াই মহকুমায় কল্যাণপুরে গোদাম তৈয়ারী করার পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No. :— 266
asked by Shri Makhan Lal Chakraborty, M.L.A.

QUESTIONS

Will the Honourable Minister-in charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে রাইস্ মিলের সংখ্যা কত? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের কোন্ কোন্ এলাকায় মিল মালিকগণ নিজেদের ইচ্ছাকৃত ধান ভাঙানোর রেইট বৃদ্ধি করে থাকেন ;

৩। সত্য হইলে সরকার ধান বা গম ভাঙানোর জন্য প্রতি কিলোতে নির্দিষ্ট রেইট করে দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কিনা ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in Charge of Food and Civil Supplies Department.

১। রাজ্যে বিভাগভিত্তিক রাইস্ মিলের সংখ্যা এরূপ--

মহকুমার নাম				রাইস্ মিলের সংখ্যা
১। ধর্মনগর	—	—	—	১৮২
২। কৈলাসহর	—	—	—	৯২
৩। কমলপুর	—	—	—	৫০
৪। খোয়াই	—	—	—	৮৪
৫। সদর	—	—	—	৩৪৬
৬। সোনামুড়া	—	—	—	৪৩
৭। উদয়পুর	—	—	—	৯৬

৮।	বিলোনীয়া	—	—	—	৮৭
৯।	অমরপুর	—	—	—	২৬
১০।	সাব্রুম	—	—	—	৪০
			সর্বমোট—		১০৪৬

২। হাঁ

৩। বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. : 305

Name of M.L.A. : Shri Buddha Deb Barma.

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোপিনগর গাঁও সভার অধীনে কলকলিয়াতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে, তবে কবে পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department—

Name of the Minister :— Shri Samar Chowdhury.

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 311
asked by Shri SudhirRanjan Majumder, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১) বর্তমানে এফ. সি, আই কর্তৃক প্রদত্ত মিহি সিদ্ধ চাউল রাজ্যের ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে সরবরাহ না করার কারণ কি?

ANSWER

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.
Date of reply 26 8 87

১) গত এক বৎসরে এফ, সি, আই, মিহি সিদ্ধ চাউল সরবরাহ করে নাই, কাজেই ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে মাসিক বরাদ্দের প্রায় ১৫ শতাংশ অতি মিহি আতপ এবং সিদ্ধ এফ. সি, আই হইতে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত ভোক্তাগনকে সরবরাহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. :—322

Name of M.L.A. :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Honourable Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়া এলাকার জগবন্ধু পাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির পাকা গৃহ নির্মাণ করার এক বৎসর পরও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করা হচ্ছে না.

২) সত্য হলে তার কারন?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Samar Chowdhury

১ ও ২) জগবন্ধু পাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির গৃহটি অতি সম্প্রতি পূর্ত দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তরকে হস্তান্তর করেছেন এবং কেন্দ্রটি চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. : 323
Name of M L.A. :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে অমরপুরের কালাঝারী বাজারে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যান্ত খোলা হচ্ছে না,

২) সত্য হলে তার কারন ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) :— Shri Samar Chowdhury.

১ ও ২) অমরপুর ব্লকের রামনগরে (কালাঝারী বাজারে) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গৃহ নির্মাণের জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে। গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি খোলা হবে।

Admitted Starred question No.—326
asked by Shri Bhanulal Shaha, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to State.

১। ক) রাজ্যে বর্ত্তমানে রেশন দোকানে চাল, কেরোসিন্ তৈল, চিনি, ইত্যাদি মাথা পিছু বরাদ্দের পরিমান কত, এবং

খ) এ, ডি, সি এলাকায় এই জিনিষগুলির মাথা পিছু বরাদ্দের পরিমান কত ;

গ) নুতন কি কি জিনিষ রেশন দোকানের মারফত দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister in-charge of Food and Civil Supplies Department.

Date of reply -26.8.87.

১। ক) রাজ্যে বর্ত্তমানে রেশন দোকানে চাল, কেরোসিন তৈল, চিনি ইত্যাদি সাপ্তাহিক বরাদ্দের পরিমাণ এইরূপ :—

চাল — মাথাপিছু সাপ্তাহিক প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য — ১ কেজিঃ ২৫০ গ্রা: —
অপ্রাপ্ত „ „ ৬২৫ গ্রা.—

কেঃ তৈল— পৌর এলাকায় সাপ্তাহিক কার্ড প্রতি— ১ লিটার
অন্য „ „ „ „ ১ লিঃ ২৫০ মিঃ লিঃ

চিনি— শহর এলাকায়, সাপ্তাহিক মাথাপিছু—	২৫০ গ্রাঃ
অন্যান্য এলাকায়, মাথাপিছু—	১২৫ গ্রাঃ
লবণ— মাথাপিছু মাসিক—	৭৫০ গ্রাঃ
কেঃ.সিঃ. তৈল— কার্ড প্রতি সাপ্তাহিক—	১ লিটার।

খ) এ, ডি. সি এলাকায় শুধু চালের বরাদ্দের পরিমাণ দ্বি-গুণ। অন্যান্য জিনিষের বরাদ্দের পরিমাণ ক) উত্তরের বর্ণিত বরাদ্দের সমান।

গ) এ-ছাড়া বাধাযো খাদ্য. কাপড় কাচার সাবান, গায়ে মাথার সাবান, মোম, টর্চের ব্যাটারী, দেয়াশলাই, চা-পাতা, জনতা কাপড়, রেশন দোকানের মারফত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. : 335
Name of Member : Sri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to State ; —

১) ১৯৮৩ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং ১লা আগষ্ট পর্যন্ত ডম্বুর নগর ব্লক এলাকার Gandacherra LAMPS, Raishyabari LAMPS, Tirthamukh Gramin Bank & Gandacherra Gramin Bank হইতে কত পরিবারকে I.R.D.P. লোন দেওয়া হয়েছে? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the Cooperation Department.

১) ডম্বুর নগর ব্লক এলাকায় রৈশ্যাবাড়ী ল্যাম্পস নামে কোন সমিতি নাই তবে গোমতী ল্যাম্পসের হেড কোয়ার্টার রৈশ্যা বাড়ীতে অবস্থিত আছে। উক্ত ডম্বুর নগর ব্লকে গণ্ডাছড়া ল্যাম্পস এবং গোমতী ল্যাম্পস অবস্থিত।

গণ্ডাছড়া ল্যাম্পসের **Financing Bank** ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, গণ্ডাছড়া শাখা এবং গোমতী ল্যাম্পসের **Financing Bank** ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ নূতন বাজার শাখা।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সরকারের সিদ্ধান্ত মূলে ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, নূতন বাজার শাখাকে **Director of Institutional Finance** এর ২৭।৬।৮৬ ইং তারিখের আদেশ মূলে গোমতী ল্যাম্পসের **Financing Bank** হিসাবে কাজ করার অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। তৎপূর্বে, উক্ত সমিতি কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক অধিগৃহীত হয় নাই।

গণ্ডাছড়া ল্যাম্পস এবং গোমতী ল্যাম্পসের মাধ্যমে যথাক্রমে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক, গণ্ডাছড়া শাখা এবং ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, নূতন বাজার শাখা মারফৎ ১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং হইতে ১লা আগষ্ট ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত I.R.D.P. লোন গ্রহনকারী পরিবারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক (গণ্ডাছড়া)	
বৎসর	I.R.D.P. লোন গ্রহনকারী পরিবারের সংখ্যা	ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নূতন বাজার লোনগ্রহনকারী পরিবারের সংখ্যা।
১৯৮৩	—	—
১৯৮৪	—	—
১৯৮৫	৫৪	—
১৯৮৬	১১৪	—
১৯৮৭	১৬২	৪৪

ANNEXURE— "C"

Admitted Starred Question No.—2

Name of Member :— Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

১) সারা রাজ্যে কয়টি ল্যাম্পস্ আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) এই সব ল্যাম্পস্ এর মধ্যে শতকরা কতজন উপজাতি ও অন্যান্য অংশের মানুষকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে ; এবং

৩) কয়টি ল্যাম্পস্এ সরকার নিযুক্ত Managing Director নেই ;

৪) কোন্ কোন্ ল্যাম্পস্ এর আর্থিক অসচ্ছলতা চলছে ; এবং

৫) এই অসচ্ছলতা কাটিয়ে উঠবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

—: ANSWER :—

Minister-in-Charge of the Co-operative Department.

১) সারা রাজ্যে ল্যাম্পস্ এর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-

সদর	—	১১
সোনামুড়া	—	১
খোয়াই	—	৬
কমলপুর	—	৩
কৈলাশহর	—	৬
ধর্মনগর	—	৭
উদয়পুর	—	২
বিলোনীয়া	—	৬
সাব্রুম	—	৪
অমরপুর	—	৯
		মোট—৫৫

২) এই সমস্ত ল্যাম্পস্গুলির মধ্যে উপজাতি ও অন্যান্য অংশের সদস্যভূক্তির জেলা ভিত্তিক শতকরা হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলা	সদস্যভূক্তির শতকরা হিসাব	
	উপজাতি	অন্যান্য
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬০%	১০%
উত্তর ত্রিপুরা	৭০%	৯%
পশ্চিম ত্রিপুরা	৬৯%	১৭%

৩। কিল্লা ল্যাম্পস ছাড়া বাকী সবকয়টি ল্যাম্পসেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রহিয়াছে। কিল্লা ল্যাম্পসেও একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পোষ্টিং দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শীঘ্রই কাজে যোগদান করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪) যেসব ল্যাম্পসে আর্থিক অসচ্ছলতা চলছে বলে জানা যায় তাহার জিলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা :—

সব কয়টি ল্যাম্পসেই কম বেশী আর্থিক অসচ্ছলতা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া জানা যায় তবে অমরপুর মহকুমার গোমতী ল্যাম্পস, চেলাগাং ল্যাম্পস, করবুক্ ল্যাম্পস এবং নূতন বাজার ল্যাম্পস, সাব্রুম মহকুমার মনুবংকুল ল্যাম্পস ও শীলাছড়ি ল্যাম্পস, বিলোনীয়া মহকুমার মধ্য পিল্লাক ল্যাম্পস্ ও বীরচন্দ্রনগর পতিছড়ি গাঁওসভা ল্যাম্পস্ এবং উদয়পুর মহকুমার কিল্লা ল্যাম্পস্ এর আর্থিক অসচ্ছলতা প্রকট।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলায় ১৮টি ল্যাম্পস্-এর মধ্যে ১২টি ল্যাম্পস-এর ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতা আছে বলিয়া জানা যায়। উক্ত ১২টি ল্যাম্পস-এর নাম সদর মহকুমার

দলদলি ল্যাম্পস, চম্পকনগর আঞ্চলিক ল্যাম্পস, কোবরা খামার ল্যাম্পস, জম্মেজয়-নগর ল্যাম্পস, পাটারী পাড়া আঞ্চলিক ল্যাম্পস, এবং খোয়াই মহকুমার তুষকি বাজার ল্যাম্পস, মুংসিয়া বাড়ী ল্যাম্পস, প্রমোদনগর ল্যাম্পস, অগ্রগতি ল্যাম্পস, উপজাতি কল্যাণ ল্যাম্পস ও সমতল পদ্মবিল ল্যাম্পস।

উত্তর ত্রিপুরা জিলা :—

উত্তর ত্রিপুরা জিলার যে সমস্ত ল্যাম্পস্-এর ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতা প্রকট বলিয়া জানা যায় তাহা হইল ধর্মনগর মহকুমার দামছড়া ল্যাম্পস, জম্পুই ল্যাম্পস, মাছমারা ল্যাম্পস্ ও পেচারথল ল্যাম্পস্ এবং কৈলাশহর মহকুমার ধুমাছড়া ল্যাম্পস, ছামনু ল্যাম্পস্, বেলকুম ল্যাম্পস ও করমছড়া ল্যাম্পস।

e) ল্যাম্পসগুলির আর্থিক অসচ্ছলতা কাটিয়ে উঠবার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা নিয়েছে বা নেওয়া হচ্ছে তাহা নিম্নরূপ :—

ক) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ফিল্ড সুপারভাইজার, একাউন্টান্ট-কাম-ষ্টোর কীপার, নাইট গার্ড প্রভৃতি পদের জন্য বেতন বাবদ আর্থিক অনুদান।

খ) স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্যদান যথা— ওয়ার্ক ক্যাপিটল পরিবহন ভর্তুকি, মিনি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর খোলার জন্য এবং গুদাম ঘর সংরক্ষনের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং বনজাত দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি।

গ) এতদ্ভিন্ন উক্ত ল্যাম্পস্গুলিকে Consumption Credit-এর জন্য অনুদান, উপজাতি সদস্যভুক্তির জন্য মূলধন, গুদাম ঘর নির্মানের জন্য ঋণ এবং অনুদান, power tiller ক্রয়ের জন্য অনুদান এবং ঋণ, Margin money এবং Share Capital (D T.O.) ইত্যাদি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ইহা ছাড়া পাট ক্রয়ের সময়ে Apex Marketing Cooperative Society পাট ক্রয় করার জন্য সমিতিগুলিকে অগ্রিম টাকা দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে যাহাতে গরীব চাষীগণ পাট বিক্রি করিতে আসিয়া Lamps এ টাকার অভাবে অবিক্রিত পাট নিয়া ফিরিয়া যাইতে না হয়।

Admitted Un-Starred Question No.—3

Name of M.L.A.s :— Shri Keshab Majumder
Shri Leoprasad Malsai

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। বিভিন্ন স্কীমে সারারাজ্যে এস. টি, ও এস, সি-দের বাড়ী তৈরী করে দেবার কাজ ১৯৮৬-৮৭ বর্ষে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে কিনা ;

২। ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট কয়টি পরিবারের বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। এ পর্য্যন্ত উক্ত আবাসন স্কীমে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং

৪। এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWERS

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barmah.

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১৯৬৮টি পরিবারের বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

১। সদর বিভাগ

বিশালগড়	—	১২১ টি
জিরানীয়া	—	৩২৭ টি
মোহনপুর	—	৯৮ টি
জম্পুইজলা	—	১১৬ টি
		৬৬২ টি

২। খোয়াই বিভাগ

বি, এফ, ৬৬২

খোয়াই	—	১১৪ টি
তেলিয়ামুড়া	—	১৩০ টি

৩। সোনামুড়া বিভাগ

মেলাঘর	—	৬৭ টি

৪। বিলোনীয়া বিভাগ

বগাফা	—	৭৮ টি
রাজনগর	—	৪৫ টি

৫। অমরপুর বিভাগ

অমরপুর	—	৫০ টি
ডম্বুরনগর	—	৫৩ টি

৬। স্যাব্রুম বিভাগ

সাঁতচান্দ	—	১০২ টি

৭। উদয়পুর বিভাগ

মাতার বাড়ী	—	১২৫ টি

৮। ধর্মনগর বিভাগ

পানিসাগর	—	১২০ টি
কাঞ্চনপুর	—	৬৭ টি

৯। কৈলাশহর বিভাগ

কুমারঘাট	—	৫০ টি
ছাওমনু	—	৬৫ টি

১০। কমলপুর বিভাগ

সালেমা	—	২৪০ টি
	মোট	১৯৬৮ টি

৩নং প্রশ্নের উত্তর

আবাসন স্কীম রূপায়ণ করিতে যে সমস্ত অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

ক) ঘরের ছাদ বা ছাউনি (Roof) করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জি, সি: আই, সিট যথা সময়ে পাওয়া যায় না।

খ) বাড়ী তৈয়ারীর দ্রব্যাদি ও সরঞ্জামের মূল্য অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় অধিক।

গ) যদিও আবাসন প্রকল্পে মজুরী ও গৃহ নির্মাণের দ্রব্য সামগ্রী আনুপাতিক খরচের হার ৫০ ; ৫০ ধরা আছে কিন্তু বাস্তবে দ্রব্যাদির মূল্য মজুরীর অনেক বেশী পড়ে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

বিভিন্ন অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে বিষয়গুলি ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

Name of member :— Shri Nagendra Jamatia
Admitted Starred Question No.—8

Will the Honourable Minister-in charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১। অমরপুর তৈদু ল্যাম্পস এর অধীনে কয়টি রেশন শপ আছে?

২। গত ১৯৮৬ইং এর ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে মার্চ মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে কত সপ্তাহের চাউল উক্ত ল্যাম্পস কর্ত্তক বন্টন করা হয়েছে?

ANSWERS

Minister-In-Charge of the Cooperative Department.

১। অমরপুর তৈদু ল্যাম্পস্-এর অধীনে ৬ (ছয়টি) রেশন শপ আছে।

২। উক্ত ল্যাম্পস্ কর্ত্তৃক ৬টি রেশন শপের মাধ্যমে বিলিকৃত চাউলের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ইং	— ২ (দুই) সপ্তাহের চাউল
জানুয়ারী, ১৯৮৭ ইং	— ২ (দুই) ,, ,,
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ইং	— ৪ (চার) ,, ,,
মার্চ্চ, ১৯৮৭ ইং	— ৩ (তিন) ,, ,,

Admitted Un-starred Question No. : - 15
Name of M L.A —Shri Subodh Ch: Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে বন দপ্তরে SREP, NREP এবং RLEGP এর খাতে মোট কতটি করে শ্রম দিবসের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে (স্কীম ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। এবং এর দ্বারা কি কি ধরনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে? (স্কীম ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

Minister in-charge- of the Forest Department Shri A. Rahaman

১। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে বন দপ্তরের মাধ্যমে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি ও আর, এল ই জি, পি,-এর খাতে যে পরিমাণ শ্রমদিবসের কাজ হওয়ার কথা তার বিবরন নিম্নরূপ—

স্কীম	শ্রমদিবসের সংখ্যা
এস, আর, ই, পি	— ৮,৩৩,৩০০
এন, আর, ই, পি.	— ৩,৪০,৪৪৯
আর, এল, ই, জি, পি,	— ১,৩৩,২৭৬

২। এর দ্বারা কি কি ধরণের কাজ হাতে নেওনা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ।

স্কীমের নাম	যে ধরনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
এস, আর, ই, পি,	১। বাগান সৃষ্টি, ২। পুরাতন বাগানের পরিচর্য্যা। ৩। রাস্তা তৈরী ও পুরাতন রাস্তা মেরামত। ৪। বীজ তলায় চারা লাগানো ও চারার পরিচর্য্যা ইত্যাদি।
এন, আর, ই, পি,	১। বাগান সৃষ্টি, ২। পুরাতন বাগানের পরিচর্য্যা। ৩। বীজতলায় বীজ লাগানো ও শিশু চারার পরিচর্য্যা।
আর, এল, ই, জি, পি,	১। বাগান সৃষ্টি, ২। পুরাতন বাগানের পরিচর্য্যা। ৩। বীজতলায় গঠন, বীজতলায় বীজ লাগানো ও শিশু চারার লালন পালন।

Admitted UN-starred Question No.—17

Name of M. LA. : Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State ;—

১) ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কতটি নূতন মেডিকেল সাব সেণ্টার স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়,

২) উক্ত সাব সেণ্টারগুলির মধ্যে কোন কোন ব্লক এলাকায় কতটি স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে (স্থানের নাম সহ ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

ANSWERS

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Samar Chowdhury

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট ৭৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

২) নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

Name of Block	Name of Places
Mohanpur	1. Balurban
Bishalgarh	2. Madhya Ghianoyamara
	3. Pramodenagar
Teliamura	4. Rankhal bazar
	5. East Kalyanpur
	6. South Pulinpur Hadrai School
	7 West Kunjaban
	8. Laxmipur
	9. Nonachara
	10. Kakrachara
	11. Athiramura R.F, (43 miles)
	12. East Kunjaban
	13. Sriramkhana
	14. Badlabari
	15. Chalitabari
	16. West Kalyanpur
	17. Maharanipur (South)

Name of Block	Name of Places
Khowai	18. Sikaribari
	19 Paschim Champachara
	20. Karangichara
	21. Gournagar
	22. Banbazar
	23. Belchara
	24. Gayamanipara
	25. East Ganki
Melagarh	26. Rabindranagar
	27. Komtali
	28. Laxmandhepa
	29. Thalibari
	30. Pal arpur
	31. Kamalchora
	32. Telkajla
	33 Bagabashi
	34. Bardawll
	35. Putia (Rahimpur)
	36. Kulubari
	37. Bezimara
Matabari	38. Chayghari
	39. Silghati
	40. Rani
	41. Dhuptali
	42. Kalaban

Name of Block	Name of Places
Amarpur	43 Bairagir Dokan
	44. Sechuabazar
	45. Dakhin Elchari Bazar
	46. Dhanlekha
	47. West Taisalong
	48. Taidudhepa
	49. Pallkuchara
	50. West Maltasa (near high School)
	51. Ichachari (One is at Jalaiya which is to be developed)
Satchand	52. Takka Tulshi
	53. Chalitachari
Rajnagar	54. Krishnanagar
	55. Between Sarasima & North Sonaichari
	56. Ishanchandra nagar
Bagafa	57. Ratanpur
	58. Paticharai
	59 Kanchannagar
Salema	60. Bamanchara
	61. Abhanga (near Maharani High School)
	62. Machuria
	63. Kamalachara
	64. Jagannathpur
Kumarghat	65. Sonaimuri

Name of Block	Name of Places
	66. Demdum
	67. Samrurpur
	68. Deovelly
	69. Betchara Bazar
	70. Fultali
	71. Golakpur
	72. Halaichara
Panisagar	73. Ichailalchara
	74. Urangbasti
	75. Baruakandi

Admitted Un-Starred Question No.—18

Name of Member :— Shri Subodh Ch Das

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৭ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লকে এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পি খাতে মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মোট কত টাকা ঐ সময়ে খরচ করা হয়েছিল (গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

Name of Minister :— Shri Dinesh Deb Barma.

১। এস, আর, ই, পিতে ১৮,৭০,০০০ টাকা এবং এন, আর, ই, পিতে ১০,৩৩,৩৪১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। এস, আর, ই, পি-তে মোট ১৮,৫০,৭৮২ টাকা এবং এন, আর, ই, পি-তে মোট ৯,২৮৬০৪ ৫৫ খরচ হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

খরচের হিসাব

গাঁও সভার নাম	এস, আর, ই, পি	এন, আর, ই, পি
১। বলিছেরা—	৪৭,৫১২.৫০	৪৭,৩৭২.২০
২। বিষ্ণুপুর—	৩৮,২১৮.৫০	১১,১৯০.০০
৩। ব্রজেন্দ্রনগর—	৪৮,৭৬২.৫০	১৩,৩৯১.৭০
৪। বিলথৈ—	৩৬,৬৩৭.৫০	১২,৪১২.৭০
৫। বরুয়া কান্দি—	৩৩,০৬২ ৫০	১৫,৩৭২.০০
৬। ভাগ্যপুর—	৪১,৪৩৩.৫০	২০.৮৫৮.০০
৭। বাগপাশা—	৩৬,৬৩৭.৫০	৮,২২৪ ১০
৮। চন্দ্রপুর—	৫৩,৯২৫.০০	১২,৩৭২.০০
৯। চোরাই বাড়ী—	৪৫,৪২৫.০০	১৫,৬২৫ ২০
১০। চুপির বন্ধ—	৩৭,৮৮৭.৫০	১১,২২৯.৫০
১১। দেওছড়া—	৪১,০১২.৫০	১১,৬৮৪.৩০
১২। দেওয়ানপাশা—	৮০,০৯৩ ০০	২৫,৩৩৯.০০
১৩। গঙ্গানগর—	৩৮,৩১২.৫০	২৩,৪৩১.০০
১৪। গোবিন্দপুর—	৩৭,২৬২.৫০	২৯,০৩৪ ৫০
১৫। হাফলং—	৫০,৬৩৭.৫০	২১,৬৯২.৫০
১৬। ইচাইলালছড়া—	৩৭,৬৮৩.৫০	৪,৯৪২.৫০

১৭।	যুবরাজনগর—	৩৩,০৬২.৫০	১০,৬৭৬.৫০
১৮।	জলাবাসা—	৫৫,০৫০.০০	৩৮,৫৭৬.৫০
১৯।	কুর্ত্তি—	৪৬,৬৭৫.০০	১২,৪৩৪.৫০
২০।	কামেশ্বর—	৩৭,২৬২.৫০	২৩,০৮৫.৫০
২১।	কদমতলা—	৪২,৯২৫.০০	১৯,৭১৪.০৫
২২।	লক্ষ্মীনগর—	৩৭,২৬২.৫০	৬,১৯৬.৪০
২৩।	উত্তর পদ্মবিল—	৫৭,৩৪৮.০০	৫৯,৬৫৭.২৫
২৪।	উত্তর হুরুয়া—	৩৭,২৬২.৫০	২৩,৭৭১.০০
২৫।	প্রত্যেকরায়—	৩৮,৫১২.৫০	৪,৯৪২.৫০
২৬।	পানিসাগর—	৬৭,৯২৫.০০	৩২,৫৭৫.৪০
২৭।	পেকুছড়া—	৩৭,৬৮৩.৫০	১৩,৯৮৩.০৫
২৮।	রামনগর—	৪২,৮৮৭.৫০	৬,৫৯০.৫০
২৯।	রাজনগর—	৫০,১৩৭.৫০	৪৪,০৬১.৩০
৩০।	রৌয়া—	৩৩,৪৩৭.৫০	২৬,০৭৬.১০
৩১।	রানীবাড়ী—	৪৬,৮৮৭.৫০	২৪,৩২৫.১০
৩২।	রাধাপুর—	৩৮,৫১২.৫০	৮,২২২.৫০
৩৩।	রাগনা—	৩২,৪৩৭.৫০	১২,০৯২.০০
৩৪।	দক্ষিণ পদ্মবিল—	৫৪,৪২৫.০০	২৬,১৫৯.৫০
৩৫।	দক্ষিণ হুরুয়া—	৩৪,৯৩৭.৫০	১১,৩৭২.৫০
৩৬।	সরসপুর—	৫৫,০৫০.০০	২৫,১৯২.৫০
৩৭।	শনিছড়া—	৪৫,৮১২.৫০	২৩,৭৫৪.৭০
৩৮।	সংসঙ্গম—	৩৩,০৬২.৫০	৯,০৮০.৭০
৩৯।	তিলথৈ—	৫৫,০৫০.০০	৮৫,৭৭৯.২০
৪০।	টঙ্গী বাড়ী—	৫৪,৪২৫.০০	১৬,৪০৭.২০
৪১।	উপ্তাখালি—	৩৪,৭৬৫.৫০	১০,৬৯৭.৩০
৪২।	জৈথাং—	৪০,০৮৭.৫০	৬১,৭২৭.৭০
	সর্বমোট—	১৮,৫০,৭৮২.০০	৯,২৮,৬০৪.৫৫

Admitted Un-starred Question No. :— 22
Name of M.L.A.—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন প্রাথমিক এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে ?
(স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামসহ ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department
Name of Minister :— Shri Samar Chowdhury

১) ব্লক ভিত্তিক নামের তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

	Name of Sub-Centre	Name of Block	Estimated amount	Date of Issue
1	South Sonaichari	Rajnagar	Rs. 1,27,500/-	10-3-87
2	Jashmura	do	Rs 1,27,500/-	10-3-87
3	South Takmachari	do	Rs. 1,27,500/-	10-3-87
4	Ludhua	do	Rs 1,27,500/-	10-3-87
5	Tulsama	do	Rs. 1,27,500/-	10-3-87
6	Santipalli	do	Rs. 1,27,500/-	10-3-87
7	Ailmara	do	Rs. 1,27,500/-	10-3-87
8	Tarakpur	Panisagar	Rs. 1,08,000/	8-2-84
9	Canganagar	do	Rs. 1,08,000/-	8-2-84
10	Lefunga	Mohanpur	Rs. 1,43,000/-	19-12-86

	Name of Sub-Centre	Name of Block	Estimated amount	Date of Issue
11	Gamchakobra	do	Rs. 1,43,000/-	19-12-86
12	Laxmilunga	do	Rs. 1,43,000/-	19-12-86
13	Barkathal	do	Rs. 1,63,340/-	24-10-86
14	Chebri	Khowai	Rs 2,31,700/-	13-3-84
15	Gourangatilla	Teliamura	Rs. 1,43,000/-	27-11-86
16	Ghilatali	do	Rs. 1,43,000/-	27-11-86
17	Howaibari	do	Rs. 1,43,000/-	27-11-86
18	Rankhalbazar	do	Rs. 143,000/-	27-11-86
19	Manik Debbarma Para	do	Rs 1,43,000/-	27-11-86
20	43 miles of A A. Road	do	Rs. 1,43,000/-	27.11.86
21	Santinagar	do	Rs 1,43.000/—	27.11 86
22	Laxmichara	do	Rs, 1,43.000/—	27 11.86
23	Takraibari (Homoeo)	do	Rs. 1,43,000/—	27 11.86
24	Maidanbari	do	Rs. 1,43,000/—	27.11.86
25	Bagabil	do	Rs. 1 43,000/—	27 11.86
26	Gopalnagar	do	Rs. 1,43,000/—	27.11 86
27	Dhalabil	do	Rs. 1.43,000/-	27.11.86
28	Singhichara	do	Rs 1,43 000/-	27 11.86
29	Kanchanmala	Bishalgarh	Rs. 1,43 000/-	27.11 86
30	Janmajoynagar	do	Rs, 1,43,000/-	23.10.86
31	Pandabpur	do	Rs. 1,43,000/-	23 10.86
32	Gabordi	do	Rs, 1,43,000/-	23,10,86
23	Nabinagar	do	Rs, 1,43,000/-	23,10,86
34	Rajnagar	do	Rs, 1,43,000/-	23,10,86
35	Hermabazar	do	Rs, 1,43,000/—	23,10,86
36	Durganagar	do	Rs, 1,56,650/—	17,12,81
37	Surjyamaninagar	Jirania	Rs, 1,43,000/—	27,11,86
38	Brajanagar	do	Rs, 1,43,000/ —	21,1,87
39	Kobrakhamar	do	Rs, 1,43,000/ —	21.1,87

Name of Sub-Centre	Name of Block	Estimated amount	Date of Issue
40 Jayantibazar	Salema	Rs. 1,92,600/—	31.3 87
41 Harinchara	do	Rs. 1,92,600/—	31.3 87
42 Sikaribari	do	Rs. 6,35,100/—	13.2.84
43 Reserve Deo	do	Rs. 1,78,900/—	3.12 86
44 Sindhukumarpara	Chawmanu	Rs. 1,78,900/—	29.11.86
45 Durgachara	do	Rs. 1,13,800/—	28.10.83
46 82 Miles	do	Rs 1,13,800/—	28.10.83
47 Karatichara	do	Rs. 1,78,900/—	29 11 86
48 Chichingchara	do	Rs. 90,500/—	5.9 81
49 Nepaltilla	do	Rs. 90.5000/—	5 9 81
50 Chinongan	Kumarghat	Rs 2,00,000/—	3.9.86
51 Rangauti	do	Rs. 1,58,00/—	29 5.86
52 Kurmabazar	Amarpur	Rs. 1,71,200/—	8 10.86
53 Paharpur	do	Rs. 1,71,200/—	8 10.86
54 Paschim Sarboag	do	Rs. 1,27,500/—	10.3.87
55 B.mpur	do	Rs. 1,31,500/—	1.3.86
56 Kupilong	Matabari	Rs 1,27,500/—	9.4.87
57 Fowramura	do	Rs. 1,27,500/—	9.4.87
58 Pitra	do	Rs 1,27,500/—	9.4 87
59 Samukchara	do	Rs. 1,27,500/—	9.4.87
60 Ar tali	do	Rs. 87,900/—	11.9.85
61 Dataram	do	Rs. 1,07,000/—	7.2.86
62 Dhuptali	do	Rs. 1,27,500/—	10.3.87
63 Kuchiganj	do	Rs. 1,27,500/—	10.3.87
64 Mirza	do	Rs. 1,27,500/—	10.3.87
65 Palatana	do	Rs 1,27,500/—	10.3.87
66 Radhakishoreganj	Bagafa	Rs. 1,27,500/—	10.3.87

Name of Sub-Centre	Name of Block	Estimated amount	Date of Issue
67 Laxmichara	Bagafa	Rs. 1,27,500/-	10-3 87
68 Debdaru (East Pilak)	do	Rs. 1,27,500/-	10-3-87
69 Rajapur	do	Rs. 1,27,500/-	10-3 87
70 Ratanpur	do	Rs 1 27,500/-	10 3 87
71 West Charak	do	Rs 1,27,500/-	10-3-87

Name of proposed PHCs which will be constructed during this year

Name of proposed PHC	Block	Estimated amount	Date of issue
1. Kathalia (including Qrt)	Melaghar	Rs. 31,30,000/—	5.9.86
2. Borakha	Jirania	Rs. 3,18,200/—	18.5.87
3. Mungiabari	Teliamura	Rs. 3,18,200/—	18.5 87
4. Dayarampara	Bishalgarh	Rs. 3,18,200/—	18.5.87
5. Champahower	Khowai	Rs. 3,18,200/—	18.5.87
6. Bishramganj (including Qrt)	Bishalgarh	Rs. 9,87,900/—	2,2.84
7. Killa (including Qrt)	Matabari	Rs. 38,12,700/—	18 3 87
8. Vanghun	Panisagar	Rs. 19,58,000/ -	2.3.87
9. Damchara	—do —	Rs. 24, 65,400/—	18.1,86
10, Chailengta	Chawmanu	Rs, 33,00,000/—	—
11, Anandanagar	Melagarh	P,W,D, has requested to prepare the estimates and plan;	

Admitted UN- tarred QuestionNo.—24

Name of Member : Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State ; –

QUESTIONS

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে ব্লকের মাধ্যমে কতজন উপজাতি ও কতজন তপশীল জাতি-ভুক্ত লোককে গৃহ নির্ম্মানের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ; (ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব)।

২) ১৯৮৭-৮৮ সনে উপরোক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত আরো কতজনকে গৃহ নির্ম্মানের জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে বলে আশা করা যায় ;

৩) গৃহ নির্ম্মানের জন্য প্রতি পরিবারকে কত টাকা করে সাহায্য বা মঞ্জুরী দিয়ে থাকেন তার বিবরন ?

ANSWER

Name of Minister : Shri Dinesh Deb Barma

১ নং, ২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.—31

Name of M.L.A. :— Syed. Basit Ali

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Health and Famliy Welfare Department be pleased to State :—

১) ক) ১৯৮৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত কতজন দুঃস্থ লোককে বা দুঃস্থ পরিবারকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

খ) ইহা কি সত্য যে, বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সাহায্যের পরিমান যথেষ্ট নয়;

গ) সত্য হইলে আর্থিক সহায়তার পরিমান বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা;

ঘ) থাকিলে তাহা কিরূপ?

ANSWERS

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri San ar Chowdhury

১) (ক) স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

(খ) (গ) ও (ঘ) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un starred Question No : 33
asked by Shri Matilal Sarkar, M.L A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের রেশন দোকানের সংখ্যা বর্তমানে কত (ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্যাকস্-ল্যাম্পস্ পরিচালিত পঞ্চায়েত পরিচালিত দোকানের পৃথক হিসাব)

২। ১৯৮৬-৮৭ সালে কয়টি রেশন দোকানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে এবং কয়টির ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department.

১। রাজ্যে রেশন দোকানের সংখ্যা বর্তমানে ১০৮০টি।

তম্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন—	৬৩৮টি
প্যাকস ল্যাম্পস—	৩২৬টি
পঞ্চায়েত পরিচালিত—	৬৬টি
অন্যান্য পরিচালিত—	৫০টি

২। ১৯৮৬-৮৭ সালে ৬২টি রেশন দোকানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ৪১টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No.—38
Name of M,L,A Shri Matilal Sarkar

Will the Honourable Minister-in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতাল সমূহে কয়টি শয্যার ব্যবস্থা ছিল,

২। বর্ত্তমানে এই শয্যা সংখ্যা কত,

৩। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালটির কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWERS

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister

১। ১২৭০টি।

২। বর্ত্তমানে এই শয্যা সংখ্যা ১৭৯০।

৩। পূর্ত্ত দপ্তরকে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এ বছরেই কাজ শুরু করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

Admitted Un Starred Question No.—47

Name of M L A.s : 1. Sri Samir Deb Sarkar
2. Sri Fayzur Rahaman
3. Sri Nagendra Jamatia
4. Sri Bidya Ch. Deb Barma
5. Sri Matilal Saha.

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৭ ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেনসারীর সংখ্যা কত, (আলাদা আলাদা হিসাব)

২) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে নূতনভাবে কয়টি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে (স্থানের নাম সহ বিবরন)

৩) অমরপুর মহকুমায় ছেছুয়া, পঙ্খু, একজন ছড়ায় ডিসপেনসারী ও খোয়াই মহকুমায় বেহালাবাড়ীতে খোলার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা?

ANSWERS

Name of the Minister :— Shri Samir Chowdhury
Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

১) ১৯৮৭ ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ২টি রাজ্য হাসপাতাল, ১টি ক্যান্সার হাসপাতাল, ২টি জেলা হাসপাতাল, ৭টি মহকুমা হাসপাতাল, ৪টি গ্রামীন হাসপাতাল, ৩৯ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২০৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল।

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে রাজ্যে ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল (কুমারঘাট ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে, নূতনবাজার ও অম্পিতে) ৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (যথা-বিশ্রামগঞ্জ, দামছড়া, কাঠালিয়া, বোরাখা, চৈলেংটা, কিল্লা, দয়ারামপাড়া, মুঙ্গিয়াবাড়ী এবং আনন্দনগর (সোনামুড়া) খোলার পরিকল্পনা আছে। (এছাড়াও ১২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। নামগুলি যথা :— বীরচন্দ্রমনু, কলাছড়া, চেলাগাং, আমবাসা, শিকারীবাড়ী, রাজনগর (তুলাশিকড়). গর্জ্জী, ব্রজেন্দ্রনগর, চাচুবাজার, চম্পাহাওরা, আনন্দবাজার, ৮২ মাইল) এবং ৭৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

৩) করা হবে।

Name of Block	Name of Places
Mohanpur	1. Baluibon
Bishalgarh	2. Madhya Ghanyamara
	3. Pramodemagar
Teliamura	4. Rankhal bazar
	5. East Kalyanpur
	6. South Pulinpur Hadrai School
	7. West Kunjaban
	8. Laxmipur
	9. Nonachara
	10. Kakrachara
	11. Atharamura R. F. (43 miles)
	12. East Kunjaban
	13. Sriramkhana
	14. Badlabari
	15. Chalitabari
	16. West Kalyanpur
	17. Maharanipur (South)

Name of Block	Name of places
Khowai	18. Sikaribari
	19. Paschim Champachara
	20. Karangichara
	21. Gournagar
	22. Banbazar
	23. Lelcha:ı
	24 Cayama ıipara
	25. East Ganki
Melagarh	26. Rabindranagar
	27. Komtali
	28. Laxmand.ıepa
	29. Thalibari
	30. Toharpur
	31. Kamalchera
	32. Telkajla
	33. Bagabasha
	34. Bardawll
	35. Putia (Rahimpur)
	36. Kulubari
	37. Bezimara
Matabari	38. Chayghari
	39. Silghati
	40. Rani
	41. Dhuptali
	42. Kalaban

Name of Block	Name of places
Amarpur	43. Bairagir Dokan
	44. Sechuabazar
	45. Dakhin Ekchari Bazar
	46. Dhanlekha
	47. West Taisa'ong
	48. Taidudhepa
	49. Palkuchara
	50. West Malbasa (near high School)
	51. Ichachari (one is at Jalaiya which is to be developed)
Satchand	52. Takka Tulshi
	53. Chalitachari
Rajnagar	54. Krishnanagar
	55. Between Sarasima & North Sonaichari
	56. Ishanchandranagar
Bagfa	57. Ratanpur
	58. Patichari
	59. Kanchannagar
Salema	60. Bamanchara
	61. Abhanga (near Maharani High School)
	62. Machurin
	63. Kamalachara
	64. Jagannathpur
Kumarghat	65. Sonaimuri
	66. Demdum

Name of Block	Name of Places
Kumarghat	67. Samrurpur
	68. Deovelly
	69. Betchara Bazar
	70. Fultali
	71. Golakpur
	72. Halaichara
Panisagar	73. Ishailalchara
	74. Urangbasti
	75. Birulkaudi

Admitted Un-starred QuestionNo.—51

Name of M.L.A. : Shri Len Prasad Malsai.

Will the Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to State ;—

১) সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে বামফ্রন্ট সরকার বিগত পাঁচ বৎসরে সর্বমোট কতটি পরিবারকে কত একর পরিমাণ জায়গা এবং কত সংখ্যক সেগুন চারা দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং

২) উক্ত প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ত কি পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৩) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে আরও কতটি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department
Shri A. Rahaman.

১) সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে বিগত পাঁচ বৎসরে কোন পরিবারকে কোন জায়গা দেওয়া হয় নাই এবং এরজন্য কোন সেগুনের চারাও দেওয়া হয় নাই।

২) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) এইরূপ কোন প্রকল্প নাই।

Admitted Un-starred Question No.—55
Name of Member : – Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ সনের এখন পর্য্যন্ত NREP, SREP এবং RLEGP Scheme-এ বিভিন্ন কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে— তারিখ ভিত্তিক হিসাব; এবং

২। তন্মধ্যে কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কি কি কাজ করা হয়েছে তার বিবরণ?

ANSWER

Name of Minister : Shri Dinesh Deb Barma

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No.—58

Name of M.L.A.s :— 1. Shri Jawhar Shaha
2. Shri Rabindra Deb Barma

Will the Honourable Minister-in-Charge of the Health and Famliy Welfare Department be pleased to State :—

১) ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যান্ত রাজ্যের কোন্ কোন্ মহকুমায় কতজন লোক ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, আমাশয় ও জল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

২) উক্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কতজন মারা গিয়েছে,
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) এ সকল রোগ নির্মূল করার জন্য সরকার এ পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ANSWERS

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Samar Chowdhury

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.—59

Asked by Syed Basit Ali, M.L.A.

QUESTIONS

Will the Honourable Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১) ক) ১৯৮৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৭ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর সরকার ভর্তুকী প্রদান করিয়াছেন; এবং

খ) ঐ ভর্তুকী প্রদান সরকারের ব্যয়িত অর্থের পরিমান কত?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department :—

১) ক) ১-৪-১৯৮৫ ইং হইতে ৩০-৪-১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত লবন ও কাপড়ের ভর্তুকী দেওয়া হইয়াছে।

খ) ঐ সময়ে লবনের ও কাপড়ের উপর ভর্তুকী প্রদানে সরকারের ব্যয়িত অর্থের পরিমান নিম্নরূপ :—

লবণ—	৭,৯৯,৯৫৬.৮৫ টাকা
কাপড়—	৪৭,৮০৬.৬০ ,,
সর্বমোট—	৮,৪৭,৭৬৩.৪৫ টাকা

Admitted Un starred Question No. :- 60

Asked by Syed Basit Ali, M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১) ক) ১৯৮৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে রেশন কার্ডের সংখ্যা কত ছিল (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

খ) ইহা কি সত্য যে প্রত্যেক মহকুমায় ব্যাপক সংখ্যক ভূয়া রেশন কার্ড বিলি বন্টন করা হয়েছে ;

গ) সত্য হইলে উক্ত ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department.

১) ১৯৮৭ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যান্ত রাজ্যে রেশন কার্ডের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	রেশন কার্ডের সংখ্যা
১) ধর্মনগর—	৪৮,৭৭১
২) কৈলাসহর—	৬১,৪১০
৩) কমলপুর—	১৫,৯১৮
৪) খোয়াই—	৪৮,২৮৪

৫)	সদর—	১,৪৯,০৪৫
৬)	সোনামুড়া—	১৫ ৫৫৮
৭)	উদয়পুর—	৫৪,১০৮
৮)	অমরপুর—	২৫,৩১৯
৯)	বিলোনীয়া—	৪২,০১১
১০)	সাব্রুম—	১৯,৩২৬

২) সরকারের গোচরে নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. —53
Name of Member :— Shri Dhirendra Deb Nath

Will the Honourable Minister-in charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) মোহনপুর ব্লকে সরকারের নিয়ন্ত্রিত টিউবওয়েল ও রিংওয়েলের সংখ্যা কত ;

খ) তারমধ্যে বর্তমানে কতগুলি চালু এবং কতগুলি অকেজো অবস্থায় আছে ; এবং

গ) অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলি মেরামতের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Dinesh Deb Barma

ক) মোহনপুর ব্লকে মোট ১৫৭৬টি টিউবওয়েল এবং ৬০৩টি রিংওয়েল আছে।

খ) ও গ) তারমধ্যে ৯৫৯টি টিউবওয়েল এবং ৩২২টি রিংওয়েল চালু আছে। টিউবওয়েল ইত্যাদি বছরের কোন না কোন সময় মাঝে মাঝে অকেজো হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে ৬১৭টি টিউবওয়েল ও ২৯১টি রিংওয়েল অকেজো আছে।

বার্ষিক মেরামত প্রকল্প অনুযায়ী অকেজো পানীয় জলের উৎসগুলির সারানোর ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

Admitted Un-starred Question No,—58
Name of Member :— Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development be pleased to State :—

QUESTIONS

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি মার্ক-টু-টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, এবং (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত বছরের জন্য মঞ্জুরীকৃত সমস্ত মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো সম্ভব হয়নি,

৩) ইহাও কি সত্য যে সমস্ত টিউবওয়েল উক্ত সময়ে বসানো হয়েছে ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অকেজো হয়ে পড়েছে এবং,

৪) যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারন ?

ANSWER

Name of the Minister .— Shri Dinesh Deb Barma.

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No — 75

asked by Shri Jawhar Saha, M L A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister in-Charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state —

১) বর্তমানে রাজ্যের ল্যাম্পাস্ ও প্যাকস্ দ্বারা পরিচালিত ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) গত এক বৎসরে ঐ সকল দোকান পরিচালনার জন্য উক্ত ল্যাম্পাস্ ও প্যাকস্ গুলিকে সরকার কত টাকা অনুদান বা ঋণ দিয়েছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সময়ে মোট কতটি দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নিকট এসেছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

ANSWER

Replied by the Minister in Charge of Food and Civil Supplies Department.

১) বর্তমানে রাজ্যের ল্যাম্পাস্ ও প্যাকস্ দ্বারা পরিচালিত বিভাগ ভিত্তিক ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বিভাগের নাম—	সংখ্যা
১। ধর্মনগর—	৪৫
২। কৈলাসহর—	৩৮
৩। কমলপুর—	২০
৪। খোয়াই—	২৭
৫। সদর—	[illegible]

বিভাগের নাম	সংখ্যা
৬। সোনামুড়া—	২৮
৭। উদয়পুর—	১৫
৮। অমরপুর—	২৫
৯। বিলোনীয়া—	৫৩
১০। সাব্রুম—	১৬

২। গত এক বৎসরে ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালনার জন্য ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমানের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

বিভাগের নাম	ঋণের টাকার পরিমান
১। ধর্মনগর	১,০০,০০০ ০০ টাকা
২। কৈলাশহর—	৯৫,৭১৬'৪৮ টাকা
৩। কমলপুর—	(১ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল কিন্তু কেহই নেয় নাই)
৪। খোয়াই—	৮৮,৫০০'০০ টাকা
৫। সদর—	১,০০,০০০'০০ (মঞ্জুরীকৃত)
৬। সোনামুড়া—	১,০০,০০০'০০ টাকা
৭। উদয়পুর—	১,০০,০০০'০০ টাকা (মঞ্জুরীকৃত)
৮। অমরপুর—	৬৪,২৯৬'৮০ টাকা
৯। বিলোনীয়া— — — — —	১,০০,০০০'০০ টাকা
১০। সাব্রুম— — — — —	১,০০,০০০'০০ টাকা (মঞ্জুরী কৃত)

৩। উক্ত ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতির— বিভাগ ভিত্তিক প্রাপ্ত অভিযোগ নিম্নরূপ :—

বিভাগের নাম-	অভিযোগ সংখ্যা-
১। ধর্মনগর—	২টি
২। কৈলাসহর—	১টি
৩। কমলপুর—	নাই
৪। খোয়াই—	১টি
৫। সদর—	—
৬। সোনামুড়া—	নাই
৭। উদয়পুর—	—
৮। অমরপুর—	২টি
৯। বিলোনীয়া—	১টি
১০। সাব্রুম—	নাই

ANNEXURE -'D'

Postponed Starred Question No.—162

Name of M L.A. : Shri Matilal Sarkar

Name of Minister . Minister-in-charge of Finance Department.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ সালে এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে সরকার বিভিন্ন কাজে ভর্তুকীর জন্য কত টাকা খরচ করেছেন, (বৎসর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। উপরোক্ত দুই বৎসরে ভর্তুকির জন্য ব্যয়িত অর্থের কোন রূপ পার্থক্য থাকিলে ঐ পার্থক্যের কারণ।

১। ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক ভর্তুকি বাবদ খরচের পরিমান যথাক্রমে ৪,১৯,১৯৮/- টাকা এবং ৯,৬৪,৬৫ ৩২৮/- টাকা।

২। রাজ্য সরকার কর্তৃক দুর্বলতম শ্রেণীর জাতি-উপজাতি জনসাধারনের সামগ্রিক কল্যানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ও ব্যাপক গণমুখী পরিকল্পনা রূপায়নের নিমিত্তে উক্ত দুই বৎসরে ব্যয়ের পরিমানের পার্থক্যের কারন।

দপ্তর ভিত্তিক ভর্তুকি দানের হিসাব

দপ্তরের নাম	১৯৭৭-৭৮ সনের ব্যয়িত অর্থের পরিমান	১৯৮৬-৮৭ সনে ব্যয়ের পরিমান	কি উদ্দেশ্যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে
১। উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর	×	১৫,০০,০০০	উপজাতি লোকের মার্জিন মানি ঋণ দেওয়ার জন্য।
২। শিল্প দপ্তর	×	৩,১৬,০০০	State package Insurance Scheme—এর আওতায় সাহায্য বাবদ।
৩। গো-প্রজনন এবং দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প দপ্তর	৯,৬৬৯,	২২,১৫,৭৮৮	শুকর পালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন কার্য্যকে জনপ্রিয় করার জন্য।
৪। সমবায় দপ্তর	৩,৭৯,৫৬৪,	১,২১,৪৩,১২৫	বিভিন্ন সমবায় সমিতির জন্য Managerial Subsidy এবং ADC এলাকায় Fair Price Shop ও Floor Space নির্মানের জন্য ভর্তুকী বাবদ।

দপ্তরের নাম	১৯৭৭-৭৮ সনের বায়িত অর্থের পরিমান	১৯৮৬-৮৭ সনে ব্যয়ের পরিমান	কি উদ্দেশ্যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে
৫। কৃষি বিভাগ	২৯,৯৬৫	২,৪২,৬০৮	
৬। খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর	×	৪৭,৮০৭	For distribution of control Cloth Subsided rate.
	৪,১৯,১৯৮ টাকা	১,৬৪,৬৫,৩২৮ টাকা	

Postponed Admitted Starred Question No.—284

Name of Member :— Shri Rabindra Deb Barma

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে (১৯৮৬ ইং) সরকারী বাস ভবনের (Govt. Quarter) জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা কত, (বিভিন্ন টাইপ-এর Qtrs. এর জন্য আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। বর্তমান বৎসরে (১৯৮৬ ইং) সরকারী বাসভবনের (Goverment Quarter) জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা (টাইপ ভিত্তিক) নিম্নে দেওয়া হইল।

টাইপ— ১ —	২০২ জন।
টাইপ— ২ —	২২৪ জন।
টাইপ— ৩ —	১৩৯ জন।
টাইপ— ৪ —	৪৬ জন।
টাইপ— ৫ —	১৭ জন।
টাইপ— ৬ —	৯৪ জন।

প্রশ্ন

২। উক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত (২৬শে নভেম্বর ১৯৮৬ ইং) বিভিন্ন টাইপ-এর কোয়ার্টার কতজনকে বিলি করা হয়েছে, এবং

উত্তর

২। এখন, পর্যন্ত (২৬শে নভেম্বর ১৯৮৬ ইং) বিভিন্ন টাইপের কোয়াটার কত জনকে বিলি করা হয়েছে তার টাইপ ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

টাইপ— ১	— ৭৮ জন।
টাইপ— ২	— ৯৯ জন।
টাইপ— ৩	— ২২ জন।
টাইপ— ৪	— ১৯ জন।
টাইপ— ৫	— ৩ জন।
টাইপ— ৬	— ২ জন।
টাইপ বিহীন—	— ৪২ জন।

প্রশ্ন

৩। সরকারী কোয়াটার বিলির নিয়মনীতি কি, (সংক্ষিপ্ত বিবরন)।

উত্তর

হাউস এলটমেন্ট কমিটির সুপারিশক্রমে সরকারী অনুমোদন লাভের পর পূর্ত দপ্তরে এষ্টেট অফিসার কোয়ার্টার বিলি করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের নিজস্ব কিছু কোয়ার্টার আছে যেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তৃপক্ষ বিলি করেন।

Postponed Admitted Un-starred Question No —37

Name of Members : 1) Shri Jawhar Saha,

2) Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Deptt, be pleased to State -

১) ১৯৭৮ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এ চুরি-ডাকাতি ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২) উক্ত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ এর কতজন কর্মীকে জড়িত থাকার অভি-যোগ-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

৩) উক্ত ঘটনায় নগদ টাকা ও মালামাল ক্ষতির পরিমাণ (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

ANSWERS

Minister in charge of the Co-operative Deptt,

১) ১৯৭৮ ইং সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্-এ চুরি, ডাকাতি ও অগ্নি সংযোগের ঘটনার হিসাব এইরূপ :—

বৎসর	ল্যাম্পস্			প্যাকস্		
	চুরি	ডাকাতি	অগ্নিসংযোগ	চুরি	ডাকাতি	অগ্নিসংযোগ
১৯৭৮	—	—	১	—	—	—
১৯৭৯	১	—	২	১	—	১
১৯৮০	২	১	৩	৩	—	—
১৯৮১	৩	—	১	৪	—	১

বৎসর	ল্যাম্পস্			প্যাকস্		
	চুরি	ডাকাতি	অগ্নিসংযোগ	চুরি	ডাকাতি	অগ্নিসংযোগ
১৯৮২	৯	৪	২	৪	১	২
১৯৮৩	৮	৪	২	১৪	—	৪
১৯৮৪	১৬	৩	৭	১৮	—	৬
১৯৮৫	১৩	১	২	৮	—	৩
১৯৮৬	৮	১	৫	৩	—	[illegible]

২। উক্ত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ল্যাম্পস্-এ কর্মরত মোট ৬ জন কর্মীকে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩) উক্ত ঘটনায় নগদ টাকা ও মালামাল ক্ষতির বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

ক্ষতির পরিমান

মহকুমা	নগদ টাকা	মালামাল
সদর—	৭৪,৫০৩·২১	৭,৭৩,১৩৬ ৫৪
খোয়াই—	৬,৫৬৩ ০০	২,৭২,৬৫৫ ২১
সোনামুড়া—	৪,৪৮০ ৮৪	১ ৬২,৯৮৩ ৪৬
উদয়পুর—	২,৫৩৭ ০০	১,০১,১৪৫ ৫২
অমরপুর—	—	১,৭৪,৮৫৮ ৭১
বিলোনীয়া—	১৩,৭১৫·০০	২,৪১,৯২৬ ৬১
সাব্রুম—	৮,৫০৮·৮০	২·২২,৯৪৯·৭০
ধর্মনগর—	১২,৬৬৭·৭৪	৪,৯১,৭১৩ ৭৮
কৈলাশহর—	৮ ৯০০·০০	৯৫,০০৭·৫৯
কমলপুর—	২,৬৩৮·১৯	১,৩৪,৭৮৩ ১৭

Postponed Admitted Un-Starred Question No. 67
Name of Member : Sri Monoranjan Majumder

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের মোট কতটি অফিস ঘর রেনটেড্ হাউস্-এ আছে এবং এদের জন্য বৎসরে মোট কত খরচ হয়,

উত্তর

রাজ্য সরকারের মোট ৪২৫টি অফিস ঘর রেনটড্ হাউস্ এ আছে এবং এদের জন্য বৎসরে মোট ১১,৩৬,৪৩৫ টাকা খরচ হয়।

প্রশ্ন

২। উক্ত রেন্টেড হাউস্গুলির ভাড়ার রেট্ কিভাবে নির্দ্ধারন করা হয়?

উত্তর

সাধারনতঃ পূর্ত্তবিভাগ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া স্থির করা হয়। তবে বাড়ীর মালিক যদি পূর্ত্তবিভাগ কর্তৃক নির্দ্ধারিত দরে বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী না হন, তখন বাজার দর অনুযায়ী বাড়ী বাড়া পুনঃ নির্দ্ধারনের জন্য বিষয়টি ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল কমিটির নিকট পাঠানো হয়ে থাকে।

প্রশ্ন

৩। কোন কোন দপ্তর ঐরূপ ভাড়া বাড়ীতে আছে— তার বিবরন,

উত্তর

সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য

সংযোজনী "ক"

যে-সব দপ্তরের অফিস ঘর ভাড়া বাড়ীতে আছে
তাদের বিবরন নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	মোট অফিসের সংখ্যা	বাৎসরিক ভাড়ার পরিমান
১।	মহকুমা শাসক (সদর)	২টি	৩,৮২৮, টাকা
২।	মহকুমা শাসক (নর্থ)	৫টি	৯,৯৬০, টাকা
৩।	পঞ্চায়েত অধিকর্তা দপ্তর	৩টি	৩০,৮৭৬ টাকা
৪।	সুপারিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সার্কেল (২)	৬টি	৩১,৬৫৬, টাকা
৫।	সেচ ও বন্যা দপ্তর	২৫টি	১,২২,০৬৪ টাকা
৬।	পরিবহন দপ্তর	১টি	১৬,৬৩০, টাকা
৭।	শ্রম দপ্তর	২০টি	৭৫,০৯৬, টাকা
৮।	ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ দপ্তর	৩৪টি	৯৪ ৬৯২, টাকা
৯।	পশুপালন দপ্তর	১৭৫টি	১,৩১ ৮০১ টাকা
১০।	সমবায় দপ্তর	৯টি	৪৮ ৫৪০, টাকা
১১।	তপশীল উপজাতি দপ্তর	১টি	৭,৪৪০ টাকা
১২।	অগ্নিনির্ব্বাহক দপ্তর	৫টি	৫২,৫৬৪ টাকা
১৩।	বনসংরক্ষন দপ্তর	২টি	৩৪,৫৮৪ টাকা
১৪।	শিক্ষা দপ্তর	৫৭টি	১,৯১,৫৩৪ টাকা
১৫।	জমি ও জরিফ দপ্তর	৪৫টি	৯৭,১৪০, টাকা
১৬।	কৃষি দপ্তর	২টি	২১,১৫৬ টাকা
১৭।	বিদ্যুৎ দপ্তর	৫৫টি	৯৬,৯৭৪ টাকা
		মোট—৪২৫টি	১১,৩৬,৪৩৫ টাকা

Postponed Un-starred Question No.—79

Name of M.L.A. : Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to State ;—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫, ৮৫-৮৬ সালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী গাড়ীগুলি মেরামতের জন্য কত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে ?

(দপ্তর ও বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী,

১। ১৯৮৪-৮৫, ৮৫-৮৬ সালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী গাড়ীগুলি মেরামতের জন্য মোট টাকা ১,২৮,০১,৬৯১·৩৭ ব্যয় হয়েছে। দপ্তর ও বছর ভিত্তিক তালিকা সাথে দেওয়া হলো :—

STATEMENT SHOWING EXPENDITU
TOWARDS THE REPAIR OF GOVT.

Sl. No.		1984-85 Rs.
1.	I. G. Prisons.	Rs. 8,768 92
2.	State Planning Machinery.	Rs. 40,127.94
3.	E. E. Rural Eng. Divn. Agt.	Rs. 25,101.31
4.	Law Department.	1,509.80
5.	Director Research.	—
6.	Rajya Sainik Board.	7,485.86
7,	Information Cultural Affairs and Tourism,	1,31,327 14
8.	I. G, Police	22,49,689 09
9,	Dte. of Panchayet.	47,004.16
10.	Chief Inspector of Factories.	4,916 00
11,	Dist. & Sessions Judge, (W).	23,214.50
12	Dy. Chief Electoral Officer.	14,236 25
13.	Director of Settlement,	42,219.85
14.	Directorate of Employment Services, Agartala.	32,515,05
15.	Dte. of Welfare for S. T.	24,170 57
16.	Weigh's & Measures.	50,845 84
17.	Director of Fire Service.	1,24,640.27
18.	A T, C.	5,340.30
19.	Dte of Statistics	6,396 20
20,	Principal Women's College.	2,850,35
21.	Director Rehabilitation,	3,500.00
22.	Director of Higher Edun.	9,751.88
23,	Addl S. P, (Vigilance)	10,636.00
24.	Labour Commission.	35,029.95

IRE INCURRED DURING 1984—85 AND 1985—86 VEHICLES BY DIFFERENT DEPARTMENTS

1985-86 Rs.	Total
Rs. 20,771.82	Rs. 29,540 74
Rs. 21,745.00	Rs, 61,872.94
26,392.75	51,494.06
13,909.36	15,419.66
5,250,00	5,250.00
12,198.40	19,684.26
1,14,049.48	2,75,376.62
24,31,727.42	46,91,416.51
63,479.93	1,10,484 09
6,626.00	11.542,00
12,526 95	35,741 45
18,112,00	32,358.25
54,958.21	97,178.06
15,268 90	47,773.95
27,299.85	51,470.42
43,106,31	98,952.15
1,55,095 20	2,30,735.17
16,943.25	22,283.55
9,621,45	16,017,65
359,40	3,209.75
8,135 00	11,635.00
43,334.20	53,086,08
10.323,60	20,959,60
46,732,93	81,762,88

Sl. No.		1984-35 Rs.
25.	Animal Husbandry,	3,98,197,31
26	Director of Health Services,	8,77,397,83
27.	Small Savings,	15,636,00
28.	Director, Tribal Rehabilitation,	28,135,20
29.	Asstt, Commissioner Taxes,	13,014 30
30.	Director Social Education,	72,229.23
31.	Director of Fisheries,	1,47,445.17
32.	Principal, B. B. E. College,	5,000 00
33	Principal, MBB College	2,876.00
34.	Dte. of School Education,	1,52,314 76
35.	Dte. of Food & Civil Suppl,	99,556,83
36.	Special Officer, Tribal Welfare,	7'049.25
37.	D. M. (North)	2,03,929,46
38.	Controller of Supplies, Calcutta.	8,510.12
		373,00
39.	Chief Conservator of Forest	3,32,330·00
40	S. A. Department	6,35,4[illegible] 52
41.	Land Records & Settlement	42,219 85
42.	Dist & Session Judge (S)	6 572 35
43	Irrigation Flood Control & P. H E. (P W D.)	5 49,166 51
44.	R. D. Department (IRDP)	1,22,241.85
45.	Deptt. of Agriculture	6,2[illegible]
46.	Dte of Industires	86,785.60
47.	D. M. & Collector, West	1,20,353.00
48.	Dte of Co-operative	78,299.92
49.	Chief Engineer, Electrical	7,04,120.20
50.	Printing & Stationery	29.050 07
51.	District & Session Judge, North	12,244 95
52.	D. M. & Collector, South	1,51,288.30
		86,78,019,19

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 27th August, 1987 at 11-00 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 10 (ten) other Ministers and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker : আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭।

প্রশ্ন

১) কাপতলী বগাচংল পুনর্বাসন কলোনীতে কবে পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল এবং এখন পর্যান্ত উক্ত কলোনীতে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে,

২) উক্ত কলোনীর অধীনে খাস জমি দখল করে আছে কিন্তু এখনও পুনর্বাসন পায়নি এমন পরিবারের সংখ্যা কত,

৩) অবশিষ্ট পরিবারগুলিকে কবে পর্য্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হবে ?

উত্তর

১) ভূমি বন্দোবস্তের কাজ ১৯৭৭-৭৮ ইং হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং মোট ৪৯টি পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। পুনর্বাসনের জন্য রাজস্ব দপ্তরে কোন পরিকল্পনা নাই। তফশীল জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্যদের

পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে। (২) ৮২ টি পরিবার, (৩) পুনর্বাসনের কাজ রাজস্ব দপ্তরের আওতায় নয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে ৪২টি পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে বলা হয়েছে, তা অবশিষ্ট মানে বাকী যারা আছে তাদেরকে কবে পর্য্যন্ত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—স্যার, এইটা পুনর্বাসনের ব্যাপার, যাই হোক, ওটা এ, ডি, সির মধ্যে পড়েছে, সুতরাং এ, ডি, সির অনুমোদন আসলে ওটার বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (অনুপস্থিত)। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার' এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮২।

প্রশ্ন

১) প্রস্তাবিত আগরতলা-শিলং টি, আর, টি, সি, লাক্সারী বাস সার্ভিস চালু হয়েছে কি না,

২) না হলে কবে পর্য্যন্ত চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়,

৩) আগরতলা-ধর্মনগর, আগরতলা-সাব্রুম। আগরতলা-শিলাছড়ি রুটে টি, আর টি সি, লাক্সারী বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

৪) আগরতলা-ধর্মনগর রুটে নাইট সার্ভিস চালু করার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কি না ?

উত্তর

১) আগরতলা শিলং টি আর টি সি লাক্সারী বাস সার্ভিস চালু করার এখন প্রস্তাব নাই। (২) প্রশ্ন আসে না। (৩) আপাততঃ নাই। (৪) আপাততঃ এই রকম কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন নাই। তবে আগরতলা ধর্মনগর, আগরতলা

•সাক্রুম এই রুটগুলিতে এক্সপ্রেস বাস চালু করা যায় কি না সেটা সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর আগের অধিবেশনে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছিলেন যে লাক্সারী নয়, এইটা অবশ্য অর্ডিনারী টি আর টি সি, বাস সার্ভিস চালুর একটা প্রস্তাব আছে শিলং-আগরতলা', সেই প্রস্তাবটা কি পর্য্যায়ে আছে ? তখন বলা হয়েছিল যে এইটা ইন্টার স্টেট-এর ব্যাপার আসাম মেঘালয়-এর কাছ থেকে পারমিশনের প্রশ্নে এইটা আটকে আছে। এইটা কতটুকু কি হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, আমরা তাড়াতাড়ি আগরতলা-শিলচরের টি, আর, টি, সি, ২টা বাস চালু করব, রেডী হয়ে গেছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই চালু করতে পারব। আর ধর্মনগর থেকে শিলং পর্যন্ত যেটা ওটা এখনও আণ্ডার করেসপনডেন্স, কারণ এইটা রিসিভ করতে হলে এরেইজমেন্ট লাগে, তার জন্য ওটা তিনটা গভর্মেন্ট ইনভলবড এই জন্যই ওটা এখনও লেখালেখির পর্য্যায়ে আছে এবং এইটা করতে গেলে আমাদের যেটা দরকার, সেটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হল এইটা নিয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— আগরতলা গৌহাটি ভায়া শিলং এ প্রাইভেট কতগুলি কোম্পানী বাস চালাচ্ছেন এবং তার ভাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী এবং স্বাভাবিক কারণেই গৌহাটি যেহেতু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হেড কোয়ার্টার সেখানে ব্যবসায়ী থেকে শিক্ষার্থী সবাইকে আসা যাওয়া করতে হয়। কাজেই সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আগরতলা-গৌহাটি ভায়া শিলং টি, আর, টি, সি, বাস চালুর জন্য সরকার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, আমিতো বলেছি এটা আপ টু শিলং এইটা আমরা লেখালেখি করছি কোন এরেইজমেন্ট হলে, আমরা যদি তার পরিকাঠামো তৈরী করতে পারি তখন আমরা দেখব ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১৩৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ ৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে কয়টি নূতন বাস রুট খোলা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২। উক্ত রুটগুলিতে কয়টি নূতন বাস চালানোর জন্য পারমিট দেওয়া হয়েছে,

৩। বর্ত্তমানে কয়টি রুটে নূতন বাস চালু আছে এবং সব রুটগুলোতে এখনও চালু না থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে মোট ৪টি নূতন বাস রুট খোলা হইয়াছে বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

সদর ও সোনামুড়া মহকুমা,

ক) আগরতলা-সোনামুড়া ভায়া তক্সাপাড়া রুট, খ) মেলাঘর-নন্দননগর ভায়া বিশ্রামগঞ্জ জি, বি, হাসপাতাল রুট।

সোনামুড়া ও উদয়পুর মহকুমা,

খ) সোনামুড়া-মহারাণী ভায়া তক্সাপাড়া রুট।

সোনামুড়া ও বিলোনীয়া মহকুমা,

গ) সোনামুড়া-বিলোনীয়া রুট।

উক্ত রুটগুলিতে আমরা দশটা পারমিট দিয়েছি, এখনও বাসগুলি নামেনি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বাসগুলি না নামার কারণটা কি, যাত্রীদের সুবিধার জন্যই তো এই বাসগুলি বুকিং করা হয়েছে, যেহেতু অন্য কোন রকমের টেন্সফোর্টের ফেসিলিটি নাই, বাসেও ভীড় হচ্ছে, যাত্রীদের দুর্ভোগ থেকেই যাচ্ছে। বাস পারমিট দেওয়া হয়েছে অথচ এখন বাসগুলি নামছে না, এইগুলি

যদি না নামে তাহলে সরকার খোঁজ করে এই সব পারমিট ক্যানসেল করে নূতন পারমিট দেবেন কি না যাতে তাড়াতাড়ি বাসগুলি রাস্তায় নামতে পারে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এই রোডগুলিতে বাস দেওয়ার নোটিফিকেশান হয়েছিল সেই টাইম কিন্তু আমরা পারমিট খুব বেশী দিন হয়নি দিয়েছি এবং পারমিটের ভেলিডিটি এখনও রয়েছে, আমরা লক্ষ্য করছি ওরা নামাতে পারে কিনা। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই, যে-সমস্ত বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং যে-সমস্ত বাস নামছে না তাতে তাঁদের কমপ্লেইন যেটা সেটা হল ব্যাঙ্কগুলি টাকা দিচ্ছে না এবং ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে আমরা আরও ১২৭টি, মিনিবাসের পারমিট দিয়েছি ৮০৭। কয়েক মাস আগে আমরা সবশুদ্ধ ৫১টি মিনিবাসের পারমিট দিয়েছি আগরতলা শহর ও অন্যান্য রোডগুলিতে গাড়ী চালাবার জন্য। কাজেই যারা পারমিট নিয়েছেন তারা ইচ্ছা করেই নামাচ্ছেন না, কারণ একটা বাস নামাতে কম পক্ষে চার লক্ষ টাকা লাগে, এইটা একটা মূল সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়েছে ।

শ্রীকেশব মজুমদার :—যে সব মিনিবাসগুলি ৮০৭ মডেলের পারমিট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি লোকাল সার্ভিস আছে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে, এখন এই বাসের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যারা যোগাযোগ করেছেন তাতে এই মডেলের বাস ব্যাঙ্ক ফিনান্স করতে রাজি হচ্ছে না। সুতরাং এই সব দিক থেকে এই বাসগুলি নামার কোন সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না। সেই ক্ষেত্রে এই ধরণের মিনিবাসের যে পারমিট দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে পরিবর্তন করে যাতে ব্যাঙ্ক ফিনান্স করতে পারে এই ধরনের পারমিট বা অন্য বাসের পারমিট ইস্যু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং থাকলে সেগুলি কত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটা দেখবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই যে মিনিবাসগুলির পারমিট আমরা দিয়েছি তার একটা সিটিং কেপাসিটি আছে এবং এই কেপাসিটির জন্য অন্য কোন মডেলের গাড়ী চাইলে যাদেরকে সম্ভবত এই জন্য কোন আপত্তি থাকবে না এবং এই ধরনের কিছু কথাও হয়েছে, তবে সিদ্ধান্ত এই ভাবে হয়নি, যারা পারমিট পেয়েছেন তারা যদি প্রেয়ার করেন তাহলে সেগুলি রিভিউ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই বাস-

গুলির পরিবর্তে যদি অন্য বাস দেওয়া হয় তাহলে তার অন্য কমপ্লিকেশান আছে সেটা হল প্রথমতঃ অনেক সরু রাস্তায় আমরা এই সমস্ত ছোট বাসদের পারমিট দিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ যে-সমস্ত বাস রুটে এখন চলে সেখানে যদি অতিরিক্ত বাসের ভীড় হয়, তার আগে আমাদের নোটিফিকেশান করতে হয়, অবলিগেশান ইনভাইট করতে হয়, প্রেজেন্ট কমোটার যারা আছেন বা চালাচ্ছেন তাদের ইন্টারেষ্ট হেমপার করছে কি না সেটাও দেখতে হয়, এই সমস্ত প্রশ্নও তার সঙ্গে জড়িত আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কৈলাশহর মহকুমার ছৈলেংটা থেকে ফটিকরায় ভায়া কাঠালছড়া এই রকম রোডগুলির কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, থাকলে তা কবে কার্যকরী হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটার আলাদা প্রশ্ন করলে ভাল হত তথাপি আমি বলছি যে কৈলাসহর থেকে ছামনু পর্যন্ত প্রাইভেট বাস প্লাই করছে এবং রিসেন্টলি আগরতলা টু ছৈলেংটা টি আর টি, সি. সার্ভিস চালু হয়েছে। কৈলাসহর ফেরিঘাট টু মনু ভায়া কাঞ্চনবাড়ী ফটিকরায়, মশাউলি হয়ে একটা পারমিট দেওয়া হয়েছে, কাজেই এখন ছৈলেংটা থেকে ছামনু হয়ে ধুমাছড়া আরেকটা বাস দেওয়ার কথা আমরা কনসিডার করছি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ধুমাছড়া কাঞ্চনপুর একই রোড এটা আলাদা কোন রোড নয়। এখন সেখানে গাড়ী কবে পর্যান্ত নামতে পারে বা এখন না নামলে দেরী হওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটাও ব্যাঙ্কের টাকা। অনেক কষ্টে একটা ছোট গাড়ী ওরা নিয়েছে। অনেক কষ্টে ওরা টাকা সংগ্রহ করেছে। আমরা আশা করছি আগামী ৩'৪ মাসের মধ্যে হয়ত গাড়ীটা নামতে পারে আপটু মনু।

মিঃ স্পীকার : —সাপ্লিমেন্টারী অনেকগুলি হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সাহা : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে পরিমিটগুলি দেওয়া হল তার ভেলিডিটি কত দিন। যদি ভেলিডিটির মধ্যে না নামান হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, নর্মেলি ৬০ থেকে ৯০ দিন যেটা মটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট, টেম্পরারি পারমিটের ক্ষেত্রে আছে। তারপর এপ্লাই করলে টাইম একস্টেনশন করা হয়। এমনও আছে যারা ২/৩ বছর আগে পারমিট পেয়েছে এবং বার বার পিটিশন করছে যে আমাদের আরেকবার চান্স দিন, আমরা নামাতে পারব। এরকমও আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মলসই।

শ্রীলেন প্রসাদ মলসই :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯।

মিঃ স্পীকার : —এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৯।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৯।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার স্থাপনের জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছে কি না,

২। ঠিক হইয়া থাকিলে প্রস্তাবিত স্থানের নাম এবং এরিয়ার বিবরণ ?

উত্তর

১+২। মহকুমা পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

মিঃ স্পীকার : —মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬১

মিঃ স্পীকার : —এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রত্যেকটি শহরকে উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে-সমস্ত প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তার কোন অনুমোদন এসেছে কিনা ; এবং

২। যদি আসে কোন শহরের জন্য কত টাকা অনুমোদন এসেছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার উদয়পুর, কৈলাসহর ও ধর্মনগরকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে উদয়পুর ও কৈলাসহরটি পূর্বে অনুমোদিত, ধর্মনগর কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

২। কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত উদয়পুর শহরের জন্য প্রদেয় ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩২ লক্ষ টাকা এবং কৈলাসহরের জন্য প্রদেয় ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন।

স্যার, এখানে ধর্মনগরের ব্যাপারে লেটেস্ট যেটা গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া জানিয়েছে সেটা হল ল্যাণ্ড একুইজিশনের ব্যাপার। ল্যাণ্ড একুইজিশনের যে প্রসিডিউর সে প্রসিডিউর ওদের জানালে পরে ওরা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করবে। তবে আমরা এরকম ইণ্ডিকেশন পেয়েছি যে ওরা নেবে। এ পর্য্যন্ত টাকা আমরা যা পেয়েছি তা হল ১৯৮০-৮১ সালে উদয়পুর হাতে নেওয়া হয়েছিল। তারপর এই ৭ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে দিয়েছেন ৪৮ ১৮ লক্ষ টাকা। কৈলাসহরের ব্যাপারে ১৯৮৪-৮৫ তে সম্মতি দেন এবং ৪০ হাজার টাকা দেন। ১৯৮৬-৮৭ তে ১০ লক্ষ টাকা দেন এবং সর্বমোট ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেন। রাজ্য সরকার ১২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪ লক্ষ আর ১৯৮৬-৮৭ সালে ৮ লক্ষ দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩২।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩২।

শ্রীখগেন দাসঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী থেকে সমগ্র রাজ্যে ১৯৮৭ ইং মার্চ অব্দি মোট কতজন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ;

২। যাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি ও অন্যান্যদের পৃথক পৃথক হিসাব।

উত্তর

১।	ভূমিহীন	২৪,৮২৩ জন
২।	গৃহহীন	১২,৪৪৯ জন
	ভূমিহীন ও গৃহহীন	২৪,২৩১ জন
		মোট—৬১,৩০৪ জন

২।

	তফসিলী জাতি	তফসিলী উপজাতি	অন্যান্য	মোট
ভূমিহীন	৪,৮৭৭	৬,৬৫৯	১৩,০৮৭	২৪,৮২৩
গৃহহীন	২,৭২৯	৩,১৭৫	৬,৫৪৫	১২,৪৪৯
ভূমিহীন ও গৃহহীন	৪,৪২৩	৯,৫৬৫	১০,২৪৪	২৪,২৩২

মোট—৬১,৩০৪ জন

শ্রীসমীর দেব সরকার :-সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আমার মূল বক্তব্য ছিল যেটা সেটা হল ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মোট কতজন গৃহহীন, ভূমিহীন ও অন্যান্যকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে কতজন আছেন।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭-এর মার্চ পর্য্যন্ত এস. টি. মোট দেওয়া হয়েছে ৯২,১৮৭ জনকে (বিরানব্বই হাজার একশত সাতাশি)।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৮-৮৭ এর মার্চ পর্য্যন্ত এস, সি, এবং এস, টি, কে দেওয়া হয়েছে মোট ৯২,১৮৭ জনকে, তারমধ্যে এস, টি, হচ্ছে ৩১,৮৯ জন এস, সি, হচ্ছে ১৭,১২১ জন এবং অন্যান্য ৪১,১৭৬ জন। তিনটে ক্যাটাগরী ল্যাণ্ডলেস, হোমলেস এবং ল্যাণ্ডলেস এণ্ড হোমলেস বোথ।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইতিমধ্যে যে রিভিসন অব্ সার্ভে চলছে তাতে সব জায়গায় অবশ্য সার্ভো শেষ হয়নি, সেখানে ব্যাপক অংশের মানুষ ভূমিহীন, গৃহহীন এবং ভূমিহীন অথবা গৃহহীন তারা খাস জমি দখল করে বাস করছেন। কিন্তু

যেহেতু এখনো রিভিসন অব্ সার্ভে শেষ হয়নি, তাই তাদের সেই জমি এলোটমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে না। ফলে তারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত হলে সরকার থেকে যে আর্থিক অনুদান বা সাহায্য পাবার কথা তা তারা পাচ্ছেন না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত জায়গায় ভূমিহীন অথবা গৃহহীন এবং ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলিকে অতি সত্তর পুনর্বাসন দেবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের দুটি সাব ডিভিসনে এখন বিভিশন অব্ সার্ভে হচ্ছে না, এই দুটি সাব ডিভিসন হচ্ছে অমরপুর এবং সাব্রুম। সেই জায়গায় বিশেষ টিম ডিষ্ট্রীক্ট এডমিনিস্ট্রেসন এবং এস, ডি, ও-কে নিয়ে গঠন করা হয়েছে যাতে এলোটমেণ্টের কাজ তাড়াতাড়ি করা যায়। আবার যে-সমস্ত সাব ডিভিসনে রিভিসন অব্ সার্ভের কাজ শুরু করা হয়েছে কিন্তু সাব ডিভিসন বড় হওয়ায় সব জায়গায় সার্ভের কাজ করা যাচ্ছে না যেমন ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর এই রিভিসনের আওতায় পড়ে নি সেখানে একটি সাব-টিম গঠন করা হয়েছে। এবং এই টিমের কাজ সেখানকার এস, ডি, ও, দেখছেন। আর বাকিটা সেটেলমেণ্ট দেখছেন। দ্বিতীয়তঃ রিভিসনের কাজ শেষ হয়ে গেছে এমন কয়েক হাজার রয়েছে সে কেসগুলিকে এ, ডি, সি র কাছে পাঠানো হয়েছে। ওরা সেটা অনুমোদন দিলে আমরা সেখানে ভূমি বন্দোবস্তর কাজ হাতে নিতে পারব।

শ্রীসমীর দেব সরকার : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সালে কত পরিমাণ ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং সরকারের পরিকল্পনায় কত পরিমাণ টারগেট রয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মনে হচ্ছে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় ১২ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের এলোটমেণ্ট দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনায় টারগেট রয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট কাউন্সিল এরিয়ার মধ্যে কতজন এস, সি, এবং এস টি, কে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন

এলে তার জবাব দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এ, ডি, সি, এরিয়ার মধ্যে যে-সমস্ত খাস জমি পড়ছে তার মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া সে সমস্ত জমি কিভাবে ব্যবহার করা হবে বা কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার সবটাই জেলা পরিষদের উপর নির্ভর করবে। কাজেই এই জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত এই জমিগুলিকে জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী ব্যবহার করার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস : মি: স্পীকার স্যার, রিভিসন অব্ সার্ভের কাজ শেষ হলে আমরা প্রস্তাব পাঠাব এ, ডি সি, র কাছে। তারা যদি মনে করেন যে এই জমি দেওয়া যাবে না তারা অন্য কাজে ব্যবহার করবেন তারা সেটা স্ক্রুটিনি করে হয় তাদের অনুমোদন দেবেন, না হয় তারা অনুমোদন দেবেন না। তাদের এপ্রোবল ছাড়া তো কিছু করা যাবে না। তার জন্যে আগে তাদের এপ্রোবলের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে।

শ্রীজহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকাতে জমির এলোটমেণ্ট দিতে অনেক বিলম্ব হয়, যেটা আমি আমার অমরপুরে দেখেছি সেখানে ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হবার আগে যে এ, ডি, সি, ছিল—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, এ, ডি, সি, কেন বিলম্ব করছে এইটা যাতে এখানে আলোচনা না হয় তার জন্য আমি হাউসের পক্ষ থেকে আপনার কাছে অনুরোধ করছি। এ, ডি, সি, তাদের এলাকার জমির মালিক এবং তাদের অনুমোদন না নিয়ে তাদের এলাকার কোন জমি এলোটমেণ্ট দেওয়া যায় না সেটা এবসোলিউটলি হচ্ছে এ, ডি, সি, র এক্তিয়ারে এইটা মাননীয় সদস্য জানেন না বলে সম্ভবত: তিনি এই ধরনের সাপ্লিমেণ্টারী উপস্থিত করছেন। এই সাপ্লিমেণ্টারী এ, ডি, সি, র মেম্বারদের মাধ্যমে করতে হয়, যে কেন তারা বিলম্ব করছেন। সেটা এ, ডি সি, র এক্তিয়ারে, তারাই ফুল অথারিটি।

শ্রীজহর সাহা : স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ, ডি, সি, যে বিলম্ব করছে তার কারণ

কি কারণ সরকারই তো—

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য এ, ডি, সি, কেন বিলম্ব করছে সেটা এখানে আলোচিত হতে পারে না। আপনি বসুন।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৬৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : —মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৬৩।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় জম্পুই হিল ও দামছড়ায় টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না,

২। যোগাযোগ করা হয়ে থাকলে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। উত্তর ত্রিপুরার জম্পুই হিল ও দামছড়ায় টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছে যে, ৭ম যোজনায় তাহাদের উক্ত স্থানে টেলিফোন সার্ভিস চালুর কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু এই জম্পুই হিল এবং দামছড়া ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল, এই অঞ্চলের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ না থাকায় এই অঞ্চলগুলি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কাজেই এই অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অতি তাড়াতাড়ি টেলিফোন স্থাপনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কি না তা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮২ সাল থেকেই আমরা চেষ্টা করছি, শুধু এই দুইটি জায়গার জন্যেই নয়, এইগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি প্রায় ৩৭টা প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে অতি সত্বর টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। আমরা ১৯৮২ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ দপ্তরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা

করছি। কিন্তু এখনো কেন্দ্রিয় সরকারের যোগাযোগ দপ্তর এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—এটা তো একটা নতুন জায়গায় টেলিফোন লাইন একস্‌টেনশন করার প্রশ্ন। কিন্তু যেখানে ইনস্‌টল করা হয়েছে সেখানেও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে কিনা। মাসের পর মাস টেলিফোন বন্ধ থাকা সত্বেও টেলিফোন চার্জ দিতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এটা তো বারে বারেই করা হয়েছে। ১৯৮০ সনের ফ্লাডের পর থেকেই বারে বারেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে মুখ্য মন্ত্রী লিখেছেন। সময়ে সময়ে অ্যাস্যুরেন্স দিয়েছেন। এইভাবে কনটিনিউয়াস প্রসেস চলছে এবং আমরা দেখছি যে টেলিফোনের ব্যাপারে তাদের যে উদ্যোগ তার অভাব রয়েছে। এখান থেকে তেলিয়ামুড়া কনটাক্ট করে পাওয়া যায় না। বেশী দূরের কথা বলে লাভ নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া শহর একস্‌টেনশান করার জন্য ধলিরাই জলা অধিগ্রহণ করিবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি না :

২। করে থাকলে কবে নাগাদ উহা অধিগ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সোনামুড়া শহর একস্‌টেনশান করার জন্য ধলিরাই জলা অধিগ্রহণ করিবার কোন পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিকলাল রায়: সোনামুড়া শহর একসটেনশানের জন্য বহু পূর্বেই জনসাধারণ দাবী রেখেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা ও বিভিন্ন অফিস বৃদ্ধির ফলে শহরের একসটেনশান জরুরী ভিত্তিতে একান্ত প্রয়োজন। সোনামুড়া শহরটা এত কনজেসটেড যে গাড়ী রাখা বা গাড়ী ঘুরানো অসুবিধা হয়ে পড়ে। বিভিন্ন অফিসগুলি, যেমন ফায়ার সার্ভিস, এডুকেশান অফিস, পি, ডবলিউ, ডি, অফিস, ব্লক অফিস, পাবলিক লাইব্রেরী এই সমস্ত অফিসগুলির অ্যাকমোডেশান দেওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। তার জন্য সোনামুড়ার দাবীটা সরকার বিবেচনা করে তার একসটেনশানের ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার:—আমরা নোটিফায়েড অথরিটিকে দায়িত্ব দিয়েছি। ওরা দেখছেন সবকিছু। ৯টা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি আছে এবং আরও দুটি করা হচ্ছে। এটা ঠিক শুধু সোনামুড়ায় নয়, সব সাবডিভিশনগুলিতে এইরকম জায়গা কম হয়ে যাচ্ছে এবং কনজেসটেড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সম্পর্কে সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলি এটা করবেন তারা যদি প্রস্তাব দেন তাহলে করা যেতে পারে। কারণ এটার সংগে হিউজ মানি ইনভলভড আছে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীঅনিল সরকার — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে হরিজনদের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ।

২। এই প্রকল্প অনুযায়ী বিগত ৫ বৎসরে কতজন হরিজন উপকৃত হয়েছেন তার সংখ্যা?

উত্তর

১। ১) রাজ্যে হরিজনদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:—

ক) কাঁচা পায়খানা সেনেটারীতে রূপান্তর ক্রমে অপরিচ্ছন্ন কাজ থেকে হরিজনদের মুক্তি।

খ) হরিজনদের জন্য কালিকাপুরে 'শহীদ ভগত সিং' কলোনী স্থাপন এবং তথায় সর্বসুবিধাযুক্ত ৪৮টি পাকা বাসগৃহ নির্মাণ ও ভূমি এবং বাসগৃহ ৯৯ বৎসরের লীজ দান।

গ) হরিজনদের জন্য আগরতলায় ভি, এম, হাসপাতালের বিপরীত দিকে ৪০ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ।

ঘ) হরিজন ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তি।

ঙ) অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত হরিজন পরিবারের ছাত্রদের জন্য প্রাক মেট্রিক বৃত্তি।

চ) তপশীলি কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রান্তিক ঋণ দান প্রকল্প।

ছ) ভূমিহীন কৃষি/অকৃষি হরিজন পরিবারদের পুনর্বাসন প্রকল্প।

জ) হরিজনদের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন।

ঝ) নন্-ট্রেডিশন্যাল ট্রেইডে হরিজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঞ) হরিজন চর্মশিল্পীদের জন্য ওয়ার্ক কেবিন নির্মাণ প্রকল্প।

২। ২)	পরিকল্পনার নাম	বিগত ৫ বৎসরে কতজন হরিজন উপকৃত হয়েছেন তার সংখ্যা
ক)	কাঁচা পায়খানা সেনেটারীতে রূপান্তরক্রমে অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি	৯৭ জন হরিজন
খ)	হরিজনদের জন্য কালিকাপুরে 'শহীদ ভগত সিং' কলোনীতে বাসগৃহ বণ্টন	৪৩ পরিবার
গ)	ছাত্রাবাসে থেকে হরিজন ছাত্রদের পড়াশুনা করার সুযোগ দান	৩৭ জন ছাত্র
ঘ)	হরিজন ছাত্রদের বিশেষ বৃত্তি	৪০৬৯ জন ছাত্র
ঙ)	অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত হরিজন পরিবারের ছাত্রদের জন্য প্রাক্ মেট্রিক বৃত্তি	৩৮ জন ছাত্র
চ)	তপশীলি কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রান্তিক ঋণদান প্রকল্প	৩২০ পরিবার
ছ)	ভূমিহীন কৃষি/অকৃষি হরিজণ পরিবারদের পুনর্বাসন প্রকল্প	২০৭ পরিবার এবং ব্যয় ৭,৫৪,১০০'০০ টাকা
জ)	হরিজনদের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন	৫টি কেন্দ্র
ঝ)	নন্-ট্রেডিশনাল ট্রেইডে হরিজনদের সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ	১১৫ জন

ঞ) হরিজন চর্মশিল্পীদের ওয়ার্ক কেবিন নির্মাণ প্রকল্প ৩৪৫ জন

শ্রীনকুল দাসঃ—সারা দেশের মধ্যে যেখানে আমরা দেখি অ্যাট্রোসিটি হচ্ছে হরিজনদের উপর -কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিতে সেখানে আমাদের রাজ্যে এমন কোন ঘটনা আছে কিনা এবং যদি না থাকে তাহলে কেন নেই ?

শ্রীঅনিল সরকার : আমাদের রাজ্যে এ ধরণের কোন ঘটনা নেই। কারণ আমাদের রাজ্যের জনগণ খুবই সচেতন এবং এখানে জাত পাতের কোন বিভেদের স্থান নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার - এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তৈদু ও অম্পি এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানেরা গাড়ীর অভাবে অমরপুর বি, ডি, সি, মিটিং কিংবা মহকুমা অফিসে নিয়মিত যাতায়াত করতে পারেন না;

২। এবং উক্ত অসুবিধা দূর করতে অমরপুর বি, ডি, সি, কয়েকবার প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ;

৩। সত্য হইলে এর পরিপ্রেক্ষিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ইহা আংশিক সত্য।

২। বিগত ১১ | ১০ ' ৮৫ইং তারিখে চলাচলের অসুবিধার কারণে উক্ত পথে চারটি বাস চলাচলের জন্যে বি, ডি, সি প্রস্তাব নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৩। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে উক্ত পথে অমরপুর আসা যাওয়ার জন্যে তিনটি টি, আর, টি, সি, বাস দেওয়া হয়েছে।

একটা আগরতলা থেকে ডাইরেক্ট, আর একটা তেলিয়ামুড়া থেকে রাঙামাটি ঘাট,

আর একটা ঐদিনই রাঙামাটি ঘাট থেকে ফিরে আসে বিকেলে। যেটা অসুবিধা সেটা হলো বিকেলের দিকে যে বাসটা ফিরে আসে সেটা একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসে—সাড়ে তিনটায়। তাতে বি, ডি, সি, মিটিঙে যারা যান তাদের ফিরতে দেরী হয়। এতে তাড়াতাড়ি তারা কাজ সারতে পারেন না। বিষয়টার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমরা এটা বিবেচনা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : - আমি খুবই আনন্দিত যে তিনি এটা দেখবেন বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে বাসটা চলে সেটা আসে অম্পি অম্পি। কিন্তু অমরপুর অফিসের সঙ্গে যুক্ত আছে তৈদু অঞ্চলটা। ১০ / ১২ জন লোককে ফিরে আসতে হয় তৈদু এলাকায়। তারা আর ফিরতে পারে না। তৈদুর প্যাসেঞ্জারদের দিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তাছাড়া আগরতলার যে বাসটা সেটা সাড়ে আটটায় যাওয়ার কথা। কিন্তু ৯টার আগে ছাড়তে পারে না। এমন কি ১১টা ও ১২টা হয়ে যায়। সেটা গাড়ীর গণ্ডগোলের জন্য নয়। সেটা ম্যানেজমেণ্টের জন্য। আমি নিজেও ভুক্তভোগী। সেটার ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— বিকালের সার্ভিসটা যাতে তৈদু পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব। আর গাড়ী ছাড়তে দেরী হয় বলে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা নিশ্চয় ম্যানেজমেণ্টদের ক্রটি। তারপর, গাড়ীগুলি নিয়মিত আসা যাওয়ার যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে সব কিছু না জেনে এই ফ্লোরে গ্যারাণ্টি দেওয়ার কিছু অসুবিধা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— যখন লাষ্ট বাসটা ছাড়ে তখন কাজ কর্ম সেরে আর বাসটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া অমনিতে থাকারও কোন ব্যবস্থা নাই, অনেক লোকেরই আরজেণ্ট কাজও থাকতে পারে, কাজেই যাত্রীদের দুর্ভাগ্যের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও নিশ্চয় অনুভব করতে পারেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এটার উত্তর তো আমি আগেই দিয়েছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮।

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা পূর্ব, আগরতলা পশ্চিম ডুকলি এবং সিধাই মোহনপুর তপশীল সমূহে ১৯৮২ইং সনের জানুয়ারী হতে ১৯৮৭ইং সনের ১৫ই যে পর্যন্ত জনসাধারনের নিকট হতে প্রাপ্ত কত সংখ্যক নামজারির দরখাস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অপেক্ষায় পড়ে আছে ?	মোট ৮০৪টি
২) তন্মধ্যে গত এক বৎসরের অধিক এবং এক বৎসরের অধিককাল যাবৎ পেনডিং অবস্থায় আছে, এমন দরখাস্তের মোট সংখ্যা কত ? এবং	(ক) এক বৎসরের অধিককাল জমা আছে—মোট ২৫৫টি। (খ) এক বৎসরের অধিককাল জমা আছে—মোট ৫৪৯টি।
৩) সমস্ত নামজারির দরখাস্তগুলির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?	অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নামজারির করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নামজারী করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে যাদের ২/৩ কানি জমি আছে, তাদের জমির নামজারী না হলে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে বা অন্য কোন কাজ করার ক্ষেত্রে নানা রকমের অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই কত দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, কত দিনের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে, তার কোন গ্যারান্টি এখুনি দেওয়া যাবে না। তবে আমরা এর জন্য একটা স্পেশাল টিম গঠন করেছি, তারা এক এক করে তিনটি মৌজার নামজারীর কাজ শেষ করবেন। তাছাড়া দেরী

হওয়ার কারণগুলি হল এরূপ :—

১) অনেককে নোটিশ দিলেও তারা সময় মত আসেন না, ফলে আবার তাদের নোটিশ দিতে হয়।

২) নামজারী করার সময় যে সমস্ত কাগজপত্র দেখানোর প্রয়োজন, তা তারা দেখাতে পারেন না।

তাই যেগুলির কাগজপত্র পরিস্কার আছে, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে সদর মহকুমার কৃষনকিশোর নগর মৌজার জমির নামজারী করার সময়ে জমির মালিকদের সিটিজেনশীপ না থাকলে, ভোটের লিষ্টে নাম আছে কিনা তা দেখাতে হয় ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় যে সব জমির মালিকের দলিল-পত্র পুড়া গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাদের দলিলের নকল পাওয়ার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— জমির মালিকেরা এস, ডি, ও, অফিস অথবা ডিসষ্টিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান থেকে তাদের অরিজিন্যাল কাগজ-পত্র পেতে পারেন।

শ্রীভানু লাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশালগড় রেভিনিয়্য মৌজার জমি-জমার নামজারী করার সময় জমির মালিকদের কাছ থেকে সীটিজেনসীপ কার্ড অথবা ভোটার লিষ্টে নাম আছে কিনা জানতে চাওয়া হয় না অথচ কৃষনকিশোরনগর মৌজার ব্যাপারে এসব চাওয়া হচ্ছে কেন, জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— এটা আমি দেখব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে সিধাই মোহনপুর

এলাকায় অনেক জমির মালিক আছেন, যারা ৩০/৩৫ বছর আগেই এসব জায়গা জমি কিনেছেন, ততকালীন মুসলমান বাসিন্দাদের কাছ থেকে এবং নাম জারী করার সময়ে সেই সব মুসলমান জমির মালিকদের পুরানো দলিলও বর্ত্তমান মালিকদের কাছে চাওয়া হচ্ছে, এর কারণটা কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা আপনার প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাত্র দুই বছর আগে এসে যারা জমি-জমা কিনেছে, তাদেরগুলি নামজারী হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে, আর যারা ৩০/৩৫ বছর আগে এসে জমি-জমা কিনলো, তাদেরগুলি নামজারী হচ্ছে না, এটা কেমন কথা ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, রেজিস্টার্ড দলিল না হলে, এটা করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজনে সিভিল স্যুট করতে হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, যারা ৩০/৩৫ বছর আগে জমি খরিদ করেছেন তারা যদি পুরানো দলিল দেখাতে না পারেন, তাহলে তাঁদের বলা হচ্ছে বাংলাদেশী, তাদের নামে কোন জমির নামজারী করা হবে না, এর কারণ কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় সদস্যকে আমি বলেছি যে টি, এল, আর দেখতে হবে এবং সিভিল স্যুট করতে হবে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১০৭, ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১০৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বিধানসভার পক্ষ থেকে একটি সবদলীয় প্রতিনিধি দল সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রেল সম্প্রসারণের কিরূপ দাবী পেশ করেছেন ?

২। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নিকট আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য জমি জেনেছেন কি না ?

৩। যদি চেয়ে থাকেন তবে তা কবে চেয়েছেন এবং

৪। বিগত ৮ই মে তারিখে সারা রাজ্যে রেলের দাবীতে কত লোক গ্রেফতার বরণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা বিধান সভার পক্ষ থেকে একটি সবদলীয় প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী রাখেন যে ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থকে সামনে রেখে ১৯৮৭-৮৮ সালের আর্থিক বছরের অগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে হইবে এবং আগামী যোজনায় এই প্রকল্পটি যাতে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হইতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

২। কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য জমির কোন প্রস্তাব দেয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বিগত ৮ই মে তারিখে সারা রাজ্যে রেলের দাবীতে মোট ৭৭২৭০ জন লোক গ্রেফতার বরণ করিয়াছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের কাছে কোন জমি দেওয়ার প্রস্তাব দেয় নাই। অথচ আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার রেল সম্প্রসারণের জন্য জমি চেয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকার তা দিচ্ছে না। এইসব প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলের জন্য যে জায়গা সেটা আমরা দিয়েছি। কিন্তু আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন জায়গা রাজ্য সরকারের কাছে চান নি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, রেল সম্প্রসারণের জন্য কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত কোন সার্ভে হয়েছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য সার্ভে হয়েছে এবং সার্ভের রিপোর্ট'ও রেল বোর্ডের কাছে সাবমিট করা হয়েছে। এরপরে ভারত সরকার আমাদেরকে বলেন যে প্‌ল্যানিং কমিশনের কাছে প্রোপোজাল পাঠানোর জন্য। আমরা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে প্রোপোজাল পাঠিয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭ম যোজনায় এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। যার জন্য ত্রিপুরার মানুষ আন্দোলন করছেন।

শ্রীমানিক সরকার :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে ১৯৮৬ সালের ১৭ই জুন কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমাধব রাও সিন্ধিয়া আমাদের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে জানিয়েছিলেন যে কুমারঘাট থেকে আগরতলা রেল পথের যাবতীয় সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। সেটা ১৩০ কি, মি, হবে এবং ২৮২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই চিঠিতে আরও বলেছেন যে ইট ইজ নট প্রোফিটেবল। এর পরে আমরা প্রোপোজেল প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠালে তারা বলেছেন যে ৭ম যোজনায় করা যাবে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এই চিঠিটির রেফারেনস আমার কাছে নেই। তবে কত টাকা লাগবে এবং তার রিটার্ণ কত পার্সেণ্ট হবে সেটা আমার কাছে আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে গত ৭ই এপ্রিল ত্রিপুরার বিধানসভা থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই সময়ে ত্রিপুরার সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেন এবং ২৪ লক্ষ ত্রিপুরা বাসীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য রেল আবশ্যক এই দাবী তারা তুলে ধরেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে ৯৮ হাজার ঘাটতি হবে এই জন্য রেল সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরার বিধানসভার একটা সর্বদলীয় দল অর্থের বরাদ্দের দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এখন প্রতিনিধি দলে ছিলেন মা নীয় মানিক সরকার, মতিলাল সাহা, বিদ্যা দেববর্মা এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়গণ। এম, পি, দের মধ্যে শ্রীবাজুবন রিয়াং এবং শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

কিন্তু তাদেরকে কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয় নাই। যার জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আন্দোলন চলছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১১৭, ট্রেনসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১১৭

প্রশ্ন

১। দুর্গানগর চেলিখলা বক্সনগরের এলাকায় জনসাধারণ সুবিধার জন্য আগরতলা বক্সনগর ভায়া বিশালগড় রুটে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত রুটে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আগরতলা বক্সনগর ভায়া বিশালগড় রুটে বর্তমানে টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চন আওয়ারের সময় শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES "A" & "B")

REFERENCF PERIOD.

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয়

সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়-এর নিকট থেকে পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে গত ৪ঠা জুলাই সদরের সিপাহীজলাতে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক ডি, ওয়াই, এফ, আই, কর্মী গোপাল নন্দীর খুন হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :- আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৮শে আগস্ট হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ২৮শে আগষ্ট বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। মাননীয় সদস্য হাউসে উপস্থিত আছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ মহোদয়কে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ :— মিঃ স্পীকার, স্যার আমার রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হচ্ছে--

গত ১৯-৭-৮৭ইং সিধাই থানার অন্তর্গত বোধজং গাঁওসভার ভুপাবাগান রেশন শপের মালিক জনৈক হেমন্ত কুমার ঘোষ মহাশয় ১২ বস্তা চাউল ও ৪০০ কেজি চিনি আত্মসাৎ ও পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার আহবান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন

তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ৩১শে আগষ্ট হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ৩১শে আগষ্ট হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়-এর নিকট থেকে। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দাস মহোদয়কে আহ্বান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে এখানে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হচ্ছে :—
গত ১২ই মে, ১৯৮৭ইং বেলা প্রায় পৌণে ১২ ঘটিকার সময় বিধায়ক কর্ণেল প্রসাদ মালসইকে সশস্ত্র উগ্রপন্থী টি, এন, ভি, দল কর্তৃক খুন করার উদ্দেশ্যে বল পূর্বক অপহরণ করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ এখন অথবা পরে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৩১শে আগষ্ট হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ৩১শে আগষ্ট হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য হাউসে উপস্থিত আছেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

১৬-৮-৮৭ তারিখে চড়িলামের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আড়ালিয়া গ্রামে সশস্ত্র হামলায় লাকড়ী বিক্রেতা সফর আলীকে মারাত্মক ভাবে আহত করা সম্পর্কে।

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২৮শে আগস্ট একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২৮শে আগষ্ট বিবৃতি দিবেন।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য হাউসে উপস্থিত আছেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—

গত ৭ই জুলাই, ১৯৮৭ইং সকাল বেলা প্রায় ১১ টা মিনিটে দামছড়া বাজারে আনন্দমার্গীয়দের দ্বারা টাইম বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন নিহত ও প্রায় ৪০ জন আহত হওয়া সম্পর্কে।

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দুইটি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার, স্যার আমি এ সম্পর্কে ৩১শে আগস্ট হাউসে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে হাউসে ৩১শে আগষ্ট বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ পেয়েছি মাননীয় সদস্যদ্বয় শ্রীরসিকলাল রায়, শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ ও শ্রীমতিলাল সরকার মহোদযের কাছ থেকে। বিষয় বস্তু এক হওয়ায় নোটীশটি ক্লাবেন্ডেড হল। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদ্বয় হাউসে উপস্থিত আছেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটীর বিষয় বস্তু হল :—

গত ২০শে জুলাই রাত অনুমান পৌনে ৯টায় কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক সোনামুড়া বিভাগের নলছড় গাঁওসভার প্রাণজিৎ দেব নাথ নিহত হওয়া, অবিনাশ দাস, গৌরাঙ্গ দাস ও অমল দে গুরুতর আহত হওয়া এবং অবিনাশের দোকানে অগ্নি সংযোগ হওয়া এবং ২১শে জুলাই, ১৯৮৭ইং নিহত প্রাণজিৎ দেব নাথের শব দেহের মিছিলে বোমা বিস্ফোরনের ঘটনা সম্পর্কে।

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটীর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ সম্পর্কেও আমি ৩১শে আগষ্ট বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ৩১সে আগষ্ট বিবৃতি দেবেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যায়, ২৫শে আগষ্ট আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আনার জন্য নোটিশ দিয়েছিলাম। আমার প্রস্তাবটির কি হল ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ৩টা হয়ে গেছে। আমি পরে দেখব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমারও ছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি দেখব।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ-টির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

গত ১৩ই মে অমরপুর মহকুমা গণ্ডাছড়া বাজারের উত্তর দিকে উল্‌টাছড়া নামক স্থানে উগ্রপন্থী টি, এন, ভি, কর্তৃক তিনজন বি, এস, এফ, জোওয়ান অসামরিক ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, গত ১৩ই মে অমরপুর মহকুমার গণ্ডছড়া বাজারের উত্তর দিকে উল্‌টাছড়া নামক স্থানে কোন ঘটনা ঘটে নি।

তবে ১৪ই মে ১৯৮৭ইং বেলা অনুমান সকাল ৬টার সময় ৫২ নং বি, এস, এফ, ব্যাটেলিয়নের ১০ জন জোওয়ান একটি গাড়ীতে রেশন নিয়ে ডাঙ্গাবাড়ী হতে গণ্ডাছড়া অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে গণ্ডাছড়া থানাধীন আজুছড়া নামক স্থানে ২০/২৫ জন এর একটি উগ্রপন্থী দল হঠাৎ গাড়ীটির উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। ফলে এই বাহিনীর সাব ইনসপেক্টর স্বরূপ সিং কনেষ্টবল যোগিন্দর সিং এবং ২ জন উপজাতি পুরুষ ঘটনাস্থলে নিহত হন। এ ছাড়া বি, এস, এফ-এর ২জন জোওয়ান ২জন উপজাতি পুরুষ, ১ জন উপজাতি মহিলা এবং ৩জন অউপজাতি আহত হন। তাহারা সবাই উক্ত গাড়ীতে ছিলেন। আহতদের সবাইকে গণ্ডাছড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখান থেকে ঐ দিনই ৫ জনকে আগরতলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহত-দের মধ্যে উপজাতি মহিলা শ্রীমতী বাসন্তী চাক্‌মা এই দিনই সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ-এর সময় জি. বি, হাসপাতালে মারা যান।

উগ্রপন্থীগণ ঘটনাস্থল থেকে একটি এস এল, আর, ৬টি গুলিসহ ২টি মেগাজিন এবং একটি বেস্‌নেট স্কেকোর্ট লুট করে নিয়ে যায়। উগ্রপন্থীরা গাড়ীটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে গাড়ীটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উক্ত ঘটনায় গণ্ডাছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৩০২ | ৪৩৬ | ৩২৬ | ১২১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪(২)৮৭ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ ৭.৬২ বোরের ৭টি কার্তুজ, ৯ এম, এস, বোরের ২টি খালি বাক্স ৩০৩ বোরের ৪টি মিস ফায়ার্ড কার্তুজ, ১০টি তাজা গুলি (এর মধ্যে ৭টিতে পি, ও, এফ, মার্কা ছিল) ,৩০৩ বোরের ৯৭টি খালি কার্তুজ, এর মধ্যে ৪ টিতে পি ও, এফ মার্কা ছিল), ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ৮টি হাতে লেখা পোষ্টার উদ্ধার করেন। পোষ্টারগুলিতে লেখা ছিল :--

1) Indians go to India
2) Naga Manipuri Freedom Fighter Long live
3) Sikh Khalisthan Long live
4) Free Tripura Long live
5) Indian Free go to India
6) Mujahind Long live
7) T N V Long live 2 Nos.

(টি, এন, ভি, লং লিভ-এর উপর ২টি পোষ্টার ছিল)

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে এই ঘটনার সংগে জড়িত সন্দেহে বিগত ১৭, ৫, ৮৭ইং গ্রেপ্তার করেন এবং সকলেই বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছেন।

১) শ্রীমিত্রজয় রিয়াং পিতা—কইয়াবাই রিয়াং
২) শ্রীউপেন্দ্র রিয়াং, পিতা - ইন্দ্রজিৎ রিয়াং
৩) শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা, পিতা— অখিরাই ত্রিপুরা

সকলেই কলাছড়ির বাসিন্দা
ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফেকেশান স্যার, যাদেরকে ধরা হয়েছে তারা সবাই টি, ইউ, জে, এস-এর লোক এবং প্রথমতঃ এই উগ্রপন্থী দলটি কালাঝাড়ি পাহাড়ে রাত্রিতে অবস্থান করে এবং কালাঝাড়ি টি, ইউ, জে, এস প্রধানের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে তারা রাঙ্গাঝাড়িতে আসে এবং কাছাকাছি যারা আছেন, গগনজয় রিয়াং, লালমোহন বাইকক এবং গগনজয় রিয়াং-এর ছেলে উগ্রপন্থী দলের

সঙ্গে যুক্ত এটা এলাকাবাসী জানেন, ওখানে এসে পরের দিন সকালবেলা উল্টাহুড়া আক্রমণ করেন এবং এদেরকে এরেষ্ট করার পর কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস এবং আমি যতটা শুনেছি ওখানকার জনগণ বলেছেন যে আমাদের হাউসের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় নাকি এখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা সবাই মিলে থানায় গিয়ে ঘেরাও করেন এবং দাবী তোলেন যে এদেরকে এরেষ্ট করা যাবে না এদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। গণ্ডাছড়া গাঁওপ্রধান ও সন্তোষ সাহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস (আই) ও টি, ইউ, জে, এস, সবাই মিলে থানায় গিয়ে দাবী তোলেন যে উগ্রপন্থী সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। এরা সব কংগ্রেসের লোক, টি, ইউ, জে, এস দলের লোক। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং থাকলে এ সম্পর্ক কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেসব ঘটনার কথা বলেছেন সেগুলি সত্য। দেখা গেছে সবগুলি সশস্ত্র হামলায় টি, এন ভি, স্থানীয় ভাবে কিছু সহায়ক শক্তি যোগাড় করে। এ ক্ষেত্রেতেও তাই। ২০/২৫ জন সশস্ত্র টি, এন ভি, ছিল না তাদের সহায়ক শক্তি ছিল। যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাদের স্বীকৃতিতে এবং যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের স্বীকৃতিতেও আছে যে তারা সহায়ক শক্তি হিসাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা আশ্রয় দেন। রাত্রিতে ২০/২৫ কে, জি চিরা এক বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বাজারে লোক পাঠান, তাদের রাত্রিতে খাওয়ানো হয়, এই সব ঘটনা শুধু গণ্ডাছড়ার ঘটনা নয়, সমস্ত জায়গাতেই এগুলি হচ্ছে। তাদেরকে যদি আশ্রয় না দেওয়া হত, স্থানীয় লোক বা যদি সাহায্য না করত তাহলে উগ্রপন্থীদের দ্বারা কোন ঘটনা ঘটানো সম্ভব হত না। পুলিশকে খুঁজে বের করতে হয় কারা আশ্রয় দিচ্ছে। টি, এন, ভি, একটা বেআইনী সংগঠন। তাদেরকে রাস্তা দেখানো, বাড়ীতে তোলা, চিরা খাওয়ানো ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাগুলিই বে আইনী কার্যকলাপ। কিন্তু দুঃখজনক যারা চিৎকার করে বলেন টি, এন, ভির বিরুদ্ধে কিছু করা হল না, পুলিশ নিস্ক্রিয় থাকে, তারাই টি, এন, ভি কে গ্রেপ্তার করতে দেন না। টি, এন, ভির সহায়ক শক্তিকে গ্রেপ্তার করতে দেন না। টি, এন, ভির সহায়ক শক্তি গ্রেপ্তার হলে থানা ঘেরাও করা হয়। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে নারীদেরকে এই সমস্ত কাজে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় যে তোমরা হল্লা কর, পুলিশকে ঘেরাও কর, আটক ব্যক্তিদের রিলিজ করার দাবী তোল। এটাতো চলতে

পারে না। মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন হওয়ার পর থেকে ২০০ বেশীর খুন হয়েছে। একাউন্টারে কত লোক মারা গেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, বিচার করে? যেহেতু এখানে বিচার করা হয়, তাই এরেষ্ট হতে দেবেন না এবং এদের সঙ্গে কংগ্রেস (আই) যুক্ত হয়েছে, যেহেতু নির্বাচনী মিতালী হয়েছে তাই তারা টি, এন, ভিকে ধরতে দেবেন না। কংগ্রেস (আই)-এর এই ভূমিকা হওয়া উচিৎ নয়। কংগ্রেসীদের তো আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলছি, তারা তো স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের দাবী তুলছেন না, তারাতো বিদেশী বিতারনের দাবী করছেন না, টি, এন ভি যে সমস্ত শ্লোগান তুলছেন সেগুলিতো তারা সমর্থন করছেন না। অথচ টি, ইউ, জে, এস-এর লেজুর হয়ে এই সমস্ত আন্দোলনে তারা যোগদান করছেন। আমি আশা করব অন্ততঃ কংগ্রেস (আই) নেতৃবৃন্দ ভেবে দেখবেন তাদের এই ভূমিকা ঠিক হচ্ছে কিনা রাজ্যের স্বার্থে, কিংবা দেশের স্বার্থে একটা দল বিদেশে গিয়ে অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে এসে আমাদের সিকিউরিটি ফোর্সকে গুলি করে হত্যা করবে, অথচ কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এটাতো হতে পারে না। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের জিজ্ঞেস করছি এটা চলতে পারে কিনা? আমি তাদের সাবধান করে দিচ্ছি এটা চলতে পারে না। আমরা অনেক নরম হয়ে পুলিশকে কণ্ট্রোলে রাখছি। আমার বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা যাবে না এ কতকাল চলবে।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনার উগ্রপন্থীরা যখন চলে যান, ব্যাক্তিগত ভাবে আমি যে গ্রামে থাকি, সেই গ্রামের পাশেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। আমার বাড়ীতেও গুলি এসে পড়েছে। আমাদের লোকেরা তখন সবাই ক্ষেতে হালচাষ করছিল, তারা সবাই দেখেছে যে এই ঘটনায় কারা কারা জড়িত ছিল। এই গ্রামে আরেক জন লোক মোহনবাসী দাস, কংগ্রেস (আই) উপপ্রধান, তিনি সমস্ত লোককে বিশেষ করে যারা সি, পি, আই (এম)-এর লোক তাদেরকে ডেকে বলেছে — এই ঘটনার কোন তথ্য যদি পুলিশের কাছে ফাঁস করা হয় তাহলে এই গ্রামে টি, এন ভি, আমরে এবং সমস্ত সি, পি, আই (এম) লোকদের বাড়ী ঘর ছেড়ে এই গ্রাম থেকে চলে যেতে হবে এবং আমার নিজের ভাইদেরও এই রকম ভাবে থ্রেড করেছে। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, জানা না থাকলে তদন্ত করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ঘটনাটি আমার জানা নেই, তবে এই ধরণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এটা সত্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৩ই মে উল্টাছড়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন মিত্র জয় রিয়াং, উপেন্দ্র রিয়াং, পূর্ব মোহন ত্রিপুরা, এরা সবাই সি, পি, আই (এম)-এর সমর্থক এবং এই ঘটনার পর ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির প্রধান আদি চন্দ্র রিয়াং, জগবন্ধু পাড়ার গাঁও প্রধান, উনি প্রথমে বি, এস এফ ক্যাম্পে খবর দেন এবং বি, এস, এফ সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং অপর দিকে ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল মেম্বার কামিনী দেববর্মা, এবং পাখী ত্রিপুরা গণ্ডাছড়া থেকে উল্টাছড়া অভিমুখে আসছিলেন, তার গাড়ী ফিরিয়ে থানায় গিয়ে খবর দেন, ফলে পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে আসে। কিছু বাঙ্গালি কৃষক যারা আশেপাশে চাষ করছিলেন তারা পুলিশকে বলেন যে, উগ্রপন্থীরা এই রাস্তা দিয়ে গেছে, আপনারা এক্ষুনি যান, ধরতে পারবেন। কিন্তু পুলিশ অগ্রসর হয়নি, যার জন্য কাউকে ধরা সম্ভব হয় নি। এর পরে যাদের ধরা হয়েছিল ১৩ তারিখের দুনি পরে স্যার, আমি গিয়েছিলাম সেখানে এবং ৮ জনকে এরেষ্ট করা হয়েছে এর মধ্যে দুজন স্যার, যে দিন ঘটনা তাদের শরীরে রক্তাক্ত জামাকাপড় সেই শরীরে তাদেরকে গাড়ী থেকে এরেষ্ট করে সেই লক আপে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে গুলিরাই রিয়াং বিবরন জমাতিয়া জগবন্ধু গাঁওসভায় তাদেরকে এরেষ্ট করে রাখা হলো আর যারা ঘটনা করে গেল তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুব সমিতি সেদিন মিছিল করে মিঃ সান্যালের কাছে আমি নিজেও বলেছিলাম যে এদেরকে আপনারা ছেড়ে দিন কারণ যাদেরকে আপনারা আটকে রেখেছেন সেই গুলিরাই রিয়াং তার পিছনে গুলির দাগ, রক্তের দাগ তার শরীরে এখনও আছে তাকে আপনারা এরেষ্ট করেছেন, সে যদি সে দিন গুলির আঘাতে মারা যেত এই কথা বলার পর উনি আমরা ছেড়ে দিতে পারি কিনা দেখি। মিঃ স্পীকার স্যার, আর যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে একজন সি, পি, এমের মেম্বার, দুজন যুব সমিতির সমর্থক এই এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা যে রতনজয় রিয়াং সি, পি, এমের কর্মী কালাছড়ির খুংছেড়া রিয়াং ঐ বাড়ীতে ১২ তারিখ রাত্রে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন এবং পরে দিন ভোরবেলা তিনটার সময় যে যুব সমিতির প্রধান যখন মিঃ রিয়াং থানায় খবর দিতে এসেছিলেন তখন তাকে এরেষ্ট করে রাখা হয় এবং আজও সে জেলে আছে। এই সব তথ্য আরও আছে যে উগ্রপন্থীরা অমরপুর থেকে কালাছড়ি

হয়ে যখন ক্রসকরতে যাচ্ছিল এই তথ্য সুনির্দিষ্ট দুই দিন আগে পুলিশের কাছে ছিল কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয নি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা দুঃখজনক যে এলাকার বিধায়ক এবং তিনি খুনীদের আড়াল করার জন্য এখানে গল্প বানিয়ে তৈরী করছেন এটা ভয়ঙ্কর দুঃখজনক

(গণ্ডগোল)

সি, পি, এমের কর্মী খুন হলেন নিন্দা করলেন না, দুঃখ প্রকাশ করলেন না। এলাকার বিধায়ক বলে তার দায়িত্ব ছিল এই সমস্ত করার। এখানে যা বলছেন সমস্ত অসত্য, থানায় খুঁজলে পাওয়া যাব না

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা, আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুবোধ করছি তিনি যেন মাননীয সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"বিগত ২৭শে মে ১৯৮৭ ইং সকাল অনুমান ৯টাব তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাটের বাসিন্দা মৎস্য জীবি অংশের মানুষ যজ্ঞেশ্বর দাস, জয়দেব দাস ও জয়বাসী দাস জীবিকার প্রশ্নে কাকড়াছড়ার পশ্চিমে অবস্থিত তুইছাওছড়াতে মাছ ধরতে গেলে পর টি, এন, ভি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২৭-৫-৮৭ ইং বেলা ১১ ঘটিকার সময় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট গ্রামের শ্রীসুকুমার কপালি তেলিয়ামুড়া থানাধীন বৈরাগী ডেপা এলাকায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে জানায় যে ঐ দিন বেলা অনুমান

সাড়ে নয়টার সময় সেও তাহার সঙ্গী শ্রীব্রজবাসী দাস, শ্রীসুরেশ দেশওয়ালী ভুইছাম ছড়ার পাথর ভাঙ্গার কাজ করিতে ছিল। এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণ দিকে গুলির শব্দ শুনিতে পায়। ভয়ে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী টিলায় উঠিয়া দেখিতে পায় যে একটি নৌকায় ৩ জন লোক পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে মৃত বলিয়া মনে হয়।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তাহাকে সহ ভুইছাম ছড়ায় গিয়া দেখিতে পান যে উক্ত মৃত ব্যক্তিগন চাকমাঘাট গ্রামের শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস, শ্রীজয়দেব দাস ও শ্রীজয়বাসী দাস।

উক্ত সংবাদ মূলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার বিধান মতে তেলিয়ামুড়া থানায় ১২ (৫) ৮৭ নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া তদন্ত কার্য শুরু করেন। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও মৃত দেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন।

ঐ ব্যক্তিগণ খোয়াই নদীতে মাছ ধরার জন্য একটি নৌক নিয়ে গিয়েছিল। তাহারা যখন মাছ ধরিতে ছিল তখন উগ্রপন্থীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে গুলি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে রক্তযুক্ত নৌকা ১টি, মৃত জয়দেব দাসের হাতে বাধা রশি ১টি, বাঁশের তৈরী মাছ ধরার পাত্র ২টি, নীল কালিতে লেখা টি, এন, ভি পোষ্টার (টি, এন, ভি লং লিভ) ১টি পাকিস্থানের তৈরী ৩০৩ রাইফেলের খালি কার্তুজ ১টি যাহাতে POF লেখা আছে সেইগুলি সিজ করিয়া নিজ হেপাজতে নেয়।

তদন্তকালে পুলিশ গত ৪-৬-৮৭ ইং জিরাণীয়া থানাধীন গুরুপদ কলোনীর শ্রীচিকন দেববর্মার পুত্র শ্রীপুষরাই দেববর্মা, শ্রীবিশ্বরাই দেববর্মার পুত্র শ্রীহারাধন দেববর্মাকে উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে ধৃত করেন এবং বিগত ৫-৬-৮৭ ইং তেলিয়ামুরার থানাধীন নোনাছড়া গ্রামের শ্রীশোভারাই রিয়াং-এর পুত্র শ্রীপরশুরাম রিয়াংকে ধৃত করিয়া আদালতে প্রেরন করেন। বর্ত্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছেন।

মৃত ব্যক্তিরা সকলে সি, পি, আই, (এম)-এর সমর্থক বলিয়া প্রকাশ পায় এবং ধৃত ব্যক্তিগণ টি, এন, ভির সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

উক্ত মোকদ্দমার জোর তল্লাসীর ও তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এর আগে আমরা লক্ষ্য করেছি এই চাকমা ঘাটের এক ফালং দূরে নদীধার অপর পারে দেবেন্দ্র বাড়ীতে ভাণ্ডারিসহ ৯ জন খুন হলো, এই সময় আমরা দেখলাম কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নরেশ ভট্টাচার্য্য এলাকার মানুষরা সেখানে এই ঘটনার পর তারা শান্তিতে বসবাস করছিলেন, তারা কেন বাড়ী ছেড়ে আসলেন না, সেই ক্যাম্পে কেন আশ্রয় নিলেন না ইত্যাদি উস্কানি দিচ্ছিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে আমরা দেখলাম সেই এলাকার নিরীহ মানুষদের ঘর বড়ী পুড়ানো হয়েছিল। এলাকায় একটা সন্ত্রাস পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। অনুরূপভাবে আমরা দেখলাম যজ্ঞেশ্বর দাস, জয়দেব দাস এবং জয়বাসী দাস যখন এই নৃশংস ভাবে খুন হলো তাদের লাশ যখন থানায় আনা হলো ঠিক সেই সময় কংগ্রেসের সেখানকার যারা কর্মী এবং নেতা মধু দাস কংগ্রেসের বিগত দিনের টি, টি, সি মেম্বার এখন তিনি বড় নেতা, ডাক্তার বি মজুমদার উনি দিল্লীতে টিকিট পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন এবং অশোক কুমার বৈদ্য ডাক নাম সাধু উনি বিগত উপ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন এবং তাদের সহযোগী বন্ধুরা সেই চাকমাঘাটে জয়দেব দাসের বাড়ীতে এলাকার মানুষদের জড়ো করলেন।

জড় করে সেই এলাকায় চাম্পনাই গ্রামটা বেশী দূরে নয়, সেখানে মহকুমারী আছে লক্ষ্মীপুর গাঁওসভাতে একটু দূরে সেখানে তুইমধু গ্রাম ট্রাইবেল বসতি এলাকা। সেই এলাকায় তাদেরকে উত্তেজিত করা হচ্ছে যে, এখনই সমস্ত মানুষ প্রস্তুত হও, ট্রাইবেল গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দিতে হবে এবং তাদের বদলা নিতে হবে। এই যে ঘটনাটা তাদের নেতৃত্বে হয়েছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, যেখানে এই ধরনের খুন খারাপি হচ্ছে, কংগ্রেস (আই) নেতৃত্ব সেই এলাকার মধ্যে যারা সংখ্যালঘু বাঙালী, এ, ডি, সির অন্তর্ভুক্ত বাঙালী তাদের উস্কানী দিয়েছেন এলাকা ছেড়ে যেতে। তেলিয়ামুড়াতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে টি এন, ভির হাতে এইটাই শেষ খুন নয়, আর একজন ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন কিছু দিন আগে। সমস্ত ক্ষেত্রেতে কংগ্রেস (আই) এর স্থানীয় নেতারা, রাজ্য নেতারা তারা উস্কানী দিচ্ছেন। উস্কানী দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ১নম্বর, তাতে অস্থিরতা বাড়বে টেনসন বাড়বে এবং তারা যা চাচ্ছেন আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতির শাসন নিয়ে আসা, আর্মি নিয়ে আসা, উপদ্রুত এলাকা বলে সমস্ত ত্রিপুরাকে

ঘোষণা করা, সেই লক্ষ্যে তারা পৌঁছাতে চান। মাননীয় স্পীকার স্যার, লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী পাঞ্জাবে বাস যাত্রীদের হত্যার পর সমস্ত দেশকে আহ্বান করলেন যে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করুন। এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজে আমাদের সরকারকে বললেন যে সমস্ত ভিত্তিতে রাজ্য ভিত্তিতে, ব্লক ভিত্তিতে প্রচণ্ড ভাবে সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন আপনারা শুরু করুন, যাতে ওদের জন বিচ্ছিন্ন করা যায় এই সমস্ত উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আমি দেখলামনা রাজীব গান্ধীর নির্দেশ এখানে কংগ্রেস (আই) নেতৃত্বর কাছে পেঁছিল, একটা মিটিং করল, একটা এই সমস্ত খুন সন্ত্রাসের নিন্দা করল। টি, ইউ, জে, এসের কাছে আমরা আশা করি না। তারা সহায়ক শক্তি। কিন্তু কংগ্রেস (আই), তাদের নেতা তার নির্দেশ মানছেনা। সংকীর্ণ একটা ভোটের স্বার্থে, কয়েকটা ট্রাইবেল ভোট পাবেন ওদের লেজুর ধবে তার জন্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধ নিন্দা করবার ওদের সাহস নেই, খুনীদের চিহ্নিত করার ওদের সাহস নেই। এইটা খুবই দুঃখজনক। যে সমস্ত জায়গায় খুন খারাপি চলছে, টি, ইউ, ইউ, জে, এসের কাছে আশা করিনা তার জন্য নিন্দা করবেন, তাদের জন্য চোখের জল ফেলবেন, কিন্তু কংগ্রেস (আই) এর কাছে আশা করি। সামান্য দেশপ্রেম তাদের ভেতরে আছে, যে সমস্ত কংগ্রেস ভক্তদের এখনও সামান্যতম হলেও দেশপ্রেম আছে আমি আশা করব তারা তার নিন্দা করবেন, সহায়কদের জনবিচ্ছিন্ন করবেন। তাদের চেহারা উন্মোচিত করবেন। তারা কি রকম সর্বনাশ করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত ঘটনা আমি আশা করি কংগ্রেস ভক্তরা আমাদের সংগে একত্রিত হয়ে তাদের ত্রিপুরার মাটিতে এই সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি আর শক্তিশালী হতে না পারে সেই দিকে আমরা একত্রিত হয়ে চলতে চাই। এখানে কোন দলাদলির প্রশ্ন নয়। যারা দেশকে ভালবাসে, যারা ত্রিপুরাকে ভালবাসে, ত্রিপুরাকে গঠন করতে চায়, এ, ডি, সি, গঠন করতে চায়, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়, তাদের সহায়তা আমরা সব সময় নেই, সব সময় নেব। আমি যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি আবার শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাদের পরিবার পরিজনদের আমরা সাহায্য করেছি, আমরা চাকরী দিয়েছি, টাকা দিয়েছি, বিভিন্ন সময়েতে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেছি, করব, কারণ তারা আমাদের দেশের শত্রুদের হাতে নিহত হয়ে শহীদ হয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এই যে উগ্রপন্থী তৎপরতার ঘটনায় মালবাসাতে জনৈক পাল তার নামে অভিযোগ উঠেছিল,

মিঃ স্পীকার ঃ— এইটা কি মালবাসার ঘটনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— না, আমি আসছি এই জায়গাতে। আমি অপরাধিদের গ্রেপ্তারের কথা বলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এই চাকমাঘাটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর ক্ল্যারিফিকেশান করুন। মালবাসা নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — আমি বলছি একই দল টি, এন, ভি. সেই কারণে আমি বলছি টি, এন. ভির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের নাম উঠেছিল মালবাসাতে, গণ্ডাছড়াতে। আমরা লক্ষ্য করলাম মাননীয় মন্ত্রী গিয়েছেন, গিয়ে ওখানে উগ্রপন্থীদের নিয়ে বৈঠক করলেন এইটা পত্রিকায় উঠেছিল। এবং সেখানে উনি বললেন আমরা টি, ইউ জে, এসকে গ্রেপ্তার করব, তোমাদের গ্রেপ্তার করব না. কারণ বন্দুকের নলই শক্তির উৎস, এগুলি তোমরা যা করছ খুন খারাপি এগুলি শক্তির উদ্দেশ্য। কাজেই টি ইউ, জে. এসকে আক্রমণ করতে হবে, পুলিশকে লেলিয়ে দিতে হবে, সত্যিকারের যারা উগ্রপন্থী তাদের জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হবে না, এইটাই পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এইটা সত্য কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এইটা ক্ল্যারিফিকেশান হয় নি।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে কোন দুর্ঘটনায় কংগ্রেস নেতারা দুর্ঘটনা স্থলে গিয়ে সাধারন মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া কি অপরাধ বলতে চান ? দ্বিতীয়তঃ এই দুর্ঘটনার স্থলে কংগ্রেস নেতারা গিয়ে পরিদর্শন করার পরে, উনারা চলে আসার পরে যদি এই ঘটনা থেকে জনসাধারণ সন্তোষ্ট হয়ে যদি বাড়ীঘর ছাড়া হয়, এইটার কি প্রমাণ তাই হবে কংগ্রেস নেতারা পরামর্শ দিয়ে আসার পরই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছেন ? ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাস কি কম হচ্ছে ? ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও টি, এন, ভি এলাকা নয়, যেখানে টি. এন. ভির এক্তিয়ারভুক্ত নয় সেখানেও মানুষ বাড়ীঘর চলে এসেছে। তবে মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন ইহা অস্বীকার করতে পারবেনা যে সি, পি, আই, (এম) নেতাদের এবং সি. পি, আই, (এম) মন্ত্রীদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে

ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে। অস্বীকার করতে পারবেন না। বিভিন্ন প্রমাণ আছে, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। সি, পি, আই, (এম), নেতৃত্ব যেদিন একটি বক্তব্য রেখে আসেন তার পরদিন থেকে দাঙ্গার সৃষ্টি হয় এইটা অস্বীকার করতে পারবেন না। আর কংগ্রেস (আই) নেতারা প্রতিনিয়ত ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষকে সান্ত্বনা দেন। বামফ্রন্ট সরকারের অ্যাকটিভিটিজকে দাবিয়ে রেখে মানুষ যে শান্তি চায় তার প্রমাণ করেছে কংগ্রেস নেতারা, আব সি, পি এমের নেতারা প্রমাণ করছে আমরাই ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি কবিতেছি এবং নলছড়ের ঘটনা তদ্রুপ। এইটা অস্বীকার করার কিছুই নেই। তার জবাব মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় দেবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা টি, এন, ভিকে সমর্থন করার একটা কায়দা। কারণ আসল শত্রু, আসল খুনী, এদেরকে আড়াল করার জন্য গল্প বানানো হয়। ওরা শত্রু না, সি, পি, অ'ই, (এম), শত্রু। যারা একমাত্র ওদেয় বিরুদ্ধে লড়ছিল তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যারা বাড়ীঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তাদের মনোবল ভাঙ্গবার জন্য এই ধরনের বক্তব্য রসিকবাবু এখানে করেছেন। শত্রু টি, এন, ভি, না, শত্রু আনন্দ মার্গী না, আনন্দমার্গীদের আজকে পর্যন্ত ওরা নিন্দা করেনি, টি, এন, ভিকে আজকে পর্যন্ত ওরা নিন্দা করেনি, একমাত্র নিন্দা করেছেন তাদের যারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ফাইট করছে, তারা ভাবতবর্ষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ফাইট করছে, ভারতবর্ষের মধ্যে জাতীয় সংহতি রক্ষা করার একমাত্র শক্তি হচ্ছে সি, পি, এম, বামফ্রন্ট, সেই শক্তিকে আজ যাবা আঘাত করছেন তারা ভুল জায়গায় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন, ওটা জায়গা নয়, জায়গা হচ্ছে টি, এন, ভি, জায়গা হচ্ছে আনন্দমার্গী, জায়গা হচ্ছে ভারতবর্ষের উগ্রপন্থী যে সমস্ত শক্তি ওদের বিরুদ্ধে আমি এখানে বলব—স্যার উনি এখন দলের নেতা হিসাবে কাজ করছেন শুনেছি, দল ছোট হয়ে গেছে, তিন চার জন লোক আছে মাত্র, বাকী লোক উনি সংগ্রহ করতে পারেন নি, এই তিন চার জন লোককে আমি আবেদন করছি এই রাস্তা আপনারা ছাড়ুন, টি, ইউ, জে, এস এর লেজুরে লেজুরে ঘুরলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনাদের।

শ্রীরসিক লাল রায় :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই হোল ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভিকে আমদানী করছে এই সি, পি, এম, রাজত্ব, ত্রিপুরা রাজ্যে যে খুন হচ্ছে এইটা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উস্কানীর জন্যই হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের টি, এন ভির হাতে অস্ত্র দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার, তাই আজ ত্রিপুরা রাজ্যে এত খুন সন্ত্রাস।

আর ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার প্রচার করছে যে কংগ্রেস পার্টি টি, এন, ভিকে উস্কানী দিচ্ছে এইটা সত্য এবং এইটা প্রমাণ স্বরূপ যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি টি, এন, ভির জন্ম দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনারতো ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছি টি, এন, ভিকে যদি সি, পি, এম, জন্ম দিয়ে থাকে তাহলে টি, ইউ, জে, এস এবং কংগ্রেসরা এই ক্ষেত্রে টি, এন, ভিকে ধরতে পারছেন না কেন? আপনাদের বাড়ী ঘরেইতো তারা থাকছে, খাচ্ছে, তবে একটা টি, এন, ভিকেও আপনারা ধরতে পারছেন না কেন। আমাদের লোকরা ধরছে, আমাদের লোকরাই খবর দিচ্ছে।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী :— 1) Laying of the report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1983-1984 relating to the State of Tripura ii) Laying of the Finance Accounts for the year 1983-84, and iii) Laying of the Appropriation Accounts for the year 1983-84.

as required under clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্ট, ফিনান্স এ্যাকাউন্টস্ এণ্ড এপ্রোপিয়েশান এ্যাকাউন্টস্ সভার পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House i) a copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1983 84 relating to the State of Tripura.

ii) I beg to lay before the house a copy of the Appropriation Accounts for the year 1983-84, and

iii) I beg to lay before the house a copy of the Appropriation Accounts for the year 1983-84.

as required under clauses (8) of Article 151 of the Constitution of India.

Mr Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল : — 'Laying of the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Facilities to the Leader of the Opposition) Rules, 1987, as required under sub-section (2) of section 12 of the salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) act. 1972' আমি এখন মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Anil Sarker :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Facilities to the Leader of the Opposition) Rules, 1987, as required under sub section (2) of Section 12 of the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'Laying of the Tripura Industrial Disputes (First Amendment) Rules, 1986 as required under sub-section (4) of section 38 of the Indnstrial Disputes, 1947'

আমি এখন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Samar Choudhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of Tripura Industrial Disputes (First Amendment) Rules, 1986 as required under sub-section (4) of Section

38 of the Industrial Disputes, 1947.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :— 'Laying of the Tripura Land Pass Book Rules, 1987, as required under sub-section (3) of section 10 of the Tripura Land Pass Book Act, 1982.'

আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Khagen Das :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Land pass Book Rules, 1987, as required under sub-section (3) of section 10 of the Tripura Land pass Book, Act, 1982.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— Laying of the Tripura Motor vehicles (Fourth Amendment) Rules, 1987, as required under sub-section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act. 1939'.

আমি এখন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Baidyanath Majummder :— I beg to lay before the House a copy of the Tripura Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 1987, as required under sub section (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্ট, ফিনান্স এ্যাকাউন্স, এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান এ্যাকাউন্টস এবং রুলস্-এর প্রতিলিপিগুলো নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "শর্ট ডিস্কাশান্ অব্ দি মেটারস অব্ আর্জেন্ট পাব্লিক্ ইম্পর্টেন্স"। আজকের কার্যসূচীতে তিনটি শর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে। নোটিশ তিনটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীওজহর সাহা মহোদয়।

প্রথম নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো : - 'ত্রিপুরা টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা বিশেষ করে, আভ্যন্তরীণ টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ায় ত্রিপুরার জনজীবনে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।'

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীমানিক সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আলোচনার বিষয় বস্তু হচ্ছে ত্রিপুরা টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ায় ত্রিপুরার জনজীবনে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে। টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা বিজ্ঞানের অগ্রগতির রাজ্যে নিদর্শন এবং বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলা যায় সারা ভারতবর্ষের বিরাট অংশের সংগে তুলনা করলে খুব অনুন্নত। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্য্যন্ত যে অবস্থায় ছিল বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর গত দশ বছরে নিশ্চয়ই এইটা দাবী করা সঙ্গত হবেনা যে পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি দূর করে সামগ্রিক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে এবং এইটা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে এই সাড়ে নয় বছর সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন রকমের প্রতিকুলতা সত্বেও বিশেষ করে রাস্তাঘাট তৈরী করতে গেলে পরে যে সমস্ত মেটেরিয়েলস দরকার হয় সেইগুলি আমাদের রাজ্যের ভিতরে নাই বেশ কিছু জিনিষ বাহিরে থেকে আমাদের আনতে হয়। এই সমস্ত কিছু সত্বেও এবং তার মধ্যে সব চেয়ে বড় বাধা হল অর্থ নৈতিক সঙ্গতি আমাদের অনেক কম, তবুও এই সময়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে, আমরা আন্দোলন করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য এবং রেলপথ সম্প্রসারণ করার জন্য, তার সঙ্গে অনেক কিছু প্রশ্ন জড়িত। স্বাধীনতার ৪০ বছর শেষ হয়েছে

আমরা ৪১ বছরে পা দিয়েছি, আমাদের রাজ্যে মাত্র ২২ কিঃ মিঃ রেলপথ হয়েছে, তাও ধর্মনগর থেকে পেচার থল পর্য্যন্ত যে জায়গাটা চালু হয়েছে সেটাও ঠিক মত চলছে না। কথা ছিল প্রতিদিন দুইটা করে ট্রেন আসবে, দুইটা করে ট্রেন যাবে, কিন্তু একটা করে ট্রেন আসছে এবং ধীরে ধীরে মাঝে মাঝে হুমড়ী খেয়ে চলছে। এই ধর্মনগর থেকে পেচারথলের যে রেল লাইন তাতে ছোট ছোট ব্রীজ হয়েছে, সেগুলি এর মধ্যেই কিছু কিছু অকেজো হয়ে পড়েছে, এর মধ্য দিয়ে রেল চলাচল করা বিপদজনক, এই সব কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অথচ সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে যোগা-যোগের একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ধর্ম্মনগর থেকে আসাম আগরতলা রোড, এই রাস্তায় বিশেষ করে বর্ষার দিনে খুব খারাপ হয়ে যায় এবং আমাদের রাজ্যের একটা বিরাট অংশ বন জঙ্গলে ঘেরা, সেখানে রাস্তাঘাট এখনও ঠিক মত সব হয়নি, সই দিক থেকে যে গাযোগ করতে হলে প্রশাসনের কথাই যদি ধরি তাকে যদি কোন কাজ করতে হয়, একটা ইনষ্টাকশান যদি তাকে অরগেনাইজেশনের কাছে দিতে হয় তাহলে সেই জায়গায় এই টেলিকমিউনিকেশান অত্যন্ত জরুরী রাজ্যের ভিতরে এবং বাহিরে এবং রাজ্যের বাহিরে যোগাযোগ করতে গেলে পরে তো রাস্তার কথা বললাম যে, বাহিরে যেতে হলে প্লেন হেলপ লেস। আমরা গত ৬/ ৭ দিন যাবত দেখছি ৭টার প্লেইন তিনটায় আসছে, আর মাঝখানে বায়ুদূত বলে একটা সংস্থা, তাদেরকে দিয়ে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য আগরতলা, কমলপুর ও কৈলাশহর চালু করা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যেখানে ফিরে আসতে হলে সারাদিন এয়ারপোর্টে বসে থাকতে হয় সেখানে আমাদের মত যাত্রীদের অবস্থা কি হবে একবার বলুন ত দেখি। রাজ্যের সবচেয়ে বেশী দায়িত্বশীল যে ব্যক্তি জনগণের স্বার্থে কাজ করছেন তাঁকে অনেকক্ষণ পরে বলা হল যে আজকে প্লেইন আসবেনা। মনে হল গাড়ীর একটা পার্টস যেন ভেঙ্গে গেছে। যিনি এর দায়িত্বে আছেন তিনি একটা ফোন করে জানাবার পর্য্যন্ত দায়িত্ব বোধ করলেন না। টেলিফোন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ, যেটা আজকে সারা পৃথিবীকে কাছাকাছি নিয়ে আসছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ভারতবর্ষকে উনি ২১তম শতাব্দীতে নিয়ে আসবেন। এই হচ্ছে ওনার শ্লোগান, প্রতিশ্রুতির বন্যা কিন্তু বাস্তবে সেটা অন্য। টেলি-কমিউনিকেশনের ব্যাপারে আমাদের রাজ্যে একটা কমিটি করা হয়েছে সেখানে ৬ জন সদস্যের মধ্যে আমাকেও ১ জন করা হয়েছে। এই কমিটি গত ৪ বছরে মাত্র ১ বার বসেছে। সেখানে সদস্যদের বলা হয়েছে তাদের যদি কোন বক্তব্য থাকে ত হলে লিখিতভাবে জানানোর জন্য। আমরা

লিখিতভাবে পাঠিয়েছি এবং মিটিংয়ে বসেছি কিন্তু সেখানে প্রতিটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত বড় অফিসার বলেছেন যে দেখব। তাহলে মিটিং ডাকার দরকার কি ছিল? তাহলে ১৭ দিন আগে প্রশ্ন লিখিতভাবে পাঠানোর দরকার কি ছিল? সেখানে আমার ১১। ১২টা প্রশ্ন ছিল। তারমধ্যে ১টা ছিল মন্ত্রীদের টেলিফোনগুলি, মন্ত্রী অফিসের সেক্রেটারিদের টেলিফোনগুলি, পুলিশের, এ, ডি, সি-র, এগজিকিউটিভ মেম্বারদের, সাব-ডিভিশনাল হেড-কোয়াটারগুলি ডিস্ট্রিক্ট হেড-কোয়াটার. এস, ডি, ও, অফিসগুলি, হাসপাতাল, সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলি, বিভিন্ন পত্রিকাগুলি, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির দপ্তর প্রভৃতির টেলিফোনগুলি যাতে ঠিকমত চলে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু টেলিফোনের সবচেয়ে যে বড অফিসার ছিলেন তিনি বললেন যে এতগুলিকে ত প্রাইয়রিটি দেওয়া যাবেনা। তাহলে যেসব ব্যবসায়ী বাজে হট লাইনে কথা বলে দিনের বেলা পয়সা লুটবেন তাদের জন্য? তাদের কি প্রাইয়রিটি দেওয়া হবে? কংগ্রেসের সাম দেব, যিনি জন-সাধারণের টাকায় এখানে আসেন কিন্তু এসবের কোন খোঁজ রাখেন না অথচ উনি নাকি এই দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এখানে অটো-ডায়েলিং সিষ্টেম চালু হয়েছে। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রা আজকে সর্বত্র শুরু হয়েছে কিন্তু আপনি ৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলতে পারবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি দেখেছি এস, ডি, ও, টেলিফোনকে ধরবার জন্য ৩। ৪ বার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পর পর ৪টা নাম্বারে কিন্তু ধরবার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। দেব সাহেব এখানে আসেন কেন? আজকে অটো ডায়েলিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর টেলিফোন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী পারমিটের প্রশ্নে বলেছিলেন যে এখানে গাড়ীর বা বাসের সার্ভিস আমাদের টাউনে অপ্রতুল। ঠিকই, আপনি যদি বটতলা মোটরষ্ট্যাণ্ড বিকাল বেলা ৫টা বা সাড়ে চারটার সময় দাঁড়ান তাহলে দেখবেন কত লোক টাউনে আসছেন আর কত লোক বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই আগরতলা টাউন তৈরী করার কোন পরিকল্পনা ছিলনা। কাজেই এত বড় শহরটাকে পুরো ভেঙ্গে তৈরী করা যাবেনা। যদিও লণ্ডন শহরটাকে পুরো ভেঙ্গে পুড়িয়ে দিয়ে আবার তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু আমাদের সে সামর্থ নেই, আমরা পারবনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছোট ভ্রাতা যদিও দিল্লী শহরটাকে নূতন করে তৈরী করার জন্য ঘর-বাড়ী বস্তীর উপর বুল-ডোজার চালিয়েছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেসের পরে বলবেন। এই হাউজ আজ

বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতবি রইল।

AFTER RECECS AT 2 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার। আপনার বক্তব্য আরম্ভ করুন।

শ্রীমানিক সরকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে বিষয়টা বলছিলাম যে আগরতলা শহরে আমরা কিছুদিন আগে থেকেই লক্ষ্য করছি যে রাস্তার ধারগুলো কাটা হচ্ছে সরু সরু ড্রেনের মত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে টেলিফোন ব্যবস্থা আধুনিকী করণের জন্য তার গুলো ঝুলিয়ে মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এগুলি করতে কতদিন লাগে? আগরতলা শহরে ১০ থেকে ২০ হাজার মানুষ প্রতিদিন ঘুরছে। এদের চলাফেরা করতে তো অসুবিধা হচ্ছে তাদের উদ্যোগ শুভ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা নিয়ে মাসের পর মাস সময় নেওয়ার কি দরকার থাকতে পারে? তার নেওয়ার পর রাস্তাটাকে যে মিলিয়ে দেওয়া সেটা তারা করছেন না। তাতে অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। ঠিক কলকাতা শহরের মত। ওরা মেট্রো রেল করছেন এবং রাস্তাটাকে নষ্ট করে রাখছেন আমাদের এখানেও এটা হচ্ছে। এই জায়গায় মূল প্রশ্নটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। রাজীব গান্ধী চান অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাইভেটাইজেশান। কিন্তু টেলিফোন ব্যবস্থাটা তো পাবলিক সংস্থা। এটা তো ঠিক ভাবে করা দরকার। যেমন রেলের কথা বলা হচ্ছে, শিল্পের কথা বলা হচ্ছে, সেখানেও প্রাইভেট মালিকানার ভিত্তিতে লাভালাভের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এমন কি পোষ্টাফিসের ক্ষেত্রেও সেটা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ই, ডি, কর্মচারী তারা সব ছাটাই, তারা রাস্তায় ঘুরবে। আমাদের রাজ্যেও পোষ্টঅফিসগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। এটাকে আমরা বাধা দিয়েছি। এমন কি কংগ্রেস দলের কিছু প্রবীন লোকও এর বিরোধিতা করেছেন। তাহলে সরকারটাকে বেসরকারী মালিকানায় দিয়ে দিলে হয়। জনসাধারণের সঙ্গে যে সংশ্লিস্ট বিষয়গুলো সেগুলিকে লাভালাভের কথা চিন্তা করে মুনাফালোভী মালটিন্যাশনেল কোম্পানীগুলির কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে একটা। ভারতবর্ষের কিছু কিছু জায়গায় নিশ্চয়ই কিছু কিছু উন্নত হয়েছে। টেলিফোনেরও উন্নতি হয়েছে অন্যান্য জায়গায়। সেখানে যন্ত্রপাতিগুলি বসানোর পর সেখানকার পুরানো রদ্দি মালগুলো আগরতলায় পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। আসাম আগরতলা রোড সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন রোমহর্ষক তথ্য তুলে ধরে-

ছেন। এক্ষেত্রেও সেই পুরনো রদ্দি মালগুলো পাঠানো হয়েছে। অটো একস্‌চেঞ্জ চালু করবার জন্য যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থাকা দরকার সেটাও এখানে নেই। এই জিনিষগুলি কতদিন চলবে? এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিরূপ মনোভাব। এটা হচ্ছে ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতি একটা চরম অবহেলা। এটা হচ্ছে একটা স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ। এটা হতে পারে না।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভি এর যে সন্ত্রাস, খুন খারাপি যে হচ্ছে সেখানে আধা সামরিক বাহিনীর লোক, পুলিশের লোক, যারা আহত হন তাদের হাসপাতালে পাঠানোর প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ঔষধপত্র পাঠানোর প্রশ্নে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকে তাহলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তার জন্য টেলিকমিউনিকেশান ব্যবস্থার প্রয়োজন। বিশেষ করে কমলপুর মহকুমার মধ্যে টি, এন, ভি-এর সন্ত্রাস বেশী হচ্ছে। কিন্তু সেখানে কোন টেলিফোন টেলিগ্রাম করা যায় না। আজকে সকাল বেলা ছৈলেংটা ছামনু এলাকার টেলিফোনের উপর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। আগরতলা থেকে সেখানে কোন টেলিফোন করা যায় না। দক্ষিণ ত্রিপুরাতে শান্তির বাজারে একটা ষ্টপেজ। ঘোড়াকাপাতে গাড়ী পৌছতে দেড় দিন সময় লেগে যায়। সেখানেও সন্ত্রাসবাদীরা উঁকি ঝুঁকি মারছে। সেখানেও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা দরকার। টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। অমরপুর মহকুমা, কমলপুর মহকুমা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করুন। কে কার কথা শুনে? এখন রাস্তা ডুবছে। যারা বুদ্ধিমান, তারা পালাচ্ছেন। আর যাদের গতি নেই তারা কি করবেন? তারা থাকছেন। ফেয়ার ফেক্সের কথা বলুন। এখানে দুর্নীতি দুর্নীতি করে গলা ফাটাচ্ছেন। আরে মশাই বফর্সের কথা বলুন না কেন? এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে প্রধান মন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে—'আপনারা জেনে রাখুন, আমি চুরি করিনি, আমার পরিবারের কোন লোক চুরি করেনি' এর পরেও প্রধান মন্ত্রী থাকতে পারেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী।

এর পরেও ক্ষমতায় থাকতে হয়, এর থেকে লজ্জার আর কিছু থাকতে পারে না। এই যাদের চরিত্র, ওদের কাছ থেকে জনগণের স্বার্থে গুরুত্ব দিয়ে কোন কাজ করা বা কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বাতুলতা মাত্র। স্যার আমি এখানে যে আলোচনা উপস্থিত করেছি, তা খুবই কনক্রিট, কোন কোন জায়গায় টেলি কমিউনিকেশান ব্যবস্থার ত্রুটি রয়েছে, সেইগুলির উল্লেখ আমি এখানে করেছি, যেমন, রাজ্যের প্রত্যেকটি মহকুমা

কেন্দ্রে এগুলিকে সচল করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে, আমাদের এই বিধানসভা থেকেই আমাদের এই বিক্ষোভ-এর কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি, কারণ স্পিবিট অব দি হাউসকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সামনের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন, কংগ্রেস সেই নির্বাচনে যেতে চাইছেন না. তাবা ভয় পাচ্ছেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই রাজ্যে নির্বাচন হবে, তা সত্বেও তাবা এখনও বলে চলেছেন যে ভোটার লিষ্ট ঠিক মত তৈরী হয় নি. ওতে অনেক কাব চুপি আছে, আর এই রকম একটা অবস্থাকে সামনে দাঁড করিয়ে তাবা এই রাজ্যের এখানে সেখানে খুন খারাপি করে চলেছে। এই আগরতলা শহরের শিবনগরে যেখানে চিত্তরঞ্জন ক্লাবের কাছ দিয়ে এ্যাক্সটেনশান রোড আছে সেখানে নিধন খলিফা বলে বেশ নামী-দামী একজন লোক আছেন, তারই পাশে বামফ্রন্টের লোকেবা চাঁদা তুলতে গিয়েছিলেন, যাবা চাঁদা তুলতে গিয়েছিলেন, তাবা আগরতলারই লোক, আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক এর নেতৃত্বে তাবা চাঁদা তুলতে গিযেছেন, সেখানকাব বেশ কিছু ছেলে যাবা কংগ্রেস (আই) করেন, তারা তাদের পকেটে বোমা রেখে, হাতে রাম-দা আর বল্লম নিয়ে তাদেরকে বাধা দিল, বললো এখানে বামফ্রন্টের জন্য কোন চাঁদা তোলা যাবে না. বামফ্রন্ট এই এলাকায় ঢুকতে পাববে না পাড়ার মাযেবা যাবা ৪/৫ টাকা করে চাঁদা দিতে এগিয়ে আসলো, তাদেরও বাধা দেওয়া হল যে বামফ্রন্টকে চাঁদা দিলে, তাদের রক্ষা হবে না। এর নাম কি গণতন্ত্র, ত্রিপুরা রাজ্যে তো এই ঘটনা আমরা আগে কখনও ও দেখি নি। এটা কি ফ্যাসিবাদ ? এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তাদের যে আসল চেহারাটা, সেটাকে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। একদিকে আনন্দমার্গী, অন্য দিকে সমতলে কংগ্রেস (আই) দল নিজেরাই যাতে এই রাজ্যে ভোট না হতে পাবে, তার জন্য একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। কিন্তু আমরা বলব, সেটা হবে না, গণতন্ত্র যদি থাকে তো ভোটও হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। তবু ওরা যা কিছু করছেন, তার থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এর পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। হরিয়ানাতে যেটা হওয়ার কথা নয়, সেটা করা হলেও এখানে কিন্তু সেটা হতে দেওয়া হবে না। কারণ এখানকার মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা আছে। কাজেই এই জায়গায় ওরা যে গভীর ষড়যন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এর জন্যই আরও বেশী কার কমিউনিকেশান ব্যবস্থার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা এই বিধান সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই রাজ্যে কমিউনিকেশান ব্যবস্থার ন্যূনতম সুযোগ আমাদের দিতে

হবে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটার দ্রুত উন্নতি করার লক্ষ্যে মাল্টি নেশান্যাল কোম্পানীগুলির হাতে তুলে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চলছে, আমরা তার তীব্র বিরোধীতা করি, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায়ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় টেলিকমিউনিকেশান ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়েছে। কারণ, এই ধরনের একটা প্রস্তাব বা আলোচনা এই হাউসের সামনে এনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করাটা আদৌ ঠিক নয়, বরং যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তাব বা আলোচনা করাই এই হাউসের পক্ষে শ্রেয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে লোক চোখে হেয় প্রতিপন্ন করারই নামান্তর মাত্র। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন এই রাজ্যের সরকারে ছিলেন না, তখন তাদের কি ভূমিকা ছিল, সেটা এই রাজ্যের তথা সারা ভারতের মানুষের অজানা ছিল না। তারা তখন অন্যান্য বিরোধী দলের সংগে মিলে মিশে বিশেষ করে জনতা দলের সহযোগী হয়ে কেন্দ্র থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে হটানোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু সেটা কত দিনের জন্য? মাত্র ২৮ মাসের জন্য। ইন্দিরা গান্ধী আবার ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু সেই ২৮ মাসে কেন্দ্রের সেই জনতা সরকার, ভারতীয় জনগণের যে সর্বনাশ করে গিয়েছেন, সেটা প্রত্যেকটি ভারতীয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তো আড়াই বছর কাটিতে না কাটিতেই তারা আবার ইন্দিরা গান্ধীকে কেন্দ্রে ফিরিয়ে এনেছেন, এটা স্বীকৃত সত্য। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিষ্টপার্টি বলতেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্যা আছে, সেটার সমাধান ত্রিপুরা রাজ্যে যে সরকার আছেন, তাকেই করতে হবে, তার জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবেন না। কিন্তু আজকে তারা রাজ্য শাসনের গদীতে বসে কি বলছেন? আজকে তারা নিজেরা ক্ষমতায় বসে বলছেন যে আমাদের দ্বারা কিছু হচ্ছে না, আমরা কিছু করতে পারব না, যা কিছু করতে হয়, তা কেন্দ্রীয় সরকারকেই করতে হবে। অর্থাৎ এই সরকার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। তা সত্বেও তারা যে বলছেন স্বাধীনতার ৪০ বছরে কংগ্রেস সরকার এই দেশের জন্য কিছু করতে পারেন নি, এটা ঠিক নয়। কারণ দীর্ঘ আড়াই শত বছর বৃটিশ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভারতবাসী মাত্রই এটা বুঝতে পেরেছেন যে স্বাধীনতা লাভের আগে তাদের অবস্থা কি ছিল, স্বাধীনতার পরে তারা কি পেয়েছেন। তাই, যদি তাদের বলার প্রয়োজনে বা বিরোধীতা

করার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীতা করেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আমরা যেটা চাই, সেটা হল রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগীতা করতে হবে। কিন্তু এক দিকে দাবী রাখবেন, আর অন্য দিকে তার বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখবেন, এতে করে কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। টেলিফোন ব্যবস্থার মধ্যে সমস্যা আছে, আর এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের একলা সমস্যা নয়, সারা ভারতের প্রতিটি রাজ্যের সমস্যা। তুলনামূলক ভাবে, এই ত্রিপুরা রাজ্য আগে থেকেই অনেক দিক থেকে পিছিয়ে আছে, এটাতেও পিছিয়ে রয়েছে। আপনারাই তো বলে থাকেন যে ত্রিপুরা অনেক দিক থেকে পিছিয়ে আছে। কাজেই এই ব্যাপারেও ত্রিপুরা পিছিয়ে আছে। আর এই পিছিয়ে থাকার বিশেষ কারণ হল, আপনাদের এই দশ বছরের কু-শাসন। কারণ এই টেলিকমুনিকেশনের উন্নতি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেতন। তবে এই ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলি সম্পর্কে বসে আলোচনা করতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাটাও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। টেলিকমুনিকেশনের ব্যাপারে যে আধুনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা সকলেই জানে আপনারা বলছেন যে টেলিকমুনিকেশন ব্যবস্থা ভেংগে পড়ছে। এটাতো একদিনে সম্ভব নয়। এটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে সারা ভারতবর্ষে। যেটুকু করা হচ্ছে সেটাতো কেন্দ্রীয় সরকারই করছে। এই ব্যবস্থার আরও উন্নতি হওয়ার দরকার আছে। মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাব এখানে এনেছেন তিনি সরকার পক্ষের লোক। এত সমস্যা যদি থাকে তাহলে আপনারা একটা কমিটি করুন না। সর্বদলীয় কমিটি। সেটাতো করছেন না। নোটিফায়েড এরিয়া উন্নত করার জন্য আপনারা কাদেরকে নিয়ে কমিটি করেছেন? সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি কেন থাকবে না? কংগ্রেস প্রতিনিধি কেন সেখানে থাকবেন না? কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার সেই সরকার সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক মর্য্যাদা দিয়ে আপনাদেরকে সাহায্য করে চলেছে। ইমপ্লিমেনটেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাতো রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। ত্রিপুরার জনসাধারণ যদি বঞ্চিত হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী নয়। রাজ্য সরকার দায়ী। তাই আমি ট্রেজারী বেনচের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব এখানে হাউসে একটা প্রস্তাব এনে শুধু শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করবেন না। আপনাদের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। এই লটারী কেলেংকারীর জন্য একটা সুষ্ঠ সর্বদলীয় কমিটি আপনারা

করলেন না। কমিটি দেখতো কারা এই কেলেংকারীতে জড়িত এবং সরকারের দুর্বলতা কোথায় আছে। এই সাহস তো আপনাদের হয় নাই।

আপনারা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কথা বলছেন। ঐ বোফর্স কেলেংকারী নিয়ে তো তিনি একটি সর্বদলীয় কমিটি করেছেন। তিনি তার হিম্মত দেখিয়েছেন। কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন এই কেলেংকারীতে কে কে যুক্ত সেটা বাহির করার জন্য। আর আপনারা কি করছেন? ৮০ লক্ষ টাকার কারচুপির খবর বেরিয়েছে। আপনারা তো কোন তদন্ত কমিটি করেন নি। আপনারা একটা তদন্তের রিপোর্ট বাহির করতে পারেলেন না। এই চুরি কারা করেছে? এই হিম্মত বামফ্রন্ট সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা প্রস্তাব এনে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন না। এই টেলি কমুনিকেশনের প্রস্তাব এখানে এনে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে রাম দাও দেখিয়েছে। আজ থেকে দশ বৎসর পূর্বে আপনারা ক্ষমতায় আসার পূর্বে কংগ্রেস আমলে একটা রাম দাওয়ের কথা শুনেছিলেন। এই বোমের জন্ম কখন হল? ১৯৮০ ইংরাজীতে জুনের দাঙ্গার পূর্বে, মে মাসে দাংগা সৃষ্টির পূর্বক্ষণে আমি উদয়পুর ছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম গণমুক্তি পরিষদ ১৭৪ ধারা ভেংগে রাম দাও নিয়ে শত শত কর্মী মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শ্লোগান দিয়ে মিছিল করেছিল। সেই থেকে এই রাম দাওয়ের জন্ম হয়েছে। এই রাম দাও নিয়ে হাজার হাজার কর্মী সাধারণ মানুষের বাড়ীঘর আক্রমণ করেছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এখন বিরোধী পক্ষ আত্মপক্ষ প্রতিরোধের জন্য রাম দাও রাখতে পারে। আমি তো মেলাঘরে এস, পি, রামা রাও সাহেবকে বলেছিলাম দেখুন আমাদের ছেলেদের হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকে সেগুলি বের করুন এবং আমি একটা এলাকা দেখিয়ে বলেছিলাম যে ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসুন। কিন্তু এস, পি, সাহেব, ডি, আই, জি সাহেব সাহস পেলেন না। এই মার্কসবাদী কর্মীদের হাতে হাজার হাজার রাম দাও স্টক আছে। রাজ্য সরকার এটা বের করে আনার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে না কেন? আমি অনুরোধ করব যে পার্টির লোকের হাতে অস্ত্র থাকুক না কেন দেশের স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে তাদের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে আসুন। রাজ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করুন। আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনারা বলছেন যে টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস (আই) সহযোগীতা করছেন না। এটা ঠিক নয়। কারণ আপনারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চান। আপনারা নিজেদের লোকদেরকে মিশে টি, এন, ভি করেছেন। আপনাদের গুণ্ডাবাহিনীই

সাধারণ মানুষদেরকে খুন করছে ।

আপনাদের নিজস্ব উগ্রপন্থী আছে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির গুণ্ডা বাহিনী আছে যারা মানুষকে খুন করছে । আপনারা অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস কর্মীকে জেল হাজতে পুরে রাখতে হবে। প্রাণজিৎ দেবনাথকে কংগ্রেসীরা খুন করেছে প্রমাণ করুন। প্রমাণ করুন, খুন করেছে কে এবং কিভাবে? আজকে কংগ্রেসীরা খুন করেছে বলে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কর্মী গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করছেন। আসলে এই খুন কারা করছে এটা দেখার প্রয়োজন আছে। আপনাদের কর্মী আপনাদের হাতে খুন হচ্ছে এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের আজকে বলতে শুনা যায়, আমরা ভুল করেছি। আমি নাম বলব না। গত ৪ দিন আগে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী আমাদের দলে যোগদান করেছে। একটা গ্রামে এটা নয়। প্রতিটি গ্রামে আগমন চলছে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি খুনী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হচ্ছে, আমি বলতাম না কিন্তু রাজনীতি করতে গিয়ে মানিক বাবু যা বলেছেন তারই জন্য আমাকে বলতে হচ্ছে। আমরা দেখছি, ভারতবর্ষে আজকে একটি খুন হলে আসামীকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে তা করা হচ্ছে না। আমি বলছি না, বিভিন্ন রাজ্যে খুন হচ্ছে না। খুন নিশ্চয়ই হচ্ছে, তবে সাথে সাথে খুনীকেও সেখানে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনারা কাদের শাসন করবেন? শাসন করার ক্ষমতা নেই। যারা খুনী, যারা সন্ত্রাসবাদী, যারা টি, এন, ভি, তারা আপনাদের নিজস্ব লোক। কাজেই শাসন করার প্রশ্নই নেই। আমি উপস্থিত ছিলাম না, তবে শুনেছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু চন্দ্রপুরে বক্তব্য রেখেছেন, আমরা এতদিন যা বলে এসেছি, যা বাম ফ্রন্ট অস্বীকার করেছে তা তিনি বক্তব্যে বলেছেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকার পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে এটা সত্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে কোন সদস্যের একটা দায়িত্ব বোধ থাকা দরকার বক্তব্য রাখার সময়। সেদিন চন্দ্রপুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। রসিক বাবুকে দেখি নি সেখানে। কাজেই রসিক বাবু জানেন না মুখ্যমন্ত্রী সেখানে কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, রাজীব গান্ধীর পাকাট অনেক ক্ষমতা আছে। কংগ্রেসের আমলে আমাকে ১৬ বছর জেলে রেখেছিল। তখন যে সব আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল তা যদি এই রাজ্যে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে

সেটা কংগ্রেসী হুবুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। কাজেই মাননীয় সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য হলে এখানে যা বলেছেন তা অ্যাক্সপাঞ্জ করা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীরসিকলাল রায় : - এটা অস্বীকার করতে পারবেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম আই, আর, ডি, পি, ফুলফিল করতে গিয়ে দলবাজী করছেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আলোচনার বিষয় বস্তু হচ্ছে, টেলি কমিউনিকেশন।

শ্রীরসিকলাল রায় :- যাই হোক স্যার, এই টেলি কমিউনিকেশনের প্রশ্ন তুলে বলতে চাই, এই টেলি কমিউনিকেশনে আজকে কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে নিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ইউনিয়ন করেছে। তারা আজকে সেখানে ঠিক মত কাজ করছেন না। এই ব্যাপারটা কেন রাজ্য সরকার সুরাহা করছেন না ?

(ভয়েস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ : শাস্তির ব্যবস্থা করুন)

শাস্তির প্রশ্ন নয়। এখানে সবাই কাজের জন্যই চাকুরী করছেন। তাদের কাজ করতে হবে না এটা রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কাঠামো হওয়া উচিত নয়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বলছিলাম যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের দলীয় কোন নেতার এ রকম বলা উচিত কিনা, কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ মেলার জন্য যদি গরীব মানুষকে টাকা দেয়, তাহলে দাঙ্গার সৃষ্টি হবে ? এ রকম উক্তি করা উচিত কি না তা আপনারাই বলুন। ভারত সরকার যে কোন রাজ্যের গরীব মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু ত্রিপুরায় পারবেন না এই কি শাসন ? আপনারা কি ত্রিপুরারাজ্যের জনসাধারণকে অপদার্থ পেয়েছেন, গর্দভ পেয়েছেন যে, আপনারা যা বলবেন সবই তারা বিশ্বাস করবে। স্যার, এখানে একটি অপদার্থ সরকার রয়েছে। তারা খুনের আসামীকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে পারছে না। আজকে অনিল বাবু মারা গেলে আপনারা খুশী হবেন ? আপনাদের চাকুরী হবে ? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের ব্যাগ থেকে বোমা ফাটে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অনিল বাবু অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। এই ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেও

কেস্ ফাইল হয় নি। কংগ্রেস কর্মীরা বলল, কেন এফ. আই. আর হয় নি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, কেস্ করতে হবে না। কেন ? কারণ কেস্ করলে তাদের লোকেরা ধরা পড়বে। এটা দুঃখের ব্যাপার, মারা যাওয়া শোক মিছিলে কোন দলের লোক আমন্ত্রণ করবে এটা ভাবা। স্যার, এটা ঠিক নয় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীর ব্যাগে বোমা নিয়ে মৌন মিছিল করছেন। সেই বোমা কেন ব্যাগের মধ্যে ফাটবে ? সেই মৌন মিছিলে তো পুলিশ ছিল। কেন গ্রেপ্তার হল না ? যদি পুলিশ প্রশাসন বলে কিছু থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হত। আপনারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করুন, এইখানে কংগ্রেস কর্মীরা বোমা ফেলেছে। এই সাহস আপনাদের হবে কি ? কারণ মৌন মিছিল দেখার জন্য জনসাধারণ উপস্থিত ছিল। তারা দেখছে সবই। ত্রিপুরার মানুষ যদি বোমাকে সমর্থন করে, তাহলে আপনাদের সমর্থন করবে, ত্রিপুরার মানুষ যদি উগ্রপন্থী টি. এন. ভি'কে সমর্থন করে, তাহলে আপনাদেরকে সমর্থন করবে, ত্রিপুরার মানুষ যদি বাম দাওকে সমর্থন করে, তাহলে আপনাদেরকে সমর্থন করবে। আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যদি এ সব সমর্থন না করতে চায়, যদি ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি আনতে চায়, তাহলে এইবার আপনারা একটি ভোটও পাবেন না। অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না।

এই টেলি কমিউনিকেশান সমস্যাটির সমাধান হউক সেটা আমরাও চাই। কেন্দ্রীয় টেলি কমিউনিকেশান মন্ত্রী ত্রিপুরা টেলি কমিউনিকেশান সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তার সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। আমি আশা করব আপনারা আপনাদের এই বিরোধী সুলভ আচরণ পরিহার করে টেলি কমিউনিকেশান সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যে টেলিকমিউনিকেশান ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া সম্পর্কে যে স্বল্প সময়ের আলোচনাটি হাউসে উপস্থাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। আগরতলার টেলিকমিউনিকেশান অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মানিকবাবু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমি যখন আগরতলা শহরে থাকি তখন কোন কোন দপ্তরের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে

যখন টেলিফোনে যোগাযোগ করতে চাই তখন যোগাযোগ করা যায়না। এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। ২ নং এম, এল, এ, হোষ্টেলে যে টেলিফোনটি আছে সেটা সপ্তাহে ৬ দিনই অকেজো অবস্থায় থাকে। তবে আগরতলায় আমি থাকি না সুতরাং আগরতলার টেলিফোন অবস্থা সম্পর্কে আমি বিশেষ ভাবে ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু আগরতলা শহর ছাড়া ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কমলপুর শহরে টেলিকমিউনিকেশানের যে অবস্থা সে অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মানিকবাবু কিছু আলোচনা করেছেন। আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি যে ১৯৭৮ ইং সালে ৪ঠা জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকারে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকে কমলপুর শহর থেকে আগরতলার শহরের সংগে মাত্র ৩ দিন আমি যোগাযোগ করতে পেরেছি, আর বাকী ৯/১০ বছরের মধ্যে আগরতলার সাথে যোগাযোগ করা যায় নি। টেলিফোনে যারা কাজ করেন তাদের সংগে আমি কথা বলেছি, তারা বলেছেন এখানে সেটেলাইট বসাতে হবে, মাইক্রোওয়েভ করতে হবে। কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যদি এখানে আসেন তখন দেখা যায় টেলিফোন লাইন ঠিক চালু আছে। ১৯৮৩ ইং সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কমলপুরে এসেছিলেন তখন দেখা গেল যে টেলিফোন লাইন সব ঠিক আছে। ১৯৮০ ইং সালে লোক সভা নির্বাচনের সময় ভোট গণনার দিন দেখা গেল টেলিফোন লাইন সব ঠিক আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, সন্তোষ মোহন দেব প্রভৃতিরা যখন কমলপুরে আসলেন তখন দেখা গেল কমলপুরে টেলিফোন লাইন সচল। কিন্তু অন্য সময় এটা অচল হয়ে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আসলেই এই লাইনটাকে সচল রাখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই টেলিকমিউ-নিকেশান অত্যন্ত জরুরী। আমি বলতে পারি গত এক বছরে কমলপুরে যতগুলি উগ্রপন্থী ঘটনা ঘটেছে যদি কমলপুরে টেলিফোন লাইনটি সচল থাকত তাহলে অনেকগুলি ঘটনাই এইভাবে ঘটত না ম্যাসাকার হত না। অনেকগুলি উগ্রপন্থী আক্রমণের ঘটনাতে আমাদের রক্ষী বাহিনী তাদেরকে ঘেরাও করতে পারত। শ্রীরামপুরে এবং ইসমাইলপুরে যে উগ্রপন্থী আক্রমণটি সংঘটিত হয়েছিল যদি টেলিফোন লাইন সে সময় চালু থাকত তাহলে উগ্রপন্থীরা সে সময় সেখান থেকে পালাতে পারত না। এই সমস্ত ঘটনাগুলি যখন ঘটে তখন হয় আমাদেরকে রিক্সা করে, নতুবা সাইকেলে করে থানায় গিয়ে খবর জানাতে হয়। যার ফলে দেখা গেছে রক্ষী বাহিনীরা সেখানে আসতে আসতে উগ্রপন্থীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খুব দ্রুত যোগাযোগের একমাত্র হচ্ছে এই টেলিকমিউনিকেশান। অথচ এই টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাটি কমলপুরে প্রায়

ভেঙ্গে পড়েছে। আমি আজকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে গত রাত্রে থেকে যে প্রবল বর্ষন হচ্ছে তাতে কমলপুরে বন্যা প্লাবিত হয়েছে কি না আমি টেলিফোনে জানতে পারছি না। এই হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশানের অবস্থা। মাননীয় সদস্য মানিকবাবু তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগের করুণ অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের রাজ্যে রেল নেই। স্থলপথে বহিঃ রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা হল আসাম-আগরতলা রোড। কিন্তু সেই রাস্তাটির যা দুরবস্থা তা বর্ণনাতীত। অনেক সময় আমরা দেখেছি কঠিন রোগে আক্রান্ত কোন রোগীকে কমলপুর হাসপাতাল থেকে আগরতলা জি, বি বা ভি, এম হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা তাতে রোগী হয়তো ঝাকুনি খেয়ে রাস্তায়ই মারা যাবে। রাস্তার এই করুন হাল দেখে সেখানকার ডাক্তাররা অনেক সময় কমলপুর হাসপাতালে রেখেই রোগীকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিছুদিন আগেও গোটা ত্রিপুরা রাজ্য এক ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়েছিল কলাই সিদ্ধ কমল রাস্তাটির দুরবস্থার জন্য। সেখানে টেলিফোনের খুটি পর্য্যন্ত মাটিতে ডেবে গেছে, গাড়ীগুলি সেখানে আটকা পড়েছিল। দুইদিন পর্য্যন্ত গাড়ীগুলি সেখানে আটকা পড়েছিল এবং হাজার হাজার যাত্রী সেখানে আটকা পড়ে দুর্ভোগ ভুগেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যে এই রাস্তাটির দায়িত্বে আছে তা রাস্তাটির অবস্থা দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। আসাম আগরতলা রাস্তাটির কোন মেরামতই হচ্ছে না. কোন পুল সারাই করা হচ্ছে না। উক্ত রাস্তাটিকে যারা বর্ত্তমানে দেখাশুনা করছেন তারা বলছেন আমাদের হাতে টাকা নেই. কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে না। সুতরাং কেন্দ্রে যে একজন দায়িত্বশীল সরকার আছেন এ কথা আমাদের মনে করার কোন কারণ নেই। আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায়, সম্ভবতঃ তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি টেলিকমিউনিকেশান সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গুণগানই গেয়েছেন। কিন্তু সোনামুড়ার টেলিকমিউনি-কেশানের অবস্থা যে কমলপুরের মতই সেকথা তিনি কিন্তু একবারও বলেন নি। সেখান থেকেও যে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায় না সেকথা তিনি একবারও বলেন নি। রসিকবাবুর লজ্জা হওয়া উচিৎ। কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরোধীতা করতে গিয়ে যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি, পি, সিংকে পদত্যাগ করতে হয়েছে সে কথা তিনি ভুলে গেছেন। যে অরুণ নেহেরুর কাঁধে ভর করে রাজীব গান্ধী চলতেন, সে অরুন নেহেরু কংগ্রেসের দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। উত্তর প্রদেশ এবং

মীরাটের দাঙ্গার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খানকে ও পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কংগ্রেস (আই) সমর্থক গোষ্ঠী রামদা, লাঠি, বোমা ইত্যাদি নিয়ে ভি, পি, সিং-এর বাড়ীতে গিয়ে হামলা করেছিল, অরুন নেহের,র এবং আরিফ মহাম্মদ খানের উপর আক্রমণ সংঘটিত করেছিল। এই সমস্ত ঘটনার জন্য রসিকবাবুর লজ্জা আছে কিনা, রাজীব গান্ধীর লজ্জা আছে কিনা আমরা জানিনা, তবে ভারতবাসীর লজ্জা আছে। এই সমস্ত ঘটনার জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর মাথা হেট হয়ে গেছে।

আমরা জানলাম যে কিছু দিন আগে বা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে যে এই সব প্রতিযোগিতা যেখানে নিরক্ষরতায় ভারতবর্ষ প্রথম স্থানে। কাজেই স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও ভারতবর্ষে শতকরা ৬৫ জন লোক নাম নাম পর্য্যন্ত দস্তখত করতে পারেন না যারা ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার জনসংখ্যার অর্ধেক কাজেই এই দিক দিয়ে এক নম্বরে আছেন স্বর্ণপদক পাওয়ার উপযোগী। আর আজকে কেলেংকারীর দিক দিয়ে ডিফেন্সের অস্ত্র কেনার কেলেংকারী যে অস্ত্র দিয়ে দেশকে রক্ষা করতে হয় সেই অস্ত্র নিয়ে কেলেঙ্কারী কাজেই লজ্জা যদি তাদের থাকত তাহলে তো পদত্যাগই করতেন। মিঃ ডিপটি স্পীকার স্যার টেলি যোগাযোগের এই যে অচল অবস্থা এই যে ভেঙ্গে পড়েছে তার জন্য ত্রিপুরার উন্নত মূলক কাজে অনেক ব্যাহত হচ্ছে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা এই হাউসে আমিও প্রশ্ন হিসাবে তুলেছিলাম বা বিভিন্ন সময়ে আলোচনাও হয়েছিল আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কেন্দ্রীয় পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রাখছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সক্রিয় কার্যকরী উদ্যোগ নেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সভার মাননীয় সদস্য টেলি কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা নিয়ে যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন সেই সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি গত ৫ বছর ধরে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার-এর একটা চরিত্র যে শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা সমালোচনা কিন্তু একটা সমস্যা কি করে সমাধান হবে তার প্রস্তাব কোন দিনই রাখেন নি। কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার অর্থাৎ সি, পি, এমের বিরুদ্ধে একটা সরকার

আছেন তার বিরুদ্ধে বলতে হবে সেটা তিনি বেশী পছন্দ করেন। এই রাজ্যে টেলিকমিউনিকেশান খুব ভাল এটা আমি বলবো না, রাজ্যে টেলিকমিউনিকেশানটা খারাপ এটা সকলেই স্বীকার করবেন। আর একটা এখানে বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে আগে এস. টি. ডি লাইনের আগে আমরা একটা একস্‌চেইঞ্জ লাইন পেয়ে যেতাম এর আগে একস্‌চেইঞ্জ লাইন খুব ভাল সে কথা বলবো না কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় থাকলে বামফ্রন্টের সমর্থকরা তারা সব সময় চায় সেই টেলিকমিউ-নিকেশানের কর্মচারীদেরকে সব সময় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে একটা উস্কানি মূলক তাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরা। তারপর আমরা দেখি কখনও এই এক্সচেইঞ্জ তুললে পর "খেটে, খেটে, খেটে" কতক্ষণ শব্দ করার পর রেডিওর গান শুনিয়ে দেয়

(ভয়েসেস ফ্রম দি ট্রেজারি ব্যাঞ্চ—এখন টি, ভি, দেখবেন)।

মাননীয় মন্ত্রী অনিলবাবু খুব খুশী হয়েছেন। তার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর এখানে এসে কর্মচারীদের পাহারা দিতে হবে। তার জন্য যে কর্মচারীরা দায়িত্বে আছেন তাদের সচেতন হতে হবে। রাজ্য সরকারে যারা আছেন তাদেরকে উৎসাহিত করছেন যে তোমরা রেডিও বাজিয়ে যাও, আবার কয়েক দিন বাদে টি, ভি দেখবেন বলছেন কি রকম বক্তব্য, অন্ততঃ রাজ্যে যেটা যা দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নয়, রাজ্য সরকারেরও দায়িত্ব আছে এবং আমাদের প্রত্যেকেরই সেটা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া কর্তব্য। মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, এখানে লেফট্‌ফ্রন্ট সমর্থকরা আরও একটা কথার আওয়াজ তুলতে শুনেছি এই কথা মাননীয় সদস্য মানিকবাবু তুলেন নি যে টেলিকমিউনিকেশান রাজ্যের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে যে ব্যবস্থা যে টেক্স নেওয়া হচ্ছে টেলিফোনের এইগুলি সমস্ত ফ্রি করে দিতে হবে, আমি কিছুই বুঝি না সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো কমিয়ে দাও দাও বলতে পারেন কিন্তু সমস্ত ফ্রি আবার এখানে বলছেন যে যখন খরা হয়, বন্যা হয় মানুষকে কিছু ফ্রি ব্যবস্থা করে দিন সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন হ্যাঁ, সব ফ্রি তাহলে এখন রাজ্য সরকার টেলিকমিউনিকেশানের ব্যাপারে রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে যারা বামফ্রন্ট সমর্থিত তারা বলছেন সব ফ্রি করে দাও তাহলে কেন টেলিকমিউ-নিকেশানের এই আওয়াজের কথা তো কিছু বললেন না কেন? এই যে টেলিকমিউনিকেশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানিকবাবু আবার বলছেন যে রাজ্যে সকল শহর খুঁড়ে খুঁড়ে

যেখানে লাইনের ব্যবস্থা বসিয়ে দেওয়া হয়। আগরতলা শহরের অবস্থা দশ বছর আগে কি ছিল? এখন সেই মটরষ্ট্যাণ্ড থেকে বটতলা যেতে হলে নো এনট্রি লাগিয়ে যেতে হয় কেন? সেখানে সমস্ত দোকানের সামনে দিয়ে আর একটা দোকান, দোকানের পর দোকান ৩ পট্রি ৪ পট্রি দোকান দিয়ে দিয়েছে, রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, এটা কি কেন্দ্রীয় সরকার করছেন? এটা সম্বন্ধে তো একটুও বললেন না। আজকে হয়তো আমাদের টেলিফোনটা অচল আছে কিন্তু সেখানে হেঁটে গিয়ে দু মিনিটের মধ্যে খবর দিয়ে আনতে পারি কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়, ঐ রাস্তা তো ব্লক করে রাখা হয়েছে। রুদ্রেশ্বরবাবু তুলে ধরেছেন এখন সেই সোনামুড়া রাস্তার কথা টেলিকমিউনিকেশানের অচল অবস্থার কথা কেন বললেন না রসিকবাবু। টেলিকমিউনিকেশান হলেই হলো? গণ্ডাছড়ার এখান থেকে একটা জরুরী খবর পাঠাতে হবে. গণ্ডাছড়া সব ডিভিশ্যান কোথায়? অমরপুর তার যোগাযোগ কোথায় ভায়া আমবাসা তেলিয়ামুড়া হয়ে অম্পি হয়ে অমরপুর, ডেম সাইড হয়ে তীর্থমুখ হয়ে অমরপুর। টেলিকমিউনিকেশ্যান থাকলেও এই ব্যবস্থা নেই। টেলিফোন আসলে ওখানে উগ্রপন্থীর আক্রমণ হয়েছে আমাকে আরও তিন ব্যাটেলিয়ান পুলিশ পাঠান কি করে যাবে সেখানে পুলিশ উড়ে যাবে পুলিশরা? রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব সেটা তো তৈরী করা হচ্ছে না, আর এখন যদি বলি যে জি, বি হসপিটাল থেকে উনারা বলছেন যে আমরা টেলিকমিউনি-কেশ্যান তুলে পাই না।

এইটা কি কোন একটা ঘটনা হল? জি, বি, হাসপাতাল থেকে কামানচৌমুহনী যদি টেলি কমিউনিকেশান চালু থাকে তাতে কি রোগীকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেয়া যাবে। যদি রাস্তা ব্লক থাকে তাহলে কি সম্ভব হবে? রাস্তা যদি ব্লক থাকে তাহলে কি রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হবে? নিশ্চয়ই না। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ, সহযোগীতা। তার জন্য শুধু বিরোধিতা করা বা চীৎকার করলেই সমস্যার সমাধান হবেনা, আমাদের সহযোগিতা অবশ্যই দরকার আছে।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন, আরও দুটি শর্ট ডিসকাশান আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন বিজ্ঞানের যুগে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করছেনা, এইটা বলা ঠিক হবে না। সত্যকে অপলাপ করা হবে। কারণ কয়েকদিন আগে পত্রিকায় দেখেছি, রেডিওতে শুনেছি সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে টেলি কমিউনিকেশান চালু হয়েছে। সেটা চালু রাখার দরকার কিন্তু হয়ত ২-১ দিন পরে

বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেটা আমরা আশা করিনা, সেটা সচল থাকুক। কয়েকদিন আগে রাজীব গান্ধী উদ্বোধন করেছেন। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশা চালু হয়েছে। এখন সেখানে ব্যবস্থা নাই সেখানে করার দরকার আছে। কিছুদিন আগে রাশিয়ার সঙ্গে হয়েছে, যেটা আগে ছিলনা। এগুলি হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে মানিক বাবু উনার বক্তব্য রাখার সময় উনি মিনিষ্টারের নামই ভুলে গেছেন, উনি বলেছেন সাম দাস, সাম দাস না মিনিষ্টারের নাম হচ্ছে শ্রীসন্তোষ মোহন দেব। যিনি মিনিষ্টারের নামই জানেন না মিনিষ্টারের খোঁজই রাখেন না, এই ব্যাপারে যে মিনিষ্টার যুক্ত উনার নামই জানে না ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় কি হচ্ছে সেটার খবর কি করে রাখবেন? মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বরবাবু বলেছেন টেলি যোগাযোগ থাকলে নাকি উগ্রপন্থী ধরা পড়ে যাবে। কি অবাক কাণ্ড? এটা একটা বক্তব্য? টেলিকমিউনিকেশান উগ্রপন্থীকে ধরবে। রাজ্যের প্রশাসন পুলিশ তাদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য টেলিফোনকে দোষ দিচ্ছে। তারপর দেখা যাবে পুলিশকে খবর দেওয়ার পর পুলিশের ড্রেস নিতে, জুতা পরতে পরতে উগ্রপন্থী পালিয়ে গেছে। কাজেই এই সমস্ত কথা বলে ত হবেনা। বাস্তবকে স্বীকার করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার-এর মধ্যে সহযোগিতা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না, রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে যাতে চলতে পারা যায় সেদিকে ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি আরও ৫ জনের নাম আমার কাছে আছে। তারপর আরও ২টি শর্ট ডিসকাশান রয়ে গেছে। অসুবিধা হয়ে যাবে, সময় পাওয়া যাবে না। এখন যারা বলবেন তারা ৫ মিনিটের বেশী সময় পাবেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে টেলিফোন কমিউনিকেশানের জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করি এবং তার সাথে সাথে এই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করব। আজকে টেলিফোন সত্যিই আমাদের মানবিক কল্যাণে এবং বর্তমান বিজ্ঞান জগতে এইটার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এইটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু দেখা গেছে এই টেলি-

কমিউনিকেশান প্রসঙ্গে এখানে আজকের এই হাউসে যে সমস্ত বক্তব্য আনা হয়েছে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস সি, পি, আই, (এম)। অল্প সময়ে বেশী কথা বলাও যাবেনা। আছি বলছি আজকে আমাদের মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, সবদিক মিলে বলা যায় টেলিফোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। এইটার অব্যবস্থার কারণে আজকে আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বিভিন্ন দিক দিয়ে। গত কয়েকদিন আগের একটি ঘটনা। আমার বাড়ী থেকে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম, একটা মুমূর্ষু রোগী, কিন্তু টেলিফোন অচল হওয়ার জন্য সেই রোগীটাকে সময়মত হাসপাতালে পৌঁছানো গেলনা। যার ফলে রোগীটার মৃত্যু হল। কি রকম পরিবার? খুব দুঃস্থ পরিবার। তার দুটি মাত্র সন্তান। একটির একটু বয়স হয়েছে ২১, সেই পরিবারের একমাত্র রোজগার করত। ২ ঘণ্টা পরে রোগীটা মারা গেল। হাসপাতালে নিতে সময় লাগল ৩ ঘণ্টা। টেলিফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু টেলিফোন অচল হয়ে আছে। অচল হয়েছে কোথায়? আমার বাড়ীতে না, হেড কোয়ার্টারে। এইরকম একটি ঘটনা না, অনেক ঘটনা আছে, দোকান হোক, বাড়ীতে হোক আগুন লাগলে সেখানে কি অবস্থা হয়? হাজার হাজার টাকার, লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, টেলিফোনের সাহায্য পাওয়া যায় না। এইটা আজকে নতুন নয়, দীর্ঘদিনের। পাশাপাশি বলা যায় কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাধারঘাটে আছে, শহরের কথাও বলতে পারি তাদের টেলিফোন লাইন ঠিক থাকে। উনারাই বলেন যদি টেলিফোন ঠিক রাখতে হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে? এইটা কি সর্বনাশের কথা। কি ব্যবস্থা। সেটা উনারা বলেন, আপনারা বুঝবেন না ব্যবসা করুন তাহলে বুঝবেন এটা কি ব্যবস্থা। আজকে টেলিফোন সম্পর্কে এখানে অনেক বক্তব্য রাখা হয়েছে। বেশী বক্তব্য রাখার প্রয়োজন নাই। আজকে টেলিফোনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রবাবু বলেছেন, রসিকবাবু বলেছেন শেষ পর্য্যন্ত এক কথা কংগ্রেস সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যোগাযোগ, সহযোগিতা, বিভিন্নভাবে। আমি একটা কথাই বলি আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে যে প্রশ্ন কংগ্রেস সম্পর্কে যে প্রশ্ন কি প্রশ্ন? আজকে কংগ্রেস কোথায়? কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কতটার সঙ্গে মিশল? যদি একটা রং যদি বিভিন্ন রংয়ের সংগে মিশে যায় তাহলে কি সেই রংটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে? আজকে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসের সংগে মিশেছে, আনন্দমার্গীর সঙ্গে মিশেছে, ও, বিসির সঙ্গে মিশেছে, মুসলীম লীগের সঙ্গে মিশেছে, টি, এন, ভির সংগে মিশেছে। কাজেই আজকে

কংগ্রেসকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আর একটু বলি যদি আজকে একজন ভদ্রলোক বিদেশে যায় তাহলে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার বাড়ী কোথায়। আপনি হয়ত বলবেন ভারতবর্ষে। পাল্টা প্রশ্ন যদি করা হয় কোন ভারতবর্ষ? রাজীব গান্ধী যে দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই দেশের? আপনাকে স্বীকার করতে হবে। কি হবে অবস্থাটা? আজকে ৮০ কোটি লোক-এর বাস ভারতবর্ষে। সেই ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী। আজকে কি সব, বলতে গেলে ধরাই পড়েছে রাজীব গান্ধীর কেলেংকারী পরিস্কারভাবে। তারপর কি পরিচয় দেবেন? আমরা ভারতবাসী। এই কথা কি বলা যাবে? সুতরাং তর্ক বিতর্ক করে লাভ হবে না। বিরোধী বন্ধুদের বলি এখন আর সুবিধা নাই। যেদিকে বলবেন সেদিকেই গন্ধ বেরোবে বিভিন্ন ধরণের কেলেংকারীর। কাজেই এই যে বাম দার কীর্ত্তি, বোমার কীর্ত্তি কি হবে? রাজীবকে সবাই জানেন, ত্রিপুরাবাসী জানেন, সারা ভারতবর্ষের লোক জানেন। মানুষের চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখা যাবে না। আগে নির্বাচনের আগে রাত্রির অন্ধকারে পকেটে টাকা দেওয়া হত, এখন প্রকাশ্যে পরিস্কার বলা হচ্ছে তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দিলে ৫ হাজার টাকা পাবে। নামের লিষ্ট করা হবে। তারপর টাকা দেওয়া হবে। অল্প সময়ের মধ্যে আর কিছু বলা যাবে না। সামান্য বললাম। কাজেই মাননীয় বিধায়ক শ্রীমানিক সরকার যে এই সভায় প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। মাননীয় সদস্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। সদস্যদের কাছে একটা অনুরোধ আপনারা বিষয়ের উপর থাকবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার:— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় টেলিফোন কমিউনিকেশানের অব্যবস্থা জনিত কারণে যে প্রস্তাব মানিকবাবু এনেছেন সেই প্রস্তাবটা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না ত্রিপুরায় টেলিফোন ব্যবস্থা অচল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যা সেই সমস্যাটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি কোণ থেকে না দেখাই ভাল, বিজ্ঞানের প্রগতি ও অগ্রগতিকে যারা বক্র দৃষ্টিতে দেখে আমার চিন্তা ধারায় তাদেরকে কিভাবে চিহ্নিত করব আমার জানা নাই। মাননীয় মন্ত্রী সন্তোষ দেব এক

কথায় দূরকে করেছে নিকটে, পরকে করেছে আপন তিনি ত্রিপুরার মানুষের কাছে বরণীয় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের হায় গোটা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে এনে দিয়েছেন ইলেকট্রিসিটি লাইনকে চালু করে, যারা এটাকে ধন্যবাদ জানাবে না তাদের আমার বলার কিছু নাই. আসলে এই বিষোদ্গারটা কেন, এইটা আলোচনা করতে গিয়ে কোথায় কি পোষ্টার লাগানো হয়েছে, কোথায় ভোটার লিষ্টে-এর কি হল কংগ্রেস কি করল নানান কথাবার্তা, আসলে ব্যপারটা কি, ব্যপারটা ভুতের ভয়, কংগ্রেস আবার এল কি না এই রকম একটা ভয় পেয়ে বসেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্যাটাকে যদি চিন্তা করতে হয় গুরুত্ব দিয়ে এইটা বাস্তব কথা, আমি আমার বিলোনীয়ার মুহুরীপুরে গিয়েছিলাম, হঠাৎ প্রযোজন হয়েছিল টেলিফোনের, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম বছর দেড়েক আগে একটা টেলিফোন গেছে. তবে সেটা কোন কাজে লাগেনি, অকেজো হয়ে আছে। তার পর সেদিন আমাদের একটা এসেম্বলি কমিটি থেকে আমি ছৈলেংটা গিযেছিলাম সেখানে বি, ডি, ও সাহেবরা বললেন বিভিন্ন কর্মচারীরা বললেন যে, আমাদের একটা বিশেষ প্রয়োজন হলে আমাদের ছেলে মেয়ে অসুস্থ হলে যে টেলিফোন করব তার কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু তাই নয় আগরতলা শহরের কথ তো আপনারা সবাই জানেন লাইট এই আছে এই নাই, কোথায় কি হল তার হদিশ পাওয়া যায় না, প্রগতির যুগ যেখানে যুগ পরিবর্তনশীল সেখানে এই অবস্থাটা কল্যাণদায়ক নয় এবং এইটার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন আছে, সেই দিক থেকে প্রস্তাবটাকে সমর্থন করি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করলে নিজের দিকেও তাকাতে হয়, আমি তাই বলছি একটু নিজের দিকে তাকান. শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোৎগার করলেতো হবে না। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত, এইটার সঙ্গে বিদ্যুৎ ও জড়িত, তার কি অবস্থা গোটা দিনইতো ফিউজ হয়ে থাকে. এই অবস্থার মধ্যে কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটা চলে না, এইটা জানতে হবে এবং এই সমস্যাটার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে, খোঁজ নিতে হবে কোথায় গলতি, গলতি যদি থাকে তাহলে তার পরিবর্তনের প্রয়োজনে আমাদের আন্দোলন করতে হবে, জনমত তৈরী করতে হবে, সকলে একমত হয়ে এইটার পরিবর্তন করতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, বিদ্যুতের অব্যবস্থা সংগে সংগে টেলিফোনের অব্যবস্থা এবং এই দুইটা জন জীবনকে বিপর্যস্ত করছে, এইটা অস্বীকার করতে পারি না এবং চূড়ান্ত প্রয়োজনে টেলিফোন লাইন যদি বিকল থাকে, তা ছাড়া আজকে আগুন নিভাবার যন্ত্রের কথাই বলুন, হাসপাতালের কথাই বলুন, আর রুগীদের কথাই বলুন, মাঝেমাঝে

প্রত্যেকটা লোককে সাংঘাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে, এইটা অস্বীকার করলে চলবে না, কাজেই এইটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে না দেখে সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার টেলিফোন কমিউনিকেশান এর উন্নতির জন্য আমাদের সংগবদ্ধ চেষ্টা নেওয়া উচিৎ, যাতে না কি টেলিফোনের অব্যবস্থা দূর হয় তার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য মানিকবাবু যে আলোচনা এখানে এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আধুনিক সভ্যতার জগতে বিজ্ঞানের একটা শ্রেষ্ঠ অবদান টেলিফোন কমিউনিকেশান, আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একবিংশ শতাব্দির যুগে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান দিয়েছেন, আমি এইটা ঠিক বুঝতে পারছি না যে, এই আহ্বানের সংগে আমরা যারা গ্রামে গঞ্জের মধ্যে আছি তাদের সামিল করার জন্য ওনার কোন ডাক আছে কি না, এইটা ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ আমার বাড়ী হচ্ছে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে, সেখানে যায়। যখন না কি বেংকাবের মাধ্যমে আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত, তখন কিছুটা যোগাযোগ করা যেত। কিন্তু আজকে অটো ব্যবস্থার ফলে কোন যোগাযোগ নাই সাব্রুমের সঙ্গে আগরতলায়। আমরা কোন সময়ই সাব্রুম থেকে আগরতলায় যোগাযোগ করিতে পারি না, এই হচ্ছে ঘটনা। দুই একটা ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম হতে পারে, তবে বেশীর ভাগ সময়ই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে সাব্রুম শহর এলাকার মধ্যে যদিও যোগাযোগ করা যায়, কিন্তু একই রাস্তার মধ্যে আগরতলা থেকে শান্তির বাজার, শান্তির বাজারের পরে হচ্ছে মনু বাজার, মনু বাজারের পরে সাব্রুম, একই রাস্তার উপর অবস্থিত। অথচ আমি যদি মনে করি মনু বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করব তাহলে সাব্রুম থেকে মনু বাজার যোগাযোগ করা যাবে না। কারণ সাব্রুম থেকে মনু বাজার হচ্ছে ১৫ কিঃ মিঃ এই দুরত্বে যোগাযোগ করা যাবে না, যোগাযোগ করতে হলে কোথায় করতে হতে সাব্রুম থেকে ৫০ কিঃ মিঃ দূরে শান্তির বাজার হয়ে তার পরে মনু বাজারে যোগাযোগ করতে হবে। সেটা কোন দিন সম্ভব কিনা কিনা আমি জানি না, আমিতো একদিনও করতে পারিনি। তারপর সাতচানের ভি ডি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা আমি অনেক করেছি

সেখানেও একই অবস্থা, সাব্রুম থেকে সাতচান্দ ১৮ কিঃ মিঃ দূরত্বে, আর এই ১৮ কিঃ মিঃ দূরে সাতচানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে আমাকে ৫০ কিঃ মিঃ দূরের সেই শান্তির বাজার হয়ে তবে টেলিফোন কমিউনিকেশানটাকে চালু করতে হবে। যেখানে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে বলছেন সেখানে অবশ্য আমাদেরকে বাদ দিয়ে যদি বলে থাকেন তাহলে কিছু বলার নাই। তারপর আমাদের সাব-ডিভিশনে দুইটা প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে, একটা হচ্ছে শিলাছড়ি, এর সঙ্গেতো রাস্তার কোন যোগাযোগ নাই, সেখানকার কোন লোক যদি সাব্রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে তাকে চারটা সাব-ডিভিশান ঘুরে তবে আসতে হবে। সেই শিলাছড়ি থেকে যেতে হবে অমরপুর অমরপুর থেকে উদয়পুর, উদয়পুর থেকে বিলোনীয়া, তারপর তাকে আসতে হবে সাব্রুম। অথচ যদি টেলি কমিউনিকেশান ব্যবস্থা সেখানে থাকত তাহলে হয়তো একটা খবর দেওয়ার জন্য তাকে এতটা ঘুরতে হত না। টেলি কমিউনিকেশান ব্যবস্থাই হচ্ছে এই রকম, তাতে সময়কে সংক্ষেপ করা যায় এবং অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ও যাতায়াতের অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই তিনটা উদ্দেশ্য যাতে সাধন হতে পারে, আমরা দেখছি যে তা এখনও চালু হয়নি, ফলে আমাদের দুর্ভোগ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। কারণ আগে যদি আমার জানা থাকত যে টেলিফোন হবে না তাহলে আমি টেলিফোন করার জন্য এটেমই নাকিনা নিয়ে আমি সোজা যোগাযোগ করতে পারতাম, তা না করে এখন আমাকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে এইটা করতে হচ্ছে।

একটু আগে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় বলেছেন যে ওনার এলাকার মধ্যে যোগাযোগ করার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থা চলতে পারেনা। এভাবে একবিংশতি শতাব্দে যাওয়া যাবেনা। এখানে বিরোধী দলের সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে এখান থেকে সুইজারলেণ্ডে যোগাযোগ করা যায়। তা ত যাবে কারণ সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে হবে। আজকে আমরা দেখেছি কামান কিনতে গিয়ে কিভাবে ঘুষ দেওয়া হয়েছে আর সে টাকা সুইস ব্যাংকে জমা পড়েছে। কাজেই তার জন্যই ত সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে হটলাইনে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে বাহিরে ভারতের টাকা পাচার করা যায় আর ভারতে যখন দুর্দিন চলবে তখন সেখানে বসে সুখে থাকা যাবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব

এই হাউসে রেখেছেন সে প্রস্তাবের জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মনে হয় মানিকবাবু ওনার প্রস্তাবটা তুলতে গিয়ে হাউজে যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে ট্রেজারি ব্যাঞ্চের যাঁরা মন্ত্রী এবং সদস্য আছেন তারা অনেকে একমত হতে পারেননি বলে তারা অনেকে হাউজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। টেলিকমিউনিকেশানকে জোরদার করতে গেলে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেটা হল বিদ্যুৎ। এখানে শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থার অভাব, বিদ্যুৎ দিয়ে সেটা করা যেতে পারে। আমাদের রাজ্যে একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রুমে বিদ্যুৎ থাকে আর কোথাও সব সময় থাকে না। কেন একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে বিদ্যুৎ থাকবে আর কোথাও থাকবে না? যেখানে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের সুযোগ সুবিধা দেখার ভার ওনার উপর সেখানে ওনার কি এটা দেখা উচিত ছিলনা? এখানে টেলিকমিউনিকেশনের বিপর্যয় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিলে চলবে না, রাজ্য সরকারের বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার যে দায়িত্ব সেটা পালন না করে সেটাকে ঢাকবার চেষ্টা করলে চলবেনা। আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় যে যাদের কারণে এই বিপর্যয় হচ্ছে সে সব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত এই হাউজে নেওয়ার জন্য আমি এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করব, কিন্তু তিনি কি পারবেন? আমি দাবি করছি যে সব কর্মচারী এই টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হউক। তারজন্য মাননীয় সদস্য মানিক সরকার ও ট্রেজারি ব্যাঞ্চের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কি? কারা রাজ্যের মানুষকে এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সি, এম, ডি, এ-র মাটি কাটার ক্যালেংকারীর সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের নাম জড়িত আবার আলিপুরে ট্রেজারির অর্থ কেলেংকারীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব জড়িত আর আমাদের এখানে রাজ্য লটারির ক্যালেংকারীর সঙ্গে এখানকার প্রাক্তন অর্থ সচিব জড়িত। অথচ তাদের মুখে বোফোর্স ও ফেয়ার-ফ্যাক্স নিয়ে সমালোচনা শুনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, টেলিকমিউনিকেশনের কথা বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— পশ্চিমবঙ্গের সি, এম, ডি, এর, মাটি কাটার কেলেংকারী, ট্রেজারির অর্থ কেলেংকারী আর আমাদের রাজ্যের লটারির কেলেংকারী কোন বিচ্ছিন্ন

ঘটনা নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ, আর সময় দেওয়া যাবেনা।

শ্রীজওহর সাহা :— আর একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— ১ মিনিট।

শ্রীজওহর সাহা :— এই রাজ্যের গরীবরা এই ১০ বছরে খুবই বঞ্চিত হয়েছে। এই গরীবদের জন্য যখন রাজ্যের কংগ্রেস ঋণ মেলা করার ব্যবস্থা করছে তখন আপনারা তার বিরোধিতা করছেন কারণ তাহলে যে আপনাদের মিছিলে আর লোক হবেনা। তাহলে যে আর আপনাদের পিছনে ওরা ঘুরবেনা। যাই হউক রাজ্যের এই সমস্ত সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ঊর্ধে উঠে টেলিকমিউনিকেশনের মতই সব কিছুর উন্নতি হউক এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এই স্বল্প নোটিশের আলোচনাটা উত্থাপন করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময় এইজন্য যে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকট আজকে দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যা, টি. এন. ভি, উগ্রপন্থী সমস্যা, বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা, প্রভৃতির মোকাবিলা করার জন্য এই টেলি কমিউনিকেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, একটা নির্বাচনের পরিস্থিতি চলছে। সেই নির্বাচনের পরিস্থিতিতে এই টেলিকমিউনিকেশন যোগাযোগ উন্নত করা যদি না হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার কথা। তৃতীয়তঃ, জিনিষ-পত্রের যে অভাব বা সংকট দেখা দিচ্ছে তাতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের চাল, নাই চাল পাঠাতে হবে, তার জন্যে টেলিফোন করতে হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকা রয়েছে যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাব দেখা দেয় সেখানে খবর পাঠাবার জন্যেও টেলিকমিউনিকশনের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু আজকে যারা জঙ্গলে থাকেন টি, এন, ভি, র সহায়ক তাদের পক্ষে এইটা অসুবিধা-জনক। কারণ এই টেলিকমিউনিকেশন আনার অর্থ হচ্ছে তাদের পক্ষে বিপদ। কাজেই

তাদের মত যারা টি এন, ভি-দের স্বার্থ দেখেন তারা এই টেলিকমিউনিকেশনকে উন্নত করার বিষয়ে যে আলোচনা সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না।

আমি এখানে একটা কথাই বলতে চাই, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে সমালোচনা করার জন্য নয়, যে পরিস্থিতিতে এইটা ব্যাখ্যা করছি। একটা রাত্রিতে আমি এই কয়েকটা টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি সেগুলি হচ্ছে টেলিফোন নাম্বার ৩২৫১, এস, ডি, ও, ৩৪১৫, কমপ্লেন সেল ৩৫১৫. । আমাদের 'দেশের কথা' পত্রিকার দুটি টেলিফোন ২৩৮৩ এবং ৪১৩১। সি, পি, আই (এম)) অফিস ৩৪৪৮, ৫৩৬৫, ডাইরেকটার অব্ পঞ্চায়েত ৫৯৮৮। এসেম্বলীর কিছু প্রয়োজনে সেক্রেটারী বা ডাইরেকটারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা দরকার, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এই টেলিফোনগুলি অকেজো থাকে আরেকটা দেখা গেছে রেসিডেনসিয়েল টেলিফোনগুলি প্রায় সময়েই অকেজো হয়ে থাকে, যেমন সি, এম এর রেসিডেন্স এ রয়েছে ৪০০১ এবং ৪০০১, এইগুলি অধিকাংশ সময়েই অচল হয়ে থাকে আমি ডাইরেকটারকে সঙ্গে সঙ্গে বলি যে কি অফিস আপনি চালাচ্ছেন ? আপনি তালা বন্ধ করে দিয়ে যেখান থেকে এসেছেন সেখানে চলে যান। এইটা আমি ক্ষোভ প্রকাশমূলক উক্তি করেছি। তিনি একজন দায়িত্বশীল অফিসার তাকে আমার এই ধরণের বলা হয়তো ঠিক হয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে তার অফিসের অনেকগুলি টেলিফোন রয়েছে কোনটাতেই তার সংগে যোগাযোগ করতে পারি না। এটা দুঃসহ। তাই আমি এই হাউসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি একটা হাই লেভেল টিম তারা এখানে পাঠান, তারা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখুন কি কি কারণে এই টেলিফোন যোগাযোগ উন্নত করা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রাজ্য সরকারের যতকিছু করণীয় এই সম্পর্কে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই হাই লেবেল কমিটি যে রিকোমেণ্ডেসন করবেন সেটা যেন এক মাসের মধ্যেই ইমপ্লিমেণ্ট করা হয়। এই প্রস্তাব এই হাউসের পক্ষ থেকে পাঠাচ্ছি। এই বিষয়ে আলোচনার সাম্ আপ করতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, আলোচনা খুবই ভাল হয়েছে এবং আমরা মোটামাটি একটা সহমতে এসেছি যে, টেলিফোন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। আমাদের বিরোধী দলের নেতারা সোনামুড়া থেকে সম্ভবতঃ টেলিফোন পান তাই তিনি কিছুই উল্লেখ করেনি। কিন্তু অন্যান্য সাবডিভিসন থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই টেলিফোন

পাচ্ছেন না বলেছেন ।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী সময় নেবো না। আলোচনা যিনি সূত্রপাত করেছেন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— প্রথম নোটিশটির উপর আলোচনা শেষ হলো। দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :— "নাথ ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় (ও,বি,সি,) মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সাংবিধানিক অধিকার দাবী প্রসঙ্গে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যে দুটি শ্রেণী রয়েছে একটি অগ্রসর এবং আরেকটি অনগ্রসর শ্রেণী। এই অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতি রয়েছে সংবিধানে এই সব অনগ্রসর মানুষদের যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তারজন্যে কতগুলি সুযোগ সুবিধা সংবিধানে ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে এবং কিছু ডাইরেকটিভ প্রিনসিপলসও রয়েছে। এই অংশের ভারতবর্ষে যারা এস, টি./এস, সি রয়েছে তাদেরকে চাকুরী ক্ষেত্রে, জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ একটা অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। ৩০ বছর পরে দেখা গেল শুধু এস, টি, এস, সি, নয় আরো অনেক সম্প্রদায় রয়ে গেছে যারা মূলতঃ এস, টি, এবং এস, সিদের মত অনগ্রসর। তারা আর্থিক, সামাজিক, ও শিক্ষার সব দিক থেকে পশ্চাদপর রয়ে গেছে। তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে তামিলনাড়ু, মাদ্রাজে এস, টি, এস, সি, এবং অন্যান্য পশ্চাৎপর জাতি যারা রয়েছে তাদেরকে ইংরেজীতে বলে ও, বি, সি, তাদের জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে মণ্ডল কমিশন গঠন করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। সেই কমিশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মত ত্রিপুরাতেও ১০৭টি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে বেকোয়ার্ড কমিউনিটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেবার জন্যে সুপরেশি করেছেন। অবশ্য এই কমিশনের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করতে পারিনা যে, তাদের বর্ণিত এই ১০৭টি সম্প্রদায়

বা জাতি গোষ্ঠি সকলেই বেকওয়ার্ড কমিউনিটি। এইটা ভূল বশতঃ হয়তো করা হতে পারে। কিন্তু মূলতঃ এর মধ্যে অধিকাংশ সম্প্রদায়ই হচ্ছে অনগ্রসর সম্প্রদায়। এইটা নিয়ে বিধানসভায় এর আগে দুইবার আলোচনা হয়েছে। আমি একবার রেফারেন্স এনেছিলাম, তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীধীর রুদ্র দেবনাথ এইটা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এস, টি, এবং এস, সি দের মত যারা পশ্চাৎপদ শ্রেণী রয়েছে যেমন নাথ, বারুজীবি, ইত্যাদি তাদেরকে সংবিধানের সুযোগ সুবিধার আওতার মধ্যে নিতে পারলে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করা যেত। তা না হলে সারা ভারতবর্ষের যে উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং যে লক্ষ্যে আমরা চলছি সেটা কোন দিনই সম্পূর্ণ হবে না। এই কারণে যারা ও, বি, সি, যারা পশ্চাৎপদ তাদেরকেও চাকরী ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সাংবিধানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকারকে আগেও অনুরোধ করেছি, এখনও অনুরোধ করছি। এ সম্পর্কে বামফন্ট সরকারের বক্তব্য যে কেন্দ্র কমিশন গঠন করেছে, কেন্দ্রই কার্যকরী করেন নি রাজ্য সরকার কি করে করবেন? এটা ঠিক নয়। রাজ্য সরকারও পারেন, কেন্দ্রীয় সরকারও পারেন। কেন্দ্র আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে রাজ্য সরকার এটা করতে পারেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যেই এটা সম্প্রসারিত হয়েছে। যদিও গরীবদের বন্ধু এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল বলে দাবী করেন ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারা এটা করেন নি এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি আমার কাছে আছে। রিজার্ভেশান ৫০ শতাংশের উপর যাওয়া চলে না। আসলে সুপ্রীম কোর্টের এইরকম কোন রায় নেই। তাঁরা বলেছেন এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এইরকম বাধ্যতামূলক কিছু নেই। যার ফলে এই রায় দেওয়ার পরেও ভারতের অনেক রাজ্যে এইরকম রিজার্ভেশন হয়েছে। কর্ণাটকে ৯২ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৬৮ শতাংশ, এমন কি খোদ দিল্লীতেও যেখানে কংগ্রেসের ঘাঁটি বা কেন্দ্রস্থল সেখানেও ১৬ শতাংশ রিজার্ভেশান তাদের জন্য আছে। কাজেই ত্রিপুরাতে কেন এই দাবীটা বিচ্ছিন্নতা বাদী হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি না।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে যখন আমরা ট্রাইবেলদের জন্য আন্দোলন করেছি তখন আমাদেরও এই কথা বলা হয়েছিল। কাজেই একই ভাবে তারা যখন দাবী করছেন তখন তাদেরও একইভাবে ব্র্যাণ্ডেড করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে কেরালাতে নির্বাচনের প্রাক মুহুর্তে ৫৫ শতাংশ রিজার্ভেশন করে বিরাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছিল। এখন তো সেখানে কংগ্রেস নেই। লেফট ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট

সেখানে শাসন ব্যবস্থা চালাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় নি কেন? গুজরাটের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল। কিন্তু সেটা কারা করেছে? যারা বর্ণহিন্দু এবং পশ্চাদপদদের সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করে আসছিলেন তারাই। যদি ও, বি, সি, ১০ বা ৭০ শতাংশ হয় তাহলে তাদের অংশটা তাদের দিয়ে দিলেই হয়। এখানে ২৯ শতাংশ ট্রাইবেল, ১৪ শতাংশ সিডিউলড কাস্ট, ৪ শতাংশ এক্সসার্ভিস মেন ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আর বাকী যদি তাদের রেশিও অনুসারে করে তবে ক্ষতি কোথায়? ক্ষতি একমাত্র তাদের যারা ও, বি, সি, দের সুযোগ এবং অধিকার হরণ করেছেন, তাদের অংশ ভোগ করছেন। অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুরা অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জাত ভাইয়েরা, এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর তারা। তাঁরা মাত্র ৫ শতাংশ। অথচ তারাই ধনে মানে সব দিক থেকে বলীয়ান মহীয়ান। দীর্ঘ হাজার বছর আগে থেকে আমাদের উপর তারা নির্যাতন, শোষণ চালিয়ে আসছেন। এখনও তারা সেই কায়েমী স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। সেজন্য নাথ সম্প্রদায় এবং বারুজীবি সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আন্দোলন করেন তখন তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হচ্ছে। মুসলমান যদি দুই শতাংশ হয় তাহলে তাদের দুই শতাংশ দেওয়া হোক। ব্রাহ্মণরা যদি ১৫ শতাংশ হয় তাহলে তাদের ১৫ শতাংশ দেওয়া হোক। আনরিজার্ভড করে রাখার অর্থ হচ্ছে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা। কাজেই আমি মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব সে এটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে বাস্তব দিক থেকে বিচার করুন। আপনারা তো গরীবের বন্ধু বলে দাবী করেন এবং অসাম্প্রদায়িক বলে দাবী করেন, যদিও আপনারা মোটেই তা নন তাহলে কেন এই সমস্যাকে সমস্যা বলে দেখবেন না? ভারতবর্ষে দুটি সম্প্রদায় একটা উন্নত এবং আর একটা অনুন্নত। অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করুন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ত্রিপুরাতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ফ্রি আছে। জানি সেটা আছে। কিন্তু ও, বি, সি এর জন্য যেহেতু সেই ব্যবস্থা নেই তাহলে তাদের এল. আর, জি, না হলে পরে সেটা পাচ্ছে না। কিন্তু একজন এস, সি, এস, টি, সে হায়ার ইনকাম গ্রুপের হলেও, এমন কি কিরীট বিক্রমের ছেলে হলেও সব পাচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে, তাদের জন্য স্বনির্ভর পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে যাতে রাজ্য সরকার প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা অনুদান দিবেন এবং ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেবেন এটা তো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এই ৫/৬ মাসের মধ্যে কত জনকে দেওয়া হয়েছে? এখানে নাথ

সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে দিতে সাড়ে ছয় 'শ কোটি টাকার দরকার হবে, সুতরাং এইভাবে ভাওতা দেবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮০শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। কিন্তু তারা কারা? তারা সবাই এস, সি, এস, টি, এবং ও, বি, সি এর লোক। কাজেই তাদের জন্য ৮০ শতাংশ রিজার্ভ করলে কোন বাধা নেই। আর বলছেন কেন্দ্র করছেন না। সংবিধানের ১৫ (৪) ধারাতে আছে 'Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes'. অনুরূপভাবে ১৬(৪) আর্টিকেলেও এই কথা বলা আছে—"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointment or posts in favour of any backward class of citizens which in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State'.

অতএব আমি আবারও বামফ্রন্ট সরকারকে পেছনে পড়া অবহেলিত মানুষদের জন্য সহৃদয়ভাবে তাদের দাবীটা বিবেচনা করতে অনুরোধ করব। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাসের কমিউনিটির লোক সংখ্যা কত তা নির্দ্ধারণ করার জন্যও আমি অনুরোধ করব। অর্থনৈতিকভাবে ক্লাসিফিকেশান, এটা হয়তো আইডিয়াটা ভাল। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখানে আমরা এখনো পৌছতে পারিনি। এখনও জাতি পাতের অনেক সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এটাকে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। সাংবিধানিক ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

চেয়ারম্যান (শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস — মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকের আলোচনার মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ বাবু দায়িত্ব নিয়ে একটা অনুন্নত সমাজের মানুষের সমস্যাটা বিধানসভায় নিয়ে এসেছেন যে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের রিজার্ভেশনের আওতায় নিয়ে আসা হোক। আজকে ৪০ বছর পরে এই কথাটা নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং এর

মধ্যে একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিদ্যমান।

আমরা দেখি যখন কোন মানুষ বিপদে পড়ে, অথবা পথ হারিয়ে ফেলে, অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পায় না, তখন সে হরির নামের গান গায়। তাই আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যুব সমিতিও সেই পথ হারিয়ে এখন ও, বি, সি, ঋণ মেলা এই ধরণের নাম গান করে চলেছেন। হঠাৎ করে এই বিশুদ্ধ উপজাতি যারা, তারা শুধু উপজাতিদের কথা ছেড়ে দিয়ে অনউপজাতিদের মধ্যে যারা নাথ সম্প্রদায় ও অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায় আছেন, তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তারা যে আজকে নতুন নতুন জাত-পাতের সৃষ্টি করেছেন, তার পেছনের কারণটা কি? কারণটা খুবই পরিস্কার। আজকে যে তারা যত নাম, তত জাতের সৃষ্টি করছেন, এটা তো আগে কখনও সৃষ্টি হয় নি। আমরা অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করে আসছি যেখানে যে যত বেশী জাত পাতের সৃষ্টি হবে, সেখানে তত বেশী করে শোষণ করা যাবে, আর তা না হলে শাসক ও শোষকের স্বার্থ রক্ষা হবে না, তারাও দেখছি, আজকে সেই পুরানো কাদায় এটা শুরু করে দিয়েছেন, যে অমুক জাত, তমুক জাত ইত্যাদি। তারা নাথ সম্প্রদায়ের কথা বলছেন, এই সম্প্রদায় কি নতুন? সে তো অনেক পুরানো। আজকে যদি কোন ব্রাহ্মণ রিক্সা চালায়, তবে কি তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে? তাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, তাকে রিক্সাওয়ালা বলা হবে। তাহলে আজকে যে এই ও, বি, সির সৃষ্টি হল কেন? তারা বলছেন যে এটা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল, অর্থনৈতিক। ভারতবর্ষকে রক্ষা করার নামে মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতে দেশের সমস্ত ধন সম্পদ তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা, তার মধ্যেও জাত, বেজাতের প্রশ্ন রয়েছে, তাঁরাই আজকে জাতের নামে কেলেঙ্কারী করে চলেছে। আজকে আমরা বিহার রাজ্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে সেখানে বিভিন্ন ধরনের জাতের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন ধরুন মুসাহার আর ভূমিহার। এখন মুসাহার কারা? না যার বাড়ী বাড়ী কাজ করবে, যাদের কোন জায়গা জমি নেই, ঘরবাড়ী নেই, তাদের বলা হচ্ছে মসাহার। আর যাঁরা ক্ষেত মজুরী করে, তাদের বলা হচ্ছে ভূমিহার। আমি জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি কোন জাত হল। যেহেতু তাদের নিজস্ব কোন জায়গা জমি নেই, অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে তাদের জীবিকার বিনিময়ে, অর্থাৎ তাদেরকে এ কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়, অথচ তাদের নামেও আলাদা একটা জাতের সৃষ্টি করা হল। তেমনি আমাদের এই রাজ্যে নাথ সম্প্রদায়, আমি জিজ্ঞাস করি, তাদের মধ্যে কি কোন শিক্ষিত লোকের অভাব আছে? তা তো নয়, অথচ তাদেরকেও জাতের

বিচারে পিছনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যে তাদের নাকি শিক্ষিত তেমন নেই। আজকে হঠাৎ করে ও. বি সি, সংগঠন করা হল, তার মধ্যে কারা আছেন, না আছেন দেবনাথ সম্প্রদায়, আছেন কংগ্রেসীরা, আর আছেন এমন কিছু লোক যারা আমরা বাঙ্গালীতে স্থান না পেয়ে ওদের সেজ ধরেছেন, আবো আছেন আদার ব্যাক্-ওয়ার্ড কমিউনিটির কিছু লোক। অনুন্নত সমাজের ক্ষেত্রে আজকে যেখানে ভারতের সংবিধানের মধ্যেই রক্ষা কবজ রয়েছে যে তাদের ক্ষেত্রেও সেই স্বাধীনতার অধিকার, গণতন্ত্রের অধিকারবাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থ নৈতিক অধিকার থাকবে। সেই জায়গাতে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও রাজ্যে রাজ্যে কেন মুসাহার ভূমিহার থাকবে, এই প্রশ্ন কেন আপনারা কেন্দ্রীয় সরকার ক করছেন না, যারা নাকি দেশের সংবিধানের রক্ষক ? কেন তারা আজও পরের বাড়ীতে কাজ করে, পরের জমিতে কাজ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে কেন তাদেরকে অন্যের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনারা কি এসব দেখেও দেখেন না। নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যখন এই ধরনের লোকগুলি তাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে, তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখার মত একটা আশার আলো ও মুক্তির সন্ধান খুঁজে পাচ্ছেন তখনই আপনারা চারদিকে একটা অশান্তির সৃষ্টি করতে চাইছেন। কংগ্রেস তো অনেক আগে থেকেই এসব শুরু করেছেন, এখন দেখছি উপজাতি যুব সমিতিও তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে জড়িত রয়েছেন। বিহারে এইসব পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের লোকদের উপর যে এত বড় একটা দাঙ্গা হয়ে গেল, আপনারা তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে কোন রকম আন্দোলন করেছেন ? অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নতির জন্যই আপনারা কি দাবী করেছেন ? সেই রকম তো কিছু দেখছি না। তাহলে এটা কি আপনাদের এই রাজ্য থেকে সি, পি, এ হটানোর দাবী দাবী ? এসব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী রূপায়ণ করছেন, তা কি ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে, এই রকম একটি দৃষ্টান্ততে আপনারা দিতে পারবেন, দিতে পারবেন না। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই এসব শ্রেণীর সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানে যে রক্ষা কবজ আছে, তা পরাপুরি বাস্তবায়িত করছেন, অন্য রাজ্যে যে তা আদৌ বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তা এই রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। তাই তো আপনারা শংকিত হয়ে পড়েছেন, আর সেজন্যই স্বাধীন ত্রিপুরার স্লোগান, স্বাধীন বাঙ্গালী স্থানের স্লোগান আবার স্বাধীন খলিস্থানের স্লোগান তুলেছেন। কিন্তু আপনাদের এই স্লোগানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ

ভুলবে না, তাদের যে মূল সমস্যা, তাদের যে অর্থনৈতিক দাবী, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্টেরও দাবী, সেটা আদায় করার জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কেন্দ্রীয় সরকারই এরূপ অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য দাবী, রাজ্য সরকার নয়, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅরুন মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা অনুন্নত সম্প্রদায় মানে ও, বি, সি সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে উপস্থিত করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। আলোচনা করতে গিয়ে বলতে চাই যে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাত আছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। যেমন এস, টি, এস, সি এবং হরিজন এই রকম বিভিন্ন জাত আছে তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। কাজেই যাতে ও, বি, সি ও সেই সুযোগ সুবিধা পায় যেমন চাকুরীর ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা রাজ্য সরকার দিতে তাদের অসুবিধা কোথায়? সংবিধান অনুসারে এটা দিতে পারে। এর বিরোধীতা করার কি অর্থ আছে? মাননীয় সদস্য মালাকার বাবু এর বিরোধীতা করেছেন। এর বিরোধীতা করার কোন প্রশ্ন আসে না। ভারতবর্ষে বহু জাতি অনুন্নত আছে। সংবিধান অনুসারে ও, বি, সি এই দাবী তুলেছে। তাদেরকে সুবিধা দিতে, স্বীকৃতি দিতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনীহা কেন? রাজনৈতিক চিন্তা না করে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া ভাল বলে মনে করি। সমালোচনা করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে চাই না এটা নতুন বিষয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথাটা ঠিক যে যেকোন একটা দেশে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠী, একটা বিশেষ জাত, তারা যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং শিক্ষা প্রসারের দিক থেকে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সেই জাত তথা দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। আজকে আমাদের এই ভারতবর্ষের একটা অংগ রাজ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে এখানে একটা বিরাট অংশের লোক অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে। ওরা নানা সমস্যায় আজ জর্জড়িত। তাদেরকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে

নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা ক্ষমতায় থাকবে, যারা ক্ষমতায় আসীন তাদেরই কর্তব্য। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য শ্যামা চরণ বাবুকে যিনি রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা সুন্দর প্রস্তাব এই হাউসে উপস্থিত করেছেন। আমি মনে করি যারা রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন তারা রাজ্যের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী স্বার্থকে অবজ্ঞা করছেন এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতা করছেন। এই সমস্ত অনুন্নত গরীব অংশের মানুষকে সংবিধান অনুসারে সুযোগ সুবিধা দেওয়া, তাদের অধিকারকে বাস্তবায়িত করা এটা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এই সমস্ত পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ঘোষণা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এই ঘোষণা তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তাদের এই অপচেষ্টা। কিছুদিন আগে সরকার একটা সার্কুলার দিয়ে সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য যেমন যাদের সেলুন আছে, যারা কর্মকার, যারা কুম্ভকার তাদের প্রত্যেককে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছেন। যারা কর্মকার, যারা কুম্ভকারের কাজ করছে তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা সরকারী অনুদান এবং ৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। সুতরাং এটা কি করে সম্ভব? আজকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এনালাইসিস করে দেয় নি এত অংশের লোক আমাদের রাজ্যে আছে যারা ব্যাক-ওয়ার্ড। যারা চাকুরীর দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বাজেটে মাত্র ৩৫০ কোটি টাকা। সেখানে রাজ্যের বৃহৎ অংশের সবাইকে সুযোগ করে দেবেন এটা ভাওতাবাজি ছাড়া আর কি হতে পারে? যাদের প্রতারণা করার অভ্যাস, তাদের পক্ষেই শোভা পায় এই পিছিয়ে থাকা মানুষ গুলিকে নিয়ে রাজনীতি করার। আমি আশা করব, এই প্রস্তাবের বিরোধীতা না করে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে সবাই একমত হবেন এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেও সরকারকে এই প্রস্তাব কার্যাকারী করার জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ

করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার। (অনুপস্থিত।)

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে, তথাকথিত যারা ওদের ভাষায় ও, বি, সি, তারা আমার সামনে একজনও নেই। এটাতেই বুঝা যায়, এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আলোচনা। যিনি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তিনি কখনো জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাস করেন না, শ্রমিক ঐক্য বিশ্বাস করেন না, যাদের প্রস্তাবে ১৯৮০ সনের দাঙ্গা এনে দিয়েছে, ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, যারা এলাকায় এমন কি মেঘালয়ের মত একটি ক্ষুদ্র সুন্দর রাজ্যে যেখানে এক ট্রাইবেল আর এক ট্রাইবেলের মাথা ভাঙছে, খুন করছে ওদের রাজনীতি কি? ওদের রাজনীতিতে ভারতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একমাত্র দু'টি রাজ্য আছে মরুভূমির মধ্যে ২টি মরুদ্যান। এই মরুদ্যান দু'টি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা। যার দিকে মানুষ তাকিয়ে আছে। যারা ও, বি, সি, করছে না। সেখানে গরীব অংশের মানুষ আজকে বামফ্রন্টের পতাকা তুলছে। পশ্চিম বাংলার ভিটে মাটি থেকে কংগ্রেসকে ত্যাগ করে দিয়েছে। কোথায় সেখানে ও, বি, সি? ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। এই যে লক্ষ লক্ষ লোককে জমি দিয়েছে তার মালিক কি চক্রবর্তীরা হয়েছে। শতকরা ৯০ অংশের মানুষ শ্রমিক কৃষিজীবি এখানে ও, বি, সি, যোগ করছেন কেন? ভদ্রলোকদের মাথায় আমি আর একবার বলছি, কিছু নেই। আমি আরও একবার বলছি, গর্ত থেকে উঠুন, উপরে একটি আকাশ আছে। সেই আকাশ দেখার চেষ্টা করুন। গর্ত সমস্ত পৃথিবী নয়। গর্তের উপরে উঠুন। আপনারা বলতে পারেন, পশ্চিম বাংলায় কেন ও, বি, সি, আন্দোলন হয় না? ত্রিপুরায় কেন ও, বি, সি, আন্দোলন হয় না যেখানে গণতন্ত্র নেই, যেখানে গরীব অংশের মানুষকে শোষণ করছে, যেখানে কায়েমী স্বার্থ মাথা চাড়া দিচ্ছে সেখানেই এ সব হয়। পশ্চিম বাংলায় গণতন্ত্র আছে সেখানে মাথা খুঁড়লেও ইস্পাতের মত ঐক্য ঐ কলকারখানায়, ক্ষেত খামারের মধ্যে, ঐ দিন মজুরের মধ্যে, লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক ঐক্য ভাঙ্গার ক্ষমতা আছে কা'রো? এটার সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের তুলনা হয় না। এখনও ১০ | ১৫টি রাজ্যে ও, বি, সি, নেই। কেন নেই? আমি জানি না, তারা বলেন নি কেন? কিন্তু

এই দুইটি রাজ্যে এই গরীব অংশের মানুষ কিভাবে ঐক্য বদ্ধ হচ্ছে তা দেখুন। কালকে আমাদের এইখানে তাঁত শিল্পীরা মিছিল ক'রে এলেন। কারা তাঁত শিল্পী? তাঁত শিল্পীর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ তাঁতী সম্প্রদায়ের লোক। আপনাদের ভাষায় ও, বি, সি। আমি এখানে হিসাব দিচ্ছি। কংগ্রেস আমলে এখানে ১৫০টি তাঁত ছিল। আর আজকে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পরে তাতের প্রডাকশন ৯ কোটী টাকার বিক্রী হচ্ছে বছরে। মাথার মধ্যে কিছু ঢুকছে না? পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত দিলেও মাথায় ঢুকবে না। রহস্য কি? মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞেস করছি, ১৫০টি তাঁতের জায়গায় আজকে কতগুলি হয়েছে। কালকে আমি কোমর তাঁতের হিসাব নিচ্ছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম পূজোর সময় কত পাছড়া দেবে। ওরা বলেছেন, আমাদের সমস্ত পাছড়া ছাড়াও ঐ ৫০ হাজার চাকমা রিফিউজিদেরও তারা পাছড়া দেবে। পয়সা কার ঘরে যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে আগে কেন যায়নি? হিং টিং, ছট। এটা সরল অংক—এরিথমেটিক। এলজ্যাবরা নয়। ক্লাশ থি এর ছেলের কাছে প্রশ্ন করার ক্ষমতা চলে গেছে. ও. বি, নেতার সুতোর ব্যবসা করার একচেটিয়া ব্যবসা। একখানা কাপড় করলে ২ টাকা। কিন্তু বিক্রী হবে ৬ টাকায় লাভ থেকে যাবে ৪ টাকা সুতো দেওয়ার জন্য। কাজেই কারা কায়েমী স্বার্থের লোক? আজকে টিকিট নিয়ে মারামারি হচ্ছে। কংগ্রেস দলে যাবে না কম টাকা পাবে। মবদ গাকে ইনডিপেনডেন্ট দাঁড়ান। দেখা যাক, কয়টা ভোট পাবেন। টি, ইউ, জে, এসবা বলছেন, তাহলে বন্দে মাতরম করব।

বৃটিশ আমলে বৃটিশের কিছু দালাল ছিল, তারা বারবার বলত আমরা বন্দেমাতরম। বৃটিশরা তখন বলত তোমরা বন্দে মাতরম বলোনা, তোমাদের কিছু দিয়ে দিচ্ছি। এখানে টি, ইউ, জে, এসও হচ্ছে বন্দেমাতরম। ও, বি, সি, টি, ইউ, জে, এস কিছুই না ওরা সব হচ্ছে বন্দেমাতরম। নীতির মধ্য দিয়ে মানুষের ঐক্য আনবেন, তাহলে সব মানুষই উপকৃত হবে। যারা এ. ডি, সি, দিতে পারে, এ. ডি. সিকে ক্ষমতা দিতে পারে, সমস্ত অধিকার দিতে পারে, তার যে গণতন্ত্র তা ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে পাবেন? কয়েকজন মহাজন, কয়েকজন জোতদার, কয়েকজন রাজনৈতিক হতাশাগ্রস্থ লোকের হাতে আমরা শ্রমজীবি ঐক্য নষ্ট করার ক্ষমতা দিয়ে দেব। কখনও না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি আমাদের এখানে যারা সিডুয়েল কাষ্ট, সিডুয়েল ট্রাইবস, যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস, যারা শ্রমজীবি মানুষ, তাত শিল্পী, কর্মকার, কুম্ভকার, বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবি মানুষ তাদের জন্য তাদের নিজের পয়সায় যে কোন সুযোগ সুবিধা আমরা

দিতে পারি আমরা দেব। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করার জন্য, তাদের ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য, সমস্ত দিক থেকে নীচের তলার শ্রমজীবি মানুষদের সুযোগ সুবিধা আমরা দেব। একথা আমরা এসেমব্লীর সামনে আগেও বার বার বলেছি। আপনারা শতকরা ১০ জনের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য শতকরা ৯০ জনের স্বার্থকে নষ্ট করতে চাইছেন বামফ্রণ্ট সরকার সে ঐক্যকে নষ্ট করতে দেবেন না।

মিঃ স্পীকার— আলোচনা শেষ হল। তৃতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল:

'সম্প্রতি রাজ্যে ডাল, চাউল, সরিষার তৈল, পেয়াজ এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।'

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রী জওহর সাহা: মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে আমার প্রস্তাব আনার কারণ হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ চাউল ডাল, চিনি, পেঁয়াজ, সরষার তৈল, শিশু খাদ্য ইত্যাদি আকাশ ছোঁয়া দামে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগরতলা শহরে যে কয়টা বাজার আছে যেমন ধরুন— গোলবাজার, লেক চৌমুহনী বাজার, মঠ চৌমুহনী বাজার, বটতলা বাজার, দুর্গা চৌমুহনী বাজার এগুলির প্রতিটি বাজারেই প্রত্যেকটি থেকে দাম ডিফার করছে। একই জিনিসের দাম বিভিন্ন বাজার গুলিতে বিভিন্ন রকম। এর কারণ হচ্ছে জিনিষ পত্রের দামের উপর সরকার কোন নিয়ন্ত্রন করছে না বলেই একই জিনিষের দাম একই শহরের বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন রকম। আজকে জিনিষ পত্রের দাম যে হারে বাড়ছে তা সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আজকে সরিষার তৈলের দাম ৩০ টাকা লিটার। পেঁয়াজ ১০ টাকা কে-জি, চিনি ৮/১০ টাকা, আলু ৪ টাকা কোন জায়গায় সাড়ে চার-টাকা, চাউল ৫/৬ টাকা কর কে,জি। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাউলের দাম ৭/৮ টাকা করে কে, জি। শিশু খাদ্য এক দোকানে যদি ২১ টাকা বিক্রি করে তবে অন্য দোকানে ২২ টাকা। ২৩ টাকা। ২৪ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রী হচ্ছে। অনেক সময় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেও শিশু খাদ্যের দাম বাড়ানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য গুলিতে নিত প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহের জন্য কনজিউমার্স করপোরেশানের মাধ্যমে প্রচুর টাকা দেন। আমাদের এই রাজ্যে ও টাকা দিয়েছেন

কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার সে টাকা ঐ খাতে ব্যয় না করে অন্য খাতে খরচ করে ফেলেছেন। পত্রপত্রিকায় দেখেছি আসামে প্রবল বন্যা হয়েছে এবং এখনও সেখানে বন্যা চলছে। কিন্তু সেখানে জিনিষ পত্রের দাম আমাদের তুলনায় অনেক কম। কারণ সরকার সেখানে জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে দাম বাড়তে পারে নি। সেখানে কালোবাজারীরা, মজুতদারেরা ইচ্ছা করলেই জিনিষ পত্রের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে পারে না, দাম বাড়তে পারে না। কিন্তু আমাদের এখানে গত এক মাসে সরষের তেলের দাম ৮ টাকা বেড়ে গেছে। আপনারা বলতে পারেন যে আসামে বন্যা হয়েছে, পশ্চিম বংগে বন্যা চলছে তার জন্য গাড়ী চলাচল করতে পারছেনা বলেই জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে—গাড়ী যদি চলতে নাই পারে তাহলে জিনিষ পত্র আসছে কি ভাবে ? আসলে রাজ্যে যে মজুত রয়েছে তা থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলি সরবরাহ করছে, কিন্তু সেগুলির উপর রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা বলেই জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখেই কালোবাজারীদের, মুনাফা খোরদের ঘাটতে সাহস করছেন না। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যাদেরকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সেই গরীব অংশের মানুষদের আজকে দুর্বিষহ অবস্থা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম ক্রমশঃ উদ্ধমুখী। অথচ রাজ্য সরকার সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। পক্ষান্তরে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারূপ করে রাজ্যের কালোবাজারীদের, মুনাফাখোরদের মুনাফা লুঠার সুযোগ করে দিচ্ছেন। এটাতো চলতে পারে না। অথচ এই সরকার নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে উনারা প্রগতিশীল সরকার, দুর্নীতিমুক্ত সরকার, তারা গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাই এই বামফ্রন্ট তাদের ১০ বছর কাল রাজত্বে কয়টা কালোবাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন ? আজকে রেশন সপ গুলিতে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারতো আর এই রাজ্যের রেশন সপ গুলি চালান না। তাহলে সেখানে চাউল পাওয়া যায় না কেন, চিনি পাওয়া যায় না কেন, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যা রেশন সপ গুলিতে সরবরাহ করা হয় তা পাওয়া যায় না কেন ? সবইতো কালোবাজারীতে বিক্রী হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। রেশন সপ গুলিতে চাউলের দাম ২·৩৫ পয়সা কে, জি. গ্রামাঞ্চলে সাবপ্ল্যান এরিয়াতে ১·৯০ টাকা করে কে, জি। আর সেই চাউল কালোবাজারীতে চলে গিয়ে বিক্রী হচ্ছে সাড়ে চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা। কিছু বললেই বলা হয় এটা আসামের চাউল, অথচ এটা পরিষ্কার বোঝা যায় এটা রেশনের চাউল।

স্যার, আপনি গিয়ে বলতে পারেন আসাম থেকে আসতে হলে আপনার নিজস্ব কনষ্টিটুয়েন্সির উপর দিয়ে আসতে হবে, আপনি নিজে যখন ঐ এলাকার বাসিন্দা তাহলে বলুন কোন দিন কয়টা গাড়ী দেখেছেন আসাম থেকে ত্রিপুরাতে আসামী চাল নিয়ে আসতে তাহলে এই রাজ্যের মানুষদের বঞ্চিত করছে কারা নিশ্চয়ই এটা চিহ্নিত করতে আপনার এবং আমার অসুবিধা হবার কারণ নেই, হাউসের অসুবিধা হবার কারণ নেই স্যার। এখানে একটা কনজিউমার কো-অপারেটিভ ফেডারেশ্যান যেটাতে রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে থাকেন। এখানে যদি আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিষ যেগুলি আমাদের সব সময় দরকার হয়, যেগুলি কিনে রাখার জন্য ষ্টক হচ্ছে। ষ্টক কে করছেন? রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দিচ্ছে, নিয়ে এখানকার ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে এখানকার ফরিয়াদ, এখানকার মজুতদার, এখানকার যারা ষ্টকের কাজ করে থাকেন বাফার ষ্টক যাদের আছে তাদের সাথে গোপনে লেন-দেনের মাধ্যমে এই ত্রিপুরা থেকে তারা মাল কিনেন, কারণটা এখানে কিনলে পরে তাদের একটা কমিশন এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাবেন কিন্তু এই মালটা যদি বাইরে থেকে কেনা হতো, এই মালটা যদি যদি রাজ্যের বাইরে থেকে আনা হতো তাহলে আমাদের রাজ্যের মধ্যে একটা বাফার ষ্টক গড়ে উঠত কিন্তু তারা টাকা দিচ্ছেন ঠিকই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কনজিউমারস কো-অপারেটিভে রাজ্য সরকার যেন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের তারা অনুদান পেয়েছেন সেই কত টাকা যেটা কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ দিয়েছেন সেই টাকার কত অংশ, তারা আজ পর্য্যন্ত ফেরৎ দিয়েছেন। সুতরাং রাজ্যের মানুষ-এর ১। ৩টা বৃহৎ চাহিদার কথা চিন্তা করা বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে ত্রিপুরার পাহাড়ে গ্রামে-গঞ্জে যে ভাবে 'হু হু' করে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে চলেছে যেটা রকেটের গতি থেকে তার গতি আরও বেশী, যে গতি বামফ্রন্টের খুন খারাপির গতি থেকে আরও অনেক বেশী সুতরাং সেই গতিকে বন্ধ করার জন্য জিনিষ পত্রের উচ্চ মূল্য সেটাকে রোধ করার জন্য, তাদের যে গতি সেটাকে রোধ করার জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা, এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এবং নির্বাচনের বৈতরনী পার করার জন্য তারা আজকে এই ধরণের কাজ করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— করছি স্যার। আসলে স্যার, লক্ষ্য বস্তুটা রাজ্য সরকার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যখন ভেঙ্গে পড়েছে রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষরা

রাজ্য সরকারের ১০ বছরের শাসনে মানুষের জীবনযাত্রা যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মানুষ যখন আজকে অন্নের সংস্থানের জন্য জীবন জীবিকা রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, রাজ্যের মানুষের দৃষ্টিভংগিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য রাজ্য সরকার এই যুদ্ধ নয় শান্তির মিছিলের নাম করে একদিক কর্মচারীদের তাদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে দূরে সরানের চক্রান্ত করছেন। পাশাপাশি এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছনে পরে আছে, যাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আজকে বামফ্রণ্ট সরকারের ১০ বছরের শাসনে ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে তারা অর্থনৈতিক চিন্তা ধারা যাতে না করতে পারেন, তাদের সমস্যার সম্বন্ধে যাতে তারা উদাসীন থাকতে পারেন শুধু কিছু পাইয়ে দেন, ঐ যে কিছু দিয়ে দেব আমার দলে আস আমার দলে না আসলে পরে তোমার ভাগ্যে কিছু জুটবে না, তুমি কিছু পাবে না, তুমি বঞ্চিত হবে. তোমার উপর আক্রমণ আসবে; তোমাকে খুন করা হবে এই হলো বামফ্রণ্ট সরকারের চক্রান্ত, এই রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকারের ১০ বছর শাসনের কুফল। সুতরাং আমরা আজকে যে সমস্যায় জর্জ্জিত, আমাদের জীবন-জীবিকা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের খাদ্য, অন্ন, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা সেই সমস্যাকে তারা মোকাবিলা করতে পারছেন না, সেই সমস্যার মূল উৎঘাটন তারা করতে পারছেন না কারণ মজুতদারেরা কালোবাজারি করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যারা জিনিষপত্র সংগ্রহ করে দিনের পর দিন এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির দাম বাড়াচ্ছে। এক এক করে দেখুন সি, পি, এম দলের কোন মিছিল যখন হয় তারা লাল ঝাণ্ডা কাধে নিয়ে ইনক্লাব-জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে সুতরাং তাদের উপর আঘাত আনতে পারবে না। যারা কালোবাজারি করে রাতের বেলায় যারা রেশনের চাল পাচার করে, যারা শিশু খাদ্য পাচার করে, যারা জীবন দায়ক ঔষধ পাচার করে ওরাই তো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ক্যাডার, ওরা মার্কসবাদী পার্টির রাজ্য সরকারের নিতান্ত তারা বিশ্বস্ত কর্মী। সুতরাং আমি আশা করবো, এই হাউসের কাছে আহ্বান করবো, অনুরোধ রাখছি যে ভাবে দিনের পর দিন রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এর মূল্য দুর্বার গতিতে প্রতিকার করার জন্য রাজ্য সরকার চূড়ান্ত একটা উদাসীন ভার নিচ্ছেন, কালবাজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে এগিয়ে আসতে পাশাপাশি রাজ্য সরকার যাতে এই ব্যাপারে অতি সত্বর উদ্যোগী হয়ে মুনাফাখোর কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য নেবেন এবং যে এনফোর্সমেন্ট এ্যাক্ট আছে সেটা আমরা দেখছি

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— শেষ করছি স্যার। কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে

তাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ যেটা আছে আজকে তাদের ইনএকটিভ করে রেখেছে বামফ্রন্ট সরকার যাতে তাদের দলীয় কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় এবং তাদেরকে সামনে রেখে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বৈতরনী পার হবার জন্য এই সকল কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষার জন্য যে ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য দুর্বার গতিতে বাড়ছে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসতে আহবান রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যদের আমি জানাচ্ছি মাত্র আমাদের হাতে ২২ মিনিট সময় আছে, আর আমি নাম পেয়েছি ৯ জনের, এর উপরে আর একজন মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই বলবেন, ১০ জন তাহলে ২২ মিনিটে হবে না। সময় যদি আপনারা বাড়ান তাহলে হতে পারে আর না হলে হবে না। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বিমল সিংহা : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ভদ্র সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন রাজ্যের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে, এই সম্পর্কে শুধু শুধু কথা বলার জন্য কথা এবং বিতর্কের জন্য বিতর্ক করা ঠিক নয়, গোটা ভারতবর্ষের মানুষ আরও বেশী উদ্বিগ্ন কারণ কেন্দ্রের রাজীব সরকার ক্ষমতায় আসার পর জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে বাড়ছে সেটা অস্বাভাবিক। গোটা দেশকে যেখানে বিদেশে বন্টক দেবার পরিকল্পনা চলছে ব্যক্তিগত কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধবদের স্বার্থের জন্য সেখানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এই ধরনের বিপর্যয় হওয়া সম্ভব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যে পরিস্থিতি চলছে সেটা আরও ভয়াবহ। জিনিষপত্রের দাম গোটা ভারতবর্ষে কয়েকটা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে তার আমি তুলনা মূলক কয়েকটা ফিগার এই হাউসের সামনে রাখছি।

ত্রিপুরাতে সরিষার তৈল এক্ষুনি ৩২ টাকা। এইটা এই কয়দিনের মধ্যে বেড়েছে। ত্রিপুরাতে চিনির কেজি ৭ টাকা ৫০ পয়সা। পেঁয়াজ গতকাল হঠাৎ করে বেড়ে ১২ টাকা হয়ে গেল। ঠিক একই সময়ে আমরা দেখতে পাই বিহারের অবস্থা, স্টেইটসম্যান পত্রিকায় আগষ্টের ২৫ তারিখে বেরিয়েছে সেখানে কি জিনিষের কি দাম? ১ কেজি লবনের দাম কংগ্রেস রাজত্বে ১০ টাকা বিহারে। তারপর ১০ টাকা হচ্ছে কেরোসিনের লিটার। একটা ম্যাচের বাক্স তার দাম ৩ টাকা। এই হচ্ছে কংগ্রেস রাজত্ব। বামফ্রন্টের রাজত্ব এবং কংগ্রেস রাজত্বের ফারাক কোথায় তা বুঝতে পারবেন। সেটা আমার কথা নয় ২৫ শে আগষ্ট পত্রিকায় (স্টেইটসম্যানে বেরিয়েছে। দিল্লীতে জিনিষপত্রের দাম কি? মাননীয় সদস্যদের, হাউসের অবগতির জন্য বলছি সবগুলি বলছি না, ২১টা জিনিসের দাম বলছি। মার্চ মাসে রান্নার তৈলের দাম ছিল ৩১ টাকা এখন ৪ঠা মে হিসাবে

স্টেটিস্টিক্‌সে, সেটা হয়েছে ৩৯ টাকা। মাস্টার্ড অয়েল ৪ঠা মের হিসাব অনুযায়ী ৩৩ টাকা ৫০ পয়সা। তারপর আপনার আলুর কেজী ৪ টাকা। গুজরাটে ৬ মাস আগে ৬ টাকা ২৫ পয়সা ছিল ডালের কেজী এখন হয়েছে ৮ টাকা কেজী। ২-৩ মাসের মধ্যে আরও ২৫ থেকে ৭০ শতাংশ বাড়বে। সুতরাং এখানে কোন চিৎকার করে, লাফালাফি করে হাউসকে বিভ্রান্ত করে লাভ নেই। যেখানে রাজীব গান্ধী একটা নীতি ধরেছেন গোটা ভারতবর্ষটাকে বিদেশে বিক্রি করবেন সেখানে আপনি জওহর সাহা ইচ্ছা করলে সেটাকে থামাতে পারবেন না। যারা থামাতে চাইবেন, এখানে ত সংখ্যায় বেশ ছিল এখন দেখা যাচ্ছে ২জন, আর একটু লাফালাফি সেই দুইজনও থাকবেনা। কংগ্রেস দলের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা আছে ও নাইও আমি তাদের বিনীতভাবে বলছি আপনারা সঠিক পথ ধরুন। তারা কোন পক্ষে যাবে কি যাবে সেটারই ঠিক নেই। পরশু দিনের পরে বোঝা যাবে। গিপসি আর একটু শক্তি সঞ্চয় করলে, কাজেই এখন চুপচাপ নিজেদের দলের সিদ্ধান্তই ঠিক নেই, আপনারা আবার কোনদিকে থাকবেন কোনদিকে থাকবেন না ঠিক নেই, আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত ত্রিপুরার মানুষ চলতে পারে না। শুনিছি আপনাদের অমরপুরে বীরগঞ্জে গরুর মার্কেট আছে। সেখানে কিছু লোক দেখা যায়, কমলপুরেও আছে, আগরতলাতেও আছে, সেখানে কিছু লোক দেখা যায় হাতে পাজন নিয়ে বগলে একটা ছাতা নিয়ে গরু নিয়ে বাজারে পাশে থাকে। তারা গরু কিনেও না আবার বেঁচেও না। তাদের হাতে সবসময় একটা পাজন থাকে। কৃষকরা যে গরু বিক্রী করতে পারে না, যে গরুগুলি দিয়ে কাজ করতে পারে না, সেগুলিকে তাদের হাতে দেয়। এই গরুগুলি নিয়ে হাতে পাজন নিয়ে বগলে একটা ছাতা নিয়ে তারা বাজারে যায়। তাদের বলা হয় তোমাকে ১০ টাকা দেওয়া হবে যদি এই গরুগুলিকে সওদা করে দাও। লোহার তৈরী রড দিয়ে এই যারা গরুগুলিকে খোচা দেওয়া হয় তখন গরুগুলি লাফাতে থাকে। এগুলি টগবক করতে থাকে। ওদেরকে বলা হয় গরুর দালাল। বোফোর্স কোম্পানীর কামান অচল মাল এগুলির আওয়াজ ও হয়না, ফুটেনা, এগুলিকে বিক্রী করবার জন্য ওরা সেখানে বড় বড় কোম্পানীর নাম নিয়ে সেখানে অচল কামান বিক্রী করতে হবে। বড় বড় এম, পিরাও এর সঙ্গে জড়িত আছেন। বোফোর্স কোম্পানীর কামান, এগুলি যদি ১০০ কোটি টাকায় বিক্রী করতে পারে তাহলে ৩০ কোটি টাকা কমিশান পাবে। সেই কমিশনের জন্য তারা দালালি করেছে। গোটা দেশটাকে বিক্রীর ব্যবস্থা করছে রাজীব গান্ধী। এই হচ্ছে অবস্থা। অমিতাভ বচ্চনের ভাই অজিতাভ বচ্চন সে যখন সুইজারল্যাণ্ডে গেল, যাওয়ার সময় কিছু ছিলনা, খালি পাসপোর্ট আছে। তিনি গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সেখানে ৮০ কোটি টাকার মত ব্যয়ে বাড়ীঘর তৈরী করে ফেললেন। ৮0 কোটি না ৮০ লক্ষ আমি ঠিক বলতে পারছিনা। কিন্তু যাওয়ার সময় পাসপোর্ট ছাড়া কিছু ছিলনা। কংগ্রেসের মধ্যে ২/১ জন সৎ আছেন

চুরির বিরুদ্ধে বলছেন, তাদেরকে দল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, আর কংগ্রেস টুকুরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খুব দুর্ধর্ষ প্রধানমন্ত্রী। যিনি বিরোধী রাজনীতি যারা করতেন তাকে জেলে পুরে দিতেন, গ্রেপ্তার করতেন, বিরোদের দলকে রাজ্যে থাকতে দিতেন না, তাদের দল ভেঙ্গে দিতেন, জওহরলাল ও খুব দাপটওয়ালা লোক ছিলেন, কিন্তু টাকা চুরি করছেন এই কথা আমাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের অভিযোগ করতে পারিনি। এখন যে ভারতের তরুণ প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী ভারতবর্ষটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন যে এখন ওনার সততা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। তার দল এখনও বলা যায় না সে দিনও সমস্ত পত্রিকায় উঠেছে সঞ্জয় সিং উত্তরপ্রদেশের ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী তিনি ত মার্কসবাদীর ভোটে জেতেননি, তিনি কংগ্রের ভোটে জিতেছেন, তিনি ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন রাজীব গান্ধীর চোরের দলটাকে ভারতবর্ষের ক্ষমতা থেকে চ্যুত করা হোক। মানিনীয় সদস্য এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় সদস্য রসিকবাবু তিনি আজকে বিরোধী দলের মাথিতে আছেন, আমি উনাকেও বিশ্বাস করিনা। কয়েকদিন আগে পার্ক হোটেলের মধ্যে সম্মেলন ডাকলেন প্রণববাবুর সাথে। ধীরেন্দ্র দেবনাথও ছিলেন। আপনারা চেষ্টা করছেন রাজীব গান্ধীর পেছনে বংশদণ্ড নিক্ষেপ করার জন্য। আজকে আপনারা তখন দেখলেন আগরতলায় আসার পর অসুবিধা হচ্ছে তখন আপনারা ইন্দিরা গান্ধীর দলের হয়ে কাজ করছেন। কাজেই আপনারা কোন কংগ্রেস সেটাও প্রচুর সন্দেহ আছে। আজকে ৩০ বৎসরের মধ্যে ২২ বার মন্ত্রীসভা পাল্টায়। কাজেই শুধু একটা কথা এখানে বলতে চাই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা হচ্ছে আবার বুঝাও মন্ত্রীসভা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রেললাইনের ব্যাপারে দিল্লী গিয়েছিলেন, মন্ত্রীকে বুঝিয়ে এলেন আবার যখন এই ব্যাপারে গেলেন তখন গিয়ে দেখলেন আর একজন মন্ত্রী, সেই মন্ত্রী নেই তিনি বললেন আবার বুঝাও। কাজেই কংগ্রেস মন্ত্রসভার নাম দেওয়া হয়েছে আবার বুঝাও মন্ত্রীসভা। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে জিনিসপত্রের দাম কি রকম হবে তা বুঝতেই পারছেন। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যারা কংগ্রেসে আছেন, কংগ্রেসে নেই এই অবস্থায় যারা আছেন, উনারা একটা সঠিক পথ ধরুন, জনগণ তাদেরকে সঠিকভাবে চিনুক। সঠিক মুখোস খুলে দিয়ে আপনারা আপনাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। কাজেই আপনারা ভারতবর্ষের জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর পক্ষে আছেন নাকি বিপক্ষে থাকবেন এই জিনিসটা পরিস্কার করুন। আমি হাউসকে অনুরোধ করব আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে দেশটাকে বিক্রি করতে চলছে জিনিষপত্রের দাম আরও বাড়বে, আজকে গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কণ্ঠে যে আওয়াজ উঠেছে এই রাজীবগান্ধী হটাও এই আওয়াজ যাতে যারা বিশ্বস্ত কংগ্রেসী, অর্ধ বিশ্বস্ত কংগ্রেসী, যারা বি কংগ্রেসে বিশ্বস্ত না তাদের সবারই কণ্ঠে এই আওয়াজ যাতে বিস্তারিত হয় এই অনুরোধ রেখে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার: এখন সময় মাত্র ১০ মিনিট আছে। আরও নাম আছে ৬ জনের। ট্রেজারী বেঞ্চের ২জনের, বিরোধী বেঞ্চের ৪ জনের। সময়েতে হবে না। হাউস যদি

অনুমতি দেন তাহলে সময়টা বাড়িয়ে নিতে পারি।

শ্রীমানিক সরকার :— স্যার আরও আধঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মি :— স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য জওহরবাবু ত্রিপুরা রাজ্যের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের উপাধ্যক্ষ মহাশয় বিহার সিমিক এর দ্রব্য মূল্য এর কথা উল্লেখ করেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বেড়েছে, এইটার অর্থ এইটা হতে পারে না দিল্লীতে বৃদ্ধি হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্য চট করে বেড়ে যেতে হবে। এখানে দুই একটা পত্রিকার উল্লেখ করে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন বিহারের কেরোসিন তেল ও কয়েকটা আইটেমের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে দাম বেড়েছে অনেক দাম। হতে পারে, হঠাৎ করে যখন কালোবাজারীরা মধ্যে একটা মারকেটে হঠাৎ করে বৃহৎ একটা দাম নেয়, তখন এখটা সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় কোট করা হয়. আর দিনের পর দিন ক্রমশ যখন একটা রাজ্যের মধ্যে দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন এইটা আকর্ষনীয় নয় যে পত্রিকায় উঠতে হবে। গতকাল হয়তো একটা জিনিষের দাম ২০ টাকা ছিল না হঠাৎ ব্ল্যাক মারকেটে ২০ টাকা হতে পারে. হঠাৎ মাল না আসার জন্য একটা দাম বেড়ে যেতে পারে তার জন্য পত্রিকায় তা আকর্ষনীয় ওনার কথায় এইটা কোথায়ও প্রকাশ পায়নি যে বিহার সরকার উপর উদাসীন আছেন। তিনি বলেননি যে দ্রব্য মূল্য পরশু যা ছিল আজও তা থাকতে হবে। আমাদের বক্তব্য এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে এই এক মাসের মধ্যে মাসে বিগত দিনে যে সেইটি ছিল একটা রাজ্য সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সেই জিনিষের মূল্য দিনের পর দিন কি করে বৃদ্ধি পায়, আমি বুঝি সর্বস্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের টেকসেশন নিয়ে যে মূল্য বৃদ্ধি হয় এখানে আমরা সেই কথা উল্লেখ করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে একটা জিনিষের দাম ৫ টাকা ছিল সেখানে ১২ টাকা হতে পারে না, যেখানে তিন টাকা সেখানে আট টাকা হতে পারে না. এইভাবে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার এসে দাম বাড়িয়ে দেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবসায়ী যারা কালো বাজারী আমাদের বক্তব্য হচ্ছে রাজ্য সরকার কি তাদের প্রতি এত উদাসীন নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে বলে না কি, এই কারণেই জন সাধারণের দুর্ভোগ, আরও বেশী করে অভাব গ্রস্থ হলে বামফ্রণ্ট সরকারকে ভাল করে সমর্থন করবেন, বলতে পারবেন কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করে দিয়েছে, কয়টা আইটেমের জন্য আপনারা চেষ্টা নিয়েছেন। একটা দোকানে ১০ টাকা যে তেল পাশাপাশি আর একটা দোকান সেই তেল ২৫ টাকা, একটা জিনিষের দাম বিভিন্ন দোকানে একই মার্কেটে বিভিন্ন রেইট যে আছে তার জন্য রাজ্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন, নেন নি। এইটার অর্থ কালো বাজারীদের প্রশ্রয় দেওয়া দলীয় চাঁদা পওয়ার জন্য। আর এর ফল ভোগ করছে জন-

... সবাই চিৎকার করছে. তাদের আজকে

বামফ্রণ্ট সরকার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেখে ডি এ দিচ্ছেন তিনটা, আগামী দিন বলবেন আরও একটা, ভোট ঘনিয়ে আসছে আগেরগুলি আটকে রেখেছেন, এদিকে তিনটা ডি এ দেওয়ার ফলে এমন একটা ব্যবস্থা হল যে ওদের বেতন হয়তো ৫০ টাকা বাড়বে কিন্তু তা নিয়ে বাজার করতে গেলে তাদের ১০০ টাকা ঘাটতি লাগবে, এই দিকে কেন সরকার লক্ষ্য রাখবেন না, এরা কি খাবে ? আজকে কর্মচারী ভাইদের না হয় ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপে করুন।

শ্রী রসিকলাল রায় :—কি জন সাধারণ কি করে বাজার করবে। কাজেই আমরা রাজ্য সরকারকে জানাতে চাই যে জন সাধারণের কথা চিন্তা করে এই দ্রব্য মূল্য যাতে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হতে না পারে যেমন আগে ছিল সেটাকে স্থিতিশীল করার জন্য, তারপর কেরোসিন তেল রেশন সপে পাওয়া যায় না কিন্তু বাজারে পাওয়া যায়, সরকারতো বাজারে পাওয়া যাওয়ার জন্য কোন পারমিট ইস্যু করেন না, ত্রিপুরা রাজ্যতো কেরোসিন তেল তৈরী হচ্ছে না, সরকার এটাকে বহন করে আনছেন এবং আনার পরে সেটা ন্যায্য মূল্যের দোকানে যাবে এইটাই স্বাভাবিক, সেটা বাহিরে কোথা কোথা থেকে যায় ? আজকে রেশনে চাউল নাই জওহরবাবু বলে গেছেন যে এই রেশনের চাউল খোলা বাজারে ৪,৫০, যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে তখন সরকার কালো বাজারীদের হয়ে উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন যে এইটা আসামের চাউল। ১২ হাজার মেট্রিক টন চাউল আপনারা আনেন, বিনা মূল্যে আরও ৫০০, মেট্রিক টন চাউল আনেন, কেন, জন সাধারণকে বিনা মূল্যে এই চাউল কি দেওয়া হয়েছে। এই বামফ্রণ্ট সরকার ওয়াকি বহাল কি না বা পারসেনটিস কত পান জানি না, সেই রেশনের চাউল বাহিরে ৪/৫০ পয়সা বিক্রী হচ্ছে, আমি মনে করি না যে এইটা বামফ্রণ্ট সরকারের দুর্বলতা, এইটা বামফ্রণ্ট সরকার ইচ্ছা করেই করছেন, কারণ জন সাধারণ না খেতে পেলেই বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে আসবে এবং দরবার করবে, আর তখনই সমর্থনের কথা আদায় করতে পারবে, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দশ টাকা সাহায্য করে তাদের থেকে ভোট আদায় করার যে প্রচেষ্টা তা অত্যন্ত নিন্দনীয়, কাজেই এই মনোভাব প্রত্যাহার করার জন্য এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি কংগ্রেস (ই) থেকে আর সময় দিতে পারব না ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বেঞ্চ-এর কাউকে সময় দিতে পারব না, সময় না। মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে হচ্ছে যে এই আলোচনা উত্থাপন, প্রস্তাবক তিনি ওনার নিজের চেহারাটা একবার আয়না দিয়ে দেখেন নি। কারণ আজকে সারা ভারতবর্ষে যেভাবে দ্রব্য মূল্য বাড়ছে সেটা আজকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং আজকে প্রত্যেকটা পরিবারে দ্বন্দ্ব ঘোষনা করা হয়েছে এই দ্রব্য মূল্য বাড়ানোর মধ্য দিয়ে। জিনিষপত্রের দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের পরিবার চালানোর সঙ্গতি আজকে অনেকের নাই। বিশেষ করে গরীবরা নিজেদের সংসার চালাতে গিয়ে উপলব্ধি করছে

যে কি কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেভাবে ঘটছে তাতে চতুর্দিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। খোদ দিল্লীতে এজন্য গৃহিনীরা আন্দোলন করেছে। অথচ এখানে বিরোধীরা এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যেসব কথা বললেন তাতে একটা গল্প মনে পড়ছে। এক কৃষক তার মাঠ থেকে কৃষি কাজ শেষ করে যখন বাড়ী ফিরছিল তখন পথে একটা আয়না পেয়েছে কিন্তু আয়না কি জিনিষ আগে সে কখনও দেখেনি। কাজেই আয়নাতে তার নিজের ছবি দেখে সে মনে করল যে এটা বুঝি তার বাপের ছবি। আর এই বাপের ছবি মনে করে সে এটাকে তার ঘরে নিয়ে ঝাড়িয়ে রাখল। এদিকে তার স্ত্রী আয়নাতে নিজের ছবি দেখে বলল যে কোথায় তোমার বাপের ছবি এ যে একটা দজ্জাল মেয়ের ছবি। আবার তার ছেলে দেখে বলল বাবা এ যে একটা ডাকাত, একটা খুনীর ছবি। অর্থাৎ যে যার নিজের ছবি দেখে মন্তব্য করেছে। স্যার, ওরাও আয়নায় নিজেদের ছবি দেখতে পেয়ে আতংকিত। আজকে তারা চিন্তা করতে পারছে না যে জিনিষের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে যে মানুষের কি দুর্ভোগ। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার এভাবে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতার আগে যেখানে সর্ষের তেল ছিল ৭৫ পয়সা আজকে সেখানে ৩০ টাকায়ও পাওয়া যাচ্ছেনা। আজকে ত্রিপুরা সরকারও জিনিষ-পত্রের দাম কন্ট্রোল করতে পারছেনা। বিরোধী সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের খোঁজ না রেখে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয়, সদস্যা এবার শেষ করুন।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য — স্যার, একটু সময় দিন। স্যার, আমরা যারা মেয়েরা সংসার চালাই আর সংসার চালাতে পারছিনা। কাজেকজেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, মা-মেয়ের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। বাপ-ছেলের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে যারা ৪০ বছর ধরে শাসন করছে তারা আমাদের প্রত্যেকের ঘরের শান্তি নষ্ট করেছে। আজকে আমরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারছিনা। আমাদের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একটি অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও সে লড়াইয়ের সামিল হয়েছে এবং দাবী করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ততঃ ১৪টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সারা ভারতবর্ষে এক দরে দাও। আজকে ভারতের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ আছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পদ লুট-পাট হচ্ছে। আজকে আমরা দেখছি বহুজাতিক সংস্থাকে আহ্বান করা হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারে আর এ সুযোগে তারা যথেষ্ট মুনাফা করছে। অথচ এই ১৪ টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সারা ভারতবর্ষে দিতে ১,০০০ কোটি টাকা লাগে কিন্তু দেওয়া হচ্ছেনা বরং আমরা দেখছি বহুজাতিক সংস্থাকে বিদেশ থেকে ডেকে এনে অনেক সুযোগ সুবিধা ও অনেক টাকা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ভারতবর্ষের মানুষ তাদেরকে ক্ষমা করবেনা। কেন্দ্র থেকে রাজীব গান্ধীকে এ কারণে সরে যেতে হবে। মানুষ তাদেরকে আর ভোট দিয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসাবেনা। কাজেই আমি এই ত্রিপুরা বিধান সভা থেকে রাজীব গান্ধীকে জানিয়ে দিতে চাই যে মানুষের ঘরকে আর পুড়িয়ে দেবেন না। আর এটা যদি চলে তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শান্ত থাকবে না লড়াই সংগ্রাম করবেই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত কিন্তু এখানে ট্রেজারি ব্যাঞ্চের মন্ত্র পাঠ শুনে খুবই অবাক হলাম। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। কিছুদিন আগে তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন কিন্তু এখানে ত'রাই আবার এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন।

কিন্তু এইখান থেকে রাজীব গান্ধীকে সরে যেতে হবে এই বলে বামফ্রণ্ট তো আর রাজীব গান্ধীকে সরিয়ে দিতে পারবে না। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা দিয়ে রাজীব গান্ধীকে গদী ছাড়তে হবে এটা তো কল্পনা মাত্র। আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার রাজীব গান্ধী সরকার এবং কংগ্রেস আই সরকারের শাসিত রাজ্যের এবং বামফ্রণ্ট শাসিত রাজ্যের জিনিষপত্রের দামের কমপেয়ার করেছেন। উনি একজন আইনজীবি এবং ত্রিপুরা বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার। উনার এটা বুঝা উচিত ছিল আমরা যদি জিগেস করি ত্রিপুরায় মাছের অতিরিক্ত দাম, এইটা তো আর রাজীব গান্ধী পাঠাচ্ছেন না বা কংগ্রেস আই শাসিত রাজ্য থেকে আসছে না তাহলে এখানে মাছের দাম এত বাড়ছে কেন? আজকে ত্রিপুরায় প্রতি কিলোগ্রাম মাছের দাম ৬০ টাকা, ৭০ টাকা, আবার কোথাও ৮০ টাকা কেন? এইটা কি রাজীব গান্ধী বলেছেন যে এর দাম বাড়তে হবে। এইটা কি রাজীব গান্ধী সরকার করেছেন? তেলের কথা তো বাদ দিলাম, এই মাছে দাম বাড়ছে কেন? শুধু তাই নয় এই যে, শুটকি মাত্র এইটাকি রাজীবগান্ধী সরকার পাঠাচ্ছেন। ত্রিপুরাতে গরীব ট্রাইবেলরা বেশীর ভাগই এই শুটকি খান। এই শুটকী মাছের দাম আজকে বাজারে গেলে দেখা যায় ৮০টাকা কেজি। আজকে শুটকীর দাম বাড়ছে কেন?

বামফ্রণ্ট সরকার নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন কংগ্রেস সরকার গরীব মানুষের থেকে ঘোষ খায়। আমরা যখন সরকার করব তখন প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করব, বেকারদের ভাতা দেব- তেলের দাম কমাতে পেরেছেন? নির্বাচনে তো জিতে এসেছেন, কিন্তু তেলের দাম কমাতে পেরেছেন? তখন তো আর চিন্তা করে বলেন নি যে তেলের দাম আপনারা কমাতে পারবেন কিনা? তেলের দাম নুনের দাম কমাতে পারবেন কিনা? মাছের দাম কমাতে পারবেন কি না? আজকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার তেলের দামের কম্পেয়ার করুন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। এইসব ভাওতা ত্রিপুরার জনগণকে আর কত দেবেন? এইটা আগে আপনাদের চিন্তা করা উচিত ছিল।

তাঁত শিল্পীরা আজকে আন্দোলন করছেন। তাদের আপনারা আশ্বাস দিয়েছিলেন তাদের সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তাদের আরচিরা ভিজেনি। তাদের কোন সমস্যার সমাধান আপনারা করেননি। আজকে তারা আন্দোলন দাবী করছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হবে, প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। আপনারাও তাদের এই দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন অথচ আপনারা প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করার কোন প্রয়াস নিচ্ছেন না, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করছেন না। আজকে আপনারা কংগ্রেস আই শাসিত রাজ্যের জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে বামফ্রণ্ট শাসিত রাজ্যের জিনিসপত্রর দাম তুলনা করুন কাজেই আজকে আমি আপনাদের কাছে এই আহ্বান রাখছি, বামফ্রণ্ট সরকার তাদের

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খেলাপ করেছেন. তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন, জিনিষ পত্রের দাম কমান, আর নতুবা আপনারা গদী ছাড়ুন। আপনারা ত্রিপুরার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা এই করব সেই করব, প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করব পেরেছেন, প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে? কালোবাজারীদের দূর করতে? না পারেন নি। উপরন্তু এপেক্সে করে জিনিষপত্র কালোবাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন, এটা করে কালোবাজারী-দের আরো সুযোগ করে দিচ্ছেন। কাজেই এই সব অবাস্তব কথা বলে লাভ নেই জন-গণকে ভাওতা দিয়ে বামফ্রন্ট আর কত দিন থাকবে? এইজন্যে আপনাদের অনুতাপ করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যবৃন্দ ১৫ মিনিট সময় আর হাতে আছে। কাজেই আর কাউকেই আমি সময় দিতে পারছি না। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের দাম আকাশছোয়া এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্য, এবং গোটা ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে নির্ধারণ করেন কেন্দ্রিয় সরকার। কাজেই অন্যান্য রাজ্যে জিনিষ পত্রের দাম বাড়লে তার ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরা রাজ্যেও আসতে বাধ্য। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক পথ, রেলপথ, বিমানপথ কোনটাই উন্নত নয়। একমাত্র যে সড়ক পথ আসাম-আগরতলা রোড, যে রোডের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সংযোগ, এই পথ দিয়েই বেশীরভাগ জিনিষ পত্র বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আনা হয়, সেই রাস্তা আসামের বন্যায়, মাঝখানে মেঘা-লয়ের আন্দোলন, এ সবের জন্যে যানবাহন চলাচল ব্যাহত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এমনিতে জিনিষ পত্র কম আসে। এই সমস্ত অব্যবস্থা সৃষ্টি হলে জিনিষপত্র কম আসে এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী, ফলে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যায়।

সেই সম্পর্কে অবশ্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন করেছেন যে ওরা যাতে জনগণের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জিনিষপত্রের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বৃদ্ধি না করেন এবং তারাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা এটা করবেন না। এবং কিছু দিন আগে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম—নাগরিক কমিটি, পঞ্চায়েত কমিটি, এবং কিছু

অফিসার সহ গ্রামে এবং শহরে, নোটিফায়েড এরিয়াতে এক একটি কমিটি গঠন করা হবে। তারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দোকানে দোকানে ঘোরে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি না হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন সে ক্ষমতা তাদের দেবার জন্য আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার সেটা নাকচ করে দিয়েছেন। এই রকম জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কোন কমিটি গঠন করতে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার চান না তাহলে তো চোরা কারবারীদের দৌরাত্বের পক্ষে অন্তরায় হবে, এইটা আপনারা বিচার করবেন। আজকে ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে কালোবাজারী রোধ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে নাগরিক কমিটি গঠন করতে চায় তাতে বাধা দিচ্ছেন কেন্দ্রিয় সরকার।

আরেকটা কথা :—জিনিষপত্রের দাম এমনিতে বাড়েনা। জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষের যোজনাও সামিল রয়েছে। যোজনা পরিকল্পনা-অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা, এইটা যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে স্বভাবতঃই জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকবে। আজকে যে জিনিষের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই যেমন মাছ তার দাম বাড়তে পারে। কিন্তু যে জিনিষের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যেমন চাল, গম, চিনি, লবন, কেরোসিন, তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সেগুলি সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন ফেয়ার সপের বা রেশন সপের মাধ্যমে বিক্রি করা—হয়-সেগুলির দাম গত এক দেড় বছরে দুই তিন বার করে কেন্দ্রিয় সরকার নিজেদের সরকারী আদেশবলে বাড়িয়ে দেন। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছে-সেটা এখনো শেষ হয়নি। এক দেড় বছর হয় শুরু হয়েছে সেই শুরু থেকে এখন অব্দি এই দেড় বছরে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে শতকরা ১০ ভাগ। মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে টাকার দাম কমে এবং জিনিষের দাম বেড়ে যায়। এক বছর আগে এক টাকায় যে জিনিষ পাওয়া যেত এখন সেটা আর পাওয়া যাবে না।

গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যারা অর্থনীতিবিদ্‌ তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছুদিন আগেও বলেছেন যে ভারতবর্ষের মুদ্রা স্ফীতি অত্যন্ত উর্দ্ধমুখী। ধাপে ধাপে শুধু বেড়েই যাচ্ছে। এর অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ ঘাটতি বাজেট তৈরী হচ্ছে ভারতবর্ষে প্রতি বছর এবং এই ঘাটতি যত হাজার কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ঘাটতির পরিমাণ সেই জায়গায় থাকে না। গত বছর ৩,৭০৩ কোটি টাকা ওঁরা ঘাটতি বাজেট তৈরী করেছিলেন এবং বলেছিলেন এর মধ্যেই তাঁরা

সীমাবদ্ধ রাখবেন। কিন্তু বছর শেষে দেখা গেল ৮,২৫৮ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট। তার মানে হচ্ছে কাগজের নোট, মুদ্রাস্ফীতি। তার অর্থই হচ্ছে জনসাধারণের উপর চাপ বৃদ্ধি, জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি।

কাজেই যে সমস্ত সদস্যরা বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার জিনিষপত্রের দাম ত্রিপুরায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি তাদের অর্থনীতির এ, বি, সি, ডি, এর জ্ঞান আছে কিনা জানি না। কেন্দ্রীয় সরকারই গোটা ভারতবর্ষের অর্থনীতি নির্ধারণ করেন। কাজেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলতে হবে ওরা যাতে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করেন। দেশ এবং বিদেশ থেকে যে সব টাকা ভারতবর্ষ ঋণ গ্রহণ করেছেন এই বছরে তার জন্য দিতে হবে ১০ হাজার কোটি টাকা শুধু সুদ। এই ১০ হাজার টাকার উপর ঘাটতি বাজেট করে আমাদের পূরণ করতে হবে। তা হলে জিনিষপত্রের দাম ধাপে ধাপে বাড়বে না কেন? কাজেই অর্থনীতি যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা যায় তা হলে জিনিষপত্রের দাম বাড়বেই। আমরা বলছি না যে মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা উচিত নয়। আমরা এই ব্যাপারে তাঁদের সংগে একমত। কিন্তু মূল জায়গায় তাঁরা আঘাত হানেন না। তাঁরা বলতে চান যে বামফ্রন্ট সরকার জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়েছেন। আমরা বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতিই জিনিষপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা দরকার। আপনারা বাজারে গিয়ে যে দামে জিনিষ কিনলেন আমরাও সেই দামেই কিনি।

কর্মচারীদের প্রতি প্রস্তাবকের একটা আক্রোশ আছে। তিনি বলেছেন কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, সেজন্য জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যায়। কথাটা ঠিক নয়। প্রাইস ইনডেক্স এর সংগে সমতা রেখে তাদের বেতন বাড়াতে হয়। তবু সরকার যতটা তাদের দেওয়া দরকার ততটা দিতে পারেন না। জিনিষপত্রের দাম বাড়লে তাদের বেতন বাড়াতেই হয়। কাজেই বেতন বাড়াচ্ছেন বলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, এই কথাটা ঠিক নয়।

এই বছরে গম কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা বেড়ে গেছে। কে বাড়িয়েছে? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। ময়দা ১৩ টাকা বাড়িয়েছে কুইন্টাল প্রতি এক বছরের মধ্যে। চাল ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা কুইন্টাল প্রতি বেড়েছে এক বছরের মধ্যে। এমন কি ছোলার দাম ১১ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে, বনস্পতি ১৪ থেকে ১৮ টাকা। আর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করার জন্য খুব বলছেন;

কারণ ১৩ বছরে ভারতবর্ষের চেহারাটা কি হবে ? ১৯৭০ সালে যে টাকার দাম এক টাকা আজকে ১৯৮৭ সালে, ১৭ বছর পরে টাকার দাম কমে ১৪ পয়সা হয়েছে। ১৩ বছরে কত কমবে জানিনা। একবিংশ শতাব্দীতে যেতেই হবে প্রাচুর্য নিয়ে। এযে কালের অমোঘ বিধান। কাজেই একবিংশ শতাব্দীতে যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। আগে অর্থনীতির পুনর্গঠন করতে হবে। জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য এই হাউসের উচিত জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অনুরোধ করতে পারি।

ত্রিপুরাতে মাঝে মাঝে সড়ক পথে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা যে দাম বাড়িয়ে দেয় এটাও যাতে তারা না পারে এবং জনসাধারণ যাতে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন সেদিকে যেন সকলে লক্ষ্য রাখেন। তবে চোরা কারবারীদের চেক আপ করার জন্য যে আইন আমরা করতে চেয়েছিলাম যেটা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের করতে দিচ্ছেন না, সেটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের করতে অনুমতি দেয় এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করার জন্য একমাত্র বা সরকারী কর্মচারীর উপর নির্ভর না করে যাতে আমরা পঞ্চায়েত সদস্য থেকে লক্ষ্য রাখি সেই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : আলোচনা এখানেই শেষ হলো। এই সভা আগামী ২৮শে আগষ্ট, শুক্রবার, ১৯৮৭ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 9

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় উৎপাদিত চা স্থানীয়ভাবে বিক্রীর জন্য কোন Sales tax দিতে হতো না ;

২) যদি তা সত্য হইয়া থাকে, তবে বর্তমানে ত্রিপুরায় উৎপাদিত চায়ের উপর বিক্রয়কর ধার্য্য করার কারণ কি ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. :— Revenue Minister

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) ত্রিপুরা Sales tax (First) Amendment Act, 1976 বিধান অনুযায়ী ১৯৭৮ ইংরাজী সনের ১১ই আগষ্ট হইতে চায়ের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 10

Name of the Member :— Shri Shyamacharan Tripura, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :-

১) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরের ত্রিপুরার ওয়াকফবোর্ডকে সর্বমোট কত আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২) কি কি উদ্দেশ্যে এই অনুদানের টাকা ব্যয় হবে ?

Answer

Minster-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১) মোট টা: ১১,৬৩,০০০.০০

২) যে সকল কর্মসূচীতে উক্ত অর্থ ব্যয়িত হবে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

ক) আগরতলা মুসলিম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ বাবদ—	টা: ৫,০০,০০০·০০
খ) মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার, ঈদগা ও কবরস্থানের উন্নয়ন ও বেড়া দেওয়া প্রভৃতি বাবদ—	টা: ১,৫০,০০০·০০
গ) মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড ও বুকগ্রান্ট বাবদ— (শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে)	টা: ৪,৫৭,৫০০·০০
ঘ) দুঃস্থ মুসলিম রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য বাবদ— (মহকুমা শাসক ও ব্লক অফিসারদের মাধ্যমে)	টা: ৬০,০০০·০০
	১১,৬৭,৫০০·০০

	B.F.	টা:	১১,৬৭,৫০০·০০
ঙ) দরিদ্র মুসলিম কারীগরদের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ে সাহায্য বাবদ ও কর্মসংস্থানের জন্য— (ব্লক অফিসারদের মাধ্যমে)		টা:	৩০,০০০·০০
চ) বোর্ড মেম্বারদের টি. এ. এবং ডি. এ বাবদ—		টা:	৮,০০০·০০
ছ) বোর্ড কর্মচারীদের বেতন বাবদ—		টা:	১৫,০০০·০০
জ) শিবনগর মসজিদের ঈমামের বাসগৃহ মসজিদ এলাকা থেকে স্থানান্তরের খরচ বাবদ—		টা:	১,০০০·০০
ঝ) অফিস খরচ—		টা:	৭.৫০০·০০
ঞ) তিনটি মহকুমায় ওয়াকফ সেমিনার বাবদ—		টা:	৩,০০০·০০
ট) কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় সংহতির উপর সেমিনার বাবদ—		টা:	১,০০০·০০
	মোট—	টা:	১২,৩৩,০০০·০০

Admitted Starred Question No. 15

Name of the Member :— Shri Keshab Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) সারা রাজ্যের কয়টি বিভাগে পূর্ণ জরীপের কাজ আংশিক বা সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে ; এবং

২) পূর্ণজরীপের কাজ শেষ হতে আর কত বছর লাগবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ; এবং

৩) কত সময়ে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে পূর্ণজরীপের কাজ শুরু

করা হয়েছিল ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. :— Revenue Minister.

১) একমাত্র কমলপুর মহকুমায় পূর্ণজরীপের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে তবে সদর, খোয়াই, সোনামুড়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর ও বিলোনীয়া মহকুমা-গুলিতে পূর্ণজরীপের কাজ চলিতেছে।

২) ৭ম পরিকল্পনা কালকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৩) ১৯৭৮-ইং সনের অক্টোবর মাসে পাঁচ বৎসরে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করিয়া পূর্ণজরীপের কাজ শুরু করা হইয়াছিল।

Admitted Starred Question No. 18

Name of M.L.A. :— Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বাইতিলিয়াং চিফ্ হইতে খানগ্রাং পর্য্যন্ত জম্পুই হইতে দামছড়া ভায়া ধর্মনগর টি, আর, টি, সি, সার্ভিস চালু করার জন্য কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১) বর্ত্তমানে বিলিয়ান চিফ্ হইতে খানতলাং এবং জম্পুই হইতে দামছড়া ভায়া ধর্মনগর পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, সার্ভিস চালু করার সরকারের বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 21

Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বর্তমান বৎসরে রাজ্যে আরো দুইটি আকাশবাণী কেন্দ্র খোলার যে সিদ্ধান্ত ছিল সেই দুইটি কেন্দ্রের কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে রাজ্য সরকার অবগতি

থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) আকাশবাণীর বিলোনীয়া কেন্দ্র খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ করেছেন। কৈলাসহর কেন্দ্রে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No. 28

Name of the Member :— Shr Samir Deb Sarkar, M.L A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার পূর্ব্ব গমকী ও সোনাতলা গ্রামের বহু গরীব কৃষকের জমি ঐ এলাকার জোতদার মহেন্দ্র দেববর্মা বাঁধ দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ জলমগ্ন করে রেখেছেন।

২) যদি সত্য হয় উক্ত ব্যাপারে গরীব কৃষকদের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য কোন আবেদন করা হয়েছে কিনা,

৩) আবেদন করা হয়ে থাকিলে উক্ত পরিবারদের সাহায্যের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deprt : -- Revenue Minister

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) হ্যাঁ মহাশয়।

৩) বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় কোন রূপ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 38

Name of the M.L.A. :— Shri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরায় শিলাছড়ি ও সাব্রুমের মধ্যে কোন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

১) না থাকিলে উক্ত এলাকার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ;

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী ।

১) দক্ষিণ ত্রিপুরার শিলাছড়ি ও সাব্রুমের মধ্যে কোন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই ।

২) শিলাছড়ি হইতে সরাসরি সাব্রুমে বাস সার্ভিস চালু করার কোন প্রস্তাব নাই । কারণ ঘোড়াকাপা—মনুবংকুল রাস্তাটি এখনও বাস চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত নয় ।

Admitted Starred Question No. 47
Name of M.L A. :— Shri Subodh Chandra Das,
Name of Minister :— Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১) ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন কোন শহরে নটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২) থাকিলে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর শহরে (ব্লক হেড কোয়াটার) নটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করা হবে কি না ?

উত্তর

১) হাঁ তেলিয়ামুড়া ও কুমারঘাট বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল এক্ট ১৯৩২ এর ৯৩ (ক) ধারা অনুযায়ী নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা আছে ।

২) উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর শহরে (ব্লক হেড কোয়াটার) নটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ রাজ্য সরকারের নাই ।

Admitted Starred Question No. 62
Name of M. L. A. :— Shri Fayzur Rahaman.
Name of Minister :— Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার চুড়াইবাড়ী এবং কদমতলাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

১) ধর্মনগর মহকুমার চুড়াইবাড়ী ও কদমতলাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No. 77

Name of M.L.A. :— Shri Bidya Ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য আগরতলা শহর ব্যতীত ত্রিপুরার অন্য কোন শহরে বা বিভাগে অটোরিক্সার সার্ভিস (টেম্পু) নাই, এবং

২) যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১) ইহা সত্য নহে।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 80

Name of the Member :— Shri Rasik Lal Roy, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Deptt. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন : ১৯৮২ ইং জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সোনামুড়া বিভাগে Fisheries দপ্তর মারফত্ মৎস্যচাষ প্রকল্পে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

২) প্রশ্ন : ১৯৮৭ ইং জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত প্রকল্পে মোট কত টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে ?

: উত্তর :

উত্তর : ১। জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস এই ভাবে বার্ষিক খরচের হিসাব সরকারী দপ্তরে রাখা হয় না। আর্থিক বৎসর এপ্রিল মাস থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং ১৯৮২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৮৭ ইং সনের মার্চ্চ

মাস পর্যান্ত মৎস্য দপ্তর মারফত মৎস্যচাষ প্রকল্পে মোট ৮, ৩১, ১৯৬'৫০ টাকা (আট লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত ছিয়ানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) সোনামুড়া বিভাগে খরচ করা হয়েছে।

আর্থিক বৎসর হিসাবে খরচের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯৮২-৮৩ ইং সন	১, ১৫,৮৮৪'০০ টাকা
১৯৮৩-৮৪ ,,	১, ৫১,২২৫'৫০ ,,
১৯৮৪-৮৫ ,,	৮২,৬৮৭'০০ ,,
১৯৮৫-৮৬ ,,	১, ৯১,১৯৮'০০ ,,
১৯৮৬-৮৭ ,,	২, ৯০,২০২'০০ ,,
মোট :-	৮, ৩১,১৯৬'৫০

উত্তর : ২। ১৯৮৭-৮৮ ইং আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন মৎস্যচাষ প্রকল্পের জন্য মোট ৪, ৬৮,০০০'০০ টাকা (চার লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 92.

Name of M.L.A. :—Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। আগরতলা ভায়া তুলাবাগান হইয়া মধুচৌধুরী বাজার পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ;

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : —পরিবহন মন্ত্রী।

২। আগরতলা ভায়া তুলাবাগান মধুচৌধুরী বাজার পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 97

Name of the Member :—Shri Dhirendra Debnath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১) সদর উত্তরাঞ্চলে মোহনপুরে একটি ডাক বাংলা নির্মাণের জন্য সরকারে কোন

পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। পরিকল্পনা থাকলে উক্ত ডাক বাংলার জন্য কি পরিমাণ জমির প্রয়োজন হবে এবং সেই জমি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে কিনা ;

৩) নির্দ্ধারণ হয়ে থাকিলে চলতি বছরে ডাক বাংলাটির কাজ আরম্ভ হবে কিনা ?

Answer :

Minister-in-charge of the Revenue Department, Revenue Minister.

১) না মহাশয় এমন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 101

Name of the Member :— Shri Syed Basit Ali, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of tne Revenue Department be pleased to State :

ক) রাজ্যে রেভিনিউ মৌজার সংখ্যা কত ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

খ) জন সাধারণের স্বার্থে উক্ত রেভিনিউ মৌজাগুলি পুর্ণগঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

Answer :

Minister-in-charge of the Revenue Departmen, Revenue Minister

১) মোট ৮৭২ টি

সদর	মহকুমা	—১৪১
খোয়াই	মহকুমা	— ৭৯
সোনামুড়া	,,	— ৬৩
কৈলাসহর	,,	— ৯৭
কমলপুর	,,	— ৮৩
ধর্মনগর	,,	—১০৩
উদয়পুর	,,	— ৬৪
অমরপুর	,,	— ৯৬
বিলোনীয়া	,,	— ৮৭
সাব্রুম	,,	— ৫৯
		৮৮২ টি

২) না মহাশয় ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 123

Name of Members : Sri Jawhar Saha, &
Sri Jadav Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state ;

প্রশ্ন :—১। ইহা কি সত্য যে সংরক্ষণের অভাবে ১৯৮৭ সালের মে, জুন মাসে ডম্বুর জলাশয়ে ধরা বেশ কয়েক কুইন্টাল মাছ পচে যাওয়ায় ফেলে দিতে হয়েছে ;

প্রশ্ন :—২। সত্য হলে এ ধরণের ফেলে দেওয়া মাছের মোট পরিমাণ কত এবং উহার আর্থিক মূল্য কত ;

প্রশ্ন :—৩। এই বিরাট পরিমাণ মাছ পচে যাওয়ার পেছনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোন কর্মচারী দায়ী হলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ;

প্রশ্ন :—৪। ডম্বুর জলাশয়ের মাছ আগরতলা বা অন্যত্র রীতিমত সরবরাহ করার জন্য কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করবেন কিনা ?

: উত্তর :

উত্তর :—১। আংশিক সত্য ; তবে May মাসে কোন মাছ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয় নাই ।

উত্তর :—২। মোট ১৩,৮৬৪ কিলোগ্রাম এবং মোট আর্থিক মূল্য ২,৭৫,৫৪০·৭০ (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত চল্লিশ টাকা সত্তর পয়সা) টাকা ।

উত্তর :—৩। চূড়ান্ত তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে দোষী সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

উত্তর :—৪। ডম্বুর জলাশয়ের মাছ বর্তমানে ডম্বুর, যতনবাড়ী এবং আগরতলা সহর এলাকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে ।

Admitted Starred Question No. 125

Name of M.L.A :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে চেলাগাং রাস্তা এবং আগরতলা হইতে অমরপুর ভায়া

তেলিয়ামুড়া রাস্তায় জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আরও একটি করে টি, আর. টি, সি. বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না;

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্ত্তমানে আগরতলা—চেলাগাং এবং আগরতলা হইতে অমরপুর ভায়া তেলিয়ামুড়া রাস্তায় আরও একটি টি. আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 141

Name of M.L.A :—Shri Samir Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার হাতকাটা, চেবরী, তুলাশিখর, চাম্পাহাওর, আশারামবাড়ী প্রভৃতি স্থানের রাস্তাগুলিতে টাউন বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ তা চালু করা হবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

১। খোয়াই মহকুমার হাতকাটা, চেবরী, তুলাশিখর, চাম্পাহাওর, আশারামবাড়ী প্রভৃতি স্থানের রাস্তাগুলিতে টাউনবাস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 176

Name of M. L. A, ;— Shri Subodh Chandra Das.

Name of Minister ;— Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর শহর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

২। সত্য হয়ে থাকলে ঐ শহর উন্নয়নের কাজ কবে পর্য্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। রাজ্য সরকার ধর্মনগর শহরকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শক্রমে ধর্মনগর শহরের একটি Revised Project Report ৩।১১।৮৬ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইয়াছিল।

Admitted Starred Question No. 178
Name of M.L.A. ; Shri Tarani Mohan Sinha
Name of Minister : Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় কয়টি টাউন হল আছে স্থানের নাম সহ তার বিবরণ,

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও টাউন হল নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের থাকিলে তা কোথায় নির্মাণ করা হবে তার বিবরণ,

৩। কুমারঘাটে একটি টাউন হল নির্মাণ করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

: উত্তর :

১। ত্রিপুরায় নয়টি নোটিফায়েড এলাকায় এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বর্তমানে মোট দশটি টাউন হল আছে।

১।	আগরতলা	১টি।	৬।	সোনামুড়া	১টি।
২।	ধর্মনগর	১টি।	৭।	উদয়পুর	১টি।
৩।	কৈলাশহর	১টি।	৮।	বিলোনীয়া	১টি।
৪।	খোয়াই	১টি।	৯।	অমরপুর	১টি।
৫।	কমলপুর	১টি।	১০।	সাব্রুম	১টি।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আর কোন টাউন হল নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

৩। এখন পর্যান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 201
Name of M.L.A. : Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগরতলা—শিলচর রুটে সাধারণ বাস চালানোর জন্যে কোন সংস্থাকে

পারমিশান দেওয়া হয়েছে কি না ; এবং

২। ঐ রুটে যে সব Luxury bus চলাচল করে সেগুলির যাত্রী ভাড়া কিসের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী

১। আগরতলা—শিলচর রুটে কোন বাস পারমিট দেওয়া হয় নাই।

২। All India Tourist Permit প্রাপ্ত Tourist Omnibus আগরতলা—শিলচর রুটে চলাচল করে। Tourist Omnibus-এর ভাড়া সরকার তরফ হইতে এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 210

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮৬ সালে টি, পি. এস, সির মাধ্যমে এবং বিভিন্নভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগরতলা সরকারী ছাপাখানার ম্যানেজার পদের জন্য আগরতলা ও কলিকাতার ত্রিপুরাভবনে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল,

২। সত্য হলে টি, পি, এস, সির সুপারিশ অনুসারে উক্ত পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে কি না,

৩। টি, পি, এস, সির মাধ্যমে নিয়োগ না করা হয়ে থাকলে, অন্য কোন মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা এবং

৪। করা হয়ে থাকলে তা কোন পদ্ধতিতে এবং কি নিয়মনীতি অনুযায়ী নিয়োগ করা হয়েছে ?

Answer

Name of the Minister :— Shri Khagen Das,
Minister-in-charge Printing & Stationery Department, Agartala.

১। হ্যাঁ।

২। টি, পি, এস, সি হতে কোন সুপারিশ পাওয়া যায় নি।

৩। উক্ত ম্যানেজার পদে কেন্দ্রীয় সরকারী প্রেস থেকে ডেপুটেশনে লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

৪। সরকারের ডেপুটেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করেই নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 214

Name of the Member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে মোট কতটি চর্মশিল্পী ও সভাসুন্দর পরিবারকে পেশা-ভিত্তিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এবং	১। ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ২৮টি চর্মশিল্পী ও ৪৮টি সভাসুন্দর পরিবারকে পেশা-ভিত্তিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।
২। তাদের ঐ পুনর্বাসনের ফলে তারা স্ব-নির্ভর হয়ে দাঁড়াতে পারছে কিনা ?	২। ১৯৮৬—৮৭ আর্থিক বছরে পেশাভিত্তিক পুনর্বাসন প্রাপ্ত চর্মশিল্পী এবং সভাসুন্দর পরিবারগুলি পরিকল্পনার সফল পেতে আরম্ভ করেছে। কারণ রূপায়িত পরিকল্পনা-গুলি স্ব-নির্ভর হওয়ার পক্ষে খুবই উপ-যোগী।

Admitted Starred Question No. 233

Name of the Member :— Shri Tarani Mohan Singha, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নাশকাটার নিকটবর্ত্তী মন্ ব্রিজের নির্মাণের প্রয়োজনে কত জনের নিকট হইতে মোট কত একর জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt : - Revenue Minister

১। ২৬ জনের নিকট হইতে মোট ৪'৩৭ একর জমির অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 235

Name of the Member :— Shri Nakul Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department

be pleased to state :

১। রাজ্যের গণ্ডাছড়া ব্লকটির অমরপুরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও উক্ত অঞ্চলের পশ্চাৎপদতার কথা চিন্তা করে গণ্ডাছড়ার একটি আলাদা মহকুমা গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. :— Revenue Minister

১। না, এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

Admitted Starred Question No. 246

Name of the M.L.A. :— Shri Jadab Majumder.

Name of Minister :— Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে সাইকেল, অটোরিক্সা, রিক্সা ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু আছে কি না,

২। থাকিলে প্রচুর সাইকেল, রিক্সা ইত্যাদি বিনা লাইসেন্সে রাস্তায় চালানো হচ্ছে ইহা সরকার অবগত আছেন কি না, এবং

৩। যদি অবগত থাকেন তবে ইহা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি না ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌরসভা কর্তৃক আগরতলা শহরের সাইকেল ও রিক্সা লাইসেন্স প্রথা চালু আছে।

স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের অন্তর্গত নোটিফায়েড এলাকায় সাইকেল লাইসেন্স প্রথা চালু নাই কিন্তু কমলপুর ও সোনামুড়া নোটিফায়েড এলাকা ব্যতীত অন্য নোটিফায়েড এলাকায় রিক্সা লাইসেন্স প্রথা চালু আছে। রাজ্যে অটোরিক্সা (three wheelers) লাইসেন্স প্রথা চালু আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। লাইসেন্স বিহীন সাইকেল ও রিক্সা চলাফেরা বন্ধ করার জন্য মাঝে মাঝে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 249

Name of the Member :— Shri Jadab Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত জায়গায় রেল সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জায়গার জরিপের কাজ শেষ হয়েছে কি না,

২। হইয়া থাকিলে যাদের জোত জমি রেল লাইনের আওতায় এসেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি না, এবং

৩। রেল দপ্তরকে সেই অধিকৃত জায়গা বুঝাইয়া দেওয়া হয়েছে কি না ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১। ত্রিপুরা রাজ্যের রেল লাইনের জরিপের কাজ ত্রিপুরা সরকারের আওতায় পরে না। ইহা রেল দপ্তরের আওতায়। তবে রেল দপ্তর হইতে জানানো হইয়াছে যে আগরতলা পর্য্যন্ত জরিপের কাজ শেষ হইয়াছে।

২। ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত যাদের জোত জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তাদের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হইয়াছে।

৩। ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত অধিকৃত জমি রেল দপ্তরকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কুমারঘাট হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 256

Name of M.L A. :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে তেলিয়ামুড়া হইতে অম্পি হইয়া রাঙ্গামাটি অবধি কয়টি টি, আর, টি, সি, বাস চালু আছে।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া হইতে রাঙ্গামাটি অবধি (অম্পি হইয়া) প্রতিদিন টি. আর. টি, সি.র ২টি বাস যাতায়াত করে।

Admitted Starred Question No. 263
Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty M. L. A.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে রাজ্যে ১০ কানি নাল ও ৩০ কানি পর্য্যন্ত টীলা জমির খাজনা সরকার মুকুব করায় রাজ্যের কত সংখ্যক কৃষক উপকৃত হয়েছেন ?

Answer :
Minister-in-charge of the Revenue Department, Revenue Minister

১। ১লা বৈশাখ ১৩৯৪ বাংলা সন (15th April, 1987) হইতে ১০ কানি নাল ও ৩০ কানি পর্য্যন্ত টীলা ভূমির রাজস্ব মুকুব করায় রাজ্যে মোট ২,৮৮,৪৮১ কৃষক পরিবার উপকৃত হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 264
Name of M.L.A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর হইতে আগরতলা একটি বাস সার্ভিস চালু হওয়ার পর বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে,

২। যদি সত্য হয় তাহার কারণ ;

৩। কল্যাণপুরের প্রস্তাবিত টি, আর, টি, সি,র বুকিং অফিস চালু করার প্রস্তাবটি কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে ; এবং

৪। কল্যাণপুর হইতে বাইজালবাড়ী ভায়া বড় ময়দান, মগলামবাজার, আমপুরা এই রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী

১। হ্যাঁ, কল্যাণপুর হইতে আগরতলা সার্ভিসটি, কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল, (৩রা এপ্রিল, ১৯৮৭ ইং হইতে ১২ই জুলাই ১৯৮৭ ইং পর্য্যন্ত) পুনরায় ১৩ই জুলাই ১৯৮৭ ইং হইতে উক্ত সার্ভিসটি চলাচল করিতেছে।

২। টি, আর টি, সি'র বিভিন্ন সমস্যার দরুন কিছুদিনের জন্য উক্ত সার্ভিসটি বন্ধ ছিল।

৩। কল্যাণপুরের টি, আর, টি, সি-র নিজস্ব বুকিং অফিস স্থাপনের প্রস্তাব বিচার বিবেচনাধীন আছে।

৪। উক্ত রাস্তায় বাস চালাইবার সিদ্ধান্ত এস, টি, এ, এখনও গ্রহণ করে নাই।

Admitted Starred Question No. 296

Name of M. L. A. :— Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

ক) বিলোনীয়া শহর হইতে পশ্চিম পাহাড় এবং ঋষ্যমুখ—নলুয়া রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

খ) থাকলে, কবে নাগাদ চালু করা হইবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী

ক) বর্তমানে বিলোনীয়া শহর হইতে পশ্চিম পাহাড় এবং ঋষ্যমুখ—নলুয়া রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 309

Name of M. L. A. :— Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Name of Minister :— Minister-in-charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রপুর পানীয় জল

সরবরাহের ও রাস্তা সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। উক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরী না হওয়া সাপেক্ষে ঐ এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় বন্ধ রাখা হবে কিনা?

উত্তর

১। আছে।

২। চন্দ্রপুর এলাকায় জলের জন্য কোন ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে না। জলের ব্যবস্থা হওয়ার পরই জলের ট্যাক্স নেওয়া হবে। অন্যান্য ট্যাক্স যেমন আছে তেমন থাকবে।

Admitted Starred Question No. 315

Name of the Member :—Shri Sudhir Ranjan Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১) ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে কত টাকা সাহায্য দিয়াছেন? এবং

২) তন্মধ্যে মোট কত টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে?

Answer :

Minister-in-charge of the Revenue Department, Revenue Minister.

১) ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বন্যা বাবৎ মোট ১৬,৭৭.৭৭.০০০.০০ টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে।

১) মোট ১৭,০৮,৮৭,১৬১.১৬ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 319.

Name of M.L.A. :—Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'bie Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে Maruti Udyug Ltd. নির্মিত Maruti Standard/Maruti Van এই দুই মডেলের গাড়ীর Permit দেওয়ার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি;

১) পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত গাড়ীর Permit Issue করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী ।

১) রাজ্য সরকার Maruti Udyug Ltd. নির্মিত Maruti Standard/Maruti Van এই দুই মডেলের গাড়ীর ভাড়া গাড়ী হিসাবে পারমিট দেওয়ার জন্য এ যাবৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই ।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 346

Name of the Member :— Shri Narayan Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs And Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ সনে ত্রিপুরাতে কত সংখ্যক পর্যটক আসিয়াছে, এবং উহা হইতে সরকারের কত আয় হইয়াছে ? এবং

২। পর্যটন শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ সনে বহির্রাজ্য থেকে প্রায় ২১০০০ (একুশ হাজার) পর্যটক ত্রিপুরায় এসেছেন।

পর্যটন দপ্তরের কণ্ডাক্টেড টুরের মাধ্যমে উক্ত সময়ে রাজ্য সরকারের ১৯, ৭৮৮'৯৫ (উনিশ হাজার সাতশত অষ্টাশি, টাকা পঁচানব্বই পয়সা) টাকা আয় হয়েছে।

২। পর্যটন শিল্পের উন্নতিকল্পে রাজ্যে সরকার ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন :—

ক) পর্যটনকে 'শিল্প' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পর্যটনের উন্নয়নে বেসরকারী উদ্যোগ সম্প্রসারিত হবে ।

খ) আগরতলায় রাজভবন সংলগ্ন এলাকায় অতিশীঘ্রই ৬০ (ষাট) শয্যা বিশিষ্ট 'যাত্রীনিবাস' নির্মাণের কাজ শুরু হবে ।

গ) মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত ব্রহ্মকুণ্ডে পর্যটকদের সুবিধার্থে একটি বিশ্রামাগার

নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ঘ) কমলা সাগরে একটি বিশ্রামাগার ও স্নানের ঘাট নির্মিত হয়েছে।

ঙ) সিপাহীজলা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে বনদপ্তরের সহযোগিতায় 'আপ্যায়ণ' ক্যাফেটেরিয়া নির্মিত হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে সিপাহীজলায় পানীয় জল ও শৌচা-গারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চ) নীরমহলকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা সহ সুন্দর বাগান তৈরী করা হয়েছে। প্রাসাদটি সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রস্তুত প্রজেক্ট রিপোর্ট ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

ছ) রুদ্রসাগরের বুকে নৌকা বিহারের সুযোগ সম্প্রসারণে দু'টি শিকারা ও একটি নৌকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও প্যাডেল বোট ও স্পীড বোট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জ) রুদ্রসাগরের তীরে ৪৪ (চুয়াল্লিশ) শয্যা বিশিষ্ট-'সাগর মহল' পর্যটক নিবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে চলেছে।

ঝ) উদয়পুরের ১০০ (একশত) শয্যা বিশিষ্ট 'যাত্রীক' এবং ৬০ শয্যা বিশিষ্ট যাত্রীক 'নিবাস' নির্মাণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরায় ঊনকোটির কাছে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট 'যাত্রীকা' নির্মাণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ঞ) কুমারঘাট, পানী সাগর ও আমবাসায় ৯ শয্যা বিশিষ্ট পান্থ নিবাস নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও কুমারঘাট ভারত সরকারের পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ আকারে 'পান্থশালা' নির্মাণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ট) আগরতলায় ৩ তারকা বিশিষ্ট হোটেল নির্মাণের জন্য স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছে। ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন নিগম এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে উক্ত হোটেল নির্মা-ণের বিষয়টি পর্যটন মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট নিগমের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ঠ) পর্যটনের প্রসারে আগামী দশ বছরে রাজ্যে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তাঁরা কাজ শুরু করেছেন।

ড) কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে ঊনকোটী, দেবতামুড়া ও পিলাকের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য

অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া উনকোটীতে একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

চ) পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে নিয়মিত ভাবে কনডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ২টি লাক্সারী কোচ ছাড়া আরও ২টি নূতন লাক্সারী কোচ ক্রয় করা হয়েছে।

ণ) পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এবং উদয়পুর মাতাবাড়ীতে বিশেষ আলোক সজ্জার ব্যবস্থা, আগরতলা এবং উদয়পুরের বিভিন্ন দীঘিতে নৌকা বিহারের সুযোগ সম্প্রসারণ সহ দেওয়ালী এবং খারচী উৎসব ও মেলার উন্নয়নের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের বিবেচনাধীন রয়েছে।

Admitted Starred Question No—347.
Name of the Member:— Shri Narayan Das
Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। রুদ্রসাগরে অবস্থিত নীরমহলটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ? এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা সংস্কার করা সম্ভব হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) পর্যটকদের সাথে যত শীঘ্র সম্ভব সংস্কার করা হবে। প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No—348
Name of the Member:—Shri Narayan Das
Will the Hon'ble Minister-in-charge of The Information,

Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। মেলাঘর, রুদ্রসাগরের তীরে কোন যাত্রী নিবাস তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? এবং

২। যদি থাকে তবে, কবে নাগাদ তাহার কাজ আরম্ভ করা হইবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) ইতিমধ্যেই উক্ত এলাকায় "সাগরমহল" পর্যটক নিবাস নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

Admitted Starred Question No—362

Name of the Member:—Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। (ক) রাজ্যে লোক সংস্কৃতি বিকাশে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে?

খ) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে?

গ) রাজ্যে কয়টি সাংস্কৃতিক সংস্থা ১৯৭৭ পর্যন্ত ছিল এবং বর্তমানে কয়টি রয়েছে।

উত্তর

লোক সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার গত ১০ বৎসরে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন:—

১) ক) রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সমগ্র এলাকায় লোক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, প্রসার ও উন্নয়নে ৩৪৫টি লোক রঞ্জন শাখা ও ৮টি তথ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

খ) বিগত ১ বৎসরে লোক সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে ৩৮টি সংস্কৃতি কেন্দ্রকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। ২৫টি ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ক্রয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। মনিপুরী সংস্কৃতি বিকাশের জন্য ৯টি নাট মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে।

গ) প্রতিবছর প্রতিটি ব্লকে এবং রাজ্য স্তরে লোক সংস্কৃতি উৎসব ও প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ঘ) প্রতিবছর মহকুমা ও রাজ্য ভিত্তিক যাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ঙ) রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় ড্রেস ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে যাত্রা শিল্পের ব্যাপক গণ উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্প ভাড়ায় সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে যাত্রার পোষাক ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। সম্প্রতি লোক সংস্কৃতির প্রসারে উক্ত ড্রেস ব্যাংকগুলি থেকে উপজাতি ও মণিপুরী পোষাক সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চ) লোক সংস্কৃতির মান উন্নয়নে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশিক্ষণ শিবির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ছ) লোক সংস্কৃতির বিকাশে বার্ষিক বৃত্তি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জ) বহিঃত্রিপুরায় জাতি উপজাতির লোক সংস্কৃতির দলগুলিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

ঝ) লোক নৃত্যের অলংকার পোষাক বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বর্ষপঞ্জী চালু করা হয়েছে এবং সে মতে সারা বছর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।
১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যে সরকার পরিচালিত কোন সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল না। বর্তমানে ৪৫টি লোকরঞ্জন শাখা ও ৩৮টি সংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে।

Admitted Starred Question No —373
Name of M.L.A:—Shri Bidhu Bhusan Malakar.
Will the Hon'ble Minister In-charge of the Transport Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত

চিঠির জবাবে রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়া সম্প্রতি কোন চিঠি দিয়েছেন কি না?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত চিঠিতে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল লাইন বসানোর জন্যে রেলের বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে; এবং

৩। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি না?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী।

১) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ২৫/১/৮৬ ইং তারিখের ব্যক্তিগত চিঠির জবাবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়া ২৪/৬/৮৬ ইং তারিখে রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ব্যক্তিগত চিঠি দিয়াছেন। সম্প্রতি উপরোক্ত মন্ত্রীর নিকট হইতে এ ব্যাপারে কোন চিঠি আসে নাই।

২) ইহা সত্য নহে।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE "ঠ"

Admitted Un-starred Question No. ৬

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ডুম্বুর Hydrel Project কার্যকরীর জন্য সর্বমোট কত একর জোত জমি এবং কত একর খাস জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন।

২। জোত জমির জন্য সর্বমোট কত টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হয়েছিল।

৩। খাস জমির দখলদারদের জন্য কোনরূপ ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছে কি, এবং দেওয়া হলে তার পরিমাণ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. :— Revenue Minister.

১। জোত জমি—৩৭৩২'২৮ একর

খাস জমি—২৩১২৪'৫৩ ”

২। জোত জমির জন্য মোট—৮৪,৫০,১৮৪'৬৬

৩। না।

Admitted Un-starred Question No. 11

Name of Member :— Shri Keshab Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তফসিলী জাতির লোকদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কি কি প্রকল্প বর্তমান আর্থিক বর্ষে হাতে নেওয়া হয়েছে, এবং

২। এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে কতটি তফসিলী পরিবারকে কোন ধরণের সুযোগ দানের লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারিত হয়েছে?

উত্তর

১। তফসিলী জাতির লোকদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে তফসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ :—

ক) ভূমিহীন কৃষি—অ-কৃষি তফসিলী পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্প।

খ) নিজস্ব জমি আছে এমন তফসিলী জাতি পরিবারগুলির জন্য বাগান চাষ প্রকল্প।

গ) কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তফসিলীদের স্ব-নির্ভর প্রকল্প।

ঘ) ল্যাম্পস/প্যাকস'এর মাধ্যমে মূলধনী শেয়ার ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য।

ঙ) তফসিলী জাতি উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে সহযোগী ব্যাঙ্ক'এর সহায়তায় প্রান্তিক ঋণ দান প্রকল্প।

চ) প্রয়োজন ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার ভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন ও সমষ্টিগত সম্পদ সৃষ্টি প্রকল্প।

২। প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা [১৯৮৭—৮৮]	সহায়তার বিবরণ
ক) ভূমিহীন কৃষি/অ-কৃষি তফসিলী পরিবারের পুনর্বা-	৬২২ পরিবার	৪৫০০ টাকা হিসাবে প্রতিটি ভূমিহীন কৃষি/অ-কৃষি তফসিলী পরিবার কৃষি,

প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা [১৯৮৭—৮৮]	সহায়তার বিবরণ
সন প্রকল্প ।		পশুপালন, গ্রামীণ, কুটির শিল্প ইত্যাদি পরিকল্পনায় সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে ।
খ) নিজস্ব জমি আছে এমন তফ্‌সিলী জাতি পরিবারগুলির জন্য রাবার চাষ প্রকল্প	২০০ পরিবার	রাবার বোর্ড কর্তৃক নির্দ্ধারিত পরিকল্পনায় রাবার উৎপাদনেচ্ছু তফ্‌সিলী পরিবারদের জন্য পরিবার পিছু প্রতিটি রাবার চারার মূল্য ৫·০০ [পাঁচ] টাকা হিসাবে অনুর্দ্ধ ১০০০·০০ [এক হাজার] টাকা সহায়তা প্রদান করা হয় ।
গ) কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তফ্‌সিলীদের স্ব-নির্ভর প্রকল্প	১০০ জন	তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক ১০টি সেলাই ও বাঁশবেত প্রশিক্ষণের কেন্দ্রগুলি যাহা বর্তমানে শিল্প দপ্তরের পরিচালনাধীন আছে ঐ সকল শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর যাহারা যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাবে কাজ করতে অক্ষম তাদের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করে স্ব-নির্ভর প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রত্যেককে অনুর্দ্ধ ১০০০·০০ (এক হাজার) টাকা সহায়তা দেওয়া হয় ।
ঘ) ল্যাম্পস/প্যাক্‌স'এর মাধ্যমে মূলধনী শেয়ার ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য	১৫০০ পরিবার	দরিদ্র ও তফ্‌সিলী পরিবারগুলির ল্যাম্পস/প্যাক্‌স/দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতির শেয়ার ক্রয় করার জন্য প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০·০০ [দশ] টাকা হিসাবে এইরূপ ৪টি শেয়ার ক্রয় করার জন্য প্রতিটি তফ্‌সিলী পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয় ।

প্রকল্পের	লক্ষ্যমাত্রা [১৯৮৭-৮৮]	সহায়তার বিবরণ
ঙ) তফ্‌সিলী জাতি উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে সহযোগী ব্যাঙ্ক এর সহায়তায় প্রান্তিক ঋণ দান প্রকল্প	সাময়িক ভাবে ৫০০০ পরিবার	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক/ষ্টেট ব্যাঙ্ক/ষ্টেট-কো-অপারিটিভ ব্যাঙ্ক ৭৫% শতাংশ ঋণ প্রাপ্তির জন্য তফ্‌সিলী জাতি উন্নয়ন নিগম থেকে প্রতিটি দরিদ্র তফ্‌সিলী পরিবারকে ২৫% প্রান্তিক ঋণ এবং পরিবার পিছু অনুর্দ্ধ ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা ভর্তুকী প্রদান করা হয়।
চ) প্রয়োজন ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার ভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প ও সমষ্টিগত সম্পদ সৃষ্টি প্রকল্প	চাহিদা অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।	যে সকল এলাকায় সাধারণ পরিকল্পনার সুফল পৌঁছানো সম্ভব হয় না সেই সকল এলাকায় পরিকল্পনা রূপায়নকারী অফিসারগণ প্রয়োজন ভিত্তিক প্রকল্প রূপায়ন ক্রমে পরিবার ভিত্তিক অর্থকরী আয়ের জন্য এবং সমষ্টিগত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

Admitted Un-starred Question No. 14
Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৮৭ ইং মার্চ মাস পর্য্যন্ত তপঃ জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সভ্য (ব্যক্তিগত) সংখ্যা কত ; (বিভাগ ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। তন্মধ্যে কত সদস্যকে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে, এবং

৩। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে নূতন সদস্য করার লক্ষ্যমাত্রা কত ?

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৮৭ইং মার্চ মাস পর্যন্ত তপঃ জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভাগ ভিত্তিক সভ্য (ব্যক্তিগত) সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিভাগের নাম	সভ্য (ব্যক্তিগত) সংখ্যা
ক) সদর—	৫৬৭১
খ) সোনামুড়া—	৯২৮
গ) খোয়াই—	১৩২১
ঘ) উদয়পুর —	৯৪১
ঙ) বিলোনীয়া—	৭৪৯
চ) সাব্রুম—	৬১৫
ছ) অমরপুর—	৫৩৭
জ) কমলপুর—	৬৩৭
ঝ) কৈলাশহর—	৭৮২
ঞ) ধর্মনগর —	১৬৪
	মোট :— ১২,৪১৫

২। শুরু থেকে (১-৩-৮২ইং) ১৯৮৭ইং মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তফসিলী জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মার্জিন মানি লোন প্রকল্পের অধীনে মোট ৯১১১টি (নয় হাজার একশত এগার) তফসিলী জাতিভুক্ত পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩। সদস্য করার জন্য কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয় নাই। উক্ত প্রকল্পের অধীনে যেসব ব্যক্তিকে ব্যাংক ও কর্পোরেশন থেকে সরাসরি ঋণ দেওয়া হয় কেবল মাত্র তাদেরকেই কর্পোরেশন এর সদস্য হতে হয়। যেসব ব্যক্তিকে কোনও সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ দান করা হয় তাদেরকে ঐ সমবায় সমিতির সদস্য হতে হয়, তাদেরকে কর্পোরেশনের সদস্য করা হয় না। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতিটিকে কর্পোরেশনের সদস্য হতে হয়।

Admitted Un-starred Question No. 21

Name of Members : Sri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state ;

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মৎস্য প্রকল্পে মোট কত পরিবারকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত প্রকল্পের জন্য মোট কত টাকা খরচ করা হইয়াছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। মোট কত পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারিত হয়েছিল ?

: উত্তর :

১। মৎস্য দপ্তরের মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের আওতায় আনার কোন প্রকল্প নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 25

Name of Member :—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে রাজ্যে কৃষি ও অ-কৃষি খাতে মোট কতটি তফ্সিলী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কৃষি ও অ-কৃষি খাতে মোট তফ্সিলী পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

উত্তর

	ব্লকের নাম	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
১।	পানিসাগর ব্লক	কৃষি-৯ / অ-কৃষি-৪৫	কৃষি/অ-কৃষি—৪০
২।	কাঞ্চনপুর ,,	অ-কৃষি-১১	কৃষি/অ-কৃষি—১২
৩।	রাজনগর ,,	কৃষি —৭৮	কৃষি/অ-কৃষি—৬৫ (৩ ও ৪)
৪।	বগফা ,,	অ-কৃষি—১০	
৫।	খোয়াই ,,	অ-কৃষি-২৮ / কৃষি—X	অ-কৃষি—৫০ (৫ ও ৬)
৬।	তেলিয়ামুড়া ,,	অ-কৃষি-৫০ / কৃষি - X	
৭।	বিশালগড় ,,	কৃষি / অ-কৃষি -৭৫	৬৫
৮।	মোহনপুর ,,	কৃষি / অ-কৃষি -৪০	৩৯
৯।	জিরানীয়া ,,	কৃষি / অ-কৃষি -৪০	৩২
১০।	টাকারজলা জম্পুইজলা	কৃষি / অ-কৃষি -২০	৬
১১।	আগরতলা পৌর এলাকা	কৃষি / অ-কৃষি -১৫	৮
১২।	অমরপুর ব্লক	কৃষি / অকৃষি -২৫ (১২ ও ১৩)	৩৫
১৩।	ডম্বুরনগর ,,		
১৪।	কুমারঘাট ,,	কৃষি / অ-কৃষি ৭৫	৬০
১৫।	মেলাঘর ,,	কৃষি / অকৃষি -৮০	৪৮
১৬।	সালেমা ,,	কৃষি / অ-কৃষি -৮০	৭০
১৭।	মাতারবাড়ী ,,	কৃষি / অ-কৃষি -১০৯	৪৬
১৮।	সাতচাঁন্দ ,,	কৃষি/অকৃষি-৭০	৪৬
১৯।	ছামনু ,,	X	X
	মোট :—	৮৬০	৬২২

প্রশ্ন

২। তারমধ্যে এখন কতটি পরিবারকে এখন পর্য্যন্ত কোন কোন স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

২। তারমধ্যে ১৯৮৬-৮৭ সনে ৮৭৭ তপশিলী জাতি পরিবারকে কৃষি ও অ-কৃষি পরিকল্পনায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল) ১৯৮৭-৮৮ সনে এখনও কোন পুনর্বাসনের মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই তবে মঞ্জুরী দেওয়ার প্রস্তুতি চলেছে।

১।	পানিসাগর ব্লক	কৃষি—৯
		অ-কৃষি—৪৫
২।	কাঞ্চনপুর "	অ-কৃষি—১১
৩।	রাজনগর "	কৃষি—৭৮
৪।	বগাফা "	অ-কৃষি—১০
৫।	খোয়াই "	অ-কৃষি—২৮
৬।	তেলিয়ামুড়া "	অ-কৃষি—৭০
৭।	বিশালগড় "	কৃষি—১
		অ-কৃষি—১৭
৮।	মোহনপুর "	অ-কৃষি—৫০
৯।	জিরানীয়া "	কৃষি—৩
		অ-কৃষি—১৬
১০।	টাকারজলা জম্পুইজলা	কৃষি—১
১১।	আগরতলা পৌর এলাকা	অ-কৃষি—১
১২।	অমরপুর ব্লক	কৃষি—৪২
১৩।	ডম্বুরনগর "	অ-কৃষি—১৩
১৪।	কুমারঘাট "	কৃষি—৪
		অ-কৃষি—৭৯
১৫।	মেলাঘর "	কৃষি—৭
		অ-কৃষি—৫৩
১৬।	সালেমা "	কৃষি—৮০
১৭।	মাতারবাড়ী "	কৃষি—৪
		অ-কৃষি—১০৫
১৮।	সাতচাঁন্দ "	কৃষি—৫০
		অ-কৃষি—২০

মোট :— ৮৭৭ পরিবার

Admitted Uustarred Question No. 26

Name of Member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে তফসিলী জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন মোট কত টাকা ঋণ বিলি করেছেন (তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব);

২। ঐ বিলিকৃত টাকা মোট লক্ষ্যমাত্রার কত শতাংশ;

৩। ঐ টাকায় মোট কত জন তপশিলী জাতির লোককে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No 27

Name of the Member :— Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ নং এবং ১৪৬ নং ধারায় আবদ্ধকৃত কত পরিমাণ জমি বছরের পর বছর অনাবাদী পড়িয়া আছে ; (তার বিভাগ ভিত্তিক আলাদা হিসাব) ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt :— Revenue Minister

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 29

Name of the Member :—Shri Syed Basit Ali M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ক) ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৭ সালের মে পর্য্যন্ত কি পরিমাণ ভূমি জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করতে হয়েছে, (বৎসর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

খ) উক্ত ভূমি অধিগ্রহণে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত ?
(বৎসর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. : - Revenue Minister

১) }
২) } নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল।

মহকুমার নাম	সন	ভূমির পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
সদর	১৯৮৩	১৭৫১ ৯০৫ একর	২,৭৮,২২,২০৬.৩৩
,,	১৯৮৪	২২.৫১৭ ,,	১৭,৬৬,৩০৮৮ ৮২
,,	১৯৮৫	২২১.৩৯৯ ,,	৪৭,০৮,২৯০.৯১
,,	১৯৮৬	৬.০৬৫ ,,	৩০,৭৫৬.২৫
,,	১৯৮৭	১.৯৮২ ,,	২,২৩,০২৩.৪৩
	(১লা মে পর্য্যন্ত)		
সোনামুড়া	১৯৮৩	৫ ২৭ একর	১০,০৩৪.৪০
	১৯৮৪	৪.১২৫ ,,	৯৪,০১৩.৪৯
	১৯৮৫	০ ৮৭৮ ,,	৩৮,৩১২.১৬
	১৯৮৬	৬ ৩৩৯ ,,	৫৬,৭৪৯.৬৫
	১০৮৭	৬.৯৩ ,,	৪,৯৯,২৬৪.০০
খোয়াই	১৯৮৩	১৮.৪৫৩ একর	৩০,৭১৬.৩০
	১৯৮৪	১.১৬ ,,	৭৩,২৩০ ৪২
	১৯৮৫	২৬ ০২ ,,	৪,৩২,২৭৫.৮০
	১৯৮৬	১০.৬৯ ,,	৪,০৩,১৩৪.৭৫
	১৯৮৭	৩০.২০৯ ,,	৫,২৬,৪৭৯.১০
	(১লা মে পর্য্যন্ত)		

মহকুমার নাম	সন	ভূমির পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
ধর্মনগর	১৯৮৩	৮২.৩৬ একর	১৭,৫৭,০৮৭.৩০
	১৯৮৪	১৩.৫৯ ”	২,৭৬,০৮৫.০২
	১৯৮৫	২১.২৯ ”	৮,০৫,৭৭৬.৪৫
	১৯৮৬	২৩.৯৩ ”	১৫,৬০,১৬৯.৮০
	১৯৮৭	৪.৩২৬ ”	৬৩,৮৬০.০০
	(১লা মে পর্যান্ত)		
কৈলাসহর	১৯৮৩	৩.৫৪ ”	৩৯,২৭১.৪০
	১৯৮৪	৭৭.৮৪ ”	৯,৬৬,৪৯৪.৫৮
	১৯৮৫	৭.০৬ ”	৮,০০,৭৮৫.৯০
	১৯৮৬	৮৯.২৮ ”	২৩,০২,২৯৬.৮০
	১৯৮৭	১০.৭৮ ”	৭,৩৭,৪২৫.৭৫
	(১লা মে পর্যান্ত)		
কমলপুর	১৯৮৩	৭৩.৭৫ ”	৫,৩৭,১০.০০
	১৯৮৪	৩.৮৪ ”	৩৬,৭০ ২০
	১৯৮৫	৭.৭৮ ”	১,৭৮,৩৩৯.৯৫
	১৯৮৬	১৩.৬৮ ”	২,৩৪,৪৫৩.৬৫
	১৯৮৭	১১.২৬ ”	৩,৬১,৭৪৬.০০
	(১লা মে পর্যান্ত)		
উদয়পুর	১৯৮৩-৮৪	১২১.২৮ ”	৩৩,৫২,১১৪.১৯
	১৯৮৪-৮৫	২৫.৬৭ ”	১৩,৩০,৮৬২.৩০
	১৯৮৫-৮৬	৫২.৮১ ”	৫,৪৫,৯৬৯.৫০
	১৯০৬ ৮৭	৮১.৯৩ ”	২৭,২২,৯২২.৫০
	(১লা মে পর্যান্ত)		
বিলোনীয়া	১৯৮৩-৮৪	০৮.৮১ ”	৮,৬২,৫৪৩.৬১
	১৯৮৪-৮৫	২০.৪৭ ”	২,৫৩,৬২৪.০০
	১৯৮৫-৮৬	১.৬৭ ”	১,৫২,৭৭২.০০
	১৯৮৬ ৮৭	৫৮.০৬ ”	১৩,৯৮,৮৫৯.৭৫
	(১লা মে পর্যান্ত)		

মহকুমার নাম	সন	ভূমির পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
অমরপুর	১৯৮৩-৮৪	০'৪৬ একর	১৮,৯৯০'০০
	১৯৮৪-৮৫	০ ৯০ ”	৮৪,২০৯'৫০
	১৯৮৫-৮৬	৫০ ৩২ ”	১,৯৪,১৪৬'৫০
	১৯৮৬-৮৭	২'৫৮ ”	২,৫৬,৩৩৮'৫০
	(১লা মে পর্যন্ত)		
সাব্রুম	১৯৮৩-৮৪	৫'৬৬ ”	১,০৮,২১৮'৫২
	১৯৮৪-৮৫	০'৬৬ ”	৭,২৯১'৫০
	১৯৮৫-৮৬	০'৪০ ”	৫,৪৭৯'৫০
	১৯৮৬-৮৭	—	—
	(১লা মে, পর্যান্ত)		

Admitted Un-starred Question No. 30

Name of Members : Sri Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state ;

প্রশ্ন—১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট কয়টি মৎসজীবি সমবায় সমিতি আছে ;

প্রশ্ন—২। কোন কোন সমিতিকে কত পরিমাণ সরকারী জলাশয় ইজারা দেওয়া হইয়াছে ;

প্রশ্ন—৩। বর্ত্তমানে মৎস্য দপ্তরের হাতে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মোট কয়টি জলাশয় আছে এবং এর পরিমাণ কত ?

: উত্তর :

ক) মোট ১১৯টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি এক্ষণে রাজ্যে রয়েছে তন্মধ্যে ত্রিপুরার এপেক্স ফিসারিজ কোপারেটিভ সোসাইটি একটি।

খ। ১)	আগরতলা	মৎস্যজীবি	সমবায়	সমিতি	লি :—	৪'৫৬ হেক্টর
২)	কুমারীটিলা	”	”	”	”	১'৬৮ ”
৩)	কালিকাপুর	”	”	”	”	৪'৪০ ”
৪)	গান্ধীগ্রাম	”	”	”	”	৪'০০ ”
৫)	পঞ্চবটী	”	”	”	”	৬'৫০ ”
৬)	লঙ্কামুড়া	”	”	”	”	০'৫০ ”
৭)	কলকলিয়া	”	”	”	”	০'৫৭ ”

৮)	চেবরী	মৎসজীবি	সমবায়	সমিতি	লিঃ		৬.১৬	”
৯)	বিশালগড়	”	”	”	”		০.৮০	”
১০)	জনকল্যাণ	”	”	”	”		১ ৭৮	”
১১)	কাঞ্চনমালা	”	”	”	”		০.৩২	”
১২)	রানীর বাজার	”	”	”	”		১.০২	”
১৩)	পূর্ব-বড়জলা	”	”	”	”		৪.০০	”
১৪)	সদর পূর্বাঞ্চল	”	”	”	”		২ ৫০	”
১৫)	সুকান্ত	”	”	”	”		২ ০৪	”
১৬)	সোনামুড়া	”	”	”	”		৮ ০৬	”
১৭)	উদয়পুর সমাজ কল্যাণ	”	”	”			২৫ ৫১	”
১৮)	জাতীয়	”	”	”	”		১৪ ০০	”
১৯)	উত্তর মহারানী	”	”	”	”		৩ ৬১	”
২০)	ত্রিপুরা সুন্দরী	”	”	”	”		৮৮.৯	”
২১)	পালাটানা	”	”	”	”		৮ ০০	”
২২)	খিলপাড়া	”	”	”	”		২.৪৭	”
২৩)	শান্তির বাজার	”	”	”	”		১.০২	”
২৪)	মৎসজীবি কল্যাণ	”	”	”	”		০.৮০	”
২৫)	মা-গঙ্গা	”	”	”	”		২ ৫০	”
২৬)	রাজনগর	”	”	”	”		১.৫০	”
২৭)	কলাবারিয়া	”	”	”	”		০.২০	”
২৮)	মির্জাপুর	”	”	”	”		০ ৮০	”
২৯)	ফুলছড়ি	”	”	”	”		১.১৮	”
৩০)	দাসপল্লী	”	”	”	”		০.৫৬	”
৩১)	দুর্গানগর	”	”	”	”		০ ২০	”
৩২)	অমরপুর ক্ষুদ্র	”	”	”	”		১১.২০	”
৩৩)	অম্পিনগর	”	”	”	”		১ ০০	”
৩৪)	তৈদুক্ষুদ্র	”	”	”	”		১০.০০	”
৩৫)	মালবাসা	”	”	”	”		১.৯০	”
৩৬)	চেলাগাং	”	”	”	”		১.৬০	”
৩৭)	নূতন বাজার	”	”	”	”		৩.৭০	”

৩৮)	খাওরাবিল	"	"	"	"	১'২০	"
৩৯)	যুবরাজনগর	"	"	"	"	১'৬৪	"
৪০)	পেচারডহর	"	"	"	"	১৩'০০	"
৪১)	সোনাইমুড়ি	"	"	"	"	৭'২০	"
৪২)	দুধপুর	"	"	"	"	৫'২০	"
৪৩)	মৎসজীবি কল্যাণ	"	"	"	"	৬.৭২	"
৪৪)	মনুঘাট	"	"	"	"	২ ০২	"
৪৫)	ছৈলেংটা আদর্শ	"	"	"	"	২'০০	"
৪৬)	নবজাগরণ	"	"	"	"	২'৩০	"
৪৭)	কলাছড়ি	"	"	"	"	১'১০	"
৪৮)	গঙ্গাদেবী	"	"	"	"	০'৫০	"
৪৯)	সালেমা	"	"	"	"	০'৪০	"
৫০)	দেবীছড়া	"	"	"	"	০'৫০	"
৫১)	ধর্মনগর	"	"	"	"	২ ৬৬	"
৫২)	পানিসাগর	"	"	"	"	০'৩০	"
৫৩)	জনকল্যান	"	"	"	"	০'৪৮	"
৫৪)	কুলাই	"	"	"	"	৬'২৬	"

উত্তর

গ) বর্তমানে মৎসদপ্তরের হাতে মোট ২২৭টি জলাশয় (নার্সারী, রিয়ারিং এবং পুকুর সহ) আছে এবং এর মোট পরিমাণ ১০৮'৪৮ হেক্টর।

Admitted Un-starred Question No. 40
Name of the Member :—Shri Matilal Saha
Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Fisheries Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরাতে কোন ব্লকে কতটি মিনিব্যারেজ নির্মিত হয়েছে,

২। উক্ত মিনি-ব্যারেজগুলির মধ্যে বিশালগড় ব্লকের কোন গাঁওসভায় কতটি নির্মিত হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে ব্লক ভিত্তিক মিনিব্যারেজ নির্মানের হিসাব নিম্নরূপ ;

সাঁতচান্দ—	৮৯
বগাফা—	৮০
রাজনগর—	৩৯
মাতাববাড়ী—	১০৬
অমরপুর—	১৫৪
ডম্বুরনগর—	৪১
মেলাগড়—	৫২
বিশালগড়—	৪৩
জম্পুইজলা-টাকারজলা—	১২৮
মোহনপুর—	৬২
জিরানীয়া—	৬৯
তেলিয়ামুড়া—	১৬১
খোয়াই—	৭৬
সালেমা	৬৮
ছাওমন্তু—	৯৫
কুমারঘাট—	১০৭
কাঞ্চনপুর—	২
পানিসাগর—	৮১
মোট =	১,৬৯০টি

২। বিশালগড় ব্লকের গাঁওসভা ভিত্তিক নির্ম্মিত মিনি--ব্যারেজের হিসাব নিম্নরূপ :

গাঁও-সভার নাম	মিনিব্যারেজের সংখ্যা
লালসিংমুড়া	১টি
দয়ারাম পাড়া	৫টি
গোলাঘাটি	১টি
চোপখোলা	২টি
আনন্দনগর	১টি
কোনাবন	১টি
মধুপুর	৩টি
কৈয়াচেপা	২টি
	মোট = ১৬টি

Admitted Un-starred Question No. 43

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে টি, আর, টি, সিতে বর্তমানে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত ; এবং তন্মধ্যে বর্তমানে কতটি বাস ও ট্রাক চালু অবস্থায় আছে (বাস ও ট্রাকের পৃথক হিসাব)

২) ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সিতে লোকসানের পরিমাণ কত ; (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ;

৩) উক্ত সময়ের মধ্যে কত টাকার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ চুরি গিয়েছে ; (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৪। উক্ত চুরির সাথে কতজন সরকারী কর্মী জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী

১) ক) বর্তমানে টি, আর, টি, সিতে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বাস—১৬৬ টি

ট্রাক— ৪৩ টি

খ) বর্তমানে চালু বাস ও ট্রাকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বাস—১০২ টি

ট্রাক— ৩৯ টি

২) ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত টি, আর, টিসিতে লোকসানের পরিমাণ (বৎসর ভিত্তিক) নিম্নরূপ :—

আর্থিক বৎসর	লোকসানের পরিমাণ
১৯৮২—৮৩	টাঃ ১,৯৯,০০,৮৬৮·০৪
১৯৮৩-৮৪	টাঃ ১,৫৯,৮০,৫৫৪·০৩

১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালের Final Accounts এখনও শেষ হয় নাই।

কর্পোরেশনের আর্থিক হিসাব এপ্রিল মাস হইতে মার্চ পর্য্যন্ত করা হয়। সেইহেতু জানুয়ারী হইতে আলাদা হিসাব দেওয়া গেল না।

৩) ১৯৮২ সাল হইতে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি'র যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ চুরির আর্থিক মূল্য (বছর ভিত্তিক) নিম্নরূপ :—

আর্থিক বছর	আর্থিক মূল্য
১৯৮২-৮৩	টাঃ ৪৫,৮৯৩'৫০
১৯৮৩-৮৪	টাঃ ১৭,৯০০'০০
১৯৮৪-৮৫	টাঃ ৩৫,৮০০'০০
১৯৮৫-৮৬	টাঃ ১২,৮৭৫'০০
১৯৮৬-৮৭ (জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত)	টাঃ ১,১১,০০০'০০

৪) ক) ১৯৮৩ সালে বাস নং TRS—492 হইতে একটি ব্যাটারী চুরি হয়, উক্ত চুরির সাথে জড়িত সন্দেহমূলক ভাবে কর্পোরেশনের দুইজন গার্ডকে পুলিশ হেপাজতে দেওয়া হয় এবং সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরে প্রমাণের অভাবে উক্ত গার্ডদের আদালতের আদেশানুসারে উক্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

খ) অপর একটি ঘটনায় ১ জন Home-Guard যিনি Security Guard হিসাবে ১৯৮১ সালে TRTC-এর লেম্বুছড়া ওয়ার্কশপে কর্মরত ছিলেন, তাহার নিকট হইতে একটি ডায়নামো উদ্ধার করা হইয়াছে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে আরক্ষা কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতিটি চুরির ঘটনাই পুলিশে জানানো হইয়াছে।

Admitted Un-starred Q. No. 61

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs And Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্য থেকে প্রকাশিত কোন কোন সংবাদ পত্রে রাজ্য সরকার কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২। কিসের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার সংবাদ পত্রগুলোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন ?

রাজ্য থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপনের বৎসর ভিত্তিক হিসাব (টাকার অংকে) এই সঙ্গে গাঁথিয়া দেয়া গেল।

রাজ্যে সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি অনুসারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে।

১।
২। শেষাংশে দেখুন

৩।	গণদূত	৬,৪১২.৭৫ টাকা
৪।	গণসংবাদ	৩,৬০৬.৪০ টাকা
৫।	মানুষ	২,৫১৯.১০ টাকা
৬।	সান্দন	৩,৫৮৯.৩০ টাকা
৭।	দেশের কথা	৭৮০.৭৫ টাকা
৮।	নতুন ত্রিপুরা	৪৭৫.০০ টাকা
৯।	আমাদের কথা	১৭১.০০ টাকা
১০।	জাগরণ	১,৬৬৫.৩৫ টাকা
১১।	জনপদ	৪,০৮২.৮৫ টাকা
১২।	ভাবী ভারত	১,৪৪৩.৪৫ টাকা
১৩।	বিবেক	১,৬৯৫.১৫ টাকা
১৪।	প্রমোদবার্তা	১,৪৪৩.৪৫ টাকা
১৫।	স্বাধীকার দর্পণ	১২৩.২৫ টাকা
১৬।	স্বরূপ	৬০৮.৪০ টাকা
১৭।	ত্রিপুরা টাইমস্	৩৩১.৩৫ টাকা
১৮।	চিনিকুক্	২১৫.০০ টাকা
১৯।	বিভীন	১৫০.০০ টাকা
২০।	ন্যায়দণ্ড	১৫০.০০ টাকা
২১।	কৃতীমান	৪৬৯.৮৫ টাকা
২২।	বজ্রকণ্ঠ	২১৫.০০ টাকা
২৩।	সমাচার	২১৫.০০ টাকা
২৪।	সত্যভাষণ	১৭০.০০ টাকা

	পত্রিকার নাম	টাকা
২৫ ।	ত্রিপুরা বাণী	৩৪৬.০০ টাকা
২৬ ।	ত্রিপুরা কথা	২৬৯·৭০ টাকা
২৭ ।	জনতার আদালত	১৫০·০০ টাকা
২৮ ।	কাণ্ডারী	১৫০ ০০ টাকা
২৯ ।	ইয়াপ্রি	২,৫১৫ ৬০ টাকা
৩০ ।	মানবতাবাদ	৩১৩·৬০ টাকা
৩১ ।	প্রগতি সংবাদ	৩২২·৮০ টাকা
৩২ ।	আজকের ত্রিপুরা	১৫০·০০ টাকা
৩৩ ।	ছাত্র সংবাদ	১ ০ ০০ টাকা
৩৪ ।	প্রত্যুষ সংবাদ	১৫০·০০ টাকা
৩৫ ।	ত্রিপুরা সময় (উদয়পুর)	৩১৮·০০ টাকা
৩৬ ।	সপ্তাহিক বার্তা	১৫০·০০ টাকা
৩৭ ।	ত্রিপুরা	১৫০·০০ টাকা

১৯৮৬-৮৭ সালের ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন ইস্যু করার হিসাব

১ ।		৬.৭২ ০০	টাকা
২ ।		৪,৭৪৪ ০০	টাকা
৩ ।	গণদূত	৬,৭৬৪·০০	টাকা
৪ ।	গণসংবাদ	৩,৮৮১·০০	টাকা
৫ ।	মানুষ	৩,৭৩৬·০০	টাকা
৬ ।	স্যন্দন	৩,৬০৬·০০	টাকা
৭ ।	জনপদ	২,৯০০·৫০	টাকা
৮ ।	জাগরণ	১,৭২৬·৩০	টাকা
৯ ।	বিবেক	২,২৫৮·০০	টাকা
১০ ।	প্রমোদ বার্তা	১,৫৭৩·০০	টাকা
১১ ।	ভাবী ভারত	১,২৫১·০০	টাকা
১২ ।	ত্রিপুরা বাণী	২,০৬১·০০	টাকা
১৩ ।	ত্রিপুরা টাইমস্		
১৪ ।	ত্রিপুরার কথা	৯৯৫·০০	টাকা

	পত্রিকার নাম	টাকা	
১৫।	সমাচার	১,০৪৪·০০	টাকা
১৬।	বজ্রকণ্ঠ	১,১১৫·০০	টাকা
১৭।	চিনিকক্	১ ৪৭৫·০০	টাকা
১৮।	ত্রিপুরা সময় (উদয়পুর)	১,১৪৫·৭৫	টাকা
১৯।	সাপ্তাহিক বার্তা	১,৮১৯·৮০	টাকা
২০।	আমাদের কথা	১,১৬৪ ০০	টাকা
২১।	বিস্তীর্ণ	৯৫৫ ৫০	টাকা
২২।	ত্রিপুরা	১,০২২ ০০	টাকা
২৩।	কাণ্ডারী	১,৫২৮·০০	টাকা
২৪।	সত্যভাষণ	১,১২৭·০০	টাকা
২৫।	প্রত্যুষ সংবাদ	৪,৩৪৭·৫০	টাকা
২৬।	ইয়াপ্রি	১,০৯৭·০০	টাকা
২৭।	বিবেচক	১,১১৯·০০	টাকা
২৮।	ন্যায়দণ্ড	১,১৮৪·৫৬	টাকা
২৯।	মকপ	১,০২৬·০০	টাকা
৩০।	স্বাধীকার দর্পন	১,০২৬·০০	টাকা
৩১।	দেশের কথা	২,০৬৬·৭৫	টাকা
৩২।	কুন্তীমান	১,২২০·০০	টাকা
৩৩।	মানবতাবাদ	১,০২৭·০০	টাকা
৩৪।	প্রগতি সংবাদ	১,১০৭·০০	টাকা
৩৫।	জনতার আদালত	৭০০·০০	টাকা
৩৬।	নতুন ত্রিপুরা	৪৪১·০০	টাকা
৩৭।	ছাত্র সংবাদ	১,৫৫৯·৫০	টাকা
৩৮।	বিংশ মুক্তি সূর্য্য	১,১১৯·০০	টাকা
৩৯।	আজকের ত্রিপুরা	৬৬৬·০০	টাকা
৪০।	পদাতিক	৯৬২·০০	টাকা
৪১।	গ্রামীণ ত্রিপুরা	২৮২·০০	টাকা
৪২।	ঊনকোটি		

১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন ইস্যু করার হিসাব

পত্রিকার নাম	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
১। গণদূত	৬১,৯৩১ ০০	৮৪,৫২৮·০০
২। গণসংবাদ	৫৭,২৬৯·৫০	৮৩,৮২৬·০০
৩। স্যন্দন	৫৮,৭৮৩·২৫	৮৫,৩৬৮·০০
৪। মানুষ	৫০,০৩৭·১৫	৮২,২৭২·০০
৫। আমাদের কথা	৪৯,৭২২·৭৫	৭০,৬১৪·০০
৬। দেশের কথা (সাপ্তাহিক)	৫৩,৭২৭·০০	৭০,০৭৪·০০
৭। নতুন ত্রিপুরা	৪০,৯১০·০০	২৫,৬০২·০০
৮। জাগরণ	২৮,৮৩৫·২৫	৩৪,০০০·০০
৯। জনপদ	৩০,৪০৭·৫০	৩৪,৬৯০·৯০
১০। বিবেক	২৪,৭৩৮·৫০	৩৩,১৩০·০০
১১ প্রমোদ বার্তা	২৩,৮৯০·২৫	২৭,৭৫০·০০
১২। ভাবী ভারত	২৪,৯৪৪·৭৫	৩২,০৭০·০০
১৩। ত্রিপুরা টাইমস্	৪,৭৫৮·০০	৯,০১০·০০
১৪। ত্রিপুরা বাণী	৪,৩৫৯·০০	৯,১৬০·০০
১৫। ত্রিপুরার কথা	৪,১৮০·০০	৮,৯১৫·০০
১৬। সমাচার	৫,২৬৫·০০	৯,৭৪৫·০০
২৭। বজ্রকণ্ঠ	৪,৮৫১·০০	৯,৩০৫·০০
১৮। চিনিকক্	৪,৪৫৯·০০	৯,৩৯৫·০০
১৯। ত্রিপুরা সময়	৪,৬৬৯·০০	৭,৫১৫·০০
২০। ত্রিপুরা	৪,৮৮৭·০০	৮,৬৬০·০৯
২১। বিস্তীর্ণ	৪,৪৫৯·০০	৯,০৬৫·০০
২২। কাণ্ডারী	৪,৪৫৩·০০	৮,৮৩০·০০
২৩। সত্যভাষণ	৪.১৮৬·০০	৮,৮৪৫·০০
২৪। প্রত্যুষ সংবাদ	২,৫২৩·০০	৮,৯৩০·০০
২৫। স্বরূপ	৪,৬৯৩·০০	৯ ২৬৫ ০০
২৬। স্বাধীকার. দর্পন	৪,২১১·০০	৯ ১৮৫·০০

২৭।	কৃতীর্মান	৪,৫৬১.০০	৯,০৩৫.০০
২৮।	মানবতাবাদ	৪,১৭১.০০	৬,৯৮০.০০
২৯।	প্রগতি সংবাদ	৪,৫২৮.০০	৮,৬২০.০০
৩০।	জনতার আদালত	৪,৮০৬.০০	৮,৫৭০.০০
৩১।	ইয়াপ্রি	৫,০০৫.০০	৮,৯১৩.০০
৩২।	বিবেচক	৪,৩২৫.০০	৮,৫৪৫.০০
৩৩।	ন্যায়দণ্ড	২,৮৬১.০০	৫,৪১৫.০০
৩৪।	সাপ্তাহিক বার্তা	৪,৬৭[illegible].০০	৮,৭২০.০০
৩৫।	আজকের ত্রিপুরা	৪,০৬৬.০০	৯,৩৪৫.০০
৩৬।	ছাত্র সংবাদ	৪,৭৪৩.০০	৬,৯৩৫.০০

		১৯৮৫-৮৬		১৯৮৬-৮৭	
		ক্লাসিফাইড	ও ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন	ক্লাসিফাইড	ও ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন
১।	ডেইলী দেশের কথা	১,৯১,১১৬.২১	[illegible],০২৩.৫০	২,৭৪,৮৮৯.১০	১৮,১৭০.৫০
২।	ত্রিপুরা দর্পণ	২,০০,৮০০.৭৫	৯,৪১৪.৫০	২,৬১,৮৭৯.০০	১৪,৩৫৭.০০
২।	দৈনিক সংবাদ	২,১১,০৫৫.৭২	★	২,৩৪,৩৮৭.০০	★

★ রাজ্য সরকার দৈনিক সংবাদকে ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন দিলেও তা দৈনিক সংবাদ ছাপেন না।

Admitted Un-starred Question No. 66
Name of Member :— Shri Jawhar Saha
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্যে তফসিলী জাতি কর্পো-

রেশনের মাধ্যমে, কোন্ কোন্ ব্লকে তফ্‌সিলী সম্প্রদায় ভুক্ত কতটি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। **তদনুজায়ী এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ ব্লকে উক্ত স্কীমে কত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে ; (বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব)**

৩। **ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাকস্‌-এর মাধ্যমে উক্ত স্কীমে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে যে ভাবে বিলম্ব হয় তা দূর করার জন্য সরকার এ পর্যন্ত কি, কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;**

৪। **ব্লকগুলিতে কর্পোরেশনের কাজ দ্রুত করার জন্য পৃথক ভাবে লোক নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?**

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭ সমবায় সনে এস. সি. কর্পোরেশন-এর মার্জিন মানি লোন প্রকল্প-এর অধীনে কত সংখ্যক তফ্‌সিলী জাতি ভুক্ত পরিবার বর্গকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে তার ব্লকওয়ারী যে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :—

ব্লক/সাব ব্লক মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার নাম	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৪-৮৫ সমবায় সন	১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন	১৯৮৬-৮৭ সমবায় সন
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	১৫০	১৫০	৪৬০
২। বিশালগড় ব্লক	২৮৫	২৫০	৪৮০
৩। জম্পুইজলা/টাকারজলা সাব ব্লক	১৫০	১৫০	৫০
৪। মোহনপুর ব্লক	২০০	২৫০	১৫০
৫। জিরানীয়া "	২০০	২৫০	২০০
৬। মেলাঘর "	২০০	২৫০	২০০
৭। তেলিয়ামুড়া "	১০৫	১২২	৬০
৮। খোয়াই "	২০০	২৫০	২৬০
৯। মাতার বাড়ী "	২০০	২৫০	৫৬০
১০। বগাফা "	২০০	২৫০	২০০
১১। রাজনগর "	২০০	২৫০	২৬৫
১২। সাতচাঁন্দ "	২০০	২৫০	২০০
১৩। অমরপুর "	২০০	২৫০	২০০

১৪।	ডম্বুরনগর	,,	১৫০	১৫০	৪৫
১৫।	সালেমা	,,	২০০	২৫০	৫৭৫
১৬।	ছামনু	,,	১৫০	১৫০	১১০
১৭।	কুমারঘাট	,,	২০০	১৫০	৪১০
১৮।	কাঞ্চনপুর	,,	২৫০	১৫০	৮৫
১৯।	পানিসাগর	,,	২০০	১৫০	৩২০
		মোট :—	৩৬৩৫	৪২৫০	৫০০০

(কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮৬-৮৭ সমবায় সনের পূর্ব্ব ঘোষিত লক্ষ্য মাত্রা ৪২৫০ এর পরিবর্তন ঘটিয়ে ৫০০০ করা হয়)

১। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সমবায় সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত কত সংখ্যক তফসিলী জাতি ভুক্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তার ব্লক ওয়ারী ও সনওয়ারী হিসেব নিম্নরূপ :—

ব্লক, সাব ব্লক মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার নাম	সমবায় সনওয়ারী আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত তফসিলী জাতিভুক্ত পরিবারের সংখ্যা		
	১৯৮৪-৮৫ সমবায় সন	১৯৮৫-৮৬ সমবায় সন	১৯৮৬-৮৭ সমবায় সন (৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত)
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা	৯৬৩	৮১২	৮৩৭
২। বিশালগড় ব্লক	১৫৮	৩১০	১২২
৩। জম্পুইজলা/টাকারজলা সাব ব্লক	১৩১	৩৯	৫৭
৪। মোহনপুর ব্লক	২০৯	৯০	১৮০
৫। জিরানীয়া ”	৪৬	৯১	২৮৫
৬। মেলাঘর ”	১১৪	২২৫	১৬৩
৭। তেলিয়ামুড়া ”	১০৫	১২৪	৬০
৮। খোয়াই ”	২৫৯	১৫২	২৬
৯। মাতার বাড়ী ”	২৫০	১৭০	২৩২
১০। বগাফা ”	১৫০	১৩৮	২৮৯
১১। রাজনগর ”	২০	১৯৮	৫৮

১২।	সাতচাঁন্দ	"	৪২	১৫	১১৮
১৩।	অমরপুর	"	১৫৩	৫০	৬৯
১৪।	ডম্বুরনগর	"	০	০	৫৮
১৫।	কমলপুর	"	৩৮	২০১	২৩১
১৬।	ছামনু	"	০	০	৫১
১৭।	কুমারঘাট	"	৫১	৬৩	২৬১
১৮।	কাঞ্চনপুর	"	১১	০	০
১৯।	পানিসাগর	"	৪৫	২৩	৫৪
		মোট :—	২১০১	২৬৩৭	৩০৭৩

৩। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স, এবং প্যাক্স্-এর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প-এর অধীনে সাহায্য পেতে যাতে বিলম্ব না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য ত্রিপুরার সমবায় সমিতি সমূহের নিয়ামক মহোদয়কে এবং উক্ত সমিতি সমূহকে ঋণদান কারী ব্যাংক সমূহের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৪। হ্যাঁ আছে।

Admitted Un-tarred Question No—70

Name of the Member:—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ১৯৮৬ইং সালের শেষ ভাগে অমরপুর মহকুমার চেলাগাং বাজারের একাংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছে।

২। সত্য হলে উক্ত আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের নাম ; এবং

৩। ঐ-ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে কাকে কি পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার হিসাব ?

Answer :

Minister-in-charge of the Revenue Department, Revenue Minister.

১। হ্যাঁ মহাশয়,

২। (ক) সুবল চন্দ্র সাহা, (খ) গিরিধারী ভৌমিক, (গ) মনোরঞ্জন নাথ, (ঘ) দীনেশ ভৌমিক, (ঙ) জগদীশ দেবনাথ, (চ) নলকৃষ্ণ ধর, (ছ) হরেকৃষ্ণ দাস, (জ) ইন্দুভূষণ কর্মকার (ঝ) প্রমোদ বর্মণ।

৩। সর্বশ্রী সুবল চন্দ্র সাহা, মনোরঞ্জন নাথ, দীনেশ ভৌমিক, জগদীশ দেবনাথ, নলকৃষ্ণ ধর, প্রত্যেককে ২০০ টাকা হিসাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। সর্বশ্রী গিরিধারী ভৌমিক, হরেকৃষ্ণ দাস, ইন্দুভূষণ কর্মকার প্রত্যেককে ১০০ টাকা হিসাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রী প্রমোদ বর্মণকে ৭৫, টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-starred Q. No. 73

Name of the Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতির দপ্তর কর্তৃক কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক মোট বারলক্ষ তিপ্পান্ন হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ টাকা উনষাট পয়সা খরচ করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No 74

Name of M. L A :— Shri Monoranjan Majumder

Name ofMinister :— Minister-in-charge of L S G Department.

প্রশ্ন

ক) ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ১৫ই জুলাই অবধি নগর উন্নয়নে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সর্বমোট কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

খ) কোন্ কোন্ খাতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

ক) ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ১৫ই জুলাই অবধি নগর উন্নয়নে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

বৎসর	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৩ ইং সনের মার্চ পর্যন্ত	২,১৫,৪০৪·০০
১৯৮৩-৮৪	৩,২৩,৪০২·৬৯
১৯৮৪-৮৫	২,২৫,৬৯৯·১৬
১৯৮৫-৮৬	৭,৪৪,৫৯৫·৪৪
১৯৮৬-৮৭	৭,১৯,৫৩৬·০৫
১৯৮৭-৮৮ (১৯৮৭ ইং সনের জুলাই পর্যন্ত)	১২,৬৬,১২৯·১৫

খ) কোন কোন খাতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে বৎসর ভিত্তিক হিসাব এতদসঙ্গে দেওয়া হইল।

বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্তৃক ১৯৮০ইং সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয়িত অর্থের হিসাব।

প্রকল্পের নাম এবং খরচ

১।	বিলোনীয়া বাজারে ১৫টি ষ্টল নির্মাণ বাবদ	২৫,২২৭ টাকা
২।	বিলোনীয়া মটরষ্টেণ্ডএ যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাচ্ছাদন নির্মাণ বাবদ	৩৬,৭৩৯ টাকা
৩।	১ নম্বর টিলা ষ্টলে বারান্দা নির্মাণ বাবদ	৫৯,৪৪২ টাকা
৪।	কমিউনিটি হলের সংস্কার বাবদ	৭,১৪৩ টাকা
৫।	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির মাষ্টার রোল কর্মীদের বেতন বাবদ	১৩,৯০৬ টাকা
৬।	১ নম্বর টিলা ষ্টলে ৩৯টি ষ্টল সংস্কার বাবদ	২০,১৭০ টাকা

৭। বিলোনীয়া টাউন হলের জন্য নির্বাচিত এলাকার উন্নতি সাধনের জন্য — ১৯,০২০ টাকা

৮। বিলোনীয়া শিশু নিকেতনের চারিদিকের দেয়াল নির্ম্মাণ বাবদ (আংশিক প্রদান) — ৯,৯৫৩ টাকা

৯। রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক খরচ বাবদ — ২৩,৮০১ টাকা

মোট ২,১৫,৪০৭ টাকা

১৯৮৩-৮৪ সনের বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃক খরচের হিসাব।

প্রকল্পের নাম ও খরচ

১। নর্দমা পুর্ণখনন বাবদ — ২৭,৬১১ টাকা

২। টিউবওয়েল মেরামত বাবদ — ১৭,১০৮ টাকা

৩। বিলোনীয়া শিশু নিকেতনের ২টি ঘর নির্মাণ বাবদ — ৮২,২১৪ টাকা

৪। ১ নম্বর টিলার বারান্দা নির্মাণের জন্য (বাকি অর্থ প্রদান করা) — ৩,৪৮৬ টাকা

৫। বিলোনীয়া বাজারে মাংসের দোকান নির্মানের জন্য — ৪১.৬২২ টাকা

৬। ১ নম্বর টিলার হল সংস্কার বাবদ (বাকী অর্থ প্রদান) — ৭.৯০৫ টাকা

৭। ইটের মূল্য বাবদ — ৮,৯৮১ টাকা

৮। বিলোনীয়া কমিউনিটি হলের সংস্কার বাবদ (বাকী অর্থ প্রদান) — ৭,৭৪০ টাকা

৯। শিশু নিকেতনে আর. সি. সি. কূপ তৈরীর জন্য — ৭,১৮০ টাকা

১০। একটি আলমারীর মূল্য বাবদ — ১.৭৩১ টাকা

১১। ১ নম্বর টিলা হলের প্রাঙ্গণে ব্রিক সোলিং বাবদ — ২,৫৭৭৪ টাকা

১২। শিশু নিকেতনের বৈদ্যুতিক তার সংযোজন বাবদ — ২.৯৬২ টাকা

১৩। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকার রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য — ৩৬,৯৮৪ টাকা

১৪। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় এবং বিদ্যুত ব্যবহারের জন্য — ৩৩,৭৭৮ টাকা

১৫। কমিউনিটি হলের চারিদিকে বেড়া দেওয়া বাবদ — ২,৮৯০ টাকা

১৬। উকিলের পারিশ্রমিক — ৬,১২২ টাকা

১৭।	মাষ্টার রোল কাজ বাবদ	১০,০০০ টাকা
	মোট—	৩,২৩,৭০১ টাকা

১৯৮৬-৮৭ সনে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকার খরচের হিসার-১

প্রকল্পের নাম ও খরচ

১।	৪৫,৫০০ ইটের মূল্য	২৫,০৯৩ টাকা
২।	শিশু নিকেতনের সীমানার বেড়া দেওয়ার জন্য	১,৩৯৯ ৩৩
৩।	শিশু নিকেতনের একটি আর. সি. সি কূপ নির্মাণের জন্য	৭,৬৩২
৪।	নর্দমা খননের জন্য	২,০৬০
৫।	জরিপের সরঞ্জামের জন্য	৪,০১৮
৬।	২৯টি টিউবওয়েল বসানো। পুনরায় বসানো এবং সরঞ্জামের জন্য	১৪,২০৬
৭।	শতবর্ষ পূর্তির উৎসব উদযাপনের জন্য	৩,৫৮৫'৫০
৮।	বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকার রাস্তা উন্নয়ন বাবদ	৯৪,৭৮৯
৯।	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং বিদ্যুত ব্যবহারের খরচ বাবদ	৪৫,১৭৫ ৮০
১০।	মাষ্টার রোল কাজ বাবদ	২৬,৩৫০'৫৩
১১।	বিবিধ খরচ	১,৬৭০
		মোট ২, ২৫, ৬৯৯'১৬

১৯৮৫-৮৬ ইং সনে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃক খরচের হিসাব।

প্রকল্পের নাম খরচ

১।	বিলোনীয়া টাউনহলের মঞ্চের সাজ-সরঞ্জাম এবং আসন ব্যবস্থা বাবত	১,৮৬,০৯৮'০০
২।	১নং টিলা ষ্টলের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ	১০,৩৫৪'০০
৩।	পথি পার্শ্বস্থ নর্দমা খনন ও পাকা ড্রেইন মেরামত বাবদ	২৪,৬৬২'০০
৪।	বনকর টেঙ্কের ২টি সুইমিং পুল নির্মান বাবদ	২০,৭৯৮'০০
৫।	শিশু নিকেতনের রান্নাঘর ও হাঁসের জন্য ঘর নির্মাণ-	১৪,৫০৯ ০০
৬।	বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকার রাস্তা উন্নয়নের জন্য	৬৯,৪৭৭ ০০
৭।	২৫টি টিউবওয়েলের সরঞ্জামের খরচ	৪৪,৫৩৮'০০
৮।	সিমেন্টের এবং তাহার পরিবহন মূল্য বাবদ	৬৯,০৮৯'০০
৯।	স্পান পাইপের মূল্য	২৭,৯৫০'০৪

১০।	দুইটি শিলিং ফেনের মূল্য	১,১৬৪.১০
১১।	আশবাব পত্রের মূল্য	১১,৫৯৭.০০
১২।	বনকরে উন্মুক্ত বাজার আচ্ছাদান নির্মাণ	১৬,২১৯.০০
১৩।	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য ও বিদ্যুত ব্যবহারের মূল্য	১,৬৯,০৯১.৫৪
১৪।	পাঁচটি জলের ট্যাঙ্কের জল নিষ্কাশন এবং মেরামত বাবদ	৭৯,৪২৩.০০
		মোট—৭,৪৪,৫৯৫.৪৪

১৯৮৪ ৮৫ সনে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃক খরচের হিসাব।

প্রকল্পের নাম এবং খরচ

১।	২টি টিউবওয়েলের প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ বাবদ	৫৩৪.৫০	টাকা
২।	অনাথ শিশু নিকেতন নির্মাণের খরচ	১৪,০৪৭.০০	,,
৩।	১টি গ্যাস্ট্রেনার মেসিনের মূল্য—	১৯,৯৩৮.০০	,,
৪।	কমুনিউটিহলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য—	১৩,৯০৯.০০	,,
৫।	নোটিফায়েড এলাকার বাজারের ষ্টল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	১৩,৯৬১.০০	,,
৬।	শশ্মান ঘাট চুলী ও যাত্রীশালা নির্মাণ বাবদ	১৭,৭১৩.০০	,,
৭।	৪৯টি টিউবওয়েলে বসানো, পুন বসানো এবং সরঞ্জাম বাবদ খরচ	৩৬,৭৭৫.০০	,,
৮।	টাউনহলের নানাহ জিনিষ পত্র আসন এবং আলোকিকরণের জন্য—	৪১,৯৩৩.৮৫	,,
৯।	বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলকার ৬টি যাত্রীশালা নির্মাণ বাবদ	৪৫,৯৫৬.০০	,,
১০।	বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকার ২ কিলো মিটার রাস্তা উন্নয়ন	২,০৪,৫৬৪.০০	,,
১১।	৬৫০ মিটার পাকা ড্রেইন নির্মাণ ও ৫০০ মিটার ড্রেইন খনন	৯২,৯৮২.০০	,,
১২।	আসবার পত্রের মূল্য	১২,৫৮৫.০০	,,
১৩।	রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর জন্য যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক খরচ বাবদ	৭১,৭৮১.৬০	,,
১৪।	মাষ্টার রোল ওয়ার্ক	৪,৮১২.৫০	,,
		মোট—৭,১৯,৫৩৬.০৫	

১৯৮৭ ইং সনের জুলাই পর্যন্ত (১৯৮৭-৮৮) বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অর্থরিটি কর্তৃক খরচের হিসাব।

প্রকল্পের নাম ও খরচের হিসাব

১।	টিউবওয়েলের সাজ সরঞ্জাম বাবদ	২৩,২৭৫·০০ টাকা
২।	আসবাব পত্রের মূল্য বাবাদ	১৬,৭৮৬·৮০ ,,
৩।	২৯টি টিউবওয়েলের প্লাটিফর্ম, ১টি প্রস্রাবাগার এবং ১টি ডাষ্টবিন নির্মান বাবদ	৯,৫০০·০০ ,,
৪।	ব্রিক সলিং সহ ৫০০ মিটার রাস্তা উন্নয়নের জন্য	১,৭০,৫৬৬·০০ ,,
৫।	জেনারেটারের মূল্য বাবদ	৪০,৮৬২·০০ ,,
৬।	সিমেন্টের মূল্য বাবদ	৫১,৯৬১·০০ ,,
৭।	রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর জন্য যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক খরচ বাবদ	১১,১২৬·৫৫ ,,
৮।	মির্জাপুরে ১৫ ষ্টল ও ২টি দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ হল নির্মাণ	৭,৬১,৫২২·০০ ,,
৯।	৭টি সিড়ি নির্মান	২,১০৫০০০·০০
	মোট	১২,৬৬,১২৯·১৫

Admitted Un-starred Question No. 82

Name of Members : Sri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state ;

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ ইং সনের ২৬শে জুলাই থেকে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে ধৃত কত কে. জি মাছ আগরতলায় ভোক্তাদের জন্য আমদানি করা হয়েছে (প্রতিদিনের পৃথক পৃথক হিসাব) ;

২। উক্ত আমদানীকৃত মাছের মধ্যে কত কে. জি মাছ পচা বলে বাতিল করা হয়েছে ? (প্রতিদিনের পৃথক পৃথক হিসাব) ;

: উত্তর :

১। ১৯৮৭ ইং সনের ২৬শে জুলাই থেকে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে

ধৃত মোট ২১,০১৪·৪০০ কে. জি (একুশ হাজার চৌদ্দ কিলোগ্রাম চারশত গ্রাম) মাছ আগরতলায় ভোক্তাদের জন্য আমদানী করা হয়েছে এবং তার দৈনিক আমদানীকৃত মাছের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

২৬-৭-৮১ ইং	১,০৯৯·৪০০ কে. জি
২৭-৭-৮৭ "	৮৬১·৯০০ "
২৮-৭-৮৭ "	৫৪৬·৪০০ "
২৯-৭-৮৭ "	৫৭৪·৮০০ "
৩০-৭-৮৭ "	৮৮৭·১০০ "
৩১-৭-৮৭ "	১,২২১·৩০০ "
১-৮-৮৭ "	২,৭১৯·৫০০ "
২-৮-৮৭ "	৩,০৩৯·৬০০ "
৩-৮-৮৭ "	২,০৮২·৫০০ "
৪-৮-৮৭ "	৭,৮১২·৫০০ "
৫-৮-৮৭ "	২,২২৩·০০০ "
৬-৮-৮৭ "	১,০৮৬·৭০০ "
৭-৮-৮৭ "	৬১৯·৭০০ "
মোট :—	২১,০১৪·৪০০ কে. জি

২। কোন মাছ পচে নাই অতএব বাতিলের প্রশ্ন উঠে না।

Printed by—Tripura Press Owners' Association